

পাইরেট

স্বপ্নাইতি বগসলার



সূচিপত্র

চরিত্রসমূহ :.....	2
প্রারম্ভ	9
স্যাম এবং রেমি ফার্গো	22
ক্ষয়ে যাওয়া চামড়ার বাইন্ডিং	79
চার্লস এভেরি	144
পাথরধবসের অবশিষ্টাংশ	206
স্কাইপেতে কল করলো সেলমা	256
আর্কাইভস ডিপার্টমেন্টের দিকে	304
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে	363
মিসেস হারবার্টের কথাটা	420
ক্যাসল রাইজিংর দিকে যাত্রা	465
ফিস্ককে অনুসরণ	500
চার গুহা	542

চরিত্রসমূহ :

১২১৬

নরফোক, ইংল্যান্ড

উইলিয়াম দ্য মার্শাল-পেমব্রকের আর্ল, কিং জনের অনুগণ।

রবার্ট ডি ব্রুজ কিং জনের সৈনিক, যে পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছিল।

হিউ ফিটজ হিউবার্ট-উইলিয়াম দ্য মার্শালের বিশ্বস্ত সৈনিক।

জন ডি লেসি-কিং জনের গার্ড।

কিং জন-ইংল্যান্ডের রাজা।

বর্তমান সময়

উইলিয়াম দ্য মার্শালের বংশধর এবং তাদের শত্রুসমূহ

থ্রেস হারবার্ট-স্যার এডওয়ার্ড হারবার্টের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।

স্যার এডমুন্ড হারবার্ট-(কাল্পনিক) দ্বিতীয় লর্ড মর্টিমার এডমুন্ড মর্টিমারের অবৈধ সন্তান।

হিউ লি ডেসপেন্সর-দ্বিতীয় কিং এডওয়ার্ডের কথিত প্রেমিক, রাজার মর্টিমারের বিরোধী।

ক্যাপ্টেন ব্রিজম্যান-পাইরেট হেনরি এভোরির মিত্র, পারিবারিক সূত্রের মাধ্যমে হিউ লি ডেসপেন্সরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

হেনরি ম্যাকগ্রেগরগ্রেস হিউবার্টের জ্ঞাতি ভাই, নটিংহাম রাজ্যের সম্পদের উত্তরাধিকারি।

পিকারিং-এর ব্যবহৃত এবং বিরল বইসমূহের দোকান

জেরাল্ড পিকারিং-স্যান ফ্রান্সিসকোর বই বিক্রেতা, ব্রি মার্শালের চাচা।

মি. উইকহ্যাম-মি. পিকারিং-এর বিড়াল।

ব্রি মার্শাল-রেমি ফার্গোর কল্যান তহবিলের কর্মী।

ল্যারেইন পিকারিং-স্মিথ-ব্রির জ্ঞাতি বোন, জেরাল্ড পিকারিং-এর মেয়ে।

ডাকাত-পরবর্তীতে নাম জানা গেছে ওর। জ্যাকব জ্যাক স্তানিস্লাভ।

ফার্গো টিম

স্যাম ফার্গো

রেমি (লংস্ট্রিট) ফার্গো ।

যোলতান-হাঙেরিতে জন্ম নেওয়া রেমির জার্মান শেফার্ড ।

সেলমা ওয়ান্ডার্স-ফার্গোদের গবেষক সহকারী ।

সান্দ্ৰা-ফার্গো জেটের ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ।

প্রফেসর লাযলো কেম্প-থ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক । সেলমার গবেষণায় সহায়তা প্রদানকারী ।

পিট জেফকট-সেলমার গবেষক-সহকারী, কোর্ডেনের বয়ফ্রেন্ড ।

ওয়েন্ডি কোর্ডেন-সেলমার গবেষক-সহকারী, জেফকটের গার্লফ্রেন্ড ।

সাবেক ডারপা (DARPA) সদস্য

রুবেন রুব হেওয়ার্ড-সিআইএর অপারেশন ডিপার্টমেন্টের কেস অফিসার ।

নিকোলাস আর্চার-আর্চার ওয়ার্ল্ডওয়াইড সিকিউরিটির মালিক ।

এভেরি কোম্পানি

চার্লস এভেরি-কর্পোরেট দুনিয়ার ডাকাত ।

কলিন ফিস্ক-এভেরি সিকিউরিটি টিমের প্রধান ।

মার্টিন এডওয়ার্ডস-এভেরির চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার ।

আলেক্সান্দ্রা এভেরি-এভেরির স্ত্রী ।

কিপ রজার্স-আলেক্সান্দ্রা এভেরির ব্যক্তিগত তদন্তকারী ।

উইন্টন পেজ-চার্লস এভেরির অ্যাটোর্নি বা আইনজীবী ।

জ্যাক স্তানিস্লভ-ফিস্কের পোষা গুণ্ডাদের একজন ।

মারলো-ফিস্কের পোষা গুণ্ডা ।

ইভান-ফিস্কের পোষা গুণ্ডা ।

ভিক্টর-ফিস্কের নতুন গুণ্ডা ।

রোজেন-ফিস্কের নতুন গুণ্ডা ।

স্কলার এবং শিক্ষাবিদগণ

প্রফেসর ইয়ান হপকিন্স-অ্যারিজোনার অধিবাসি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক।

মেরিল ওয়ালশ, মিস ওয়ালশ-ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিউরেটর।

মেজ ক্রাওলি-কিংস লিনের লাইব্রেরিয়ান।

নাইজেল রিজওয়েল-কিংস লিনের ভ্রমণ প্রদর্শক, পুরোনো যুগের ইংরেজির সাবেক প্রফেসর ও বিশেষজ্ঞ।

পার্সিভাল পার্সি ওয়েন্ড-নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর।

আগাথা ওয়েন্ড-ওয়েন্ডফের্‌র স্ত্রী।

রেস্টুরেন্ট ও হোটেল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাভেল গাইডগণ

স্যান ফ্রান্সিসকো।

মি. ব্রায়ান্ট-রিটজ-কার্লটন হোটেলের অন-ডিউটি ম্যানেজার।

অ্যারিজোনা

শেফ মার্সেলিনো ভেরিঞ্জো-মার্সেলিনো রিস্টোরাণ্টে, স্কটসডেলের মালিক।

সিমা-ভেরিঞ্জোর স্ত্রী ।

জ্যামাইকা

মেলিয়া-রেস্টুরেন্টের ওয়েইট্রেস ।

জে-জে-জ্যামাইকার বাইকার বারের মালিক ।

কিমার-কার রেন্টালের কর্মচারী ।

আন্তোয়ান-জে-জে বারের বাইকার ।

বিলি-জে-জে বারের বাইকার ।

ব্রাজিল

অ্যান্তোনিও আলভেজ-ভাড়াটে ড্রাইভার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, সাও পাওলোর অধিবাসি ।

হেনরিক সালাজার-অ্যান্তোনিও আলভেজের চাচা ।

ক্যাপ্টেন দেলগাদো-গলফিনহোর ক্যাপ্টেন ।

নুনো-গলফিনহোর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ।

পুলিশ অফিসার

সার্জেন্ট ফথ-ডিটেক্টিভ, স্যান ফ্রান্সিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ।

সার্জেন্ট ট্রেভিনো-ফথের পার্টনার, স্যান ফ্রান্সিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ।

ডেপুটি ওয়াগনার-কারট্রিট কাউন্টি শেরিফের ডেপুটি ।

.

প্রারম্ভ

বিশপস লিন, নরফোক, ইংল্যান্ড

অক্টোবর ৯, ১২১৬

যাত্রার মাঝপথে এসে স্ট্যালিয়ন ঘোড়াটা থামালেন পেমব্রুকের আর্ল উইলিয়াম দ্য মার্শাল। তাকে অনুসরণ করলো পিছনে থাকা নাইট তিনজনও। শীতের প্রথম দমকা হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। সন্ধ্যা বাড়ার সাথে প্রকৃতির তাপমাত্রাও কমতে শুরু করেছে। তাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে বিশাল এক ঘন জঙ্গল। ঘুটঘুটে অন্ধকারের জন্য কোনো পথই পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যায় ধাওয়া করা ঘোড়সওয়ারিদের না দেখে একমুহূর্তের জন্য উইলিয়াম ভাবলেন তারা হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু না, যতদূর মনে আছে আঁকাবাঁকা ওক গাছটা হাতের বাম দিকেই ছিলো।

তিনি এবং তার তিনজন নাইট পথটা নিরাপদ কিনা তা খতিয়ে দেখতে এসেছেন। পরদিন এই পথ দিয়েই রাজার সম্পদ নিয়ে যাওয়া হবে। যদিও এই কাজটায় উইলিয়ামের তেমন সায় নেই, তিনি আরো কিছু সৈনিকের এসে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজার উপদেষ্টা জোর খাঁটিয়ে বলেছেন যে সম্পদগুলোর নিরাপত্তা দেওয়াই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের প্রিন্স লুইস লন্ডন দখল করে নিজেকে ইংল্যান্ডের রাজা বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। এই

কাজে লুইসকে সহায়তা করেছে কিং জনেরই অনুগণ কয়েকজন। তাই উপদেষ্টা চাচ্ছেন রাজকীয় সম্পদগুলো নিরাপদস্থানে সরিয়ে ফেলতে, যেন এগুলো দখলদারদের হাতে না পড়ে।

রবার্ট ডি ব্রুজ উইলিয়ামের কাছে এসে বলল, আমার লোকদের তো এতক্ষণে এখানে এসে পড়ার কথা।

হয়তো ঠাণ্ডার কারণে আসতে দেরি হচ্ছে, বলে হঠাৎই হাত উঁচিয়ে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলেন উইলিয়াম। একটা ক্ষীণ শব্দ কানে আসছে তাঁর, শুনো...

আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

আবারো শোনা গেলো শব্দটা। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সাথে অন্য একটা শব্দও মিশে আছে।

পাশ থেকে ধাতব খসখসে শব্দ শুনতে পেলেন উইলিয়াম। রবার্ট খোপ তার তলোয়ারটা বের করে এনেছে। সাথে সাথেই বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ারি হুঙ্কার তুলে বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ারি বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে। তারাও তলোয়ার বের করে রেখেছে। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে কিছুটা চমকে গেছে উইলিয়ামের ঘোড়া। পিছিয়ে যেতে চাচ্ছে শুধু। উইলিয়ামে কোনোরকমে ঘোড়ার পিঠে স্থিরভাবে বসে থাকার চেষ্টা করছেন। ঠিক তখনই বাতাস কাটার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি, তাকিয়ে দেখলেন রবার্টের তলোয়ারটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

সাথে সাথে শিল্ডটা উঁচিয়ে ধরলেন উইলিয়াম। কিন্তু বেশি দেরি হয়ে গেছে। রবার্টের ব্লোড ধারালো প্রান্তটা ঠিকই তার বুকে এসে আঘাত করেছে। শক্ত চেইনমেইলটা আঘাতটা প্রতিহত করার পরও, ঠিকই ব্যথা পেয়েছেন তিনি।

রবার্ট কি ভুল করে তাকে শত্রু ভেবে বসেছে নাকি?

অসম্ভব, ভাবতে ভাবতে তিনিও তলোয়ার বের করে আনলেন। হালকা একটা পাক খেয়ে আক্রমণ করলেন তার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা ঘোড়সওয়ারিকে। উইলিয়ামের সবচেয়ে তরুণ নাইট আর্থার ডি ক্লেয়ারের পায়ের কাছে উড়ে গিয়ে পড়লো লাশটা।

ক্রোধে গা জ্বলছে উইলিয়ামের। রবার্টের দিকে ঘুরে বললেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? রাজার নিজ হাতে বাছাই করে নেওয়া মানুষটার আক্রমণের শিকার হয়ে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি।

ভালোভাবে বললে, বলে আবারো তলোয়ার ঘুরালো রবার্ট। তবে এবারের আক্রমণটা কোনো চমক ছিলো না, তাই উইলিয়াম খুব সহজেই প্রতিহত করে ফেললেন আঘাতটা। দুটো তলোয়ার একত্রিত হওয়ার ধারব শব্দ শোনা গেলো শুধু। অবশেষে আমার মাথায় সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে।

আমাকে আক্রমণ করে তুমি রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেন?

তোমার রাজা, আমার নয়। আমি এখন ফ্রান্সের লুইসের অনুগণ।

বেঙ্গিমনিটা একদমই মেনে নিতে পারছেন না উইলিয়াম। তুমি আমার বন্ধু ছিলে।

ঘোড়ার পেটে লাথি মেরে সামনের দিকে ঝুঁকে গেলো রবার্ট। তলোয়ার বাগিয়ে রেখেছে উইলিয়ামের দিকে। আঘাত হানতে যাবে ঠিক ঐ মুহূর্তেই আবার পিছিয়ে নিলো তলোয়ারটা।

এই নকল আক্রমণটারই আশা করছিলেন উইলিয়াম। রবার্টকে এগুতে দেখেই শিল্ড উঁচিয়ে ধরলেন। শিল্ডের আঘাতে ঘোড়া থেকে উলটে মাটিতে পড়ে গেছে রবার্ট! সওয়ারি পড়ে যেতেই ঘোড়াও দৌড়ে পালিয়ে গেছে। তাদের পিছনে থাকা হিউ ফিটফ হিউবার্টও ঘোড়াচ্যুত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই বিদ্রোহি নাইটদের একজনকে মেরে ফেলেছে হিউবার্ট। তারপর ঘোড়ায় করে পালিয়ে যেতে থাকা অন্য নাইটকে ধরে ফেলেছে। লড়াইটা এখন দুই বনাম দুই পরিণত হয়েছে। আর এখন উইলিয়ামই একমাত্র ঘোড়সওয়ারি। দৃশ্যপটটা ভালোই লাগছে তার, ঘোড়া নিয়ে রবার্টের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, আমি তোমাকে তলোয়ার চালানো শিখিয়েছি। তোমার দুর্বলতা জানি আমি।

এবং, আমিও তোমারটা জানি। মেঘ সরে যেতেই চাঁদের আলোয় রবার্টের হাতে থাকা অস্ত্রটা ভালো ভাবে দেখতে পেলেন উইলিয়াম। এক প্রান্ত বিশিষ্ট একটা তলোয়ার, তবে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ওটাকে একইসাথে কুঠার এবং তলোয়ার দুটো হিসেবেই ব্যবহার করা যাবে। হালকা বাকানো প্রান্তটা আলাদা একটা ভয়ঙ্কর মাত্রা দিয়েছে অস্ত্রটাকে। উইলিয়াম দেখতে পেলেন তলোয়ারটার শেষ প্রান্তে শক্ত করে একটা চেইনমেইল পেঁচিয়ে রাখা আছে।

রবার্টের অস্ত্রটা বেশ ভারী ওজনের। সেই তুলনায় উইলিয়ামের দ্বি-ধার বিশিষ্ট লম্বা তলোয়ারটা অনেকটাই হালকা ওজনের। অস্ত্রের দিক থেকে রবার্টের সুবিধাই বেশি। তবে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় লড়াইয়ে খুব সহজেই ক্লান্ত হয়ে যাবে ও। ভাবনাটা মাথায় আসতেই উইলিয়াম দেখলেন রবার্ট তেড়ে আসছে তার দিকে। অস্ত্রটাকে কুঠারের মতো ধরে রেখেছে। লক্ষ্য ঘোড়ার পা-গুলোর দিকে।

হুমকিটা বুঝতে পেরেই পিছিয়ে গেলেন উইলিয়াম। রবার্টদের পরিকল্পনা হলো-তাদের ঘোড়াগুলো ধ্বংস করে দেওয়া, যাতে করে লড়াইয়ে বেঁচে গেলেও উইলিয়ামদের কেউ যেন রাজাকে সুর্ক করার জন্য সঠিক সময়ে ফিরে যেতে না পারে।

ঘোড়া থেকে নেমে গেলে লড়াইয়ের সুবিধাটা হারাবেন উইলিয়াম, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। যতদ্রুত সম্ভব শত্রুকে খতম করে রাজার কাছে ফিরে যেতে হলে ঘোড়াটাকে লাগবেই। তাই ঝট করে ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন উইলিয়াম। ঘোড়ার পেটে হালকা চাপড় দিয়ে প্রাণীটাকে দূরে লুকিয়ে যেতে বললেন। ওদিকে হিউবার্ট অবশিষ্ট বিদ্রোহি নাইটের সাথে তলোয়ারযুদ্ধে মেতে আছে।

রবার্টের দিকে তাকালেন উইলিয়াম। একে-অপরের দিকে চোখ রাঙিয়ে বৃত্তাকার পথে ঘুরপাক খাচ্ছেন। সাথে সাথে রবার্টের ধাতব বর্মটার দিকেও তাকিয়ে আছেন উইলিয়াম। বর্মটার খুঁত বের করার চেষ্টা করছেন। কেন? প্রথম আঘাতের সাথে সাথে জিঙেস করলেন উইলিয়াম। তাঁর উত্তর জানা দরকার। তাকে বাঁচতে হবে।

তার দিকে চোখ রাঙাতে রাঙাতে তলোয়ারটা হাতবদল করে নিলো রবার্ট। তোমার রাজার ক্যাম্পে পুরো একটা আর্মি পালার মতো স্বর্ণ আছে। তোমার অযোগ্য রাজার কৃতকর্মের কারণে যেসব সম্পদ হারিয়েছে সেসব ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমি।

রাজা তার ইচ্ছেমতোই কাজ করবে, ধাতুর সাথে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ হলো-সেটা তোমার পছন্দ হোক বা না হোক।

আমার পরিবার সব হারিয়েছে তোমার রাজার জন্য, উইলিয়ামের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে বলল রবার্ট। আঘাত করার জন্য সুবিধাজনক অবস্থান খুঁজছে। আমাদের স্বর্ণ দিয়ে রাজা তার অর্থ-ভান্ডার ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড়ো করেছে। আমাদের রক্ত দিয়ে। আমার সৎভাইকে জেলে পাঠিয়েছে ঐ রাজা। বলে বেশ কয়েকবার তলোয়ার দিয়ে কোপ দিলো রবার্ট। সম্পদগুলো আমাদের, এগুলো যেখানে যাবে, আমরাও সেখানেই থাকবো।

হাত জ্বলতে শুরু করেছে উইলিয়ামের। খুব দ্রুতই তাঁর শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে। তরুণ এবং শক্তিশালী রবার্ট খুবই ভয়ঙ্কর এক শত্রু। একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাচ্ছে তাঁরা, ফোঁসফোঁস করে ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ছাড়ছে। হিউবার্ট আর অন্য বিদ্রোহী নাইটের ওপর থেকেও মনোযোগ সরে গেছে। উইলিয়ামের। অন্ধকার থেকে তাদের লড়াইয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন শুধু। তুমি হেরে যাবে, উইলিয়াম বললেন।

নাহ। তোমার রাজা ইতিমধ্যেই মৃত্যুশয্যাতে আছে।

ভয়ে গা শিউরে উঠলো উইলিয়ামের। ভয়টাকে কাজে লাগিয়ে শেষবারের মতো সর্বশক্তিতে উঁচিয়ে ধরলেন তলোয়ারটা। আঘাতটা প্রতিহত করে ফেলেছে রবার্ট উইলিয়াম এমনটাই আশা করেছিলেন। তলোয়ারটা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে ছুট করে সর্বশক্তিতে ঠেলে দিলেন চেইনমেইলের আড়ালে থাকা রবার্টের হাতের ভিতর। সাথে সাথে দুই হাত ঠেলা দিয়ে রবার্টকেও মাটিতে ফেলে দিয়েছেন।

রবার্টের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন উইলিয়াম। একই সাথে ভয় এবং ঘৃণা দুটোই মিশে আছে তার অভিব্যক্তিতে। রবার্টের তলোয়ার ব্যবহার করা হাতটা অকেজো করে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। তারপর নিজের অস্ত্রটা ঠেকালেন রবার্টের কণ্ঠনালীতে। এখন কী বলবে তুমি?

লড়াই কিন্তু আমরাই জিতেছি।

কিভাবে? তোমার আসন্ন মরণ দিয়ে? মুহূর্তটা উইলিয়ামের জন্য বিজয়ের সমতুল্য। বিশ্বাসঘাতককে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলার পথ থেকে মাত্র এক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

কিন্তু তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো রবার্ট। তোমার কি মনে হয় রাজাকে তার সম্পদ নিরাপদে সরিয়ে ফেলতে বলার বুদ্ধিটা কার? কিংবা তোমাদেরকে অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনাটা? পুরোটাই একমাত্র বৈধ রাজা প্রিন্স লুইসের চাল। লন্ডনে আসন গেড়ে এখন তিনি তোমার নকল রাজার লোভের সুবিধা ভোগ করবেন... সম্পদগুলো হবে আমাদের। বলে গভীর একটা শ্বাস নিয়ে নিলো।

প্রতিটা জায়গাতেই আমাদের গুপ্তচর রয়েছে। তোমার রাজার সম্পদের পুরোটাই ছিনিয়ে নিব আমরা, শেষ বিন্দু পর্যন্ত সব। আর সেগুলো দিয়ে লুইসের ক্যাম্পেইনের অর্থায়ন করা হবে। ইংল্যান্ড হবে তার। এই সপ্তাহ পেরুনোর আগেই তুমি এবং তোমার মতো লোকেরা কিং লুইসের সামনে মাথা নত করে তার আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হবে।

হয়তো আমার লাশ মেনে নিবে, আমি না।

বলে রবার্টের তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিলেন উইলিয়াম। জোরে একটা মোচড়া দিতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিতে বাধ্য হলো রবার্ট। লাশটা ওভাবেই ফেলে রেখে ফিট হিউবার্টের দিকে তাকালেন। আহত হয়েছে?

বুকের পাঁজর ভেঙেছে, মনে হয়।

কিছু শুনেছো?

হ্যাঁ।

কোনোরকমে শুধু একটা ঘোড়াই যোগাড় করতে পারলো ওরা। উইলিয়ামের ঘোড়াটা। যেহেতু হিউবার্ট আহত হয়ে আছে, তাই দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলো যে, উইলিয়ামই ঘোড়ায় চড়ে রাজাকে সূর্য করতে যাবেন।

ঘোড়ায় করে বিশপ লিনের ক্যাম্পে যেতেই অনেকগুলো মুখ দেখতে পেলেন উইলিয়াম। তাদের মধ্যে জন ডি লেসি দাঁড়িয়ে আছে রাজার তাঁবুর সামনে। কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে

না ভিতরে। এমনকি উইলিয়ামকেও না। রাজা অসুস্থ। আশায় হয়েছে। কারো সাথে দেখা করার ইচ্ছা নেই উনার।

আমার সাথে ঠিকই দেখা করবে। সরে দাঁড়াও নয়তো প্রাণ খোয়াও।

কী

জন ডি লেসিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে গেলেন উইলিয়াম। ভিতরের বিকট গন্ধে নাক কুঁচকে গেছে তার। রাজার চিকিৎসক এবং দুই স্টুয়ার্ড রয়েছে শুধু তাঁবুতে। রাজার শয্যার সাথে রাখা মোমবাতির আলোগুলো তাদের নড়নে টিমটিম করছে। মোমের অনুজ্জ্বল আলোয় রাজার নিস্তেজ দেহটা দেখতে পেলেন উইলিয়াম। খুব বেশি নিস্তেজ। রাজা মরে গেছে ভেবে কিছুটা ভয় পেয়ে গেছেন উইলিয়াম। তবে কাছে এগুতেই দেখলেন যে রাজার বুক খুব ধীরে ধীরে উঠা-নামা করছে। তারমানে শ্বাস-প্রশ্বাস এখনো সচল আছে রাজার মহামান্য রাজা। বলে রাজার বিছানার পাশে হাটু গেড়ে বসলেন উইলিয়াম। মাথা নত করে বললেন, আমি ব্যর্থ হয়েছি।

রাজার চোখের পাপড়িটা আলতো করে নড়ে উঠলো। জলপট্টির কাপড়টা উনার দ্রুতলোকে ঢেকে রেখেছে। কিভাবে?

কথাগুলো আপনাকে একান্তে বলতে চাই, মহামান্য।

কিং জন প্রথমে কিছু বললেন না, শুধু উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে। তারপর হালকা কজির ইশারায় বললেন, বের হয়ে যাও। সবাই।

তবুটা পুরোপুরি খালি হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন উইলিয়াম। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পরও খবরটা জানাতে অস্বস্তি লাগছে তার। আপনার দরবারে থাকা বিশ্বাসঘাতককে চিনতে পারিনি আমি। অন্তত পক্ষে ঐ লোককে কখনোই সন্দেহ করিনি। রবার্ট ডি ব্রুজ। সে বলেছে আপনি মারা যাচ্ছেন। কিন্তু আপনার শারীরিক অসুস্থতার খবরটা তার জানারও কথা না।

আমাশয়।

আমার তা মনে হয় না।

কথাটা শুনে চোখ বুজলেন কিং জন। দৃশ্যটা দেখে একমুহূর্তের জন্য উইলিয়ামের মনে হলো যে রাজা হয়তো আর কখনো চোখ খুলবে না। কে আমাকে মারার পরিকল্পনা করেছে?

এটা আমি জানি না। তবে যে বিশ্বাসঘাতক হারামি এই কাজটা করেছে, সে জানে আপনি আপনার সাথে করে রাজসম্পদগুলো নিয়ে যাচ্ছেন। এই সম্পদ দিয়ে তারা প্রিন্স লুইসকে ইংল্যান্ডের সিংহাসন দখল করতে সহায়তা করবে। তারা জানে এটাকে লুকানো হচ্ছে। এজন্যই আপনার অসুস্থতার সৃষ্টি করেছে, যাতে সকলেই আপনার শোকে কাতর থাকার সময় তারা সম্পদগুলো চুরি করতে পারে।

আমার ছেলে... কোনোরকমে কাঁপতে কাঁপতে হাত বাড়িয়ে উইলিয়ামের কবজি আঁকড়ে ধরলেন কিং জন। জ্বরে হাত পুড়ে যাচ্ছে তাঁর। হেনরির কী হবে?

সে নিরাপদেই আছে, এবং তাই থাকবে। নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাকে রক্ষা করবো আমি। রাজার বড়ো ছেলে হেনরির বয়স মাত্র নয় বছর। ছেলেটার ভিতরে তার বাবা বা অন্যান্য আত্মীয়দের মতো অসুতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার সৃষ্টি হয়নি এখনো। ইংল্যান্ড যদি কোনো আশা রাখতে চায়, তাহলে সেটা রাখতে হবে এমন এক সম্রাটের ওপর যার মধ্যে লোভ বা খুনে লালসা নেই। আমরা মনে হয়, সম্পদের প্রলোভনে আমাদের তরুণ যুবরাজ এই বয়সেই বখে যেতে পারে। প্রলোভন সামলানোর মতো সামর্থ্য এখনো এতোটা দৃঢ় হয়নি তাঁর।

পুনর্গঠনের জন্য হলেও তার সম্পদের দরকার রয়েছে। আমাদের ভূমিগুলো আবার লুটতরাজদের দখলমুক্ত করতে হবে তার।

মহামান্য, আমাকে যদি স্পষ্টভাবে সূচী বলায় অনুমতি দেন, তাহলে বলি-যতদিন সম্পদগুলোর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিনই এর পিছনে চরেরা লেগে থাকবে। ফ্রান্সের লুইস এদের মাত্র একজন। এছাড়াও তো আরো অনেকেই আসবে। আর ভুলে যেয়ে না, গণ কয়েকমাসে লড়াই করা বিদ্রোহী সেনাদেরও কিন্তু কোনো ভরসা নেই, তারা বিশ্বাসের যোগ্য না। অন্ততপক্ষে হাতের নাগালে এতো সম্পদের প্রলোভন থাকার পর তো নয়ই। বলে থামলেন উইলিয়াম। চাচ্ছেন রাজা যেন তার কথাগুলো শুনে ভালোভাবে বুঝতে পারেন। কিন্তু একটা গরীব রাজ্যের প্রতি কিন্তু কারো এতোটা আগ্রহ থাকবে না।

সবচেয়ে বড়ো কথা, কোনো তরুণ বালকের শাসন করা একটা গরীব রাজ্যকে কিন্তু কেউ হুমকিও মনে করবে না...

কী বলতে চাচ্ছে তুমি?

কেমন হয় যদি রাতে আপনার সম্পদগুলো স্থানান্তরের সময় কোনো এক ফাঁকে হারিয়ে যায়? আপনি যদি অর্থের ভান্ডার হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কিন্তু আপনার ছেলের কোনো শত্রু থাকবে না।

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন রাজা। গভীরভাবে শ্বাস ছাড়ছেন শুধু।

আপনি অর্ধমৃত, মহারাজ, যদিও কথাটা উইলিয়ামের নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, তারপরও এটাই সূ্য। রাজা কোনো রোগে আক্রান্ত নন। আমাশয় রোগী তিনি আগেও দেখেছেন। একটা মন্তরগতির বিষ ভিতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তার রাজাকে। রাজা হয়তো আর এক সপ্তাহ বা এর থেকে কয়েকদিন বেশি বাঁচতে পারেন। মৃত্যুর অপেক্ষা করার সময় অবর্ণনীয় একটা যন্ত্রণা সহিতে হবে তাকে। অপেক্ষা না, মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা হবে শব্দটা। একমাত্র এই কাজের মাধ্যমেই তরুণ হেনরিকে নিরাপদে রাখা যাবে।

আর যদি আমার ছেলের অর্থভাণ্ডারের প্রয়োজন হয়? বয়স বাড়লে তখন?

তাঁর এটা লাগবে না। সম্পদটা যতদিন হারানো অবস্থায় থাকবে, ততদিন সে নিরাপদেই থাকবে।

চূড়ান্ত উত্তর দেওয়ার আগে আবারো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন রাজা । তারপর বললেন, আচ্ছা । কাজটা তুমি নিজ দায়িত্বে উপস্থিত থেকে সম্পন্ন করবে ।

স্যাম এবং রেমি ফার্গো

০১.

স্যান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া

বর্তমান সময়

সাইডওয়াক ধরে ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম এবং রেমি ফার্গো। চায়নাটাউনের প্যাগোড়া-স্টাইলের সবুজ রঙের গেটে ওপারে গিয়ে ভিড় কিছুটা কমেছে। গেট পেরুনোর পর রেমি তার সেল ফোনের ম্যাপ চেক করতে করতে বলল, আমার মনে হচ্ছে আমরা কোথাও একটা ভুল করেছি।

হ্যাঁ, রেস্টুরেন্টটা, মাথা থেকে পানামা হ্যাটটা খুলতে খুলতে বলল স্যাম। পর্যটকদের জন্য একটা ফাঁদ ওটা। দেখলেই বুঝা যায়।

স্বামীর দিকে তাকালো রেমি। স্যাম এখন তার বাদামি চুলগুলোর ভিতর দিয়ে হাত বুলাচ্ছে। রেমির থেকে হালকা কিছুটা লম্বা ও, চওড়া কাঁধ, অ্যাথলেটিক শরীর। মু শু পোর্ক নেওয়ার সময় তো তোমাকে কোনো প্রতিবাদ করতে দেখিনি আমি।

কোথায় ভুল করেছি আমরা?

মঙ্গোলিয়ান বিফ অর্ডার করাটা। নিশ্চিতভাবেই বড়ো একটা ভুল ছিলো ওটা।

আরে বাবা, ম্যাপের কথা বলছি আমি।

ম্যাপটা জুম করে নিলো রেমি, রাস্তাগুলো দেখছে। সম্ভবত চায়নাটাউনের ভিতর দিয়ে যাওয়া শর্টকাটটা আসলে খুব একটা ছোটো না।

তুমি যদি আমাকে অন্ততপক্ষে জানাতে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি, তাহলে হয়তো আমি সাহায্য করতে পারতাম।

ট্রিপের এই অংশটা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ, রেমি বলল। তুমি নিজেও কিন্তু এখনো তোমার প্ল্যানের ব্যাপারে কিছুই বলোনি আমাকে।

এটার কারণও আছে, বলে মাথায় আবার টুপিটা লাগিয়ে নিলো স্যাম। রেমির হাতের সাথে হাত পেঁচিয়ে হেঁটে সামনের দিকে এগুচ্ছে এখন। সলোমন আইল্যান্ডে তাদের সর্বশেষ ভ্রমণে ছুটিটা খুব একটা উপভোগ করতে পারেনি বলেই এই ট্রিপটার আয়োজন করেছে ও। একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই ছিলো ঐ ট্রিপে। তাই ওসব থেকে মুক্তির জন্য এই ভ্রমণের আয়োজন। আমি তোমাকে কোনো কিছুরই কথা দিতে পারবো না, তবে এই ট্রিপ তুমি শুধু বিশ্রাম আর আরাম করবে। অন্তত এই একটা সপ্তাহ কেউ আমাদেরকে খুন করার জন্য তেড়ে আসবে না।

পুরো এক সপ্তাহ ছুটি, স্যামের আরো কাছে ঘেষে বলল রেমি। ওদিকে মেঘপুঞ্জটাও সূর্যের আরো কাছে ঘেষে গেছে, সাথে সেপ্টেম্বর বিকালের উষ্ণতাও নেমে গেছে কিছুটা। সবশেষ এরকম নির্ঝঞ্ঝাট ছুটি কবে কাটিয়েছিলাম আমরা? মনে নেই আমার।

আমারও মনে পড়ছে না।

ঠিক তখনই রেমি বলে উঠলো, ঐ তো, পেয়ে গেছি। একটা বইয়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে রেমি। দোকানের জানালায় সোনালি হরফে লেখা আছে পিকারিংর ব্যবহৃত ও বিরল বইসমূহ। আমার সাথে এতোটা পথ ক্লান্তভাবে হাঁটার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে দিতে পারবো না, তাই অন্যভাবে প্রতিদান দিলাম, কৌতুক করে বলল রেমি। স্যামের স্বর্গবাসী বাবা ছিলেন নাসার ইঞ্জিনিয়ার, পুরোনো বিরল বই সংগ্রহ করার শখ ছিলো লোকটার। স্যামও একজন ইঞ্জিনিয়ার, এবং তারও বই সংগ্রহের নেশা আছে।

বইয়ের দোকানটার দিকে একবার তাকিয়ে আবার রেমির দিকে তাকালো স্যাম। ওখানে গেলে যদি তোমার সাথে খারাপ কিছু ঘটে?

ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে, যেহেতু ওখানে শুধু বইই আছে।

বলে হেসে উঠলো তারা। তারপর রাস্তা ক্রস করে এগিয়ে গেলো দোকানটার দিকে। রেমির প্রবেশের জন্য দরজাটা ঠেলা দিয়ে ধরে রেখেছে স্যাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজার ওপরে থাকা বেলগুলো টুংটাং করে উঠলো। তাদের ঢোকার শব্দ পেয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালো একটা সিয়ামিজ বিড়াল। জানালার কাছে থাকা এক গাদা বইয়ের স্তুপের ওপর বসে আছে বিড়ালটা। দোকানের ভিতরটা পুরোনো কাগজের গন্ধে ভরে আছে।

বইয়ের তাকগুলোর দিকে তাকালো রেমি। ব্যবহৃত কিছু হার্ডকভার ও পেপারব্যাক বই ছাড়া আর তেমন কিছুই দেখতে পেলো না। মনে মনে হতাশ হলেও সেটা প্রকাশ করলো না ও। শুধু প্রার্থনা করছে তাদের এখানে আসাটা যেন বৃথা না যায়।

তখনই দোকানের পিছনের অংশ থেকে হাত মুছতে মুছতে একটা লোক বেরিয়ে এলো। লোকটার চুলগুলো ধূসর, চোখের ওপর সোনালি চশমা পরে আছে। তাদেরকে চোখে পড়তেই মুচকি হেসে উঠলো লোকটা। কোনো বই খোঁজায় আপনাদের সাহায্য করতে পারি কি?

রেমি কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই স্যামের ফোন বেজে উঠলো। স্যাম ফোনটা পকেট থেকে বের করে বলল, বাইরে গিয়ে ফোনে কথা সেরে আসছি আমি।

অবশ্যই। তুমি বাইরে গেলেই ভালো। যেহেতু এখানে তোমাকে সারপ্রাইজ দিতেই নিয়ে এসেছি।

ফোনটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো স্যাম। স্যাম পুরোপুরি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রেমি, দরজাটা পুরোপুরি লেগে যেতেই দোকানিকে বলল, মি. পিকারিং?

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

আমি শুনেছি আপনার কাছে দ্য হিস্ট্রি অফ পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ারসর কপি আছে?

রেমির কথা শুনে মুহূর্তের জন্য মি. পিকারিংর হাসি মিলিয়ে গেলো, তবে পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। এদিকে আসুন।

বলে পিকারিং রেমিকে নিয়ে একটা শেলফের দিকে এগিয়ে গেলেন। শেলফে পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ারসর আরো বেশ কিছু কপি দেখতে পেলো রেমি। সে জানে বইগুলো পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে, তবে তারপরও ওগুলোকে দেখে শতাব্দী বছর আগের বইয়ের কপির মতই দেখাচ্ছে। নিপুণ দক্ষতায় সোনালি চামড়ার বাইন্ডিং-এর কারণেই এমনটা লাগছে।

পিকারিং শেলফ থেকে একটা বই বের করে তা টুকরোটা দিয়ে বইয়ের ওপর থেকে ধুলো মুছে বাড়িয়ে দিলেন রেমির দিকে। আপনি কিভাবে জানলেন যে আমাদের এখানে এই বিশেষ বইটি আছে?

আমার সাথে কাজ করা এক মহিলা বলেছে। আমার স্বামীর হারানো আর্টিফ্যাক্ট ও বিরল বই সংগ্রহের শখটার ব্যাপারে জানে ও। সে ই জানিয়েছে। বলল রেমি। তবে বইটা যে পুনর্মুদ্রিত সেটা বুঝতে পারলেও এটা নিয়ে পিকারিংকে কিছু বলল না। বললে হয়তো লোকটার খারাপ লাগতে পারে। অবশ্য মলাট উল্টাতেই দেখতে পেলো বইটাতে খুব দক্ষতার সাথে অ্যান্টিক ছাপ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মনে মনে কাজটার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো রেমি। বইটা খুবই সুন্দর... কিন্তু আমি আসলে এটা চাচ্ছিলাম না।

পিকারিং চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে এনে বললেন, এটা এর ভিতরের সাজসজ্জার জন্যই জনপ্রিয়। বিরল বইয়ের বদলে কফি টেবিলে সাজিয়ে রাখার মতো করে করা

হয়েছে এই বইটা। অবশ্য মাঝেমধ্যে আমিও ঐতিহাসিক গুণাবলী সমৃদ্ধ বইগুলোর পুরোনো কপির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। আপনার বন্ধু মনে হয় চার্লস জনসনের এ জেনারাল হিস্ট্রি অফ পাইরেটস বইটার কথা বলেছিলো। ওটার অরিজিনাল কপি আছে আমার কাছে।

আমাদেরও আছে। আমি পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ারস বইটা আমাদের সংগ্রহশালায় যুক্ত করতে চাচ্ছিলাম। আমার বন্ধু নামটাই ভুল বলেছিলো, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

কে আপনাকে এখানে আসার কথা বলেছিলো?

ব্রি মার্শাল।

ওহ, তাহলে বলতে যাবে ঠিক তখনই দরজার বেলটা টুংটাং শব্দ করে উঠলো। শব্দটা শুনে বলতে গেলে পিকারিং কিছুটা চমকেই গেছেন। দুজনই একই সাথে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো দরজার দিকে, আশা করছিলো স্যাম ফিরে এসেছে হয়তো। কিন্তু না। স্যামের থেকে খানিকটা খাটো, চওড়া কাঁধের এক লোক এসেছে। দোকানের জানালার আলোর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকায় চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

লোকটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আবার রেমির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন দোকানি। মুচকি হেসে বললেন, দিন, বইটার ওপর থেকে ধুলো মুছে আপনাকে প্যাক করে দিই। রেমি বাধা দিয়ে বলতে যাবে যে, পুনর্মুদ্রিত বই নেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই তার-কিন্তু এর আগেই তার হাতে বইটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন পিকারিং। এখনই ফিরে আসছি।

ব্রি নিশ্চিতভাবেই তার চাচার দোকানে থাকা বইটার ব্যাপারে ভুল করেছে। যাই হোক, ব্যাপার না। এই কপিটাতেও ভালো অ্যান্টিক ছাপ আছে। স্যামের অফিসে দেখতেও ভালো লাগবে। স্যাম তো নিশ্চিতভাবেই উপহারের আবেগটা বুঝতে পারবে। ওটা নিয়ে আর না ভেবে শেলফের অন্যান্য বইগুলোর দিকে তাকালো রেমি। গালিয়াজির অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বইয়ের দিকে চোখ পড়েছে ওর। বইটা দেখে প্রথম এডিশনের বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না এতো বিরল একটা বইকে কেন এইভাবে ফ্রন্ট কাউন্টারে ফেলে রাখা হয়েছে!

আপনি কি এখানে কাজ করেন? নতুন আগন্তুকলোকটা জিজ্ঞেস করলো।

কথাটা শুনে ঘুরে তাকালো রেমি। জানালার আলোর সামনে থেকে সরে আসায় লোকটাকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে এখন। লোকটার চুলগুলো কালো, চোখ বাদামি, মুখ হালকা বর্গাকৃতির। দুঃখিত। না, আমি এখানের কেউ নই। দোকানি পিছনের দিকে গেছে। আমার জন্য একটা গিফট র্যাপ করছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার চলে গেলো লোকটা। ওদিকে পিছনের রুম থেকে মি. পিকারিংও বেরিয়ে এসেছেন। কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এরপর? আর আগন্তুক লোকটা তার কালো চামড়ার কোটের পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের ঠিক পাশেই। লোকটার উপস্থিতিতে কিছুটা বিরক্ত হচ্ছে রেমি। যদিও লোকটা এখনো তাদের দিকে খুঁতখুঁতে নজরে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বিরক্ত লাগার মতো তেমন কিছু করেনি। তবে

লোকটা একবারো পকেট থেকে হাত বের করছে না। এই ব্যাপারটাই অস্বস্তি লাগছে রেমির কাছে। কারো হাত নজরের আড়ালে থাকাটা রেমি ঠিক পছন্দ করতে পারে না।

কাউন্টারের ওপর বাদামি কাগজে মোড়ানোর পারসেলটা রাখলেন মি. পিকারিং। রেমি তাকিয়ে দেখলো লোকটার কুঁচকে যাওয়া আঙুলগুলো কিছুটা কাঁপছে। ভয়ে কাঁপছে নাকি বয়সের জন্য কাঁপছে? নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো।

তবে মুখে বলল, ধন্যবাদ। এটার জন্য কত দিতে হবে আমাকে।

উনপঞ্চাশ ডলার পঁচানব্বই সেন্ট। সাথে ট্যাক্স। আর গিফট র্যাপিং-এর জন্য কিছু দেওয়া লাগবে না। ওটা ফ্রি।

যদিও র্যাপিংটা রেমির খুব একটা ভালো লাগেনি। তবে এটা না বলে বলল, যাই হোক, খুব একটা বেশি না। আমি ভেবেছিলাম আরো বেশি লাগবে হয়তো।

চীনে ছাপা হয়েছে তো, তাই একটু কমই দামটা, হেসে বললেন পিকারিং। যদিও তার হাসিটা দুর্বল দেখাচ্ছে।

বিল পরিশোধ করে বইটা নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো রেমি। বেরিয়ে পড়তে যাবে তখনই জানালার উচ্চাসনে থাকা সিয়ামিজ বিড়ালটাকে চোখে পড়লো ওর। লেজ নাড়ছে প্রাণীটা। বিড়ালটার কাছে গিয়ে আলতোভাবে হাত বুলাতে শুরু করলো রেমি, সেই সাথে একফাঁকে আগন্তুক লোকটার দিকেও তাকালো। লোকটা এখনো আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, তবে হাতটা এখন আর পকেটে নেই।

বরং হাতে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে এখন। অস্ত্রটা তাদের দিকে তাক করে লোকটা বলে উঠলো, লেডি, সময় থাকতে থাকতে চলে যাওয়া উচিত ছিলো আপনার। যাই হোক, এখন হাত দুটো শূন্যে তুলে ধরুন।

.

০২.

মাত্রই হোটেল ম্যানেজারের সাথে ফোনে কথা বলে শেষ করেছে স্যাম। রেমির জন্য তাদের সুইটে আইস শ্যাম্পেইন এবং গিফট ঠিকঠাক মতো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে লোকটা। তাই এখন শুধু রেমির অপেক্ষা করছে। হাতের ঘড়িটা চেক করতে করতে বইয়ের দোকানটার দিকে তাকালো একবার। ভাবছে রেমি এতো দেরি করছে কেন! আন্দাজ করছে রেমি হয়তো এখন বই বিক্রেতার সাথে কোনো বিষয় গভীর আলোচনায় মত্ত হয়ে গেছে, কিংবা হয়তো সে বের হয়ে আসার একটু পর পরই ঢাকা ক্রেতার সাথে কথা বলছে। এই রহস্যময় বইটা খুঁজে পাওয়া নিয়ে গণ কয়েকটা দিন বেশ উত্তেজনায় ছিলো রেমি। সে পুরোপুরি নিশ্চিত যে এই বইটাকে স্যাম তার সংগ্রহে রাখতে চাইবে। তবে আসল কথা হলো, একটা বই খুঁজে ওটার টাকার দিতে তো এতোটা সময় লাগার কথা না।

জলদি কেনাকাটা শেষ করার জন্য রেমিকে তাড়া দেওয়া দরকার। নয়তো তারা হোটেল রুমের ফিরতে ফিরতে রুমের তাপমাত্রায় শ্যাম্পেইনটা নষ্ট হয়ে যাবে। দোকানের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে তাকালো স্যাম। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না ভিতরে। এমনকি, বইয়ের

ওপর বসে থাকা বিড়ালটাকেও না। শুধু দেখতে পেলো কাউন্টারে একটা ব্যাপ করা পার্সেলের ওপর রেমির পার্সটা পড়ে আছে।

রেমি তো তার পার্স ফেলে যাওয়ার মতো মেয়ে না, ভেবে দরজায় ধাক্কা দিলো স্যাম।
আবারো টুংটাং শব্দ করে উঠলো দরজার বেলটা। রেমি?

দোকানটা পুরোপুরি শূন্য হয়ে আছে।

রেমি?

আবারো ডাকলো স্যাম। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। কাউন্টারে পড়ে থাকা পার্সটার দিকে
আরো একবার তাকিয়ে প্রতিটা অংশেই খুঁজতে শুরু করলো স্যাম। শেষমেষ খুঁজে
পেলো দোকানের পিছনের অংশে থাকা একটা দরজার সামনে। খুব সম্ভবত কোনো
অফিস বা স্টোরেজ রুম হবে ওটা। অবশেষে পেলাম তাহলে।

তোমার কিন্তু বাইরে অপেক্ষা করার কথা। মনে আছে?

সব ঠিক আছে, রেমি?

ঐ রান্নার বইটা খুঁজে পেয়েছি আমি। অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলাম ওটা। দোকানি এখন
ওটাই র্যাপ করছে আমার জন্য। এখন যাও ভাগো, নাহলে তোমার চমক নষ্ট হয়ে
যাবে।

কয়েকসেকেন্ড হতভম্ব হয়ে রেমির দিকে তাকিয়ে রইলো স্যাম। রেমির চেহারা দেখে ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। সবুজ চোখগুলোতে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি লেগে আছে, কিন্তু স্যাম তা ধরতে পারছে না। তাই শেষমেশ বলল, আচ্ছা, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। বেশি দেরি করো না।

তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টিহাসি উপহার দিলো রেমি। দরজার মুখ থেকে এক পাও নড়ছে না। দেরি করবো না।

জায়গাটা থেকে সরে গেলো স্যাম। দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজায় টান দিতেই আবারো টুংটাং করে উঠলো ওপরে থাকা ঘন্টিটা। তবে কী মনে করে যেন দরজাটা বন্ধ করে দোকানেই রয়ে গেলো স্যাম।

রেমির জন্য রান্নাঘর অপরিচিত কিছু না, সে মাঝে মাঝেই কৌতুক করে বলে রান্না করা কোনো ক্রিয়াপদ না, বরং এটা নাকি বিশেষ্যপদ।

কথাটা মাথায় আসতেই হট করে স্যামের মনে পড়লো রেমিকে তো সে। আগে কখনো রান্নার বই কিনতে দেখেনি। কেনা তো পরের কথা, তাকে এসব নিয়ে ঘাটাঘাটিও করতে দেখেনি। অন্তত তাদের বিয়ের পর থেকে একবারো দেখেনি।

এর মানে রেমি তাকে সংকেত দিচ্ছিলো কিছুর। কোনো একটা বিপদের মধ্যে আছে ও।

এই মুহূর্তে পিস্তলটাও স্যামের সাথে নেই। সাধারণত স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের ৩৫৭ ম্যাগনামের একটা পিস্তল সাথে রাখে স্যাম। কিন্তু সান ফ্রান্সিস্কোতে কোনো কাজে আসেনি ওরা, এসেছে ছুটি কাটাতে। তাই পিস্তলটাও প্লেনেই রেখে এসেছে।

তাহলে এখন কী করবে? নাইন-ওয়ান-ওয়ানে ফোন করবে? পুলিশ কি সময় মতো এসে পৌঁছাতে পারবে?

নাহ, স্ত্রীর জীবন নিয়ে এতো বড়ো ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব না ওর পক্ষে। তাই ফোনটা সাইলেন্ট করে নিলো ও। তারপর হ্যাট খুলে রাখলো কাউন্টারের ওপর। নিঃশব্দে কাউন্টারের ড্রয়ারগুলোতে খুঁজে দেখছে কোনো অস্ত্র আছে কিনা। অন্তত তার কাছে থাকা ছোটো পকেটনাইফটার থেকে একটু শক্তিশালী কোনো অস্ত্র দরকার এখন। হালকা একটা খোঁজাখুঁজি করতেই চার ইঞ্চি ফলার একটি ফোল্ডিং নাইফ পাওয়া গেলো ড্রয়ারের ভিতর। খোপ থেকে ফলাটা বের করে আনলো স্যাম। চাকুটার ওজন বেশ ভালোই, একদম ব্যালেন্সড, ফলার মাথা একদম সূঁচালো। ধারালো প্রান্তে আঠা আঠা লেগে থাকায় স্যাম ধারণা করলো এটা হয়তো বাক্স-টাক্স খোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। যাই হোক, এখন কাজ হলো কারো নজরে না পড়ে পিছনের ঐ রুমটাতে আবার ফিরে যাওয়া।

রেমির পার্সে হাত দিতেই একটা ছোটো মেকাপে ব্যাগ খুঁজে পেলো স্যাম। ওটাতে থাকা আয়নাটা বের করে প্যান্টে ঘষা দিয়ে পাউডারগুলো মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে সামনের এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো এরপর। সাথে সাথে স্টোররুম থেকে তাকে যেন কেউ দেখতে না পায় সেই ব্যাপারেও সুর্ক রয়েছে।

তুমি! গমগম স্বরে খঁকিয়ে উঠলো কেউ।

সাথে সাথেই জমে গেলো স্যাম।

কম্বিনেশনটা আরেকবার ভুল করলে, তোমাকে মরতে হবে।

মাফ করবেন, বলল আরেকটা কণ্ঠস্বর। স্যাম ধারণা করল এটা হয়তো পিকারিং-এর গলা। আমি নার্ভাস।

প্লিজ, রেমি বলল। এখানে পিস্তল ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

চোপ! অই, বুড়ো, সেফটা খুলো, দ্রুত।

আ-আমি চেষ্টা করছি।

শ্বাস নিতে গিয়ে রীতিমতো খাবি খাচ্ছে স্যাম। তার স্ত্রী রয়েছে ঐ রুমটাতে, বিপদের মধ্যে। সে শুধু এখন চাচ্ছে দৌড়ে গিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু এখন তাড়াহুড়ো করার মানে রেমির মৃত্যু ডেকে আনা। ফোল্ডিং নাইফ দিয়ে বন্দুকধারীর বিপক্ষে লড়াই! অসম্ভব ব্যাপার প্রায়। ডারপায় কাজ করার সুবাদে অস্ত্র ও নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে স্যামের। এইসব মুহূর্তগুলোয় প্রশিক্ষণ নেওয়াটা প্রচণ্ড কাজে দেয় ওকে।

শেলফের সারির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আয়নার সাহায্যে কোনার দিকে তাকালো স্যাম। স্টোররুমের দরজার মুখ থেকে আলো ঠিকরে আসছে আয়নাতে। স্যাম সুর্ক রয়েছে যেন তার কোনো ছায়া না পড়ে। আয়না ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রুমের চারপাশটাও দেখে নিচ্ছে।

আয়নায় রেমির লালচে বাদামি চুলের প্রতিবিম্ব দেখে স্বস্তি পেলো। রেমি এখন একটা এলোমেলো ডেস্কের সামনে রাখা চেয়ারে বসে আছে। যদিও তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না স্যাম, আয়নাটা হালকা একটু ঘুরাতেই দেখতে পেলো যে ষগুমার্কি একটা লোক দোকানির পিঠে একটা সেমিঅটো পিস্তল ধরে রেখেছে। তারা দুইজনই দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা ফ্লোর সেফের সামনে। দোকানি সেফের ডায়ালটা ঘুরাচ্ছে। স্যাম যদি এখন আড়াল থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে রেমি বন্দুকধারী এবং তার মধ্যে আটকা পড়ে যাবে।

প্রতিকূলতাটা পছন্দ করতে পারছে না স্যাম। কিন্তু এই মুহূর্তে এছাড়া আরো কোনো উপায়ও নেই।

কাম অন, রেমি। ঘুরো একবার, তাকাও আমার দিকে...

ভাবতে ভাবতে হাতের ছোটো আয়নাটা নাড়াচ্ছে, যাতে আয়নায় প্রতিফলিত আলোটা রেমির মুখে পড়ে। দুর্ভাগ্যই বলতে হয়, সেফের লক খোলার খুট শব্দটা শুনে রেমির নজর এখন ওদিকেই ঘুরে গেছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে একদৃষ্টিতেই ওদিকেই তাকিয়ে আছে ও। সেফের দরজাটা খুলতেই দেখা গেলো মসৃণ কাঠের বড়ো বাক্স রয়েছে ওখানে। দুইটা ওয়াইনের বোতল রাখার মতো বড়ো হবে বাক্সটা।

বন্দুকধারী সেফের আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, বাক্সে কী আছে?

একটা পুরোনো বই। অ্যান্টিক।

ডেস্কে রাখো ওটা।

পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রাখায় বাধা দেওয়ার কোনো উপায় নেই পিকারিং এর। বাক্সটা বের করে এনে টেবিলের ওপর রাখতেই বাধ্য হলেন তিনি।

অন্যমনস্কতার সুযোগটা নিতে কোনো দ্বিধাই করলো না স্যাম। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চাকুটা বন্দুকধারীর দিকে তাক করে ছুঁড়ে মারলো।

টাইমিংটা বোধহয় এর থেকে ভালো আর হতে পারবে না। কারণ ঠিক মুহূর্তেই রেমিও তার আসন থেকে উঠে পিতলের টেবিলল্যাম্পটা ছুঁড়ে মেরেছে। বন্দুকধারীর হাত লক্ষ্য করে।

বন্দুকধারীর কাঁধে এসে বিঁধেছে স্যামের ছোঁড়া চাকুটা। সেই সাথে ল্যাম্পের আঘাতে পিস্তলটাও ছিটকে পড়ে গেছে হাত থেকে।

পরিস্থিতির সুবিধা কাজে লাগাতে স্টোররুমের দিকে ছুট লাগালো স্যাম। তবে বন্দুকধারীও ঐদিকে থেমে নেই। বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বাক্সটা খাবলে নিয়ে পিকারিংকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো রেমির দিকে। তারপর বাক্সটা দিয়ে স্যামের মাথায় আঘাত করে দৌড় লাগালো সদরদরজার দিকে।

স্যাম নিশ্চিত না আঘাত পাওয়ার কারণেই মাথায় টুংটাং শব্দ বাজছে কিনা! নাকি আসলেই দরজার বেলটা শব্দ করছে।

স্যাম...?

সাড়া দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি লাগলো স্যামের। মাথায় আঘাতের প্রভাবটা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি এখনো। কোনোরকমে বলল, সবাই ঠিক আছ তো?

তুমি ঠিক আছো? পালটা প্রশ্ন করলো রেমি।

হ্যা.... বলে মাথায় হাত দিতেই চটচটে তরলের স্পর্শ পেলো স্যাম। হাত দুটো সামনে আনতেই দেখে রক্তে ভরে আছে আঙুলগুলো। মনে হচ্ছে। আগেরবার একদম সময় মতোই এসেছিলাম আমি।

পিস্তলটা তুলে ডেস্কে রাখলো রেমি। তারপর স্যামকেও টেনে নিয়ে বসালো চেয়ারে। তারপর দুই হাত দিয়ে স্যামের দুই গালে ধরে তাকালো তার চোখের দিকে। স্যাম আসলেই ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হতে চাচ্ছে। আমার কাছে তোমার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। অ্যাম্বুলেন্স ডাকবো?

দরকার নেই।

মাথা ঝাঁকিয়ে স্যামের কাটা ক্ষতটা একবার দেখে নিলো রেমি। তারপর তাকালো বই বিক্রেতার দিকে। টেবিল ধরে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে শুধু লোকটা। মি. পিকারিং, লেট মি হেল্প ইউ।

আমি ঠিক আছি, বললেন বৃদ্ধ লোকটা। মি. উইকহ্যাম কোথায়?

মি. উইকহ্যাম? রেমি জিজ্ঞেস করলো।

আমার বিড়াল। উইকহ্যাম...? কিটি, কিটি, কিটি... ডাক শোনার কিছুক্ষণের মধ্যেই রুমে এসে হাজির হলো সিয়ামিজ বিড়ালটা। তড়িঘড়ি করে বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিলেন পিকারিং।

আচ্ছা, তাহলে, রেমি বলল, কেউই নিখোঁজ হয়নি। পুলিশকে জানানোর সময় হয়েছে।

রেমিকে ফোনের রিসিভার তুলে নিতে দেখে পিকারিং বললেন, এটার কি কোনো দরকার আছে?

অবশ্যই দরকার আছে, বলে কিপ্যাডে ৯১১ চাপলো রেমি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির হলো দোকানটাতে। সাইরেনের শব্দ আসছে পুলিশের গাড়ি থেকে। যদিও রেমি তাদেরকে জানিয়েছে ডাকাত অনেক আগেই পালিয়ে গেছে।

অফিসারদের একজন স্যামকে পাশে ডেকে নিলো তার স্টেটমেন্ট নেওয়ার জন্য। বেশ কয়েকটা প্রশ্নের পর অস্ত্র পড়ে যাওয়ার সময় ডাকাত লোকটা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো তা জানতে চাইলো অফিসার। ডেস্কের পাশে ডাকাতের দাঁড়ানো জায়গাটায় দাঁড়িয়ে অফিসারকে পুরো ব্যাপারটাই বর্ণনা করে বলল স্যাম। রেমির ছুঁড়ে দেওয়া ল্যাম্পের আঘাতে লোকটার নড়নচড়নও বাদ রাখলো না। আর অফিসার দাঁড়িয়ে আছে স্যামের পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থানটায়। আশেপাশে দেখছে। আর চাকু ছুঁড়ে মারার সময় আপনি ঠিক কোথায় ছিলেন?

দরজার মুখে।

ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়ান, প্লিজ।

তাই করলো স্যাম।

অফিসার তার কাছে এগিয়ে এসে দরজার চৌকাঠে আঙুল বুলিয়ে দেখছে। এইতো পেয়েছি। বুলেটটা এখানেই লেগেছে।

স্যাম তাকিয়ে দেখলো তার মাথা থেকে মাত্র অল্প কয়েক ইঞ্চি দূরে গেঁথে আছে বুলেটটা। ভাগ্য ভালো ছিলো দেখছি। আরেকটু হলেই তো...

মি, ফার্গো। আপনার কাজটা প্রশংসনীয় হলেও আমি বলবো বোকামি করেছেন। ভবিষ্যতে এমন কিছু হলে অবশ্যই পুলিশকে জানাবেন।

যদি এমন কিছু ঘটে, তাহলে অবশ্যই আগে পুলিশকে জানানো।

সে জানে অন্যান্য অনেকবারের মতো এবারও রেমি নেতৃত্বের ভারটা নিয়ে নিবে। রেমির অনেকগুলো গুণাবলির মধ্যে এটাকেও অনেক ভালোবাসে স্যাম। কথাটা ভেবেই রেমির দিকে তাকালো ও। মেয়েটা অনেক আগেই তার স্টেটমেন্ট দিয়ে ফেলেছে, এখন দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ঐদিকে মি. পিকারিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সাদা পোশাকে থাকারবারি ইউনিটের ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট ফথ। মি. পিকারিংকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। বয়স এবং পরিস্থিতির বিবেচনায় অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। লোকটা এখনো খুলে রাখা সেফটার দিকেই তাকিয়ে আছে। আর কিছু কি নিয়ে গেছে? জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট ফথ।

না। শুধু বাক্সটা। ওটার ভিতরে একটা বই ছিলো। মূল্যবান কিছুই ছিলো না বাক্সটাতে। সেফে তো কয়েকটা পুরোনো মুদ্রাও ছিলো, স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা। ওগুলো দেখেন, এখনো আগের জায়গাতেই পড়ে আছে।

কী ধরনের বই ওটা?

শ্রাগ করলো পিকারিং। জলদস্যুদের নিয়ে লেখা পুরোনো একটা বইয়ের পুনর্মুদ্রিত কপি। বইটার খুব একটা বেশি দাম নেই। আমার দোকানে এরকম বই আরো বেশ কয়েকটা কপিই আছে। চাইলে দেখাতেও পারি আপনাকে। বলে এগিয়ে গিয়ে বুকশেলফ থেকে ঐ বইয়েরই একটা কপি বের করে এনে রাখলেন ডেস্কের ওপর।

তাহলে যে বাক্সে রেখেছিলেন, ওই বাক্সটার কি কোনো আলাদা মূল্য ছিলো?

না, তেমন একটা না।

তাহলে ওটাকে এভাবে সেফে রেখে দিয়েছিলেন কেন?

কেউ যদি ওটাকে মূল্যবান ভেবে ওটা আসলে কী সেটা না ভেবেই নিতে চায়, সেই আশায় রেখেছিলাম।

মি. পিকারিং, বলে একবার নিজের নোটবুকের দিকে তাকালো সার্জেন্ট ফথ। তারপর আবার বই বিক্রেতার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কী মনে হচ্ছে, লোকটা কেন আপনার দোকানকে টার্গেট করেছিলো?

চোখের ওপর থেকে ঘাম মুছছে লোকটা। হাত কাঁপছে তার। ডাকাতির ফলে নিশ্চিতভাবেই ভালো একটা প্রভাব পড়েছে লোকটার ওপর। মনে হয় আমার এখানে একটা পুরোনো বইয়ের অরিজিনাল কপি আছে এই গুজবটা ছড়ানোর কারণেই এটা হয়েছে। কেন বা কে এটা ছড়িয়েছে, তা আমি জানি না। তবে ডাকাত যেটা নিয়ে গেছে সেই কপিটার সাথে টেবিলের কপিটার কোনো পার্থক্যই নেই। সেম টু সেম। পুনর্মুদ্রিত একটা কপি মাত্র। বলে টেবিলে রাখা দ্য হিস্ট্রি অফ পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ারস বইটার দিকে ইশারা করে দেখালেন মি. পিকারিং।

তথ্যটা টুকে নিয়ে নোটবুকটা বুক পকেটে রেখে দিলো সার্জেন্ট ফথ, তারপর ধন্যবাদ জানালো পিকারিংকে। ওদিকে সিএসআই দলও চলে এসেছে। আঙুলের ছাপ এবং ছবি

তোলার জন্য। তাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সার্জেন্ট ফথ স্যাম এবং পিকারিংকে তার বিজনেস কার্ড দিয়ে বলল, যদি কোনো কিছু মনে পড়ে আপনাদের বা কোনো সন্দেহ জাগে-তাহলে আমাকে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না। বলে বেরিয়ে যাওয়া শুরু করেছিলো, তারপর আবার পিকারিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কাউকে কি খবর দিবো? পরিবারের কেউ বা বন্ধুদের, যাতে আপনাকে এসে সাহায্য করতে পারে?

না, কেউ নেই তেমন। আর আমি ঠিকই আছি।

এরপর আর কোনো কথা না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো সার্জেন্ট ফথ।

লোকটা চলে যাওয়ার পর সিএসআইর লোকদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো স্যাম। তারপর তাকালো মি. পিকারিং-এর দিকে। লোকটা একা একা থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। আপনি নিশ্চিত যে আমাদের সাহায্য লাগবে না?

না। ধন্যবাদ, মি. ফার্গো। ভাবছি সিএসআইর কাজ হয়ে গেলে ওপরতলায় গিয়ে লম্বা একটা ঘুম দিবো।

রেমি এগিয়ে এসে পিকারিংকে জড়িয়ে ধরে বলল, যা ঘটেছে তার জন্য সমবেদনা জানানোর ভাষা জানা নেই আমার।

পিকারিং একটা গভীর শ্বাস নিয়ে রেমির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষাও জানা নেই আমার। আপনার সাহসীকতাই আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

তাহলে চলে, যাওয়া যাক? পার্সটা রেমির দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল স্যাম। আর বেশি দেরি করতে চাচ্ছে না।

হ্যাঁ, চলো।

দাঁড়ান, মি. পিকারিং পিছন থেকে ডেকে উঠে বললেন, আপনার পার্সেলটা নেননি। এতো কিছু পরও এটাকে এখানে ফেলে গেলে সময়টাই বৃথা যাবে শুধু।

ধন্যবাদ, বলে পিকারিং-এর হাত থেকে পার্সেলটা তুলে নিলো রেমি। তারপর বাইরে বেরিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিলো স্যামের দিকে।

আমাকে দিচ্ছে, তারমানে তো ধরা যায় এটা রান্নার বই না? স্যাম জিজ্ঞেস করলো।

আমি যেটার জন্য এসেছিলাম সেই বইও না। এটা আসলে খালি-হাতে বাসায় ফিরতে-চাই-না টাইপের একটা বই মাত্র। তবে মনে হয় তোমার অফিসের টেবিলের জন্য খারাপ হবে না বইটা।

অসুবিধা নেই। অন্তত বই কেনার ইতিহাসটা তো মনে থাকবে এতে।

রাস্তা পার হয়ে রিটজ-কার্লটন হোটেলের দিকে পা বাড়ালো ওরা। দোকানের ঘটনার থেকে বাজে অবস্থারও মুখোমুখি হয়েছে ওরা আগে। ভবিষ্যতেও যে পড়বে না সেটারও কোনো নিশ্চয়তা নাই। যদিও স্যামের তার স্ত্রীর সামর্থ্যের প্রতি পুরোপুরিই আস্থা রয়েছে, তারপরও সে কখনো তার জন্য দুঃচিন্তা করা থামাতে পারে না।

সবসময়ই সব জায়গাতেই রেমির চিন্তাটাই ওর মাথায় আসে আগে। এসব ভাবতে ভাবতেই কাছে ঘেঁষে রেমির হাতটা চেপে ধরলো ও। রেমিও তার স্পর্শে সাড়া দিয়ে মাথা এলিয়ে দিলো তার কাঁধে। তুমি ঠিক আছো? কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

আমি? একদম ঠিক। আর রক্ত কিন্তু আমার মাথা থেকে পড়ছে না।

ছোটোখাটো ক্ষত ওটা। রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে।

স্যামের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে রেমি বলল, হোটেল ফিরে গেলেই বুঝা যাবে তা।

আচ্ছা, বুঝা যাবে। যাই হোক, পিকারিংর সেফে থাকা স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখেছো?

অদ্ভুত, তাই না? ডাকাত স্বর্ণগুলো ফেলে বাক্সে থাকা একটা বই নিয়ে গেলো। এমনকি ওটা খুলেও দেখেনি একবারো।

আর বইটারও তেমন কোনো মূল্য নেই। শুধুই একটা পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

নিশ্চিতভাবেই অদ্ভুত ব্যাপারটা, হোটেলের স্টোকস্টন স্ট্রিটের দিকে যেতে যেতে বলল রেমি। মনে হচ্ছে যেন মি, পিকারিং ইচ্ছা করেই চুরি যাওয়া বইটার মূল্য কমিয়ে

বলছিলেন। এটারও কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি নিজেও পুনর্মুদ্রিত বইয়ের জন্য হুমকির মুখে পড়তে ঘৃণা করবো। যাই হোক, এটা বলতে গিয়ে মনে পড়লো, তোমার প্রমিজের কী হলো? বলেছিলে তো আগামী এক সপ্তাহ কেউ খুন করতে আসবে না আমাদের।

তুমি নিশ্চয় ভেবে বসোনি যে আমি আজকের কথা বলেছি? কাল থেকে সপ্তাহ শুরু হবে।

আচ্ছা, আচ্ছা। ভেঙে বলায় খুশি হলাম।

লবিতে পৌঁছে স্টাফ ডেস্কে থামলো ওরা। রেমি ওখানের কর্মরত মহিলাকে বই এবং সকালে এক অ্যান্টিক শপ থেকে কিনা বড়া সিরামিক রোস্টারটা তাদের বাসায় পাঠিয়ে দিতে পারবে কিনা সেটার কথা জিজ্ঞেস করছে। সিরামিক রোস্টারটা কিনেছে তাদের গবেষক সেলমা ওয়ান্ডার্সকে উপহার দেওয়ার জন্য। সেলমা অনেকদিন ধরেই তার রান্নাঘরের জন্য একটা রোস্টার খুঁজছিলো।

ইনস্যুরেন্স করা লাগবে? মহিলা জিজ্ঞেস করলো। নাকি স্পেশাল প্যাকের নির্দেশ দিবো?

না, এতো ঝামেলায় যেতে হবে না, রেমি বলল। শুধু একটা বইই তো এটা।

রোস্টারের অ্যাড্রেসটাতেই?

হ্যাঁ, একই ঠিকানা।

আচ্ছা, মিসে ফার্গো, চিন্তা করবেন না। আমি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ।

সুইচের সামনে পৌঁছে কী-কার্ড দিয়ে দরজাটা খুলে নিলো স্যাম। রেমিকে ভিতরে ঢুকতে বলার আগে নিজে একবার দেখে নিচ্ছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে দরজাটা খুলে ধরে রেমিকে বলল, সব ঠিক আছে, আসতে পারো ভিতরে।

রেমি রুমে ঢুকতেই দেখলো সোফার সামনের টেবিলে প্লেটে ফালি করে কাটা সবুজ আপেলের টুকরো, পনির ও আইস বাকেটের ভিতর বিলেকার্ট স্যামন ব্রুট রোজ শ্যাম্পেইনের একটা বোতল রাখা আছে। তাদের আসতে দেরি হওয়ার কারণে রুম সার্ভিসের কেউ একজন আইস বাকেটটা বদলে দিয়ে গেছে। ব্যাপারটা দেখে কিছুটা খুশি হলো স্যাম। বদলে না দিলে শ্যাম্পেইনের নিখুঁত স্বাদটা পাওয়া যেতো না, রেমিকে দিতে চাওয়া তার গিফটটাও ভেসে যেতো। শ্যাম্পেইনের বোতলের পাশে কাঁচের দুটো স্বচ্ছ গ্লাসও রয়েছে। রেমি বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রুমটার দিকে। এরই ফাঁকে স্যাম নীল বর্ণের ছোটো একটি টিফানি বক্স গছিয়ে দিলো রেমির হাতে।

তুমি এতো কিছু করলে, আর আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি।

আমাকে একটা বই দিয়েছো তো তুমি।

হু, তাও আবার পুনর্মুদ্রিত একটা কপি।

স্যাম শ্যাম্পেইনের ছিপিটা খুলতে খুলতে বলল, আমি জানি পরে কোনো একসময় ওটা পুষিয়ে দিবে তুমি।

হয়তো, বলে বাক্সের ফিতেটায় টান দিলো রেমি। ওপরের ঢাকনাটা উঠাতেই হীরকখচিত চাবি আকৃতির আকর্ষণীয় গড়নের একটা নেকলেস বেরিয়ে এলো বাক্সটা থেকে। তোমার অন্তরের চাবি?

ওটার জন্য কোনো চাবিই লাগে না। এমনিতেই খোলা থাকে তোমার জন্য।

আশা করছি এটা হয়তো আমার নতুন সদরদরজার চাবি না? বলে মাথা গলিয়ে নেকলেসটা গলায় ঝুলিয়ে দিলো রেমি। যদি হয়, তাহলে ভাবো প্রতিবার তালা বদলানোর সময় চাবি বানাতে কেমন খরচ যাবে।

নতুন করে যেই পরিমাণ নিরাপত্তার সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে এবার, সেই সবার তুলনায় এই হীরার চাবির খরচ খুব একটা বেশিও না। তাদের বাড়িটাকে প্রকাণ্ড এক দুর্গে পরিণত করতে গিয়ে বলতে গেলে বিশাল অর্থই ব্যয় করতে হয়েছে তাদেরকে। অবশ্য শখে করেনি কাজটা। ভয়ঙ্কর এক আক্রমণের শিকার হয়ে আগের বাড়িটা পুরোপুরিই গুঁড়িয়ে গিয়েছিলো প্রায়। তাই নতুন করে সাজানো ছাড়া গতি ছিলো না।

যাই হোক, ওসব নিয়ে না ভেবে এখন মন শান্ত করা দরকার, ভেবে রেমির হাতে শ্যাম্পেইনের গ্লাস বাড়িয়ে দিলো স্যাম। তারপর নিজেরটা উঁচিয়ে টোস্ট করে বলল, নতুন প্রমিজ। কাল থেকে বিশ্রাম এবং আরাম ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। এবং এই

এক সপ্তাহ কেউ আমাদের মারতে আসবে না। আর, হা... আমার মনোযোগের পুরোটাই থাকবে শুধু তোমার জন্য।

তোমার প্রমিজের শেষ অংশটার বিশেষ নজর থাকবে আমার, ফার্গো।

কোনটা? কেউ মারতে আসবে না? নাকি আমার পূর্ণ মনোযোগ?

দুটোর দিকেই, বলল রেমি।

সকালে বেশ আগেভাগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে স্যাম। রেমি এখনো ঘুমাচ্ছে। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে রুম সার্ভিসকে নাস্তা পাঠিয়ে দিতে বলল স্যাম। নাস্তা আসতে আসতে রেমিও বিছানা থেকে উঠে পড়েছে। ক্রিম সিঙ্ক একটা রোব পরে আছে ও। শাওয়ার নেওয়ায় তার লালচে বাদামি চুলগুলো এখনো ভিজে আছে। স্যামকে একটা চুমু খেয়ে টেবিলে বসলো এরপর।

রেমি আসার আগ পর্যন্ত পত্রিকা পড়ছিলো স্যাম। সে টেবিলে বসতেই তার দিকে কফির মগটা বাড়িয়ে দিলো। তারপর আবার পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, ঘুম হয়েছে ঠিকমতো?

হ্যাঁ, ভালোভাবেই ঘুমিয়েছি, বলতে বলতে মুখে এক চামচ গ্রিক ইয়োগার্ট পুরে নিলো রেমি। তো, আজ কোথায় যাচ্ছি আমরা?

এটা বলে চমক নষ্ট করে দিবো? এখনই বলছি না। ক্রনিক্যালর আর্টিকেলগুলো দেখতে দেখতে জবাব দিলো স্যাম। ঠিক তখনই তার নজর পড়লো ডাকাতির শিকার হওয়া ব্যক্তি হাট অ্যাটাকে মারা গেছে শিরোনামের একটি আর্টিকেলের ওপর। এটা তো সব কিছুই অর্থ পালটে দিচ্ছে...

কী?

পত্রিকা নিচে নামিয়ে রেমির দিকে তাকালো স্যাম। বইবিক্রেতা জেরাল্ড পিকারিং। মারা গেছে লোকটা।

.

০৩.

চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে স্যান ফ্রান্সিসকো ক্রনিক্যালর পাতা উলটে দেখছে চার্লস এভেরি। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কোঠার প্রায় শেষ দিকে। কপালের দিকের কালচে চুলগুলো হালকা হালকা ধূসর বর্ণ ধারণ করতে শুরু করেছে। অবশ্য তার মতে নাকি বয়সের তুলনায় সে যথেষ্ট ফিট আছে। এমনকি গতরাতে ব্যক্তিগত জেটে করে ইস্ট কোস্ট থেকে স্যান ফ্রান্সিসকো আসার পরও ক্লান্তিবোধ করছে না। সকালে দুই কাপ কফি খেয়ে জেট লেগের ক্লান্তি একেবারেই দূর হয়ে গেছে বলা যায়।

পত্রিকায় বই বিক্রেতা জেরাল্ড পিকারিংর মৃত্যুর খবরটা দেখে মুচকি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। খবরটা তার জন্য চমকে যাবার মতো কিছু না। অন্তত গতকাল যা ঘটেছে তারপর তো নয়ই।

যদি তার লোকেরা বইটা খুঁজে বের না করতে পারে এবং খুঁজে পাওয়ার পরও যদি এটাই সেই নির্দিষ্ট বইটা কিনা তার নিশ্চয়তা না দিতে পারে, তাহলে এই বইবিক্রেতার মৃত্যু বা দোকানে হানা দেওয়ার কোনোটারই কোনো মূল্য থাকবে না।

গুড রিডেন্স, পিকারিং, ভাবতে ভাবতেই দেখলেন তার সিকিউরিটি টিমের প্রধান কলিন ফিস্ক হাতে করে একটা বড়ো, পলিশ করা কাঠের বাক্স নিয়ে আসছে তার দিকে। অবশেষে পেয়েছো তাহলে, বলল এভেরি।

বইয়ের দোকানটা? হ্যাঁ, পেয়েছি। বইটা? না, পাইনি।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলেন এভেরি, কোনোরকমে রাগটা আটকে রেখেছেন। পাওনি বলতে কী বলতে চাচ্ছে?

বাক্সটা টেবিলের ওপর রেখে ডালাটা উঁচিয়ে ধরলো ফিস্ক। বাক্সের ভিতরে একটা মোটা বই দেখা যাচ্ছে। এটা নকল। পলিশ চলে যাওয়া পর আমরা আবার গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার লোকেরা পৌঁছানোর আগেই পিকারিং বইটা অন্য আরেক সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো।

তোমার লোকেরা কি তাকে আমার পরিচয় বলেছে?

হ্যাঁ।

আর বইটা না দিলে আমি তার কী অবস্থা করতে পারি সেটা?

হ্যাঁ।

অন্ততপক্ষে কার কাছে বিক্রি করেছে সেটা তো জানতে পেরেছো?

না। এই তথ্যটা বের করার সুযোগ পাইনি। এর আগেই মরে গিয়েছিলো বুড়োটা।

কাপটা নামিয়ে মেহগনি কাঠের টেবিলের ওপর রাখলেন এভেরি। তারপর আরো একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন ফিস্কের দিকে। ভাবছেন ফিস্কের সুপারিশ করা দলটাকে ভাড়া করে কি তিনি কোনো ভুলই করেছেন কিনা। দলটার তো সেরাদের সেরা হওয়ার কথা, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা আসলেই সেরাদের সেরা। কোনোরকম প্রশ্ন তোলা ছাড়াই নির্দেশ পালন করে যায় ওরা। পিকারিংকেও খুব সহজেই খুঁজে বের করে ফেলেছিলো। এমনকি এভেরির নিজের লোকেরাও এই কাজটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পিকারিং কি এভেরির মতলবটা বুঝে ফেলেছিলো? কোনোভাবে কি বুঝে ফেলেছিলো যে অরিজিনাল বইটা তার দোকানে থাকা মানে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসা?

বিশ বছর ধরে এভেরি বইটা খুঁজছেন...

কিভাবে বইটা হাতের এতো কাছে চলে এসেও আবার ফসকে গেলো?

বাক্স থেকে বইটা বের করে মলাট উল্টালেন এভেরি।

প্রথম পৃষ্ঠা দেখেই বুঝতে পারছেন যে বইটা নকল। প্রথম সংস্করণ থেকে নকল করা হয়েছে। খুব সম্ভবত দুইশো বছর আগে তার পরিবার থেকে হারিয়ে যাওয়া বইটারই কপি এটা। কিভাবে এতো নিখুঁতভাবে মানচিত্র ও শব্দগুলো পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব? ভেবে কোনো কুল পাচ্ছেন না এভেরি। সবদিক দিয়েই এই কপিটা একদম অরিজিনালটার মতোই। এই কপিতে শুধু একটা জিনিসই নেই এবং এভেরি নিশ্চিত পিকারিং যে বইটা লুকিয়ে রেখেছে ওটাতেই জিনিসটা আছে। জিনিসটা হলো বইয়ের ভিতরের মানচিত্রে থাকা সংকেতগুলোর অর্থ বের করার সূত্র। অর্থ বের করার উপায়ই যদি না থাকে, তাহলে এই মানচিত্রেরই বা কী মূল্য আছে?

তুমি নিশ্চিত জায়গাটায় ভালোভাবে তল্লাশি করে দেখা হয়েছে? এভেরি জানতে চাইলো।

একদম নিশ্চিত। যদিও একটা সূত্র পাওয়া গেছে। পুলিশের রিপোর্টে ভিক্টিম ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে দুজনের নাম রয়েছে। আমি তাদের ব্যাপারে কিছুটা খতিয়ে দেখেছি। তারা আসলে গুপ্তধন শিকারি।

গুপ্তধন শিকারি? তাদের অভিযানের পিছনে অর্থায়ন করে কে? ঐ লোকের পিছনে লাগে, তাহলেই শিকারিদের দৌড় থেমে যাবে।

তারা নিজেরাই নিজেদের অর্থায়ন করে, ফিস্ক বলল। আর যতোটা জেনেছি, অন্য কেউও তাদের পিছনে লেগে সুবিধা করতে পারেনি। ফার্গোরা আসলে সাধারণ কোনো টাকার

পিছনে ছুটে বেড়ানো দম্পতি না। তারা নিজগুণেই মাল্টিমিলিয়নিয়রে পরিণত হয়েছে। আর অভিযানে প্রাপ্ত সম্পদগুলোর অর্থ। তারা দাঁতব্য কাজে ব্যয় করে।

রবিনহুড নাকি? তাদেরকে তো সহজেই ধরে ফেলা যাবে।

উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রবিনহুড ওরা।

কফির দিকে হাত বাড়ালো এভেরি। তারা তো এখনো আমার সাথে লাগেনি, তাই না?

না, স্যার লাগেনি। তবে তাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিলে সেটা তাদেরকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবানের মতো হয়ে যাবে।

.

০৪.

এখনো পাওনি? জিজ্ঞেস করলো স্যাম। আবারো ব্রি মার্শালকে কল করেছে রেমি। মাত্রই তারা মিসন বের ধারে অবস্থিত স্যান ফ্রান্সিসকো পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে পৌঁছেছে। সার্জেন্ট ফথ কিছু প্রশ্ন করার জন্য আরো একবার ওদেরকে ডেকে পাঠিয়েছে।

ওর ফোন হয়তো বন্ধ, ফোন কাটতে কাটতে বলল রেমি। কোনো ভয়েস মেইল দেওয়ার ইচ্ছা নেই ওর। ডাকাতির পর গতরাতে একবার দিয়েছিলো, সেই সাথে সকালেও-বলেছিলো যে ব্রি যেন যত দ্রুত সম্ভব রিটজ কার্লটন হোটেলে বা সরাসরি

রেমির সেলফোনে কল করে। ফোন মেসেজের মাধ্যমে বন্ধুকে তার চাচার খবরটা জানাতে চাচ্ছে না ও। খুবই খারাপ লাগছে আমার। একে তো ডাকাতি, আর তারওপর এখন এটা

আমি নিশ্চিত ও ফোন করবে। এখন চলো দেখি ইনভেস্টিগেটররা কী কী জানতে পেরেছে।

ভালো কিছুর আশাই করছি, বলে জ্যাকেটটা আরো শক্ত করে শরীরে জড়িয়ে নিলো রেমি। শীতল বাতাস বইছে শরীরে কাপ ধরে যাচ্ছে প্রায়। ব্রি কল করলে তাকে কী বলবো?

হয়তো ও ইতিমধ্যেই জেনে গেছে। এজন্যেই হয়তো ফোন ধরছে না।

বলে কাঁচের দরজাটা টেনে ধরলো স্যাম। দরজা দিয়ে ঢুকে বামের লবির দিকে পা বাড়ালো ফার্গো দম্পতি। লবিতে থাকা সিকিউরিটি গার্ডরা তাকিয়ে আছে তাদেরকে।

গার্ডদেরকে পেরিয়ে আসার পর কাঁচের জানালার অন্যপাশে থাকা অফিসারের কাছে গিয়ে স্যাম বলল, মি, অ্যান্ড মিসেস ফার্গো। সার্জেন্ট ফথের সাথে দেখা করতে এসেছি।

স্যার কি আপনাদের আগমনের ব্যাপারে জানেন?

হ্যাঁ। সার্জেন্ট নিজেই ডেকেছেন আমাদের। গতকালের ডাকাতির ব্যাপারে কথা বলার জন্য।

ফোন তুলে নিয়ে রিসিভিং প্রান্তে থাকা মানুষটাকে স্যামের কথাগুলোই জানালো জানালার ওপাশে থাকা মহিলা অফিসার। তারপর স্যামের দিকে ফিরে বলল, সার্জেন্ট ফথ এখন উপস্থিত নেই। তবে তার পার্টনার সার্জেন্ট ট্রেভিনো আছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

মিনিট দুয়েক পর কালো চুলের এক লোক বেরিয়ে এলো এলিভেটরের ভেতর দিকে। তাদের দিকে এগিয়ে এসে পরিচয় দিয়ে বলল, আমার পার্টনারের অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। ইন্টারভিউ রুমে নিয়ে যেতে যেতে তাদেরকে জানালো ট্রেভিনো। আর এমনিতেও, আপনাদেরকে এখন পর্যন্ত ডেকে আনার জন্যও যথেষ্ট দুঃখিত আমরা। তবে জেরাল্ড পিকারিংর মৃত্যুর কারণে কেসটা এখন হোমিসাইড কেসে পরিণত হয়েছে।

চেয়ারে বসতে বসতে স্যাম বলল, পত্রিকার খবর পড়ে আমরা যতটা জেনেছি হার্ট অ্যাটাকের কারণে লোকটার মৃত্যু হয়েছে।

হ্যাঁ, এবং এটা ভালোভাবে সাজানোও যেতে পারে কিন্তু। অবশ্যই, অটোগ্রাফ রিপোর্ট আসার আগ পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে মৃত্যুর সময়টাই আসলে সন্দেহের উদ্বেক করছে। সবগুলো দৃষ্টিকোন থেকেই ভেবে দেখেছি আমার। যাই হোক, ডাকাতিটা বেশ হিংস্র ছিলো মি. পিকারিংর জন্য। অপরাধীকে দ্রুত সময়ের ভিতর ধরার চেষ্টা করছি। বলে নোটবুকটা খুললো ট্রেভিনো। কয়েক পাতা উলটে দেখার পর আবার বলল, আমার পার্টনারকে বলেছিলেন গতকাল একটা নির্দিষ্ট বই কেনার জন্য চায়নাটাউনে গিয়েছিলেন আপনারা। আমাকে জানাবেন কেন ঐ নির্দিষ্ট দোকানটাতেই গিয়েছিলেন?

আমাদের এক বন্ধু সুপারিশ করেছিলো, রেমি বলছে। আমার স্বামীকে উপহার দেওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট বই খুঁজছিলাম আমি। দোকানটার ব্যাপারে আমি জেনেছি মি. পিকারিংর ভতিজি ব্রি মার্শালের কাছ থেকে।

মহিলার সাথে আপনার পরিচয়ের সূত্রতা?

ব্রি আমাদের ফার্গো ফাউন্ডেশনে সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে।

পারিবারিক ব্যবসা?

পারিবারিক দাঁতব্য প্রতিষ্ঠান, বলল রেমি। ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস অ্যাজেন্সী ডারপা ছেড়ে নিজস্ব ব্যবসা শুরুর পরই রেমির সাথে পরিচয় হয় স্যামের। এরপর বিয়ে। রেমির উৎসাহেই স্যাম আর্গন লেজার স্ক্যানার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এটা একটা ডিভাইস যেটা কিনা অনেক দূর থেকেও খাদ মেশানো ধাতু শনাক্ত করতে পারে। খুব দ্রুতই মার্কেট দখল করে নিয়েছিলো ডিভাইসটা। এর চার বছর পর ফার্গো গ্রুপটা হায়েস্ট বিডারের কাছে বিক্রি করে দেয় ওরা। ওটার প্রাপ্য অর্থ তাদের সারাজীবন চলে যাওয়ার থেকেও অনেক বেশি ছিলো। সেখান থেকেই সূচনা হয় ফার্গো ফাউন্ডেশনের।

লা জোলা লাইব্রেরিতে আমাদের সর্বশেষ দাঁতব্য শাখা খোলার ব্যাপারে ব্রি আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছে। তখনই সে আমাকে তার চাচার ব্যাপারে বলেছিলো, লোকটা নাকি আঠারশো শতাব্দীর শুরুর দিকের জলদস্যু ও উপকূলবর্তী মানচিত্র সমেত একটা বই তুলে দেওয়ার জন্য ভালো কোনো সংগ্রাহক খুঁজছেন।

ট্রেভিনো নোটবুকের ওপর থেকে চোখ তুলে বলল, আর এই বইটাই তো সেফ থেকে চুরি গেছে?

আমি আসলে সেফ থেকে বইটা বের করতে দেখিনি ঠিক। শুধু বাক্সটাই দেখেছি। তবে ব্রি যেভাবে বলেছিলো, তাতে আমি নিশ্চিত যে সে প্রথম মুদ্রণের কপির ব্যাপারেই নির্দেশ করছিলো।

কারণ...?

সে বারবারই বলছিলো তার চাচা বইটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝবে এমন কোনো সংগ্রাহকের হাতে তুলে দিতে পারলেই খুশি হবেন।

নোটবুকে লেখা থেমে গেছে সার্জেন্ট ট্রেভিনোর। ফার্গো দম্পতির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার শুনেছি আপনারা পেশাদার গুপ্তধন শিকারি?

হ্যাঁ, বলল স্যাম। ওখান থেকে যা পাই সেসব ফার্গো ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দাঁতব্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

আগেই বলে নিছি বিরল বইয়ের ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই কম। তবে যেহেতু বইটা জলদস্যু ও ম্যাপ নিয়ে ছিলো, তাহলে কি এটা সম্ভব যে কেউ জলদস্যুদের হারিয়ে যাওয়া গুপ্তধনের সন্ধানে এই বইটা চুরি করেছে?

হেসে উঠলো রেমি। আমার মনে হয় না এমন কিছু আদৌ সম্ভব কিনা। যদি মি. পিকারিংর ভাতিজি প্রথম এডিশনের কপি বিক্রির কথা না বলতে এবং একই সময়ে আমরাও এখানে ঘুরতে না আসতাম, তাহলে আমার মনে হয় না আমিও আর ওটা নিয়ে খুব একটা ভাবতাম।

আচ্ছা, ধরে নিলাম চুরি যাওয়া বইটা প্রথম এডিশনেরই। ওটার দাম কেমন হতে পারে?

বইয়ের কন্ডিশনের ওপর নির্ভর করে.... স্যামের জন্য বইটা কিনতে আসার আগে মূল্য নিয়ে কিছুটা ঘাটাঘাটি করে এসেছে রেমি। এসব কপির দাম কয়েকশো থেকে শুরু করে কয়েক হাজার ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে সাধারণত। এমনটাই দেখে ছিলাম। অবশ্য এই বইটা খুব একটা মূল্যবানও না, একটা সময় যথেষ্টই জনপ্রিয় ছিল, এখন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া প্রথম এডিশনের কয়েকটা কপিও এখনো অবশিষ্ট আছে। আমরা শুধু বইয়ের প্রতি ভালোবাসার কারণে কিনতে চেয়েছিলাম, বলে স্যামের হাতে হাত রাখলো রেমি।

হ্যাঁ, বলল স্যাম। উপকূলীয় ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে আমাদের।

নোটবুকটা বন্ধ করলো সার্জেন্ট ট্রেভিনো। আপাতত এটুকুই জানার দরকার ছিলো আমার। এছাড়া কি আর কোনো তথ্য আছে আপনাদের কাছে যেটা আমাদের কাজে আসতে পারে?

এই মুহূর্তে কিছুই নেই, জবাব দিলো স্যাম।

সাথে রেমি যোগ করলো, কিছু মনে পড়লে সাথে সাথেই কল করবো আমরা ।

অবশ্যই । কষ্ট করে এখানে আসার জন্য আবারো ধন্যবাদ আপনাদেরকে ।

লবি পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দিলো ট্রেভিনো ।

স্যাম ঐদিকে দরজা পর্যন্ত চলে গেছে, রেমিও তাকে অনুসরণ করছে । কিন্তু তখনই পিছনে ঘুরে জিজ্ঞাস করলো, মি. উইকহ্যামের কী হবে?

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ঙ্গ কুঁচকে তাকালো সার্জেন্ট ট্রেভিনো ।

মি. পিকারিংর বিড়াল ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ । খুবসম্ভবত পিকারিংর প্রতিবেশি নিয়ে গেছে প্রাণীটাকে । পিকারিংর ভাতিজি বা মেয়ে আসার আগ পর্যন্ত ওখানে থাকবে উইকহ্যাম । তারাই এসে প্রাণীটার সাথে কী করবে সেটার সিদ্ধান্ত নিবে ।

ওদের কারো সাথে যোগাযোগ হয়েছে আপনাদের? রেমি জিজ্ঞেস করলো ।

এখনো না । আমার মনে উনার মেয়ে ইস্ট কোস্টে থাকে । আর আপনার থেকে নেওয়া নাম্বারটাতেই তার ভাতিজির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, বলে আবারো তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলিভেটরের দিকে পা বাড়ালো সার্জেন্ট ট্রেভিনো ।

হোটেল ফিরে দরজা দিয়ে ঢোকান সময় স্যাম বলল, স্যাম ফ্রান্সিসকোয় ছুটি কাটানোর আশায় এলেও, বিশ্রামে কিন্তু থাকা হচ্ছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রেমি। আমার মনে হয় দোষটা আমারই। শুরুতেই বইয়ের দোকানটায় যাওয়া ঠিক হয়নি। আমি ভেবেছিলাম বইটা হয়তো তোমার নতুন অফিসে নাবিক জাতীয় একটা আবহ যোগ করতে পারে।

পুনর্মুদ্রণটা নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। প্রথম এডিশনের মতোই উপভোগ করবো ওটা। বিশেষ এটার পিছনে জড়িয়ে থাকা স্মরণীয় ইতিহাসের জন্য।

আর এখন আমরা কোথায় যাবো? লবির দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো রেমি।

প্রথমে আমাদের লাগেজগুলো নিয়ে নিই। তারপর উপকূল ধরে মনটেরিতে যাবো।

তাহলে রয়এ ডিনার সাড়বো আমরা?

উত্তরটা দেওয়ার আগেই অন-ডিউটি ম্যানেজারের সাথে দেখা হলো তাদের। উদ্বিগ্ন মুখ কুঁচকে আছে লোকটার। মি. অ্যান্ড মিসেস ফার্নো। আপনাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভাষা জানা নেই আমার। আপনাদের জন্য যদি কিছু করতে পারি... আসলে আমাদের এখানে আগে কখনোই এমন কিছু ঘটেনি। অন্তত আমি যতদিন ধরে আছি ততদিন ধরে না।

কী ঘটেনি আগে? জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

পুলিশ এসেছিলো। ওয়ারেন্ট দেখিয়ে আপনাদের জিনিসপত্র সার্চ করে গেছে।

ওয়ারেন্ট? রেমি বলল। কোনোভাবেই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না তার। জীবনে সে কখনো এটা ভাবেনি যে তাদের করা কোনো কিছু একসময় পুলিশের তদন্তের অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা আপনাদের কল করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সরাসরি ভয়েস মেইলে চলে গিয়েছে কলগুলো।

সার্জেন্ট ট্রেভিনোর সাথে সাক্ষাতের সময় ফার্গো দম্পতির দুইজনই তাদের ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছিলো।

স্যাম জিঙ্গেস করলো, আপনি তাকে তাদের ওয়ারেন্টের কোনো কপি রেখেছেন?

কপি?

ওয়ারেন্টের একটা কপি রেখে যাওয়ার কথা পুলিশদের।

এটা মনে হয় আপনি নিজে জিঙ্গেস করলেই ভালো হয়। তারা এখন আপনাদের রুমেই আছে।

ঠিক বলেছেন, বলে রেমিকে নিয়ে সরাসরি এলিভেটরের দিকে পা বাড়ালো স্যাম। ম্যানেজারও আসছে তাদের পিছে পিছে। এখন বুঝেছি সার্জেন্ট ফথ সকালে কেন ওখানে ছিলো না। রেমিকে বলছে স্যাম। লোকটা আমাদের রুম সার্চ করার জন্য

ইন্টারভিউয়ের নাম করে তার পার্টনারকে দিয়ে আমাদের আটকে রেখেছিলো পুলিশি স্টেশনে।

সার্চই বা করছে কেন? রেমি বলছে। আমরাও তো মি. পিকারিংর মতোই ডাকাতির শিকার। আর সত্যি বলতে, আমাদেরকে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করলেই হতো। ওটা তো আর এতো লজ্জার হতো না। বলে অস্ফুট হেসে ম্যানেজারের দিকে তাকালো রেমি। লোকটা তাদের প্রতিটা কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সত্যি বলতে স্যাম লোকটাকে নিচেই অপেক্ষা করতে বলেনি দেখে কিছুটা অবাক হয়েছে ও। তবে একটু পরই বুঝতে পারলো যেহেতু পুলিশ তাদের রুম তল্লাশি করে দেখছে (যেটা সে এখনো বিশ্বাসই করতে পারছে না, ব্যাপারটা প্রচণ্ড অপমানজনক লাগছে তার কাছে), তাই একজন সাক্ষী থাকা খারাপ কিছু হবে না।

এলিভেটরে ম্যানেজার তার চাবিটা লাগালো যাতে করে এটা দিয়ে উচ্চপ্রহরায় থাকা ফ্লোরটায় যাওয়া যায়। গন্তব্যে পৌঁছেই পা বাড়ালো তাদের সুইটের দিকে। কালো সুইট পরে রাখা দুইজন লোককে দেখতে পেলো রেমি। দুইজনের হাতেই ল্যাটেক্স গ্লাভস লাগানো। একজন বিছানায় থাকা তার সুটকেসটা ঘেটে দেখছে। সুটকেসের প্রান্তগুলোর দিকেই বেশি মনোযোগ লোকটার। ভাবছে ওখানে হয়তো কিছু লুকানো আছে। আর অন্যজন বারের ক্যাবিনেটগুলো খুলে খুলে দেখছে।

সার্জেন্ট ফথকে দেখতে পাচ্ছি না আমি, স্যামকে ফিসফিসিয়ে বলল রেমি।

বারের দিকে লোকটার চোখ পড়েছে তাদের ওপর। তীর্থক ও কঠিন দৃষ্টিতে তাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, এটা পুলিশের কাজ। আপনারা বাইরে যান।

রেমির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো স্যাম। সম্মুখ বিপদ থেকে রেমিকে আড়াল করে রাখতে চাইছে। এটা তো সম্ভব হচ্ছে না। আপনাদের আইডি দেখালে ভালো হয়, দাবি করে বলল স্যাম। আর আপনাদের ওয়ারেন্টের একটা কপি।

এই যে আপনার ওয়ারেন্ট। বলে বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা একটা কাগজে বের করে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো লোকটা। তার সঙ্গীও এগিয়ে আসছে।

কাগজটা স্যামের গিয়ে ঠেসে ধরে তাকে ধাক্কা দিয়ে টেবিলের দিকে ঠেলে দিলো। অবশ্য স্যাম অতো সহজে ছেড়ে দেয়নি লোকটাকে। কাঁধ খাবলে ধরে চরকির মতো একটা পাক খেয়ে লোকটাকে দেয়ালে আছড়ে মেরেছে। দরজার মুখে লড়াইয়ের মতো সৃষ্টি হয়ে গেছে এতে করে। হঠাৎ করে লোকটার সঙ্গীও এসে জড়ো হলো হটগোলের মধ্যে। পেছন থেকে এসে স্যামকে ঝাঁপটে ধরেছে লোকটা। মুষ্টি পাকিয়ে প্রথম লোকটার চোয়ালে জোরালো ঘুষি হানলো স্যাম, তারপর ঝট করে ঘুরে লাথি মারলো দ্বিতীয় লোকটার গায়ে। উড়ে ম্যানেজারের গায়ের ওপর গিয়ে পড়লো লোকটা, দুজনেই মাটিতে আছড়ে পড়েছে। ওদিকে রেমি অস্ত্রের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। টেবিলের কাছেই থাকা ফুলদানিটা দেখে ওটাই তুলে নিলো হাতে আঘাত করার ভঙ্গিতে ফুলদানিটা ধরে রেখেছে। দ্বিতীয় লোকটা রেমির হাতের অস্ত্রটা দেখতে পেয়েছে। অবস্থা

বেগতিক বুঝে স্যাম ও তার সঙ্গীর দিকে একবার তাকিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো রুম থেকে।

ওদিকে এখনো প্রথম লোকটার সাথে লড়াই করছে স্যাম। লোকটা পাক খেয়ে ঘুরে আঘাত করতে চাইলো স্যামকে, কিন্তু স্যাম তার বাম হাত দিয়ে আঘাতটা ঠেকিয়ে ডান মুষ্টি দিয়ে সজোরে ঘুষি মারলো লোকটার পেটে। ঘুষি খেয়েই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েছে লোকটা। তবে বেশিক্ষণ পড়ে রইলো না। স্যামকে আবারো এগিয়ে আসতে দেখে সেও উঠে দৌড়ে লাগালো তার সঙ্গীর পিছে পিছে। স্যাম তাদেরকে তাড়া করতে শুরু করেছিল, তবে বেশিদূর এগুলো না। এর বদলে রুমে ফিরে এসে দরজার তালা লাগিয়ে তাকালো। রেমির দিকে। রেমি এখনো হাতে দানিটা ধরে রেখেছে। ওটা কি আমার জন্য নাকি তাদের জন্য?

এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি আমি। বলে মেঝেতে পড়ে থাকা ম্যানেজারের দিকে ইশারা করলো রেমি।

স্যাম এগিয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো লোকটাকে। আপনি ঠিক আছেন?

অনেক বেশি হতভম্ব হয়ে আছি, গায়ের পোশাকটা ঝেড়ে নিতে নিতে বলল ম্যানেজার। এটা তো দেখি রীতিমতো আক্রমণ ছিলো আপনাদের ওপর। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন করে এটা নিয়ে অভিযোগ জানাবো আমরা।

তারা কিন্তু পুলিশ ছিলো না, বলল স্যাম।

কিন্তু আমি যে ওয়ারেন্টটা দেখলাম।

মেঝে থেকে ওয়ারেন্ট নামের কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে স্যাম বলল, নকল। কোনো সাক্ষর নেই এটায়। খুব সম্ভবত ইন্টারনেট থেকে পুরোনো কোনো কেসের ওয়ারেন্ট প্রিন্ট করে নিয়ে এসেছিলো। বলে রেমির দিকে বাড়িয়ে দিলো কাগজগুলো।

চটজলদি কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো রেমি। স্যামের কথাই ঠিক। তোমার কি মনে হয় তারা কী খুঁজছিলো?

খুব সম্ভবত মি. পিকারিংর সেফে তারা যেটা খুঁজে পাওয়ার আশা করছিলো, সেটাই।

পুলিশের কাছে কল করে জানা গেলো যে ঐ লোকদুটো পুলিশের কেউ নয়। সত্যি বলতে তাদেরকে ধরার আশায় কয়েকমিনিটের মধ্যেই পুলিশ অফিসার এবং আইন প্রণয়নকারী অফিসারে ভরে গেলো জায়গাটা।

হাসপাতালের মর্গ থেকে সরাসরি হোটেলেই চলে এসেছে সার্জেন্ট ফথ। পিকারিংর অটোপ্সির জন্যই ওখানে চলে যেতে হয়েছিলো বলে সকালে ইন্টারভিউয়ের সময় লোকটা থাকতে পারেনি। ফার্গো দম্পতির কাছে এটার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল, আপনাদের কোনো ধারণাও নেই তারা কী খুঁজছিলো?

না, বলল স্যাম। সত্যি বলতে, সার্চের কথা শুনে ভেবেছিলাম আপনিই হয়তো আমাদেরকে আপনার পার্টনারের সাথে আটকে রেখে এখানে তল্লাশি চালাতে এসেছেন।

অবৈধ তল্লাশির কথা বাদ দিলেও, আমরা আসলে কিন্তু নকল ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতাম না। খুব সম্ভবত তারা আপনাদের ওপর নজর রাখছিলো। আপনারা হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষাতেই ছিলো হয়তো। এরমানে হলো, তারা ভাবছে মি. পিকারিংর কাছে থাকা জিনিসটা এখন আপনাদের কাছে আছে।

রেমি তার স্যুটকেস থেকে কিছু খোঁয়া গেছে কিনা তা চেক করতে করতে বলল, জিনিসটা যেটাই হয়ে থাকুক না কেন, খুব একটা বড়ো না সম্ভবত। তারা স্যুটকেসের লাইনিংয়েও খুঁজে দেখেছে। এমনকি ছোটো কম্পার্টমেন্টেও। আমি যে বইটা কিনেছি সেটা ওখানে ফিট হবে না।

বইটা কোথায়?

কুরিয়ার লোকেরা যদি ঠিকঠাক মতো তাদের দায়িত্ব পালন করে থেকে থাকে, তাহলে এটা খুব সম্ভবত আজ বিকালের মধ্যেই আমার বাড়িতে পৌঁছে যাবে বইটা।

ওখানে ওটা রিসিভ কে করবে?

আমাদের গবেষক, সেলমা। আমি তাকে কল করে জানিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ বুঝতে পারার জন্য।

রেমি তার পার্স থেকে ফোনটা বের করে সেলমার অফিসের নম্বরে ফোন করলো। কোনো সাড়া না পেয়ে একটা ভয়েস মেইল রেখে দিলো শুধু।

ফোনটা কান থেকে নামাতেই সার্জেন্ট ফথ বলল, তো সহজ করে বললে-আপনার পুলিশ স্টেশন থেকে হোটেলে ফিরে আসতেই ম্যানেজারের থেকে শুনলেন যে পুলিশ আপনাদের রুমে তল্লাশি করছে?

হ্যাঁ, ঠিক, স্যাম বলল। আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার পরেই এসে ঢুকেছে।

ম্যানেজার এখনো আতঙ্কে কাঁপছে কিছুটা। মাথা ঝাঁকিয়ে স্যামের কথায় সায় দিয়ে বলল, ওয়ারেন্ট দেখাতেই আমি ফার্গো দম্পতিকে কল করার চেষ্টা করেছি। তবে তাদের কেউ ফোন ধরেননি। আর আমিই বা কী করবো বলেন? অফিসিয়াল কাগজ আর পিস্তল দেখে তো আমার...

পিস্তল? সার্জেন্ট ফথ বলে উঠলো।

মাথা ঝকালো ম্যানেজার। আমার মনে হয় তাদেরকে আইডি দেখানোর কথা বলা উচিত ছিলো আমার, কিন্তু...

মি....?

ব্রায়ান্ট।

মি, ব্রায়ান্ট, সার্জেন্ট ফথ বলল। লোকদুটোর কেউ কি বলেছিলো তারা কী খুঁজছে?

হ্যাঁ। তারা জানতে চাইছিলো ফার্গোর কি কোনো চাবির ব্যাপারে কিছু বলেছে কিনা। অথবা আমাদের সেফে এই জাতীয় কিছু রেখেছে কিনা। আরো কী কী যেন... আমার

এতোটা মনে নেই। তবে তারা একটা চাবির কথা বলেছিলো, এটুকু স্পষ্ট মনে আছে আমার।

চাবি?

হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম তারা হয়তো মিসেস ফার্গোর গলায় ঝুলানো নেকলেসের ব্যাপারে বলাবলি করছে।

কথাটা শুনেই হীরার নেকলেসটার ওপর হাত চলে গেলো রেমি। স্যামকে জিজ্ঞেস করলো, এটার ব্যাপারে কি কিছু লুকিয়েছো আমার কাছে?

এটা অবশ্যই দামি একটা অলংকার। তবে শুধু একটা অলংকারই মাত্র।

সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো রেমি। গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, আমার মনে হয়, আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে ঐ লোকগুলো যেটা খুঁজছে সেটা আমাদের কাছে নেই। তো যদি আর কিছু না থেকে থাকে..., তাহলে আমরা আসলে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। নাহলে...

সার্জেন্ট তাদের স্যুটকেসের দিকে তাকালো একবার। লবিতে থাকা ক্যামেরাগুলোর ফুটেজ দেখা দরকার আমার। মনে হয় মি. ব্রায়ান্ট আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

নিজের স্যুটকেসের দিকে হাত বাড়ালো স্যাম। বলল, আপনার কাছে আমাদের সেল নম্বর তো আছেই, যদি দরকার লাগে কল করবেন। সার্জেন্টের জবাবের অপেক্ষা না

করেই রেমিকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া শুরু করলো স্যাম । ম্যানেজার তাদের পিছে আসতে চাইছিলো, তবে স্যাম থামিয়ে দিলো লোকটাকে । আমরা নিজেরাই বেরিয়ে যেতে পারবো ।

অবশ্যই, বলে পিছিয়ে গেলো ম্যানেজার ।

লাগেজগুলো নিয়ে এলিভেটরে ঢুকলো ফার্গো দম্পতি । এলিভেটরের দরজাটা বন্ধ হতেই রেমি বলল, আমাদের বিশ্রামের ছুটিটা আসলে কোনদিন থেকে শুরু হবে?

আমি কি আজকের কথা বলেছিলাম? আসলে আগামীকাল হবে ওটা ।

হুমম...

আর সত্যি বলতে, কেউ কিন্তু আমাদেরকে মারা চেষ্টা করছে না ।

কিন্তু তাদের সাথে তো পিস্তল ছিলো, স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল রেমি । আর আমরা আমাদেরগুলো প্লেনেই রেখে এসেছি ।

এটা বলার উপযুক্ত সময় হয়েছে কি যে ঐ বইয়ের দোকানে যাওয়ার আইডিয়াটা তোমারই ছিলো?

মোটামুটি নিশ্চিত যে এই কথাটা বলার মতো উপযুক্ত সময় তুমি কখনোই পাবে না ।

.

০৫.

স্যাম সিদ্ধান্ত নিলো রাতে তাদের স্প্যানিশ বের হোটেলে যাওয়া এবং মনটেরি পেনিনসুলার রয়-এ ডিনারটা একদিন পিছিয়ে দিলেও চলবে। তার ফ্লাইট ত্রুদেরকে বলল যেন মনটেরি এয়ারপোর্ট থেকে স্যান ডিয়েগোতে নিয়ে যায় ওদের। রেমি ওদিকে এখনো ব্রি সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে বেশ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। এটার সাথে সকালের ঘটনাগুলো একত্রিত হয়ে স্যামের সপ্তাহব্যাপি পরিকল্পনাটায় পানি ঢেলে দিয়েছে যেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জি ৬৫০ বিমানে করে আকাশে উড্ডয়ন করলো ওরা। বিমানের ভিতরে বসে বিথোবিয়ানের রিলাক্সিং মিউজিক শুনছে। ওদিকে সেলমা রেমিকে মেসেজ দিয়ে জানিয়েছে যে বইটা আজ সকালেই তাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছে। কন্ডিশনও বেশ ভালোই আছে। কুরিয়ার করার সময় ঝাঁকি খেয়ে ওপরের পরতে একটু চাপ পড়েছে শুধু। এছাড়া ভিতরে কিছুই হয়নি, এবং এটার সাথে কোনো চাবি বা অতিরিক্ত কিছুও যায়নি।

সেলমার মেসেজ পাওয়ার পরও দুঃশ্চিন্তা দূর হলো না রেমির। স্যাম রেমিকে ফোন চেক করে আবার টেবিলে রেখে দিতে দেখেছে। স্ত্রীর চেহারার হতাশাটা ভালোভাবেই চোখে পড়ছে তার। কোনো সন্দেহ নেই যে বন্ধুর জন্য অনেক বেশি দুঃশ্চিন্তায় রয়েছে মেয়েটা। রেমিকে স্বস্তি দিতে না পারার আক্ষেপ হচ্ছে তার মনে। স্যাম ব্রি মার্শালকে অতোটা ভালো করে চিনে না। তবে মেয়েটার সাথে গত কয়েকসপ্তাহ ধরে কাজ করছে রেমি এবং কাজের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে ভালো একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

স্যান ডিয়েগো এয়ারপোর্টে পৌঁছেই সরাসরি লা জোলায় ব্রির অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা করলো ওরা।

এয়ারপোর্ট থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের দোতলায় থাকে ব্রি। ওখানে পৌঁছুতেই দেখলো পার্কিং লটের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো পাম গাছে। উপকূলীয় বাতাসের গাছের পত্ররাজিগুলো দুলছে যেন।

কমপ্লেক্সে পৌঁছেই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল ওরা। ডোরবেল চাপলো রেমি। কয়েকমিনিট অপেক্ষা করে আবারো চাপলো। কোনো সাড়া আসছে না ভিতর থেকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজায় করাঘাত করতে শুরু করলো স্যাম।

কিছুক্ষণ পর পিছনের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেলো। এক মহিলা দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে বলল, কেউ নেই ওখানে।

ব্রির সাথে যোগাযোগ করার অন্য কোনো উপায় জানা আছে আপনার? রেমি জানতে চাইলো।

আপনারা...?

আমি রেমি ফার্গো। ও আমার স্বামী, স্যাম। আমরা

ফাউন্ডেশনের। ব্রিকে ওখানে কাজ করতে শুনেছি, বলে তাদের দুজনকে একবার দেখে দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিলো মহিলা। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা সাধারণ কোনো আগন্তুক কিনা। যাই হোক, ব্রি হুট করেই চলে গেছে।

কখন? রেমি বলল।

কাল রাতে। আমি বাসায় আসছিলাম তখন। দেখি ব্রি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে আসছে। বলেছিলো তার চাচাকে দেখতে যাচ্ছে।

স্যাম তার ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিলো মহিলার হাতে। যদি তার সাথে আপনার যোগাযোগ হয়, তাহলে কি ওকে বলতে পারবেন আমাদেরকে কল করতে? জরুরি দরকার ছিলো।

অবশ্যই। আপনাদেরকে এর বেশি সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

গাড়িতে ফিরে স্যাম তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, ব্রি মনে হয় খুব সম্ভবত স্যান ফ্রান্সিসকোয় আছে এখন।

আমি নিশ্চিত যে তোমার কথাই ঠিক। মেয়েটার মনের অবস্থা চিন্তা করতেই খুব খারাপ লাগছে আমার।

তার কাছে আমাদের নম্বর আছে। আমাদেরকে কল করতে পারবে। আর এর ফাঁকে চলো বাসায় ফিরে যাই। সেলমাকে সাথে নিয়ে মি. পিকারিংর বইটা একটু ঘেটে দেখা দরকার।

লা জোলা গোল্ডফিশ পয়েন্ট থেকে তাদের সমুদ্র তীরবর্তী বাসার দূরত্ব খুব বেশি না। মাত্র কয়েক মাইলের পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গ্যারেজের সামনে গিয়ে পৌঁছুলো ওরা। গ্যারেজে ঢুকতেই দেখতে পেলো যে তাদের বিশাল জার্মান শেফার্ড কুকুর যোলতান দৌড়ে আসছে তাদের দিকে।

যোলতান কাছে আসতেই উবু হয়ে কুকুরটা কান চুলকে দিলো রেমি। আদর পেয়েই রেমির কোলে লুটিয়ে পড়লো কুকুরটা। আউলা দা হানের সমাধি অনুসন্ধানের সময় হাঙ্গেরিতে কুকুরটাকে খুঁজে পেয়েছিলো রেমি। কুকুরটাকে ভালো লেগে যাওয়ায় ওটাকে বাড়িতেই নিয়ে আসে। তবে সমস্যা একটাই, যোলতান শুধু হাঙ্গেরিয়ান ভাষাতেই সাড়া দিতে পারে। কপাল আলো, তাদের গবেষক সেলমাও হাঙ্গেরির নাগরিক। এখনো তার গলার স্বরে কিছুটা হাঙ্গেরিয়ান টান মিশে আছে। সে ই যোলতানকে হাঙ্গেরিয়ানের পাশাপাশি ইংরেজি শব্দেও সাড়া দেওয়ার ট্রেনিংটা দিচ্ছে। সেলমার মতে, যোলতানই একমাত্র ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান কুকুর যেটা দুটো ভাষাতে সাড়া দিতে পারে।

গুড বয়, রেমি বলল যোলতানকে। চল, তোকে একটা ট্রিট দেই।

ইংরেজি শব্দগুলোর মধ্যে ট্রিট শব্দটাতেই সবার আগে সাড়া দিয়েছিলো যোলতান। এখন রেমির মুখে শব্দটা শুনেই লেজ নাড়তে শুরু করলো প্রাণীটা। রেমি আরো একবার তার

কানের পিছনে চুলকে দিয়ে পা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে। যোলতানও লেগে আছে তার সাথে সাথে। গিয়ে বসলো কুকুরের বিস্কুট রাখা ক্যাবিনেটটার সামনে গিয়ে। বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রেমির দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পর সেলমাও পা ফেললো রান্নাঘরে। কালো একটা ইয়োগা প্যান্ট এবং সচারচের মতোই বহুরঙা একটা শার্ট পরে রেখেছে ও। এখনে শার্টটা সবুজাভ নীল এবং উজ্জ্বল গোলাপি রঙের। ছোটো করে ছাটা তার বাদামি চুলগুলোকে বরাবরের থেকে একটু বেশি খাড়া দেখাচ্ছে। এমনকি চেইন লাগানো চশমাটাও নেই তার চোখে। এর বদলে মোটা ফ্রেমের একটা সানগ্লাস লাগিয়ে রেখেছে এখন।

মি, অ্যান্ড মিসেস ফার্গো। ওয়েলকাম হোম।

আর স্যাম ভেবেছিলো মেয়েটাকে হয়তো অবশেষে তার প্রথম নাম ধরে ডাকার ব্যাপারে রাজি করাতে পেরেছে। ফর্মালিটিতেই ফিরে গেলে? বলল ও। স্যাম ও রেমি বলে ডাকা কই গেলো?

অনেক চেষ্টা করেছি, মি. ফার্গো। অস্বস্তি লাগে। আমি আপনাদের হয়ে কাজ করি। ফর্মালিটিতে ডাকতেই ভালো লাগে আমার।

তাহলে আমাদেরও তাই ভালো লাগবে, রেমি বলল।

রেমির দিকে তাকালো সেলমা। যোলতানকে দ্বিতীয় আরেকটা বিস্কুট খাওয়াতে দেখে বলল, আপনি তো দেখি কুকুরটাকে মোটা বানানোর তালে আছেন, মিসেস ফার্গো।

কই? সে পারফেক্টলি ফিট আছে।

এর কারণ, আপনারা বাড়িতে থাকার সময় আমি ওকে দ্বিগুণ সময় ধরে বাইরে হাঁটাই। আপনারা তো ওকে খাওয়ানোয় কোনো কার্পণ্যই করেন না। তাই কারো একজনের তো বেচারার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে বলে হলওয়ার কাছে থাকা ক্যাবিনেটটা খুলে শিকল বের করে আনলো সেলমা ষোলন শিকলের শব্দ পেয়েই উত্তেজিত হয়ে দৌড়ে চলে এসেছে সেলমার কাছে। সেলমা উবু হয়ে প্রাণীটার কলারে শিকল লাগাতে লাগাতে বলল, বিচের দিকে যাচ্ছি আমরা। দরকার লাগলে ওখানেই পাবেন।

বইটার ব্যাপারে বলো। রেমি জানতে চাইলো। ওটাতে অদ্ভুত কিছু চোখে পড়েনি?

সাথে সাথেই কিছু পড়েনি। তবে লাযলো বেশ মুগ্ধ হয়েছে, বলল সেলমা। সে আসলে লাযলো কেম্পের কথা বলছে। সেলমাকে গবেষণার কাজে সাহায্য করার জন্য তাকে নিয়োগ করেছে ওরা। সাথে সাথে নিজেও অসুস্থতা থেকে সেরে উঠছে। মেক্সিকোয় কেটজালকোয়াটলের সমাধি অন্বেষণের সময় গুরুতর সাথে আহত হয়েছিলো লাযলো। লোকটাকে সেলমার সাথে মিশে যেতে দেখে বেশ অবাকই হয়েছে ওরা। সেলমার স্বামী ছিলো একজন পাইলট, লোকটা মারা গেছে প্রায় দশ বছরের মতো। তারা অবশ্য এটা নিশ্চিতভাবে জানে না যে লাযলোর ব্যাপারে সেলমার অনুভূতি কী। তবে তাদের সম্পর্কটা এভাবে আপনগতিতে এগিয়ে যেতে দেখে বেশ খুশি ওরা। যদিও সম্পর্কের ব্যাপারটা আন্দাজে ধরে নিয়েছে ওরা।

কুকুরের বিস্কুটের বাক্সটা ক্যাবিনেটে রাখতে রাখতে রেমি সেলমার কাছে জানতে চাইলো, তো, লাযলোর মন্তব্য কী বইটার ব্যাপারে?

বলেছে- সে বইয়ের ব্যাপারে এতো ভালো করে কিছু জানে না। তাই বলতে পারছে না এটার জন্য আসলেই কাউকে খুন করা সম্ভব কিনা। এটা তার ফিল্ডের কিছু নয়। তবে বইয়ের ব্যাপারে আলোচনার জন্য ইয়ান। হপকিন্সের সাথে আপনাদের মিটিংর ব্যবস্থা করেছে ও। লাযলোর মতে এই বিষয়ে আলোচনা করার মতো হপকিন্সই দক্ষ ব্যক্তি। আর এছাড়া অন্য কাউকে এতো স্বল্প সময়ে পাওয়াও সম্ভব না। হয়তো রিটার্ড প্রফেসর হওয়াতেই পাওয়া গেছে তাকে। তবে কপাল খারাপ, তিনি এখন অ্যারিজোনার ফিনিশে আছেন।

সমস্যা নেই, রেমি বলল। শরতের অ্যারিজোনা ভালো লাগে আমার। বলে স্যামের দিকে তাকালো। আশা করছি এতে তোমার পরিকল্পনার খুব একটা ব্যাঘাত ঘটছে না?

আমার পরিকল্পনার সৌন্দর্য্যতাই হলো এর পরিবর্তনশীলতা, বলল স্যাম।

তোমার আসলে কোনো প্ল্যানই নেই, তাই না?

এই তো কথার ফাঁকফোকর ধরা শুরু করলে। বলে সেলমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তো, এই রহস্যময় বইটা কই আছে এখন?

আপনার সেফে রেখে দিয়েছি।

যাই, গিয়ে দেখে আসি একটু।

নিয়েই আসো সাথে করে, রেমি বলল। একসাথেই দেখবো।

সেফ থেকে বইটা বের করলো স্যাম। এখনো ফেডএক্সের বাক্সেই মোড়ানো আছে বইটা। সে নিশ্চিত না সেলমা কেন এই বইটাকে সেফে রেখে দিয়েছে। হয়তো এটা কিনতে গিয়ে ডাকাতের শিকার হওয়া এবং বিক্রেতা মি, পিকারিংর আকস্মিক হার্টঅ্যাটাকের কারণেই এমনটা করেছে।

বইটা নিয়ে পুনরায় ফিরে আসতেই দেখতে পেলো রেমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। সত্যি বলতে সে আসলে ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে যাওয়া সেলমা ও ঘোলতানকে দেখছে। সূর্যের আলোয় যেতেই মনে হচ্ছে, তার চুলগুলো আসলেই তার শার্টের সাথে ম্যাচ করেছে। গোলাপি এবং নীলচে আভা।

স্যামও তাকালো বাইরের দিকে। রেমির কথাই ঠিক। চমৎকার একটা মিল দেখা যাচ্ছে সেলমার চুলের সাথে তার পোশাকের। আগে এই ঝলকানিটা ছিলো না। ভাবতেই অবাক লাগে, আমাদের সেলমা আগে তার অস্তিত্বও দেখাতে চাইতো না। তোমার কী মনে হয়—

লাযলো? রেমি শেষ করে দিলো বাক্যটা।

চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেলমা আর কুকুরটার দিকেই তাকিয়ে রইলো ওরা। তারপর মনোযোগ ফিরালো বইটার ওপর। ফেডএক্সের খাম থেকে বের করে

কিচেন টেবিলের ওপর বইটা রাখলো স্যাম। তারপর ওপরের বাদামি কাগজের প্রলেপটা খুলতেই চামড়ার প্রচ্ছদের ওপর সোনালি হরফে লেখা শিরোনামের বইটা উন্মোচিত হলো তার চোখের সামনে। সে এখন বুঝতে পারছে রেমি কেন এটার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলো। কালেকশনের রাখার মতো খুবই ভালো একটা বই খুঁজে বের করেছে।

ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করতে করতে রেমি বলল, এটায় অ্যান্টিক ভাব ফুটানোর জন্য বেশ কষ্ট করেছে ওরা। খরচ কম রাখার জন্য চীন থেকে ছাপিয়ে এনেছে।

মি. পিকারিং বলেছে এটা কপি?

দুই গ্লাস পানি ঢেলে নিলো রেমি। হ্যাঁ, অনেকগুলো কপির একটি। কেন?

স্যাম তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় তোমার আরো একবার ভেবে দেখা উচিত।

খুবই তৃষণার্ত আমি।

আমি বইটার ব্যাপারে বলছি। রেমিকে বইটা দেখানোর জন্য পাশে সরে গেলো স্যাম। এটা কোনোভাবেই চীন থেকে আনা নকল কপি না, রেমি। এটা একদম অরিজিনাল।

ক্ষয়ে শ্রান্তি চামড়ার বাইন্ডিং

০৬.

বেশ কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রেমি। আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাওয়া চামড়ার বাইন্ডিং, সোনালি হরফের শিরোনাম, লালচে-সোনালি কাগজগুলো চোখে পড়ছে তার। মলাট উল্টিয়ে দেখলো পাতার অক্ষরগুলো কেমন যেন ভাঙা ভাঙা। এটা দেখেই বুঝা যায় যে এটা বর্তমান যুগের লেজার প্রিন্টারে ছাপানো হয়নি। মি, পিকারিং কিন্তু আমাকে এই বইটা দেখায়নি।

তাহলে এটা তোমার কাছে আসলো কিভাবে?

আমি জানি না। এটার জন্য আমি ঊনপঞ্চাশ ডলার আর ট্যাক্সই দিয়েছি শুধু। আমি হাত বাড়িয়ে বইটা স্পর্শ করতে গিয়েও থেমে গেলো রেমি। আমাদের গ্লাভস লাগিয়ে নেওয়া উচিত।

থামো, থামো। এটার জন্য তুমি মাত্র ঊনপঞ্চাশ ডলার খরচ করেছো মাত্র? নাকি তুমি দশমিকের আগে কয়েকটা শূন্য বসাতে ভুলে গিয়েছিলে?

না। তবে বন্দুকওয়ালা দোকানে আসতেই মি. পিকারিং আমার হাত থেকে পুনর্মুদ্রিত বইটা কেড়ে নিয়ে বলেছিলো, বইটা র‍্যাপ করতে নিয়ে যাচ্ছে। এই বইটা কিন্তু আমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া ঐ বইটা না।

তোমার কি মনে হয় মি. পিকারিং প্যাক করে দেওয়ার নাম করে সেফ থেকে বইটা বদলে দিয়ে

খুব সম্ভবত তাই ঘটেছে। তিনি হয়তো ডাকাতটাকে দোকানে দেখেই তার মতলব বুঝে ফেলেছিলেন, এখনো টেবিলের ওপর রাখা মোটা বইটার দিকেই তাকিয়ে আছে ও। বইটাকে দেখে এখনো বিশ্বাসই করতে পারছে না যে ওটা অরিজিনাল কপি। পুলিশকে ফোন করে এটা জানানো উচিত আমাদের।

অবশ্যই জানানো উচিত। তবে আমরা যদি তা করি, তাহলে কিন্তু তারা এটা দেখতে চাইবে। আর এই মুহূর্তে আমি এই বইয়ের বিশেষত্ব জানার ব্যাপারেই বেশি উদগ্রীব হয়ে আছি।

তাহলে কি এটা প্রথমে ফিনিক্সের বিশেষজ্ঞের কাছেই নিয়ে যাবো?

হ্যাঁ, আগে আমরা জানি এটার ব্যাপারে। তারপর পুলিশকে জানাবো।

পরদিন সকালেই প্রফেসর ইয়ান হপকিন্সের সাথে দেখা করার জন্য ফিনিক্সে যাত্রা করলো ওরা। প্রফেসর বর্তমানে মোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। এছাড়া অবসরের পর থেকে শখ হিসেবে পুরোনো অ্যান্টিক বই মেরামতের কাজও হাতে নিয়েছেন।

ফার্গোরা যখন ওখানে পৌঁছুলো তখনও তিনি এই কাজই করছিলেন। তাদেরকে হেঁটে আসতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন তাদের দিকে। চোখে কালো-ফ্রেমের একটা রিমড গ্লাস পড়ে রেখেছেন উনি। আপনারাই নিশ্চয় মি. অ্যান্ড মিসেস ফার্গো?

হ্যাঁ, স্যাম বলল। তবে আমাদেরকে তুমি করেই ডাকুন। স্যাম ও রেমি বলে ডাকলেই খুশি হবো।

আচ্ছা, আমি ইয়ান, বলে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের সাথেই হাত মেলালেন প্রফেসর। তো, আমার বন্ধু লাযলো বলল তোমাদের কাছে নাকি দ্য হিস্ট্রি অফ পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ার্সের অরিজিনাল কপি আছে?

খুব সাবধানে তার ব্যাগ থেকে বইটা বের করে টেবিলের ওপর রাখলো রেমি। আমরা জানতাম না যে এটা আসলেই অনেক মূল্যবান কিনা, তবে মনে হচ্ছে কারো কাছে এটা খুবই মহামূল্যবান কিছু।

আগে একবার দেখে নেওয়া যাক। বলে সাদা গ্লাভস বইটা টেবিল থেকে হাতে তুলে নিলেন প্রফেসর। নেড়েচেড়ে দেখছেন। চামড়ার বাইন্ডিং ও স্পাইনের পুরোটাই এখনো ঠিকঠাক আছে। সামনে-পিছনের স্বর্ণখচিত প্যাটার্নগুলোও এখনো চকচক করেছে... পাতার ধারের অংশটা একটা মসৃণ হয়ে গেছে, তবে ক্ষয়ে যায়নি...। বইটা টেবিলের ওপর রেখে মলাটটা উল্টালেন। এটা..., বলে প্রথম পাতায় থাকা ম্যাপটার ওপর আঙুল বুলিয়ে নিলেন কিছুক্ষণ, তারপর বইটা উলটে শেষ পাতায় থাকা ম্যাপটাও একই কাজ করলেন। এই দুই পাতাই বইয়ের এই নির্দিষ্ট কপিটাকে মূল্যবান কিছুতে পরিণত

করেছে। আমি যতগুলো কপি দেখেছি সেগুলোর বেশিরভাগেরই এই এন্ডপেপারগুলো নেই। তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছো যে ম্যাপ দুটো এক না? সামনেরটা কিন্তু পিছনেরটা থেকে আলাদা। প্রথম দেখায় কিন্তু কেউই এটা ধরতে পারবে না।

কেন ওগুলো খুলে নিবে কেউ? রেমি জানতে চাইলো।

আমার মনে হয় ম্যাপগুলো আসলেই বইয়ে বর্ণনা করা জলদস্যুদের ম্যাপ। তবে যেহেতু বর্তমানটাসহ পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এই এন্ডপেপারগুলো নেই, তাই মনে হচ্ছে কেউ ভাবছে এই পুরোনো এন্ডপেপারগুলো হয়তো বইটাকে সুন্দর একটা সাজ দিবে। গতবছর ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে একটা কপির এন্ডপেপার চুরি যাওয়ার পর এক লেখক এই মন্তব্যই করেছে। ক্যামেরা থাকার পরও শুধু এন্ডপেপার চুরিটাকে বেশ সাহসিক কাজই বলা যায়। বলে হাতে থাকা বইটার এন্ডপেপারের প্রান্ত ধরে একটু টান দিতেই হালকা একটু সরে গেলো কাগজটা। তবে এমন না যে পাতাটা ছোটানো খুব কঠিন একটা কাজ। নিজেরাই দেখো এই কপির আঠাও কিন্তু ছুটে গেছে।

সেলমা ও লায়লোর বলা ছোটোখাটো ত্রুটিটা দেখতে পেলো স্যাম। বলল, এই পাতাগুলো যদি অক্ষতও থাকতো তাহলে কি আপনার মনে হয় এটার মূল্য কিছুটা বাড়তো? মানুষ খুন করার মতো মূল্য হতো কি?

এক মুহূর্তের জন্য স্যামের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। কিছুটা চমকিত দেখাচ্ছে তাকে। আমার দৃষ্টিতে না। এই কপিটা নিশ্চিতভাবেই বেশ চমৎকার একটা কপি, এর

থেকেও অনেক অনেক মূল্যবান বই রয়েছে। আমার মনে হয় কেউ হয়তো বইটা তার সংগ্রহে যুক্ত করতে চাচ্ছে।

কতো দাম হতে পারে? রেমি জানতে চাইলো। যেহেতু আপনি একজন সংগ্রাহক এবং এটা চাইছিলেন।

যদি ধরে নিই বইয়ের অন্যান্য অংশও অক্ষত আছে এবং কোনো কিছুই মিসিং নেই... তাহলে কত? চার, পাঁচ হাজার ডলারের মতো হবে।

মাত্র? স্যাম বলে উঠলো।

এটা আসলে খুব একটা বিরল বইও না। শুধু পুরোনো বই। আর বিষয়বস্তুর জন্য এটা শুধু সমুদ্র ও জলদস্যুপ্রেমী সংগ্রাহকদের কাছেই আগ্রহের কিছু হতে পারে। তাই, হ্যাঁ, পাঁচ হাজারের থেকে বেশি হবে না। আর এটাও হতো যদি এন্ডপেপারগুলো অক্ষত থাকতো।

তারপরও, রেমি তার দ্রু কুঁচকে বলল, দামটা কম না। যেখানে আমার এটা কিনতে পঞ্চাশ ডলারও খরচ করতে হয়নি। তবে কপাল খারাপ। আমার মনে হয় বইটা পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে।

কিসের জন্য? প্রফেসর জিঙ্কোস করলেন। তুমি যদি দাম দিয়ে থাকো, তাহলে তো আইনত বইটা তোমারই।

বইটা কিভাবে তার হাতে এসেছে সেটা প্রফেসরকে ভেঙে বলল রেমি।

সব শুনে বইটার ওপর গ্লাভস পরা আঙুল বুলাতে বুলাতে প্রফেসর বললেন, বইটা কেনার পিছনে দেখি বেশ ভালোই ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

হ্যাঁ, এর জন্যই মনে হচ্ছে যে আমরা হয়তো কিছু এড়িয়ে যাচ্ছি, রেমি বলল।

আসলেই এড়িয়ে যাচ্ছি, স্যাম যোগ করলো। আমাদের হোটেল রুমে দুই ডাকাত আক্রমণ করেছিলো। তারা কী যেন একটা চাবির কথা বলাবলি করছিলো।

ঝট করে তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন প্রফেসর। চাবি? কিসের চাবি?

আমরা আশা করছি, স্যাম বলল, আপনি হয়তো ওটা বের করতে পারবেন। অন্য বইগুলোর থেকে কি এই বইটায় আলাদা কিছু আছে? অদৃশ্য লেখা? অথবা অন্যান্য কপির থেকে ভিন্ন কাগজ?

আরো ভালো ভাবে খতিয়ে দেখতে হবে তাহলে। বিভিন্ন আলোর নিচে নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। প্রতিটা পৃষ্ঠারই ছবি তুলতে হবে যাতে পরবর্তীতে তোমরা পার্থক্যটা ধরতে পারো। অবশ্যই, এই কাজটার জন্য একটা ফি দিতে হবে তোমাদের। খরচের পরিমাণ বাড়লো আর কী তোমাদের।

স্যাম তার ওয়ালেটটা বের করে বলল, আপনার স্ট্যান্ডার্ড ফি কত?

ঘন্টায় একশো পাঁচশি ডলার। অবশ্য বইটা বেশি বড়ো না। এর জন্য মনে হয় না খুব বেশি একটা সময় লাগবে। বড়োজোর ঘণ্টাদুইয়েক।

ওয়ালেট থেকে পাঁচশো ডলারের নোট বের করে স্যাম বলল, এটা দিয়ে কি কাজটাকে তালিকার প্রথমে নিয়ে আসা যায়?

আমার ক্লায়েন্টকে একটা কল করি তাহলে। বলি যে তার কাজটা শেষ হতে কিছুটা সময় বেশি লাগবে।

ধন্যবাদ সেটার জন্য। ঘড়ি দেখলো স্যাম। প্রায় সাড়ে এগারোটায় মতো বাজে। রেমিকে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে চলো প্রফেসরের কাজ করার ফাঁকে লাঞ্চটা সেরে আসি?

অবশ্যই, বলল রেমি। তারপর প্রফেসর হপকিন্সের দিকে তাকিয়ে বলল, কোনো রিকমেন্ডেশন, প্রফেসর?

এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা চমৎকার ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। মার্সেলিনো রিস্টুরান্টে নাম। খুবই নামকরা জায়গা। সত্যি বলতে, তোমরা চাইলে কাজ শেষে বইটা নিয়ে ওখানেও যেতে পারবো আমি। আমার যে ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করার কথা তিনিও ওদিকেই থাকেন।

চমৎকার, রেমি বলল। তাহলে ওখানেই দেখা হচ্ছে।

ওল্ড টাউন স্কটসডেলের জলপ্রপাতের ধারেই অবস্থিত রেস্টুরেন্টটা। পরিবেশটা চমৎকার। স্যাম আগে আগে গিয়ে পেটা লোহার গেটটা ধরে রাখলো রেমির জন্য। তারপর কাঁচের দরজাটা। ভাজা রসুন এবং তাজা উদ্ভিদের ঘ্রাণে মৌ মৌ করছে জায়গাটা। তারা ভিতরে ঢুকতেই সিমা নামের এক মহিলা অভ্যর্থনা জানালো ওদের। তাদেরকে টেবিলে বসার জন্য অনুরোধ করে বলল, বুন অ্যাপেতিতো।

জানালায় ধারে থাকা দুটো খালি টেবিল দেখতে পেলো ওরা। জানালাটা দিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণটা দেখা যায়। বাম পাশের টেবিলটার ওপরে ছোটো একটা প্ল্যাকার্ডে রেখা রয়েছে লেখক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসন। তাই এগিয়ে গিয়ে ডান পাশের টেবিলটায় বসলো রেমি। মেনু দেখে তাজা পনির, বাগানে ফলানো টমেটো, লাল মরিচ এবং পুদিনা পাতায় তৈরি ইসালাতা কাপ্রিজি এবং সাদা ওয়াইন কোজি ই বিয়াক্সো অর্ডার করলে রেমি। স্যাম খাওয়ার জন্য বেছে নিলো আরুণ্ডলার ওপরে বিছানো কাছা অহ্য টুনা মাছ, ঝলসানো স্যামনে তৈরি কারপাচ্চিও নামের একটা ডিশ এবং টেবিলের জন্য অর্ডার করলো ধবধবে সাদা ওয়াইন ফালানঘিনা নুদো এরোইকো।

ওয়াইন এসে পৌঁছাতেই রেমি তার গ্লাসটা স্যামের উদ্দেশ্যে উঁচিয়ে ধরে টোস্ট করলো, আশা করছি প্রফেসর হপকিন্স রহস্যময় চাবিটা খুঁজে বের করতে পারবে।

আমিও।

তাদের খাওয়া শেষ শেফ মার্সেলিনো এগিয়ে এলো তাদের দিকে। তাদেরকে স্বাগতম জানালো। লোকটায় গলায় কড়া ইতালিয়ান টান লেগে আছে। আপনারা হয়তো আমার

সুন্দরী বধূর সাথে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছেন, বলে সিমার দিকে ইশারা করলো শেফ। আশা করছি আপনারা হয়তো লাঞ্চটা উপভোগ করেছেন। তো, খাওয়া শেষে ডেজার্ট নেওয়ার ইচ্ছা। আছে কি?

খাবারটা চমৎকার ছিলো, রেমি জানালো। ডেজার্ট...? কথা শেষ না স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে শুধু।

আমি সবসময়ই সুন্দরী রমনীর সাথে টিরামিসু শেয়ার করায় রাজি থাকি। (টিরামিসু-ইটালিয়ান ডেজার্ট।)

আচ্ছা, তাহলে, শেফের দিকে ঘুরে বলল রেমি। একটা ডেজার্টের অর্ডার দিচ্ছি আমরা।

এক্ষুণি নিয়ে আসছি, হালকা মাথা নত করে টেবিলের কাছ থেকে সরে গেলো মার্সেলিনো। তার গাড় চোখগুলো চকচক করছে যেন। কিছুক্ষণ পরই আবার ফিরে এলো টিরামিস নিয়ে। তাদেরকে উপভোগ করতে বলে আবারো টেবিল ত্যাগ করলো লোকটা।

চামচ দিয়ে ডেজার্টের প্রথম টুকরোটা মুখে তুলে নিলো রেমি। নিখুঁত স্বাদে মুগ্ধ ও। ইতালির পর এটাই দেশটার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ।

এটা নিশ্চিতভাবেই গত মাসে রোমের ডোমাস মাগ্লানিমিতে তে খাওয়া টিরামিসুটার মতো অতোটা ভালো নয়, তবে... বলতে বলতে চামচভর্তি করে মুখে তুলে নিলো স্যাম। ওয়াইনের সাথে সাথে তৃপ্তির সাথে গিলে নিচ্ছে খাবারটা। চোখ বন্ধ করে উপভোগ

করার পর বাক্যটা শেষ করলো, তবে আমার মনে হয় আমাদের দুটো প্লেট নেওয়া উচিত ছিলো।

দ্বিতীয় আরেকটা টুকরো নিতে চাচ্ছিলো রেমি, ঠিক তখনই দেখতে পেলো প্রফেসর হপকিন্স মোড়কাবৃত বইটা নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকছেন। ঢুকে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিকে তাকালেন প্রফেসর। তারপর তাদেরকে চোখে পড়তেই হেঁটে আসলেন তাদের দিকে। তোমাদের খাবারের সময় বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বসুন, প্লিজ, স্যাম বলল। আমাদের খাওয়া শেষ অনেক আগেই। তবে টিরামিসুকে আসলে ঠিক মানা করতে পারছিলাম না।

মনোয়াম পরিবেশ, তাই না? চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন প্রফেসর।

খুবই চমৎকার, বলে প্রফেসরের হাতে থাকা প্যাকেজটার দিকে তাকালো স্যাম। বলল, কিছু পেয়েছেন ওটাতে?

প্রথমে কিছুই পাইনি। বইটার অবস্থা এখনো চমৎকার। অবশ্যই আমি প্রতিটা পৃষ্ঠা পরীক্ষা করে দেখেছি। তীর্থক আলো, কৃষ্ণ আলোসহ বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর নিচে নিয়ে দেখেছি। কোনো পৃষ্ঠার কোনো কিছুতেই চাবি আছে বলে কিছু মনে হয়নি। এটাই তো খুঁজছিলে তোমরা?

মাথা ঝাঁকালো রেমি ও স্যাম।

আমার এক ফ্রেন্ডের মেটাল ডিটেক্টর ছিলো। তাকে নিয়ে এসে ডিটেক্টরের নিচেও বইটা পরীক্ষা করিয়েছি। আমার ধারণা ছিলো চাবিটা হয়তো বাইন্ডিংয়ের মধ্যে আছে, ডিটেক্টরের নিচে নিলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই পাইনি। তখনই বুঝতে পারলাম যে চাবিটা আসলে ধাতব কোনো বস্তুই নয়। বইটা আসলে জলদস্যু এবং তাদের ম্যাপ নিয়ে লেখা। তাহলে ম্যাপেই চাবি কেন থাকবে না?

মাথা ঝাঁকালো রেমি। হ্যাঁ, এটার সম্ভাবনা আছে।

তাই আমি আবার প্রতিটা পৃষ্ঠা ঘেটে দেখছি। তোমরা যেমনটা চেয়েছিলে, অন্য কপির সাথে তুলনা করার জন্য ছবিও তুলে নিয়েছি সবগুলোর। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমার কাছে বর্তমানে অন্য কোনো কপি নেই। ভাবলাম তোমরা হয়তো পরে আমার বানানো ডিজিটাল কপিটা দিয়ে তুলনা করে নিতে পারবে। হয়তো দেখতে পাবে এই এডিশনে এমন কিছু লেখা আছে যেটা অন্য কোনোটায় নেই। বিশেষ করে যে পৃষ্ঠাগুলোতে ম্যাপের ছবি আছে সেগুলো। বইয়ে পরবর্তীতে কিছু যোগ করা হয়েছে কিনা তার জন্য বইয়ের কালিও পরীক্ষা করে দেখেছি... বলে বাক্সটায় একটা চাপড় দিয়ে গভীর শ্বাস নিলেন প্রফেসর। যাই হোক, চাবি অন্বেষণের ব্যাপারে ফিরে যাই আবার। যখন আমি বুঝলাম যে জিনিসটা আমার সামনেই আছে, তখন মনে হলো যে আমি কেন এটা আগে ধরতে পারিনি। বলে প্রথমে রেমি এবং পরে রেমির দিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু আর কিছু বললেন না।

প্রফেসরের ছট করে থেমে যাওয়ায় মনে মনে ছটফট করতে শুরু করেছে রেমি।
কোনোরকমে স্বাভাবিক স্বরে বলল, আসলে কোন ব্যাপারটা আপনি আগে ধরতে
পারেননি?

অন্যান্য কপিগুলোতে কেন এন্ডপেপারগুলো নেই। আমি জানি তারা কিসের খোঁজ
করছে।

.

০৭.

প্রফেসর হপকিন্স একটা ম্যানিলা খাম খুলে বললেন, এটা লুকানো ছিলো এন্ডপেপারের
পিছনে।

আমি কি দেখতে পারি? হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

অবশ্যই।

হাতে নিয়ে কাগজটা মেলিয়ে ধরলো স্যাম, যাতে রেমি ও সে একসাথেই দেখতে পারে।
একটা হলুদ পার্চমেন্ট রয়েছে খামের ভিতরে। পার্চমেন্টট বইয়ের মলাটের সমানই বড়ো,
কালো কালি দিয়ে কিছু একটা আঁকা রয়েছে কাগজটায়। চিত্রটা একটা দ্বীপের মানচিত্র।
এর পাশেই রয়েছে চিহ্ন সম্বলিত একটা বৃত্ত, এবং ওপরে আছে একটা বর্গাকার চিহ্ন,

কিছু একটা লেখা আছে। চিহ্নটার নিচে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই স্যাম বুঝতে পারলো যে ওটা একটা পূর্ণাঙ্গ বর্ণ। সাইফার হুইল? প্রফেসরের কাছে জানতে চাইলো।

ওটারই একটা চিত্র, প্রফেসর জানালেন। এটার পিছনেই ছুটছে ডাকাতেরা। যদি আগে চুরি এবং এন্ডপেপার ধ্বংসের খবরগুলো প্রকাশ না হলে-এটা কারো নজরেই আসতো না। সত্যি বলতে, আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেসই করতে যাচ্ছিলাম যে ছুটে যাওয়া এন্ডপেপারটা আবার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিবো কিনা। ঠিক তখনই জিনিসটা চোখে পড়লো।

সামনে ঝুঁকে বইটাকে আরো কাছ থেকে দেখে রেমি বলল, আমি ভাবছি মি. পিকারিং বইটা আমাকে দেওয়ার সময় এর ভিতরে থাকা কাগজটা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিনা!

ভালো একটা প্রশ্ন, ভাবলো স্যাম। তবে সে এখনই ওটা নিয়ে কিছু ভাবতে চাচ্ছে না। আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানানো বুঝতে পারছি না, প্রফেসর হপকিন্সের দিকে তাকিয়ে বলল শুধু।

যেহেতু তোমরা আমাকে সাধারণের থেকে দ্বিগুণ ফি দিয়েছে, তাই ধরা যায় ওটাতেই ধন্যবাদ বলা হয়ে গেছে। নিশ্চিতভাবেই চমৎকার একটা রহস্য পেয়ে গেছে তোমরা।

হঠাৎই রেমির ফোনে আলো জ্বলে উঠলো। একবার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ফোনটা উলটে রাখলো শুধু। মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের কাজটা করে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

প্রফেসর মুচকি হেসে বললেন, আর আমারও পরবর্তী অ্যাপোয়েন্টমেন্টের সময় হয়ে গেছে প্রায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে হাত মেলানো শেষে আবার বললেন, তাহলে লাঞ্চ উপভোগ করতে থাকো। উঠলাম আজ।

প্রফেসর চলে যেতেই রেমি তার ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলো। ব্রি মেসেজ দিয়েছে।

কী লিখেছে? স্যাম জিজ্ঞেস করলো।

যত দ্রুত সম্ভব তাকে কল করতে।

বিলের চেক দিতে বলে তাড়াতাড়ি করে ডেজার্টটা শেষ করে নিলো দুজন। বিল আসতেই মোটা অঙ্কের টিপসহ বিল পরিশোধ করে তাড়াতাড়ি করে দৌড় লাগালো ভাড়া করা গাড়িটার দিকে।

গাড়িতে উঠে রেমি ফোন দিলো ব্রিকে। লাইভস্পিকার অন করে কথা বলছে ও। ব্রি? ঠিক আছে তুমি? তোমাকে না পেয়ে বেশ দুঃশ্চিন্তায় আছি আমরা।

আমি ঠিক আছি। এখন। আ-আমি নর্থ ক্যারোলিনায় আছি।

নর্থ ক্যারোলিনা?

কাজিনের কাছে এসেছি। তার বাবার ব্যাপারে খবরটা জানাতে।

আমরা খুবই খুবই দুঃখিত, ব্রি।

আমি জানি। এখন শুনুন। আমি শুধু ভাবছি-আমার আঙ্কেল কি আপনাকে ঐ বইটা দিয়েছিলো? যখন আপনি ওখানে গিয়েছিলেন? পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ার্স?

স্যামের তাকালো রেমি। বলতে কিছুটা দ্বিধা লাগছে ওর। কোনোরকমে বলল, আমি তার থেকে একটা কপি কিনেছি। কেন?

আমার কাজিন... মানে মেয়েটা খুবই ভেঙে পড়েছে। আসলে আঙ্কেল নাকি বইটা তাকে দেওয়ার প্রমিজ করেছিলো। আর আমিও আশা করছি বইটা হয়তো তার হাতে তুলে দিতে পারবো। বাবাকে মনে রাখার স্মৃতিস্মারক বলতে পারো।

তোমার চাচার সাথে যা হয়েছে, তাই আমরা ভাবছিলাম বইটা পুলিশের হাতে তুলে দিবো।

না! প্লিজ...

ব্রি? তুমি নিশ্চিত যে তুমি ঠিক আছো?

আ... হ্যাঁ। শুধু ভেবে দেখুন ঘটনাটা আমাদের জন্য কতটা ভয়ানক। আর বইটা আমার কাজিনের জন্য অনেক বড়ো কিছু এখন। আপনি যদি এটা পুলিশের হাতে তুলে দেন, তাহলে এটার জন্য আদালতেও যেতে হতে পারে। সে এখন এতো ভ্রমণের জন্য আসলে প্রস্তুত না। আর... কথা শেষের আগেই কান্না ভেঙে পড়লো ব্রি। কয়েকসেকেন্ড কাঁদার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, স্যরি। ঘটনাটা খুবই ভয়ানক আমাদের জন্য।

তোমাকে সাহায্য করার জন্য কী করতে পারি আমরা? রেমি জিজ্ঞেস করলো।

আমি আশা করছি বইটা মেইল করে পাঠিয়ে দিতে বললে ক্ষুদ্র হবেন না আপনারা।
বাবার স্মৃতিস্মারক হিসেবে বইটা রাখতে চাচ্ছে ও।

অবশ্যই। ক্ষুদ্র হওয়ার মতো কিছু বলোনি তুমি। বুঝেছি ব্যাপারটা। তবে মেইল না,
স্যাম আর আমি নিজ হাতেই নিয়ে আসবো বইটা।

না। আপনাদের এটা করতে বলতে পারি না আমি। এটা অনেক বেশি হয়ে যায়।

আমরাই জোর করছি, স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল রেমি। স্যামও ওদিকে সাড়া দিয়েছে
রেমির প্রস্তাবে। এই বইটা আসলে অনেক মূল্যবান। পোস্ট অফিসে করে পাঠানোর
ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি না আমরা। তোমার ঠিকানাটা মেসেজ করে দাও। কালকের ভিতরেই
পৌঁছে যাবো আমরা।

অবশ্যই, পাঠাচ্ছি। ধন্যবাদ...

কথা শেষের আগেই আবারো ফুপাতে শুরু করলো ব্রি। রেমি তাকে আশ্বস্ত করে বলল,
কালই আসছি আমরা। আর তোমার বোনকে আমাদের সমবেদনা জানিও।

পার্কিং লট থেকে গাড়িটা বের করে রাস্তায় নিয়ে এলো স্যাম। ব্যস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে
ড্রাইভ করে যাচ্ছে। ব্রির সাথে রেমির কথা শেষ হওয়ার পর মন্তব্য করলো, খুব ভেঙে
পড়েছে ও।

স্বাভাবিক, রেমি বলল। প্রথমে হল ডাকাতি, তারপর হার্ট অ্যাটাক। মি. পিকারিংর মেয়ের কী অবস্থা তা ভাবতেও পারছি না এখন। দেখতে আসার মতো অবস্থাটাও নেই। যাক, অন্ততপক্ষে ব্রি তো আছে এখন ওর সাথে।

বইটার ব্যাপারে...?

ওটা নিয়ে আমিও ভাবছি। আমার মনে হয় পিকারিংর মেয়েকে বইটা অন্তত দেখানো উচিত আমাদের। তারপর নাহয় সিদ্ধান্তটা ও ই নিবে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তো তার সিদ্ধান্তের মূল্যটাই অগ্রাধিকার পাবে। অন্ততপক্ষে এতে করে তো আমরা বুঝতে পারবো বইটা কেন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া উচিত আমাদের।

সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলে থাকায় গাড়ি থামালো স্যাম। স্ট্রীর দিকে একবার তাকিয়ে আবারো চোখ ফিরিয়ে আনলো রাস্তার ওপর। আমার মনে হয় নর্থ ক্যারোলিনা ভ্রমণের জন্য আমাদের ফ্লাইটের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে।

ব্যক্তিগত জেট বিমান থাকার সুবিধা এটাই যে যখন খুশি তখন পরিকল্পনা বদল করা যায়। সেলমা ওদের জন্য ওখানে হোটেল ও রেন্টাল কারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাতে ভালো একটা ঘুম এবং সকালে হালকা নাস্তা খেয়ে গাড়িতে করে ব্রির মেসেজ পাঠানো ঠিকানাটায় রওনা করলো ওরা। রেমি অবশ্যই সেলমার মাধ্যমে অবস্থানটা আসলেই সঠিক কিনা সেটা খতিয়ে দেখেছে। এটা জেনে স্বস্তি পেয়েছে যে ওখানে বসবাসকারী ল্যারেইন পিকারিং-স্মিথ সত্যিই জেরাল্ড পিকারিংর মেয়ে।

ল্যারেইন হারলো নামের একটা পল্লী এলাকায় থাকে। টোবাকো ফার্মে ঘেরা পূর্বের পথ ধরে মাইলের পর মাইল এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। গতব্যে যখন পৌঁছালো তখন তাদের মাথার ওপরের আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা পার্ক করে পুরো এরিয়াটার ওপর চোখ বুলায়লো স্যাম। সাদা ক্ল্যাপবোর্ডের ফার্মহাউজ এটা। নুড়ি পাথরের তৈরি ড্রাইভওয়েতে একটা কালো এসইউভি দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে ওপরের জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে কেউ একজন দেখছে তাদের। পর্দার হালকা নাড়াচাড়াটা স্যামের নজরেও পড়েছে।

রেমি তার কোলের ওপরে থাকা বইটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, চলো, জিনিসটা পৌঁছে দিয়ে আসি তাহলে।

তুমি নিশ্চিত এটা তুমি দিয়ে দিতে চাও?

হ্যাঁ। এটাকে প্রমাণ হিসেবে তুলে দেওয়া বা আদালতের কেস বানিয়ে দেওয়ার চেয়ে পিকারিংর মেয়ের হাতে তুলে দেওয়া ভালো। হয়তো বইটা কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ সেটা জানাতে পারবে ও।

গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করলো স্যাম। রেমিও দাঁড়িয়ে আছে তার সাথে। কয়েক মুহূর্ত দরজা খুলে তাদের সামনে উপস্থিত হলো ব্রি। তার চোখগুলো হালকা লাল এবং ফুলে আছে। কোনো সন্দেহ নেই যে সে এতোক্লগ কাঁদছিলো। মি. অ্যান্ড মিসেস ফার্গো... মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলার চেষ্টা করছে ব্রি। বইটা এনেছেন?

বাদামি কাগজে মোড়ানো পার্সেলটা ব্রি হাতে তুলে দিলো রেমি। তোমার কাজিনের কী অবস্থা?

ও... ওর অবস্থা আসলে অতোটা ভালো না। বলে বইটা বুকে জড়িয়ে ধরলো বি। আপনাদেরকে ভিতরে আসতে বলতাম, কিন্তু...

ব্যাপার না, রেমি বলল। আমরা আশা করছিলাম, বইটা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তুমি জেনে থাকলে যদি আমাদেরকে জানাতে। কেন কেউ একজন এই বইটা খুঁজছে?

আমি জানি না আসলে, হালকা শ্রাগ করে বলল বি। তবে বইটা এত পথ বেয়ে এখানে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের।

তুমি নিশ্চিত তুমি ঠিক আছো?

মাথা ঝাঁকালো বি।

কেউই আর কোনো কথা বলছে না। নীরবতায় পরিবেশটা কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। পুরোপুরি অস্বস্তিকর হয়ে উঠার আগেই রেমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে বলল, কোনো কিছুর দরকার লাগলে নির্দিধায় জানিও আমাদেরকে।

সত্যি বলতে একটা কথা জানার ছিলো আসলে। মি, উইকহ্যামের কী অবস্থা? ডাকাতিতে তার তো কোনো ক্ষতি হয়নি?

না।

কিছু বলার আগে একবার বইটার দিকে তাকালো ব্রি। তারপর রেমির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, তাকে বলবেন আমি তাকে মিস করছি এবং সুযোগ পেলেই তাকে চিঠি লিখব। জানাবেন তো?

অবশ্যই, স্যামের বাহুতে হাত প্যাচিয়ে নিতে নিতে বলল রেমি। আমাদেরও যাওয়া দরকার। লম্বা ফ্লাইট।

স্যামও আলতোভাবে মাথা নেড়ে বলল, বাই।

গুডবাই, বলে দরজাটা লাগিয়ে দিলো ব্রি।

ওদিকে স্যামকে নিয়ে গাড়িতে ফিরেই রেমি বলল, ও বিপদের মধ্যে আছে। শুনানি সে কী বলেছে? আমাকে বলেছে মি. উইকহ্যামকে মেসেজ দিতে। পিকারিং বিড়ালকে। সংকেত এটা। আমাদের ওখানে গিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা উচিত এখন।

আইডিয়াটা ভালো না, রেমি।

কিন্তু তোমার সাথে তো এখন পিস্তলটা আছে।

আর শত্রু কয়জন? আমরা এটাও জানি না যে ওখানে কে আছে এখন। তোমারটাও যদি সাথে থাকতো, তাহলে একটা ঝুঁকি নিতে পারতাম।

দ্রু কুঁচকে স্যামের দিকে তাকালো রেমি। তারপর সেলফোনটা বের করে বলল, তাহলে পুলিশকে ফোন করে আমাদের দল ভারি করা উচিত।

হ্যাঁ, তবে এই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই ফোন করো না, স্যাম বলল। ব্রি যদি কারো জিম্মি হয়ে থাকে, তারমানে হলো ঐ লোকটা আমাদের ওপরও নজর রাখছে। বলে আর দেরি না করে ফার্মহাউজের সামনে থেকে গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো স্যাম।

ফার্মহাউজটা চোখের আড়াল হতেই পুলিশকে ফোন করলো রেমি। পুলিশের লোকেরা তাদেরকে জানালো তারা যেন বাড়িটা থেকে মাইলখানেক দূরে হাইওয়ের ধারে অবস্থিত মার্কেটটায় অপেক্ষা করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মার্কেটে পৌঁছে গেলো ওরা। পার্কিং লটে গাড়িটা পার্ক করতেই হঠাৎ বেজে উঠলো রেমি ফোন। বের করে দেখলো, সেলমা অতিদ্রুত যোগাযোগ করার অনুরোধ করে মেসেজ পাঠিয়েছে।

দেরি না করে স্পিকার অন করে ফোন করলো রেমি। তুমি কি আমাদের পাঠানো ডিজিটাল ছবিগুলো থেকে কিছু খুঁজে পেয়েছো? জিজ্ঞেস করলো ও।

এখনো না, মিসেস ফার্গো। তবে এজন্যে ফোন করতে বলিনি আমি। আপনার খোঁজে একজন পুলিশ এসেছিলো একটু আগে। ব্রি মার্শালের গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে ওরা। এয়ারপোর্টের কাছে একটা রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিলো গাড়িটা। গাড়িতে কয়েক বাক্স ফান্ড-রেইজার টিকেট আর ফার্গো ফাউন্ডেশনের নামে চেকভর্তি একটা খাম পেয়েছে। অফিসার জানতে চাইছিলো গাড়িটা আমরা টো ইয়ার্ড থেকে ওগুলো তুলে নিয়ে আসবো কিনা।

স্যামের তাকালো রেমি। স্যাম বলল, ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন ছিলো কি গাড়িতে।

অফিসার পরিষ্কার করে কিছু বলেনি, মি. ফার্গো। তবে আমার মনে হয় ছিলো, লোকটা হয়তো একবার হালকা একটু বলেছিলো।

ধন্যবাদ, সেলমা, স্যাম বলল। আমরা এখানের ডেপুটিকে বলেছি ব্রিগ খোঁজ নিতে। তাকে এই ব্যাপারটাও জানিয়ে দিবো আমরা।

প্রায় দশ মিনিট পরই কার্টরেট কাউন্টি শেরিফের ডেপুটি এসে পৌঁছালো মার্কেটে। গাড়ি থেকে বেরুতেই উপত্যকার দমকা বাতাস সজোরে চপেটাঘাত করলো যেন লোকটাকে। আরেকটু হলেই মাথার ওপরের হ্যাটটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো প্রায়। ফার্গোদের দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে তাদেরকে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতে বলল ডেপুটি। ওখানে তারা মোটামুটি আড়াল হয়ে থাকতে পারবে।

একত্র হতেই ডেপুটিকে পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলল রেমি। সব শুনে দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টি ফুটে উঠলো ডেপুটির মুখে। এটা কি সম্ভব না যে এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে মহিলার গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো? তারপর হয়তো কোনো ক্যাব বা কিছুতে করে বাড়িতে ফিরে গিয়েছে।

হয়তো, বলল রেমি। তবে তার সদ্যমৃত চাচার বিড়ালের কাছে মেসেজ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু কিছুটা অদ্ভুতই।

অনেক মানুষই তাদের পোষাপ্রাণীদের সাথে কথা বলে।

স্যাম বুঝতে পারছে যে প্রমাণের অভাবে ডেপুটি তাদের কথা বিশ্বাস করছে না। এক পা সামনে এগিয়ে অফিসারের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, এটা কি সম্ভব না যে আমরা ভাবছি আমাদের বন্ধু কোনো বিপদে আছে, এবং এর জন্য তার ওখানে গিয়ে একবার চেক করে দেখা দরকার কিনা? সে ঠিক আছে কিনা সেটা দেখার জন্যও কি একবার যাওয়া যাবে না?

অবশ্যই। তবে এমন না যে আমি আপনাদের বিশ্বাস করিনি, বলল ডেপুটি। যদিও গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে লোকটা পুরোপুরি বিশ্বাসও করেনি। আমি শুধু যুক্তি মেলাচ্ছি। আমি শুধু এই এরিয়ার একজন ডেপুটি মাত্র, তো আমার হ্যান্ডেল করার মতো কিছু হলে আমি অবশ্যই তা করব। নাহলে, ব্যাকআপ টিমের জন্য বিশ মিনিটের মতো অপেক্ষা করার অপশনও আছে।

অবশ্যই, বলল স্যাম। তারপর ওয়ালেট থেকে তার কার্ড বের করে ডেপুটির হাতে দিয়ে বলল, এখানে আমাদের সেল নাম্বারগুলো আছে। যদি ওখানে গিয়ে কিছু জানতে পারেন, তাহলে অবশ্যই জানাবেন আমাদের।

কার্ডটা হাতে নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা করলো ডেপুটি, তারপর গাড়িতে করে ছুট লাগালো ফার্মহাউজের রাস্তার দিকে।

তারাও ডেপুটির গাড়িটা অনুসরণ করতে চাচ্ছিলো, তখনই রেমি দেখলো যে ডেপুটির সম্মুখ রাস্তা থেকে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। এটা ফার্মহাউজে পার্ক করে রাখা ঐ এসইউভিটাই।

তুমি নিশ্চিত?

একদম।

গাড়ি চালু করলো স্যাম। তুমি দেখেছো ভিতরে কে আছে?

দুইজন পুরুষ। যদিও আমি নিশ্চিত না। তবে প্যাসেঞ্জারের সিটে থাকা লোকটাকে পিকারিংর দোকানে ডাকাতি করতে আসা বন্দুকধারী বলেই মনে হচ্ছে আমার, বলল রেমি। ওদিকে স্যাম ইতিমধ্যেই এসইউভিটা অনুসরণ করতে শুরু করেছে। ব্রির কী হবে?

বিশ মিনিটের ব্যাসার্ধে থাকা একমাত্র ডেপুটি চেক করতে গেছে তাকে। আর লোকটা তোমার বলা বিড়ালের গল্পে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তাতে আমার মনে হয় না যে সে সব কাজ ফেলে আমাদের কথায় একটা গাড়িকে অনুসরণ করা শুরু করবে। যদি তাকে রাজিও করাই তারপরও কিন্তু প্রমাণ নেই যে ঐ গাড়িটা অবৈধ কিছু করছিলো।

ভালো বলেছো।

তবে দুই লেনের গ্রাম্য রাস্তায় নজরে না পড়ে কাউকে অনুসরণ করা একদমই অসম্ভব কাজ। স্যাম যদিও চেষ্টা করছে এসইউভি থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এগুতে। ধারণা করছে এই রুটটা হয়তো বুফোর্টের দিকে চলে গেছে। যদিও এটা চলে গেছে পানির ধারে অবস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার দিকে। অনুসরণ করতে করতে দেখলো

এসইউভিটা রাস্তার ডান দিকে মোড় নিয়ে চলে গেছে। স্যামও মোড় ঘুরালো। তবে ওদিক দিয়ে এগুনোর মতো আর কোনো রাস্তা নেই। বরং রাস্তার এক পাশে বড়ো একটা ডকে বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো ওয়ারহাউজ দাঁড়িয়ে আছে। গতি কমালো স্যাম, তবে গাড়ি থামালো না। ওদিকে এসইউভি গাড়িটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। গাড়িটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে কিছু? রেমিকে জিজ্ঞেস করলো।

না। খুব সম্ভবত ডকে চলে গেছে গাড়িটা, নয়তো ওয়ারহাউজগুলোর কোনোটার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

তখনই হঠাৎ স্যামের ফোন বেজে উঠলো। পকেট থেকে ফোনটা বের করে রেমির হাতে তুলে দিলো, যাতে করে ফোন রিসিভের স্পিকারফোনে কথা বলতে পারে ও।

ডেপুটি ওয়াগনার বলছি, অন্য প্রাপ্ত ভেসে এলো স্বরটা। আপনাকে শুধু জানাতে চাচ্ছি যে আমি বাড়িটা চেক করে দেখেছি। কেউই সাড়া দেয়নি।

স্যাম... ফিসফিসিয়ে বলল রেমি।

শুনেই স্ত্রীর দিকে তাকালো স্যাম, তারপর চোখ পড়লো রাস্তার পিছনের দিকে। চেক করে দেখার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা বাসার সামনে থাকা ঐ গাড়িটার পিছে অনুসরণ করছিলাম। আমার স্ত্রীর ধারণা গাড়ির লোকগুলোর একজন নাকি দেখতে স্যান ফ্রান্সিসকোতে ডাকাতি করা ঐ লোকটার মতোই।

আপনাদের বন্ধু কি ঐ গাড়িতে ছিলো?

তাকে দেখিনি আমরা।

আপনারা কোথায় এখন?

পানির ধারে। বুফোর্টের দশ-পনেরো মিনিটের মতো দক্ষিণে খুব সম্ভবত

একটা উপকার করুন শুধু। দয়া করে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবেন না। আমি বুফোর্ট থেকে ব্যাকআপ পাঠানোর চেষ্টা করছি ওখানে? বলে ফোন কেটে দিলো ডেপুটি।

ডেপুটির সাথে কথা বলা শেষে রাস্তার পাশে নিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালো স্যাম। খুব সম্ভবত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আমার।

দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়ালো রেমি। আমাদের হাতে হয়তো পনেরো মিনিট সময় নেই।

রেমি, বলেই খপ করে তার হাত আঁকড়ে ধরলো স্যাম।

রেমিও হাত থামিয়ে চোখ তুলে তাকালো স্যামের দিকে।

স্যাম তার দিকে ঝুঁকে চুমু খেয়ে বলল, তুমি নিশ্চয় ভেবে বসোনি যে আমি তোমাকে ওখানে একা যেতে দিবো?

অবশ্যই না। মুচকি হেসে দরজাটা খুললো রেমি। এখন চলো, আমাদের বন্ধুকে খুঁজে বের করি।

০৮.

বেল্ট থেকে রিভলভারটা বের করে এনে ট্রাঙ্কটা উঁচিয়ে ধরলো স্যাম। আর রেমি সামনের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো ধরনের নড়াচড়া চোখে পড়লেই স্যামকে সতর্ক করে দিবে ও। যদিও স্যাম ঐদিকে আশা করছে যেন কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন না পড়ে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয় আবার অন্য কথা বলছে। রাস্তায় শুধু একটা গাড়িই দেখা গিয়েছিলো। যদি ব্রি ঐ বিচহাউজটাতে না থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই সে এসইউভিটাতে ছিলো। যেহেতু তারা ওকে দেখতে পায়নি, তারমানে মেয়েটার আহত বা মৃত হওয়ারও ভালো সম্ভাবনা আছে।

দুজনই তাদের সেলফোনগুলো সাইলেন্ট করে নিয়েছে। রেমিরটা যদিও তার হাতেই রয়েছে, স্যাম তারটা ভরে রেখেছে পকেটে। ট্রাঙ্ক থেকে নিজের জন্য একটা টায়ার আয়রন তুলে নিয়ে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের রিভলভারটা রেমির হাতে তুলে দিলো স্যাম। রেডি? জিজ্ঞেস করলো ও।

হ্যাঁ, রেডি।

কোনার দিকে একবার নজর ফেলে স্যাম বলল, ওকে ক্লিয়ার।

দমকা বাতাস বইছে চারপাশে। বাতাসের ভিতরেই ঘাটের ওপর দিয়ে হেঁটে প্রথম ওয়ারহাউজটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। কাঠের তক্তার ওপর তাদের পদশব্দ এবং পানিতে লাফাতে থাকা সিগালের চিৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ঘাটে কোনো নৌকা বা কর্মরত কাউকেই চোখে পড়লো না ওদের। আরেকটু ভালো করে দেখার পরই বুঝতে পারলো যে ওয়ারহাউজগুলো আসলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জানালাগুলো ভাঙ্গা, দরজাগুলোও বাইরে থেকে তালা দিয়ে আটকানো। কাউকে কিডন্যাপ করে আটকে রাখার জন্য নিখুঁত জায়গা এটা।

রেমিকে সাথে নিয়ে ওয়ারহাউজের পাশ ঘেষে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। হঠাৎই একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো তার কানে। সাথে সাথেই থেমে গেলো। রেমিকেও থেমে যাওয়ার জন্য ইশারা করে ফিসফিসিয়ে বলল, শুনো।

জং ধরা কিছু আওয়াজ মনে হচ্ছে। কড়কড়ে শব্দ।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়ারহাউজের শেষ প্রান্তের দিকে ইশারা করলো স্যাম। হঠাৎই সিগালের চিৎকারের শব্দ তাদের মাথার ওপর থেকে। চিৎকার শুনে এক মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেলো রেমি। তাকিয়ে দেখলো তাদের থেকে কয়েক ফুট দূরেই সিগ্যাল লাফিয়ে পড়েছে পানিতে।

স্যাম ওদিকে সব ঠিকঠাক আছে হাত উঁচিয়ে সংকেত দিলো তাকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবারো স্যামকে অনুসরণ করতে শুরু করলো রেমি। ওয়্যারহাউজে থাকা কারো নজরে না পড়ার জন্য একটা জানালার পাশে গিয়ে লুকিয়েছে স্যাম। যদিও কপাল খারাপ, ডকটা বেশ লম্বা এবং তারা কেউই জানে না এসইউভির লোকগুলো এতগুলো ওয়্যারহাউজের কোনটায় গিয়ে লুকিয়েছে।

বিল্ডিংয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছেই কোনার দিকে তাকালো স্যাম। দুই বিল্ডিংয়ের মাঝখানে একটা এসইউভি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটার উল্টোপাশে থাকা ওয়্যারহাউজের একটা দরজা কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে। থেমে গেলো ও। গাড়িটা ওখানে।

ভিতরে কেউ আছে?

দেখে তো মনে হচ্ছে নেই, বলল স্যাম। অবশ্য পরের বিল্ডিংয়ের দরজাটা খোলা। আমি নিশ্চিত তারা এখন ওই বিল্ডিংটাতেই আছে।

মাথা ঝাঁকালো রেমি। তারপর ফিরে তাকালো পিছনের রাস্তার দিকে। ডেপুটির গাড়িটা দেখার আশা করছে। স্যাম অবশ্য তাকে এটা বলল না যে ডেপুটি এখন তাদের থেকে কমপক্ষে হলেও দশ মিনিটের দূরত্বে রয়েছে। এখন যা করার তাদের নিজেদেরই করতে হবে।

ওয়্যারহাউজটার দিকে আরো কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো স্যাম। আক্ষেপ করছে, হাতে যদি টায়ার আয়রনের চেয়ে আরো ভালো কিছু থাকতো।

এসইউভিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই মনে পড়লো, তারা তো সামনের সিটে বসা দুজনকেই দেখেছিলো মাত্র। পিছনের সিটের ব্যাপারে তো কিছুই জানে না।

রেমিকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে উবু হয়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো স্যাম। গাড়িটার কাছে পৌঁছে উঁকি দিতেই কালো কাঁচের আড়ালে একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলো।

ব্রি পড়ে আছে গাড়ির ফ্লোরবোর্ডে। তার হাতগুলো পিছমোড়া করে বাধা। মুখে একটা কাপড়ের টুকরো ঢুকানো, পাগুলোও বেধে রাখা।

ব্রির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জানালায় আলতো টোকা দিলো স্যাম। শব্দ। শুনেই তার দিকে চোখ তুলে তাকালো ব্রি। স্যাম তার ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকার ইশারা করে জানালো যে ওরা তাকে এখানে ফেলে রেখে যাবে না।

মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিলো ব্রি। গাড়ির দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো স্যাম। অবশ্যই, দরজাটা লক করা। ব্রির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আশেপাশে একবার তাকালো। তারপর আবার রেমির কাছে ফিরে গিয়ে বলল, ব্রি আছে গাড়িতে।

ঠিক আছে ও?

বেঁধে ফেলে রেখেছে, তবে সুস্থই আছে, স্যাম জানালো। ওয়ারহাউজটা একবার চেক করে দেখা দরকার। আমাদের বিরুদ্ধে কারা আছে সেটা জেনে লড়াইয়ে নামা উচিত।

একমত হয়ে ওয়ারহাউজের খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলো ওরা।

শোনার জন্য দেয়ালে কান পাতলো স্যাম, তবে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তোমার পার্সে নিশ্চয় এখন ঐ আয়নাটা নেই?

কিসের জন্য লাগবে ওটা?

কিভার থেকে না সরে ভিতরে কী আছে তা দেখার জন্য।

রেমি তার ফোনটা উঁচিয়ে ধরে বলল, ক্যামেরা লেন্সে কাজ চলবে?

অবশ্যই চলবে। তোমার মতোই চমৎকার, বুদ্ধিদীপ্ত একটা আইডিয়া দিয়েছে।

তোষামোদ করে কিন্তু...

সব জায়গায় সুবিধা করা যায় না?

সেলফোন পাওয়া যায় না, ফিসফিসিয়ে বলে ক্যামেরা অপশনটা চালু করে ফোনটা স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলো রেমি।

টায়ার আয়রনটা মাটিতে রেখে দরজার দিকে ঝুঁকে ক্যামেরাটা বাড়িয়ে ধরলো স্যাম। মিনিটখানেক ধরে ভিডিও করার পর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর পিছিয়ে গিয়ে প্লে করলো ভিডিওটা।

দেখো, ভিডিওয়ের দিকে ইশারা করে বলল স্যাম। একটা বেঞ্চের ওপর তিনজন লোক ঝুঁকে বসে কিছু একটার দিকে তাকিয়ে আছে। খুব সম্ভবত রেমির ফিরিয়ে দেওয়া বইটাই দেখছে। স্ক্রিনটা বেশ ছোটো হলেও দৃশ্যটা পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে। তিনজনের মধ্যে দুইজনের হাতে থাকা পিস্তলও দেখতে পাচ্ছে ওরা।

হোটেল রুমে আসা নকল পুলিশ দুইজন, রেমি বলল।

এবং সাথে বইয়ের দোকানের ডাকাতও আছে।

কী করবে এখন ওরা? অপেক্ষা করবে নাকি আক্রমণ করবে? ঝুঁকিটার ব্যাপারে একবার ভেবে নিলো স্যাম। একটা পিস্তল এবং টায়ার আয়রনের বিপক্ষে তিনজন সশস্ত্র শত্রু। ঝুঁকিটা অনেক বেশিই। তবে জুটি হিসেবে স্যাম এবং রেমিও বেশ ভয়ঙ্কর। ঘিলুহীন কিডন্যাপারদের ঘায়েল করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না তাদের। টায়ার আয়রনটা মাটি থেকে তুলে, রেমিকে নিয়ে দরজার মুখ থেকে গাড়ির অন্য পাশে সরে গেলো স্যাম। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, আমাদের প্রথম কাজ হলো ব্রিকে ঐ গাড়ি থেকে বের করে আনা।

সে ভেবেছিলো গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে দরজাটা খুলবে। তবে ঠিক তখনই তার চোখ পড়লো ঝিকমিক করতে থাকা লাল অ্যালার্ম বাতিটার ওপর।

কোনো প্ল্যান বি? রেমি জিজ্ঞেস করলো।

আসলে স্যামের প্রথম প্ল্যানটা দিয়ে কিন্তু এখনো কাজ সাড়া যাবে। যানটা দেখে অনেকটা পুরোনো মডেলের গাড়ির মতো মনে হচ্ছে। স্যাম আশা করছে এটায় হয়তো আধুনিক মোশন অ্যালার্ম সিস্টেমটা এখনো যুক্ত করা হয়নি। ছোটো চাকুটা বের করে এনে রেমির হাতে দিয়ে বলল, কাঁচ ভাঙার সময় আমাকে কভার দিবে তুমি। যদি অ্যালার্ম না বাজে, তাহলে আমি এসইউভির পিছনে সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর যদি বেজে উঠে, তাহলে আমাদের দিকে তেড়ে আসবে গুণ্ডাগুলো। তখন হয়তো বির বাধন কাটার জন্য কয়েক সেকেন্ডের মতো সময় পাবে। ঐ সময়ের ভিতরেই চেষ্টা করবে তাকে নিয়ে দূরে সরে যেতে। তখন আমি গুলি করে তাদের গতি কমানোর চেষ্টা করবো।

স্যামের কথাগুলো মেনে নিয়ে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রেমি। পিস্তলটা তাক করে রেখেছে ওয়ারহাউজের দরজার দিকে।

স্যাম ওদিকে টায়ার আয়রনটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভারের জানালাটার সামনে। গাড়ির সেফটি গ্লাসগুলো ভাঙার মতো করেই ডিজাইন করে থাকে। যদিও তারপরও কাঁচটা যথেষ্টই শক্ত। এর মানে হলো ভাঙার জন্য স্যামকে এখন শুধু সঠিক জায়গাটাতেই আঘাত করতে হবে। একটার বেশি আঘাতের সুযোগ নেই। নাহলে অ্যালার্ম বেজে উঠার সম্ভাবনাই বেশি। হালকা একটা পিছিয়ে গিয়ে লোহার মাথাটা দিয়ে ডান দিকের নিচের কোনায় আঘাত করলো স্যাম। কাঁচ ফেটে হীরার টুকরোর মতো গুড়ো গুড়ো হয়ে পড়তে শুরু করেছে। ড্রাইভারের সিটের ওপর।

তবে অ্যালার্ম বেজে উঠেনি। তার মানে অবস্থা এখন পর্যন্ত তাদের অনুকূলেই আছে। টায়ার আয়রনটা ফেলে পিস্তলটা নিয়ে এসইউভির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা রেমির দিকে দৌড়ে গেলো স্যাম। দরজার দিকে পিস্তলটা তাক করে দাঁড়ানোর পর রেমিকে ইশারা করলো তার কাজ করার জন্য।

গাড়ির কাছে পৌঁছে লকটা খুলে নিলো রেমি। পিছনের দরজাটা খুলতে যাবে ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো গাড়িটা। অ্যালার্ম সিস্টেম তার কাজ করতে শুরু করেছে। এরমানে এখনই গুণ্ডাগুলো তেড়ে আসবে তাদের দিকে। চোখের কোণ দিয়ে রেমির দিকে তাকালো স্যাম। রেমি এখন উবু হয়ে ব্রির বাঁধন কাটার চেষ্টা করছে।

ওয়্যারহাউজের দরজাটা খুলে যেতেই মনে মনে গালি দিয়ে উঠলো স্যাম। গাড়িটার দিকে বন্দুক তাক করে কেউ বেরিয়ে এলো বিল্ডিংটা থেকে।

হেই! চৌঁচিয়ে উঠলো স্যাম। সাথে সাথে গর্জে উঠলো তার ৩৫৭ এর রিভলভারটাও। বুলেটটা মুখে গিয়ে আঘাত করার সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো লোকটা। পড়ার সময় লোকটার হাত থেকেও কিছু একটা ছিটকে পড়েছে। গাড়ির চাবি!

সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে চাবিটা তুলে নিয়ে রেমির দিকে তাকিয়ে বলল, রেমি, চাবি!

বলে গাড়ির ওপর দিয়ে চাবিটা রেমির দিকে ছুঁড়ে দিলো স্যাম।

শূন্য থেকে চাবিটা লুফে নিয়ে ড্রাইভার সিটে চড়ে বসলো রেমি। চাবিটা ইগনিশনে লাগিয়ে ঘুরাতেই ইঞ্জিনটা আবার প্রাণ ফিরে পেলো যেন। দৌড়ে এসে তাড়াতাড়ি

প্যাসেঞ্জার সিটে চড়ে বসলো স্যাম । ঠিক তখনই বিল্ডিং থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো অন্য দুই কিডন্যাপারও । গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে ওরা ।

গ্যাস প্যাডাল চেপে ধরলো রেমি । সাথে সাথেই বিপজ্জনকভাবে ঘাটের প্রান্তের দিকে দৌড় লাগালো গাড়িটা ।

রেমি, কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চেষ্টা করে বলে উঠলো স্যাম ।

আমি দেখেছি ওটা, বলে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরানো শুরু করলো রেমি । আবারো ড্রাইভওয়ায়ে ফিরে এসেছে গাড়িটা ।

পিছনে ফিরে তাকালো স্যাম । দ্বিতীয় লোকটা পিস্তল তাক করে রেখেছে তাদের দিকে । তবে গুলি করতে দেরি করছে । সুযোগটা হাতছাড়া করলো না স্যাম । তারা গুলি করার আগেই ট্রিগারে চাপ দিলো । সাথে সাথেই দেখলো যে তৃতীয় লোকটা তার বাম হাঁটু আঁকড়ে ধরে নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে । অর্থাৎ, স্যামের টার্গেট মিস যায়নি ।

গুলিবর্ষণ হচ্ছে অন্যপাশ থেকেও । গোলাগুলির শব্দে তাদের কানে প্রায় তালা লেগে যাওয়ার দশা । দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এসইউভির গ্যাস প্যাডালে পা চেপে ধরে রেখেছে রেমি । কাম অন, স্পিড আপ!

ওদিকে বুলেটের আঘাতে গাড়ির পিছনের কাঁচটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। বিপদ বুঝতে পেরে স্যাম সতর্ক করলো, মাথা নুইয়ে রাখো। শুধু সতর্ক করেই থেমে যায়নি, সাথে সাথে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে গুলিও ছুড়ছে অনবরত।

যতটা সম্ভব মাথা নুইয়ে রেখেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে রেমি। রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত গতি কমানোর কোনো ইচ্ছা নেই তার। দ্রুত গতিতে মোড়টা পেরিয়ে আবারো উঠে এলো রাস্তায়। একটু আগে এই পথটা দিয়েই এসেছিলো ওরা। অবশ্য বৃষ্টির মধ্যে গতি অব্যাহত রেখে গাড়ি চালানোটা বেশ কঠিন হয়ে গেছে এখন।

বেশ কিছুটা এগুনোর পর ডেপুটির পেট্রোলকারের টিমটিমে হেডলাইটগুলো চোখে পড়লো ওদের। গাড়িটা আরো কাছে পৌঁছাতেই মৃদু সাইরেনের শব্দও শুনতে পেলো ওরা।

ডেপুটিকে দেখে রাস্তার কিনারে নিয়ে গাড়িটা থামালো রেমি। ডেপুটিও তার গাড়িটা এনে দাঁড়ালো তাদের ঠিক পাশেই। সাইরেনের শব্দটা থামিয়ে দিয়েছে এখন।

আমাদের বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি, প্যাসেঞ্জার দরজাটা খুলতে খুলতে বলল রেমি।

ব্রিকে হাত-পা বাধা অবস্থায় পিছনের সিটে পড়ে থাকতে দেখে এক মুহূর্তের জন্য বাকশূন্য হয়ে গেছে ডেপুটি। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কেউ আহত হননি তো?

ব্রির মুখ থেকে কাপড়ের টুকরোটা খুলে এনে রেমি জিঞ্জেস করলো, কী অবস্থা তোমার?

আ- বলতে গিয়েও থেমে গেলো ব্রি। তারপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল, আমি ঠিকই আছি। আমার কাজিন? ও কোথায়? ও ঠিক আছে তো?

আমি জানি না, স্যাম জানালো।

রেমিকে ব্রির বাঁধন কেটে দেওয়ার জন্য বলে স্যামকে নিয়ে গাড়ির পিছনের দিকে চলে গেলো ডেপুটি। আসলে কী ঘটেছে সেটা জানতে চাইলো স্যামের কাছে।

রেমির ফোনে ভোলা ভিডিওটা দেখিয়ে ডেপুটিকে পুরো ব্যাপারটাই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে জানালো স্যাম।

কোথায় ঘটেছে এটা? সব শুনে জানতে চাইলো ডেপুটি।

স্যাম উত্তরের দিকে নির্দেশ করে বলল, এই তো প্রায় পাঁচ মাইলের মতো দূরে হবে জায়গাটা। রাস্তার পাশের ডকে কতগুলো পুরাতন ওয়ারহাউজ আছে। ওগুলোর দ্বিতীয়টার সামনে।

সব শুনে ডেপুটি এসইভির ডান বাম্পারে লেগে থাকা বুলেটের দাগ এবং গুঁড়িয়ে যাওয়া পিছনের জানালাটার দিকে তাকালো একবার। তারপর রেডিওটা বের ডিম্প্যাচারকে

বুফোর্টের বাইরে অবস্থিত পরিত্যক্ত ওয়ারহাউজের গোলাগুলির ব্যাপারে রিপোর্ট করে নিলো। তিনজন সন্দেহভাজনঃ তিনজন পুরুষ, ফর্সা শরীর, কালো পোশাক।

ডিম্প্যাচারকে তথ্যগুলো জানানো শেষে গাড়ির দিকেই রওনা করছিলো ডেপুটি, ঠিক তখনই ব্রি ডেকে থামালো তাকে। আমার কাজিনের ব্যাপারে বলুন।

কী বলবো তার ব্যাপারে? জবাবে বলল ডেপুটি।

আপনার কি তার সাথে কথা হয়েছে?

ফার্মহাউজে?

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো ব্রি।

স্যরি, ম্যাম। ওখানে কারোরই সাড়া পাইনি আমি। দরজাও লক করা ছিলো।

জবাব শুনে রেমির দিকে ফিরে তাকালো ব্রি। চেহারা উদ্বেগের ছাপ লেগে আছে। আমাদের ওখানে গিয়ে চেক করা দরকার। কে জানে ওর সাথে বাজে কিছু ঘটেছে কিনা?

.

০৯.

রেমির হাত খামচে ধরলো ব্রি। প্লিজ, ল্যারেইন হয়তো কোনো বিপদের মধ্যে আছে।

ওর কথা কিন্তু ঠিক, স্যাম বলল। আমাদের খোঁজ নেওয়া উচিৎ একবার।

স্যার, স্যামকে উদ্দেশ্য করে বলল ডেপুটি ওয়াগনার। আপনার ওপর বিশ্বাস রাখছি আমি। আপনি বুঝে শুনেই কাজ করবেন। বুফোর্ট থেকে ওরা কখন ব্যাকআপ পাঠাবে তা আমি জানি না। আর ঐ তিনজন সশস্ত্র ডাকাতগুলোর ওপর নজর রাখতে আমরা মাত্র একজন ডেপুটিকেই পাঠিয়েছি। ব্যাকআপ ছাড়া ওকে আর এগুতে দিতে পারছি না।

বুঝতে পেরেছি আমরা।

ডেপুটি এরপর ব্রির দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা তিনজন-যদি আপনার কাজিনকে খুঁজে পান, তাহলে চারজন-শেরিফের অফিসে এসে স্টেটমেন্ট দিয়ে যাবেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রি সায় দিতেই তাদের থেকে বিদায় নিয়ে পেট্রোল কারে ফিরে গেলো ডেপুটি লোকটা।

চলো তাহলে, ডেপুটি চলে যেতেই বলল স্যাম। ড্রাইভারের দরজাটা খুলে গাড়িতে ঢুকছে ও।

আমাদের গাড়িটা কী করব? সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসতে বসতে জিঙেস করলো রেমি।

ফিরে যাওয়ার সময় ওটা নিয়ে যেতে পারবো, বলল স্যাম।

ব্রিও উঠে বসলো রেমির পিছনের সিটে। স্যামকে বলল, প্লিজ একটু জলদি করুন।

শক্ত হয়ে বসে থাকো, বলে গাড়ি নিয়ে হারলোর দিকে ছুট লাগালো স্যাম। উইন্ডশিল্ডের ওয়াইপারগুলো চালু করে দিয়েছে যাতে বৃষ্টির কারণে সামনের দিকে দেখতে অসুবিধা না হয়। পিছনের ভাঙা জানালাটা দিয়ে শো শো করে বাতাস ঢুকছে গাড়ির ভিতরে। ড্রাইভারের জানালা দিয়ে বৃষ্টির পানির ছিটা আসছে অনবরত। স্যামের মুখ, কাঁধ সব প্রায় ভিজেই গেছে পানিতে। এমনকি প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা রেমির শরীরেও পানির ছিটা লাগছে। ব্রির কী অবস্থা দেখার জন্য পিছনের দিকে তাকালো একবার। তরুণ মেয়েটা পুরোপুরিই হতভম্ব হয়ে আছে এখন? তোমার চাচার ব্যাপারটায় খুবই মর্মাহত আমরা, বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে বলল রেমি।

আমি জানি। কিন্তু আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি এটা। কয়েকমুহূর্ত পর ব্রি সামনের দিকে ঝুঁকে রেমির কাঁধে হাত রেখে বলল, আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের।

বৃষ্টির ছিটা থেকে বাঁচতে ড্রাইভিং সিটের কিছুটা পাশ দিকে সরে গেছে স্যাম। গাড়ি চালাতে চালাতেই ব্রির দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা এতেই খুশি যে তুমি ঠিকঠাক আছে।

রেমি জানালো, শুনেছি তুমি নাকি এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলে। স্যান ফ্রান্সিসকোই যাচ্ছিলে নিশ্চয়?

হ্যাঁ, যেতে চেয়েছিলাম। তারা আমার গাড়িটা রাস্তা থেকে ফেলে দেওয়ায় আর যেতে পারিনি।

সেলমা কল করেছিলো আমাদের, রেমি বলছে। পুলিশ তোমার গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে। তোমার ফোন পাওয়ার আগ পর্যন্ত বেশ দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম আমি।

তারা আমার দিকে বন্দুক ধরে রেখেছিলো। আমি তো কখনোই আপনাদের এরকম বিপদে ফেলতে চাইনি।

ভাঙা জানালা দিয়ে বাতাস ও দমকা বৃষ্টির ছিটা আসায় কথা চালিয়ে যাওয়া বেশ অসম্ভব হয়ে উঠেছে ওদের জন্য। তাই বলল, আগে গিয়ে তোমার বোনকে দেখে আসি, তারপর কথা বলবো আমরা।

ফার্মহাউজে পৌঁছাতে প্রায় দশ মিনিটের মতো লাগলো ওদের। থামানোর সাথে সাথেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় লাগালো ব্রি। দরজা খোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। জোরে জোরে করাঘাত করছে এখন। কোনো সাড়া নেই তবুও। ল্যারেইন! ল্যারেইন! কাঁদতে শুরু করলো ও।

রেমি ও স্যামও এগিয়ে এলো দরজার কাছে। ব্রিকে কাঁদতে দেখে স্যাম বলল, আমি দেখি অন্যভাবে ঢোকার কোনো পথ আছে কিনা!

বলে পা বাড়ালো বাড়ির পিছনের দিকে। রেমি এবং ব্রিও অনুসরণ করছে তাকে।

বাড়ির পিছন দিকেও একটা দরজা আছে। স্যাম খোলার চেষ্টা করলো দরজাটা। এটাও তালা লাগানো দেখে ব্রি বলল, লাথি দিয়ে খুলতে পারবেন না?

ওটার হয়তো প্রয়োজন পড়বে না, তালাটার দিকে তাকিয়ে বলল স্যাম। ওয়ালেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের এনে দরজার ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে হালকা নাড়া দিতেই খুট করে খুলে গেলো তালাটা। তোমার কাজিনের উচিৎ দরজার জন্য ডেডবোল্ট জাতীয় কিছু ব্যবহার করা, দরজাটা খুলতে খুলতে বলল স্যাম।

কোনো জবাব না দিয়ে দৌড়ে রান্নাঘর পেরিয়ে ব্রি ডাকতে শুরু করলো, ল্যারেইন! কোথায় তুমি?

ডাকতে ডাকতে হলওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ব্রি। রেমি ও স্যামও দৌড়ে আসছে তার পিছু পিছু।

দৌড়ে আসতে আসতেই মুখের ওপর থেকে ভেজা চুলগুলো সরিয়ে নিচ্ছে রেমি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই শুনতে পেলো তাদের নিচ থেকে কিছু একটার শব্দ ভেসে আসছে। ঝট করে থেমে শব্দটার দিকে লক্ষ্য করে তাকালো ও। সে নিশ্চিত যে তাদের নিচ থেকে থাবার শব্দ আসছে। এখানে দেখো! সিঁড়ির নিচে থাকা স্টোরেজ ক্যাবিনেটের দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুললো ও।

বোনকে বের করার জন্য প্রায় উড়ে এসে ক্যাবিনেটের দরজার সামনে এসে পৌঁছালো ব্রি। ল্যারেইন!

ব্রির মতো ল্যারেইনকেও হাত-মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিলো। ব্রি তার মুখ থেকে কাপড়ের টুকরোটা সরিয়ে জানতে চাইলো, তুমি ঠিক আছে?

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ল্যারেইন।

হাত-পায়ের বাধন কেটে ল্যারেইনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো স্যাম ও রেমি।

এরপর তাকে জড়িয়ে ধরে কাউচে নিয়ে বসানোর পর ব্রি বলল, তোমাকে নিয়ে অনেক দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম আমি।

তুমি এখানে আসলে কিভাবে? ল্যারেইন জানতে চাইলো।

ব্রি ফার্গো দম্পতিকে দেখিয়ে বলল, ফার্গো দম্পতি। আমার বন্ধু। তারাই ঐ বইটা নিয়ে এসেছে এখানে।

ল্যারেইন তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আ- দূর থেকে বজ্রপাতের শব্দ ভেসে আসায় বাক্যটা বলে শেষ করতে পারলো না। তারপর হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু ড্রিন্ক করা দরকার আমার। হাত কাঁপছে ওর।

বসুন, বলল রেমি। আমি নিয়ে আসছি। পানি চলবে?

ধন্যবাদ, তবে আমার মনে হয় আরো কড়া কিছু দরকার এখন।

বলে রান্নাঘরে দিকে পা বাড়ালো ল্যারেইন। অন্যরাও আসছে তার পিছু পিছু। ডিশওয়াশার র্যাক থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে ফ্রিজ থেকে ভদকার বোতল বের করে আনলো ল্যারেইন। গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিতে যাবে ঠিক তখনই বি বলে উঠলো। তোমার কি মনে হয় ওটা খাওয়া ঠিক হবে এখন? আমাদের কিন্তু পুলিশের কাছে যেতে হবে।

ঠিকই করছি আমি। তোমার কি কোনো ধারণা আছে ক্যাবিনেটের ভিতর থাকতে কেমন লাগে, বিশেষ করে যখন এটাও অজানা যে কেউ তোমাকে খুঁজতে আসবে কিনা?

জবাবে বি কিছু বলল না। ব্রির অস্বস্তিটা বুঝতে পেরে রেমি তার কাঁধে হাত রেখে বলল, তোমরা দুজন কী অবস্থায় ছিলে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারছি না। এমনকি তোমরা কেউই কারো ব্যাপারে কিছুই জানতে না। নিশ্চয়ই অবস্থাটা খুব খারাপ ছিলো তোমাদের জন্য।

হ্যাঁ, খুবই খারাপ ছিলো, ল্যারেইনের চোখের দিকে তাকিয়ে জবাবটা দিল বি।

ব্রির মন্তব্যে কিছুটা চমকে গেছে ল্যারেইন। গ্লাসটা নামিয়ে বলল, ওহ, বি... আমি দুঃখিত। আমাদের কি ক্ষমা করতে পারবে তুমি?

কিসের জন্য?

তারা তো তোমাকেই কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিলো। নিশ্চিতভাবেই আমার থেকেও বাজে অবস্থায় ছিলে তুমি।

এর জন্য দুঃখিত হবার কিছু নেই। মি. অ্যান্ড মিসেস ফার্গো যে আমাকে খুঁজে বের করতে পেরেছে এতেই খুশি আমি।

হা। ভাগ্য ভালো ছিলো তোমার।

ফোনটা কোথায়? ল্যারেইনকে জিজ্ঞেস করলো রেমি। শেরিফের অফিসে ফোন করা উচিত আমাদের। তারা হয়তো আপনি ঠিক আছেন কিনা সেটা জানার অপেক্ষায় আছে।

পুরো বাড়ি জুড়েই বেশ কয়েকটা পোর্টেবল হ্যান্ডসেট আছে। সিঁড়ির কাছের হলওয়াতেও আছে একটা।

কথাটা শুনেই হলওয়ার দিকে পা বাড়ালো স্যাম। কিছুক্ষণ পরই ফোনে কথা বলতে বলতে রান্নাঘরে ফিরে এলো আবার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। আমরা এখানেই থাকবো।

তারপর ফোন কেটে রিসিভারটা কাউন্টারের ওপর রেখে বলল, তারা গোয়েন্দা বিভাগের একজনকে পাঠাবে এখানে।

মাথা ঝাঁকালো ব্রি। তবে রেমি বলল, সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে কী বলল? কাউকে কি ধরতে পেরেছে?

ইনভেস্টিগেটর এখানে এলেই হয়তো ওটার ব্যাপারে জানা যাবে।

ভদকার বোতলটার দিকে একবার তাকালো ল্যারেইন। তারপর আবার স্যামের দিকে ফিরে বলল, এখানে কেন লোক পাঠাচ্ছে ওরা?

ওরা বলতে পুলিশ? আমাদের স্টেটমেন্ট এবং প্রমাণ সংগ্রহের জন্য।

উত্তরটায় ল্যারেইন কিছুটা চমকে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কী ধরনের প্রমাণ?

আঙ্গুলের ছাপ-টাপ, খুব সম্ভবত।

ভদকার গ্লাসটা কাউন্টারে নামিয়ে রাখলো ল্যারেইন। কী একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটছে।

ব্রি এগিয়ে এসে তার বোনের হাতে ধরে বলল, পুলিশ অপরাধীকে খুঁজে বের করবে। কে জানে, হয়তো এতোক্ষণে ধরেও ফেলেছে।

গ্লাসে আরো কিছু ভদকা ঢালার মাধ্যমে নিঃশব্দে জবাব দিলো ল্যারেইন। রেমি অবশ্য এটার জন্য তাকে দোষ দিতে পারছে না। হাজার হোক, সদ্যই বাবাকে হারিয়েছে, আর কিছুক্ষণ আগে নিজেও বন্দী ছিলো ছোটো একটা চাপা জায়গায়। কিচেন টেবিলের সামনে থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওটাতে বসে শুধু বলল, মনে হয় আমাদের সবারই একটু বসে রিল্যাক্স করা উচিত। বেশি দুঃশ্চিন্তিত বা আতঙ্কিত হওয়াটা কোনো উপকারে আসবে না।

ভালো বলেছেন, বোতলটা হাতে নিয়ে টেবিলের দিকে আসতে আসতে বলল ল্যারেইন।
ব্রি, তুমিও একটা গ্লাস নিয়ে এসে জয়েন করো আমার সাথে।

আমি ঠিক আছি।

না, তুমি ঠিক নেই। তারা তোমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। এক ঢোক গিলো তুমিও।

ব্রি অবশ্য তা করলো না। ভদকার পরিবর্তে এক গ্লাস পানি খেয়ে নিলো শুধু। তারপর
কাজিনের পাশে বসে বলল, আমি জানি না তুমি কিভাবে কড়া জিনিসটা গিলতে পারো।

এটা শক্তি যোগায় শরীরে, বলে গ্লাসে লম্বা চুমুক দিলো ল্যারেইন।

ল্যারেইনকে নিয়ে কিছুটা দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছে রেমি। মহিলা যেভাবে ঢোক গিলছে
তাতে তার আশঙ্কা হচ্ছে মানুষটা হয়তো পুলিশ এসে পৌঁছানোর পর কিছু বলার মতো
অবস্থায় থাকবে না। তাই নিজে থেকেই কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিলো ও। অল্প
কয়েকটা প্রশ্নে হয়তো তেমন কোন ক্ষতি হবে না কারো। আশা করছি প্রশ্নটায় হয়তো
কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আসলে কী ঘটছে এসব?

ল্যারেইন মাথা নাড়তে নাড়তে আক্ষেপের স্বরে বলল, যদি জানতাম!

আপনার বাবার ম্যাপ বইটার সাথে কি এসবের কোনো সম্পর্ক আছে?

প্রশ্নটা শুনে ব্রির দিকে একবার তাকালো ল্যারেইন। বলল, বাবা যদি আমার বলা
ক্রেতার কাছে বইটা বিক্রি করতো, তাহলে হয়তো এসবের কিছুই ঘটতো না এখন।

আপনি উনার জন্য ক্রেতা খুঁজে দিয়েছিলেন? জানতে চাইলো রেমি।

হ্যাঁ, বলল ল্যারেইন। একজনকে পেয়েছিলাম। বইটার জন্য অনেক বড়ো অঙ্কের টাকা দিতে চেয়েছিলো লোকটা। বইটার দামের থেকেও কয়েকগুণ বেশি।

ওদিকে স্যাম শুধু এক জানালা থেকে আরেক জানালায় পায়চারি করছে। বাড়ির সামনের দিকটায় তাকাচ্ছে একটু পরপর। রেমি অবশ্য স্যামের দিকে মনোযোগ না দিয়ে ল্যারেইনকে জিজ্ঞেস করলো, কে?

নামটা মনে নেই আমার।

আমার আছে, বলল ব্রি। লোকটার নাম চার্লস এভেরি।

যে নামই হোক, ল্যারেইন তার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বলছে, আমি শুধু এটাই জানি যে, বাবা হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিলো বইটা বিক্রি করবে না। কেন করবে না সেটাও বলেনি।

আঙ্কেল উদ্বিগ্ন ছিলো, ব্রি বলল। বইয়ের কপির ব্যাপারে অনেকগুলো ফোন এসেছিলো তার কাছে। আর এরপর হঠাৎই এক আগন্তুক এলো বইয়ের ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে। খুব সম্ভবত ঘটনাগুলোর টাইমিং-এর কারণেই আঙ্কেল পিছিয়ে গিয়েছিলো।

স্যাম আবার রান্নাঘরে ফিরে এসেছে। জানালা দিয়ে ড্রাইভওয়েতে একবার নজর ফেলে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, টাইমিং?

মাথা ঝাঁকালো ব্রি। বইয়ের প্রথম মুদ্রণের অন্যান্য কপিগুলো থেকে এন্ডপেপার চুরির ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতো আঙ্কেল। আমার মনে হয় আঙ্কেল হয়তো ভেবেছিলো একই কারণে তাকেও কেউ টার্গেট করেছে।

যুক্তি আছে তোমার কথায়, স্যাম বলল। কিন্তু আমরা এটার সাথে জড়ালাম কিভাবে?

মিসেস ফার্গোর সাথে কাজ শুরু পরই আমি আঙ্কেলকে আপনাদের ব্যাপারে বলেছিলাম। বলেছিলাম, আপনারা গুপ্তধন শিকার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ফার্গো ফাউন্ডেশন এবং দাঁতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তখনই আঙ্কেল বলল যে বইটা কি আপনাদের কারো কাছে দেওয়া যায় কিনা। আপনাদের দিতে পারলে নাকি তার কাঁধ থেকে বোঝা নেমে যাবে।

হুম, এখন বুঝতে পারছি, খুব একটা সন্তুষ্ট শোনাচ্ছে না ল্যারেইনকে। বাবা কোনো সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি করেনি, কারণ বাবা আপনাদের কাছে বিক্রি করবে ভেবে ঠিক করে রেখেছিলো।

দোকানে যাওয়ার মুহূর্তটার কথা স্মরণ করে ব্রিকে বলল, দোকানে গিয়ে কিন্তু আমার মনে হয়নি যে উনি আমাদের আশা করছিলেন।

ওটার জন্য দুঃখিত, ব্রি বলল। ঐদিন সকালেই আমি আঙ্কেলকে ফোন করে বলেছিলাম যে আপনারা দোকানে যাবেন। আঙ্কেল তখন অন্য একটা ফোন কলে পাওয়া হুমকি একটু দুঃশ্চিন্তিত ছিলো, তাই আমার কথাটা ভালোভাবে খেয়াল করতে পারেনি।

ক্ষমাসুলভ হাসি ফুটে রয়েছে তার মুখে। আমি ভেবেছিলাম বইটা দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেই আঙ্কেল আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে।

হুম, ল্যারেইন বলল। আর এখন বাবা মরেই গেছে।

ব্রি তার বোনের কাঁধে হাত রেখে স্বান্তনার সুরে বলল, ডাকাতির কথা শুনে আমি রাতেই তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ চোখ চকচক করে উঠলো ব্রির, পানি পড়ছে তার গাল বেয়ে। আমি খুবই দুঃখিত। আমি যেতে পারিনি। এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথেই আমাকে ধরে ফেলেছিলো ওরা। এরপর শুধু জানি, আমি ল্যারেইনের এখানে আছি। গাল থেকে চোখের অশ্রু মুছে রেমির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো ও। তারা বলছিলো, বইটা না পেলে নাকি তারা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। আমি ভেবেছিলাম তারা হয়তো সত্যিই তা করে বসবে। নাহলে আমি কখনো...।

ব্রি, বলল রেমি। তুমি ওটাই করেছেো তোমার যেটা করা দরকার ছিলো। আমি তোমাকে একমুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করিনি।

স্যাম আবাবো জানালার দিকে তাকিয়ে দ্রুত গতিতে পায়চারি করতে শুরু করেছে। প্রতিবারই যখন জানালা থেকে সে তাদের দিকে ফিরে আসে, ততবারই ব্রি আর ল্যারেইন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকায় ওরে দিকে। দুইজনের উদ্বেগ দেখে রেমি মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পানি খাওয়া দরকার আমার। পানি খেয়ে আসছি।

বলে ক্যাবিনেট থেকে একটা গ্লাসে পানি ঢেলে স্যামের দিকে এগিয়ে গেলো রেমি। স্যামের পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, কী করছো তুমি? এভাবে তো তাদেরকে আরো নার্ভাস করে তুলছে।

রেমির দিকে তাকিয়ে স্যাম নিচুস্বরে বলল, আমাদের হাতে মাত্র একটা পিস্তলই আছে। আর আছিও এখন নির্জন এক জায়গায়। এখন আমরা খুবই ইজি টার্গেট। তাই চোখ রাখতে হচ্ছে।

ঠিক তখনই বিজলি চমকালো আকাশে। এতো উজ্জ্বল আলো যে রান্নাঘরও আলোকিত হয়ে গেছে বিজলির কারণে। এরপরই ভেসে এল বজ্রপাতের বিকট এক শব্দ। ব্রি ও ল্যারেইন দুইজনই চমকে গেছে শব্দে। ঠিক তখনই বেজে উঠলো টেবিলের ওপর রাখা হ্যান্ডসেটটাও! চমকে উঠে ওটার দিকে তাকালো ল্যারেইন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলো ও। হ্যালো?... হ্যালো? কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো জবাব আসছে না। আরো কিছুক্ষণ হ্যালো হ্যালো করে ফোনটা কেটে ল্যারেইন বলল, হয়তো কোনো রং নাম্বার ছিলো।

একে-অপরের দিকে তাকালো রেমি ও স্যাম। সত্যি বলতে দুইজন একই কথা ভাবছে এখন। ডাকাতগুলো কল করে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে তারা আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে কিনা।

পিছনের দরজাটা ঠিকঠাকমতো লাগানো আছে কিনা তা চেক করে দেখছে রেমি। আর স্যাম পিস্তলটা বের করে ল্যারেইনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাসায় কি আরো কোনো অস্ত্র আছে?

১০.

ফোন আসার পর থেকে প্রতিটা শব্দই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে ওদেরকে। জানালায় বৃষ্টির পানির ফোঁটার শব্দ, মেঘের গুড়গুড়, বজ্রপাতের শব্দে প্রতিবারই ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে বি ও ল্যারেইন।

পুলিশেরা আর মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্বে আছে। তবে তাদের এখানে এসে পৌঁছার আগ পর্যন্ত একেবারেই স্বস্তি পাচ্ছে না স্যাম। অদ্ভুত ফোন কলটা দুই মহিলাকেই ভয় পাইয়ে দিয়েছে। যদিও ফোন আসাটা কাকতালীয় হতে পারে, তারপরও টাইমিংয়ের কারণে কেউই স্বাভাবিক থাকতে পারছে না।

স্যাম তার হাতের রিভলভারটা রেমিকে দিয়ে দিয়েছে। এর পরিবর্তে ল্যারেইনের মৃত স্বামীর জং ধরা শটগানটা তুলে নিয়েছে ও। মহিলাদের সবাই এখন ফ্রন্ট রুমে বসে আছে। তবে সে দাঁড়িয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাটার ওপর নজর রাখার জন্য।

ল্যারেইন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য একদম প্রস্তুত। স্যামের এই আইডিয়াটা ভালো লাগেনি। তবে এই মুহূর্তে ল্যারেইনের মাথা থেকে আইডিয়াটা সরানোও বেশ

কঠিন কাজ। আর এই কঠিন কাজটাই বেশ ভালোভাবে করছে রেমি। অন্য দুইজনকে বইটার ব্যাপারে নানান প্রশ্ন করে মনোযোগটা অন্য দিকে সরিয়ে রাখছে ও। সবাই কেন এই বইটার পিছনে লেগেছে?

উত্তরটা বলার আগে একবার ব্রির দিকে তাকালো ল্যারেইন। তারপর বলল, আ-আমি তাদেরকে এটার ব্যাপারে বলতে শুনেছিলাম। মানে ঐ লোকগুলোর থেকে যারা আমার বাসায় এসেছিলো। ঠিক তখনই ব্রিকেও নিয়ে আসা হয় এখানে।

তারা কী বলেছিলো আসলে?

বলেছিলো যে তারা বইটা থেকে ম্যাপটা পেলেই চাবির জন্য সবকিছু পেয়ে যাবে। যদি ওটা ওখানে থাকে, তাহলে তারা তাদের টাকাটা পাবে এবং আমাদেরকে ছেড়ে দিবে।

মাথা ঝাঁকালো ব্রি। হ্যাঁ, আমাকেও এটা বলেছে ওরা। তারা আমাদেরকে তখনই ছাড়বে যখন তারা বই এবং তাদের টাকা হাতে পাবে। তবে তারা কোথায় যেন চাবি খুঁজতে যাচ্ছিলো। সত্যি বলতে আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো ভুল বুঝেছি।

বইটা, রেমি বলল ল্যারেইন, কি কারণে তারা ভাবলো যে এটাই ঐ বইটা?

এই ব্যাপারে ব্রি আমার থেকে ভালো বলতে পারবে।

স্যাম ভাবছে, নিশ্চিত ভাবেই বইয়ের ইতিহাসের ব্যাপারে ওরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ধরতে পারছে না। আর একমাত্র যে ব্যক্তিটা এসবের ব্যাপারে জানতো সে এখন মৃত। তোমার আঙ্কেল এটার ব্যাপারে কী বলেছিলো?

আঙ্কেল বলেছিলো, বইটা নিয়ে আরো রিসার্চ করা নাকি বাকি আছে। আঙ্কেল এই কাজটাই করছিলো, তখনই ল্যারেইন চার্লস এভেরি নামের একজনের কাছে বইটা বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলে।

চার্লস এভেরি... স্যামের কাছে নামটা বেশ পরিচিত লাগছে। তবে কেন লাগছে সেটা বুঝতে পারছে না। আরো কিছু বিষয়ও বেশ খোঁচাচ্ছে ওকে। কিডন্যাপের টাইমিং এবং স্থানটাও বেশ অদ্ভুত ছিলো। বইটার জন্য তারা কেন ব্রিকে এতো দূর থেকে ধরে এনেছে? হয়তো ল্যারেইনের নির্জন বাড়ির কোনো সম্পর্ক আছে এর সাথে। তবে এটা ছাড়াও আরো একটা কারণ বেশ খোঁচাচ্ছে ওকে। ল্যারেইন, বলল ও, আপনাকে টার্গেট করার কোনো কারণ বলতে পারবেন?

অবশ্যই। বইটার মালিক ছিলো আমার বাবা।

এটা ছাড়াও কোনো কারণ? যাই হোক, এই চার্লস এভেরি লোকটার সাথে কি আপনি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন?

লোকটাকে কখনো দেখিনি আমি। অন্য একজনকে বাড়িতে পাঠিয়েছিলো।

এছাড়া অন্য কেউ কি বইটার ব্যাপারে জানতে বাসায় এসেছিলো অথবা যোগাযোগ করেছিলো?

মাথা নাড়লো ল্যারেইন। না। কেন?

আমার কাছে একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগছে। সবগুলো ঘটনাই ঘটছে এখানে। অন্য কোথাও না।

আপনার কি মনে হচ্ছে চার্লস এভেরি আছে এটার পিছনে।

সত্যি বলতে এই ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ব্রি দিকে তাকালো ল্যারেইন। এমন কি হতে পারে না যে বাবা এটার ব্যাপারে অন্য কারোর সাথেও কথা বলেছিলো? ব্রি, তুমি বাবার খুব কাছের ছিলে। তোমাকে কি কিছু বলেছিলো?

নির্দিষ্ট কারো ব্যাপারে কিছুই বলেনি। শুধু একবার বলেছিলো সে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। তবে এটাও বলেছিলো যে আঙ্কেল এই বইটা নিয়ে আরো কিছু গবেষণা করতে চায়।

জানালা দিকে তাকালো স্যাম। দূর থেকে হেডলাইটের আলো ভেসে আসছে। ব্রি দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে আবারো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো জানালার দিকে। কখনকার ঘটনা এটা?

ফাস্ট এডিশনের অন্যান্য কপিগুলো থেকে এন্ডপেপার চুরির ব্যাপারগুলো নিয়ে আর্টিকেল বের হওয়ার পরপরই বলেছিলো, বলে পানির গ্লাসটার দিকে হাত বাড়ালো ও। এরপরই ঘটলো ডাকাতির ব্যাপারটা, আর... বলতে বলতে রেমির দিকে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে হাসলো। আমি এরকম কিছু হতে দিতে চাইনি। অন্তত আপনার সাথে না। যদি আমি বইটার ব্যাপারে ভালো করে জানতাম, তাহলে কখনোই বলতাম না ওটার কথা।

যা ঘটেছে ওটার জন্য নিজেকে দোষারোপ করো না, ব্রি, বলল রেমি।

ঠিক তখনই বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো ইনভেস্টিগেটর। তাদের সবার স্টেটমেন্ট। স্যামের গুলি করা ডাকাতটাকে নিয়েই বেশি আগ্রহ লোকটার। কারণ খুব সম্ভবত পুলিশ ওয়ারহাউজে গিয়ে কাউকেই খুঁজে পায়নি। আপনি নিশ্চিত আপনি কাউকে গুলি করেছিলেন? স্যামকে জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দা লোকটা।

পুরোপুরি নিশ্চিত।

আচ্ছা। তাহলে মনে হয় এটার সাথে যে জড়িয়ে আছে সে নিজের পরিচয় দিতে চাচ্ছে না।

এরই মধ্যে সিএসআই টিমও এসে উপস্থিত হলো ঘটনাস্থলে। পাউডার ছিটিয়ে ছিটিয়ে আঙুল ও অন্যান্য ছাপ সংগ্রহ করছে এক মহিলা। সব দেখে আগের থেকেও আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ল্যারেইন। ভদকার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে শুধু। রেমির ধারণা, ল্যারেইনের হয়তো আরো অনেক অনেক বেশি ড্রিংক করা বাকি আছে। অবশ্য এটার জন্য কেউ দোষ দিবে না তাকে।

ডিটেক্টিভের তদন্ত শেষ হতে হতে প্রায় বিকাল পাঁচটার মতো বেজে গেছে। সব শেষ হওয়ার স্যাম ও রেমিকে জানানো যে প্রমাণের জন্য এসইউভিটা নিয়ে যেতে চাচ্ছে, তারা যদি তাদের রেন্টাল কারটা আনতে যেতে চায় তাহলে ডিটেক্টিভের সাথেই যেতে পারবে।

প্রস্তাবটা মেনে নিতে দ্বিধা করলো না স্যাম। রেমি শুধু ব্রির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে যেতে চাও?

ব্রিকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। ল্যারেইনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ল্যারেইনকে একা রেখে যেতে চাই না।

আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না, ল্যারেইন বলল। আমাকে দেখার জন্য এক বন্ধু আসবে। যাও। আমি ঠিকই থাকবো।

তুমি নিশ্চিত?

আমি একা নই, ছাপ নিতে থাকা মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল ল্যারেইন। আর রাস্তাতে মাত্র এক মাইল দূরেরই। যদি আমার বন্ধু। সময়মতো এখানে এসে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে সিএসআইয়ের সাথে করে তার ওখানেই চলে যাবে। যদি ওটা সম্ভব হয় আর কী!

সিএসআইয়ের মহিলা অমত করলো না এতে। বলল যে এতে কোনো সমস্যা হবে না।

তাহলে, হ্যাঁ, রেমির দিকে তাকিয়ে বলল ব্রি। আপনাদের সাথেই যাব আমি।

দুই ঘন্টা পর এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখে জেটটা তাদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

স্যাম ও রেমি দুজনই তাদের ভেজা পোশাকগুলো বদলে নিয়েছে। পোশাকগুলো এসইউভির ভাঙা জানালার কাছে ভরেছিলো। জেটে চড়েই স্যাম চলে গেছে ককপিটে তার ক্রুদের সাথে যাত্রার ব্যাপারে আলোচনা করতে। আর রেমি ওদিকে ব্রিকে নিয়ে মেইন কেবিনের একটা টেবিলের পাশে বসে আছে।

ব্রি অবশ্য ফোনে কথা বলছে এখন। তুমি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে না কেন? আমি বাসায় পৌঁছেই ফোন দিবো তোমাকে... আচ্ছা, পৌঁছার পর কথা বলবো তোমার সাথে।

ফোনটা কাটার পর রেমি জানতে চাইলো, সব কিছু ঠিক আছে?

ল্যারেইনকে ফোন করেছিলাম তার বন্ধু এসে তাকে নিয়ে গেছে কিনা জানার জন্য। নিয়ে গেছে। আমরা ওখান থেকে চলে আসার পর বেশ ভালো পরিমাণেই ড্রিংক করেছে ও।

ওটা তখনই বুঝেছিলাম। ড্রিংকের কথায় মনে পড়লো, ডিনারের আগে কি তুমিও কিছু ড্রিংক করবে?

হ্যাঁ, বলল ব্রি। যদি বেশি ঝামেলা না হয় আর কী!

কী নিবে তুমি? চা, কফি নাকি কড়া কিছু?

আপনি জানেনই... বলতে গিয়ে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে নিলো ও। আমার মনে হয় কড়া কিছুই ভালো হবে। তবে ভদকা না হলেই ভালো। হালকা শেরি হলেই চলবে।

ঠিক তখনই ট্রেতে করে পনির ও চিপস নিয়ে এসে উপস্থিত হলো তাদের ফ্লাইট এটেন্ডেণ্ড স্যান্ড্রা। রেমি ওসবের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, দুই গ্লাস শেরি হলে ভালো হয়। সত্যি বলতে, স্কচও নিয়ে এসো। কোনো সন্দেহ নেই যে স্যামও আমাদের সাথে জয়েন করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শেরি ও স্কচ নিয়ে আবার ফিরে এলো স্যা। তারপর আবার চলে গেলো তার নির্দিষ্ট জায়গায়। রেমি তার গ্লাসটা তুলে একটা চুমুক দিয়ে বলল, তোমাকে ফিরে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আমার।

ধন্যবাদ, ক্লান্তি হাসি হেসে বলল ব্রি। তারপর গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো। অ্যালকোহলের স্বাদে মুখ কিছুটা বিকৃত হয়ে গেছে ওর। আমি যতটায় অভ্যস্ত, তার থেকেও কিছুটা বেশি কড়া এটা।

মুচকি হেসে উঠলো রেমি। তখনই স্যামও এসে যুক্ত হলো তাদের সাথে। রেমির পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো, ল্যারেইনের অবস্থা কী এখন?

ভালোই, মনে হয়। খুব আপসেট হয়ে আছে ও। সবকিছুর জন্য ক্ষমা চাচ্ছে বারবার। বলছে এটা নাকি তারই দোষ, সে ই চার্লস এভেরিকে এটাতে টেনে এনেছে।

ট্রেতে কয়েকটা চিপসের টুকরো তুলে নিয়ে স্যাম বলল, আমরা কিন্তু এখনো জানি না আসলেই এর পিছনে ঐ লোকটা আছে কিনা।

ল্যারেইন ভাবছে ঐ লোকটার হাত আছে। ও বলছে ডাকাতদের একজন নাকি ফোনে চার্লি নামের একজনের সাথে মার্কারের ব্যাপারে কিছু বলাবলি করছিলো।

মার্কার? স্যাম বলল।

বইটার সাথে হয়তো কোনো সম্পর্ক আছে ওটার। আমি ধরে নিচ্ছি। এটার সাথে হয়তো ঐ চাবিটার সাথে জড়িত কিছু হবে।

ও কি কোনো জায়গার কথা বলেছে? জানতে চাইলে স্যাম।

কোনো আইল্যান্ডের কোনো পিট বা ওকের ব্যাপারে যেন কী বলছিলো ও। ল্যারেইন অবশ্য প্রচুর মদ্যপ হয়ে আছে এখন, বলল ব্রি।

ঠিক তখনই ককপিট থেকে আবারো মেইন কেবিনে ফিরে এলো স্যা। এসে স্যামের দিকে হেসে তাকিয়ে বলল, বাধা দেওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন, মি, ফার্গো। টেকঅফের জন্য ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি আমরা।

একটু অপেক্ষা করো, বলে ব্রি দিকে তাকিয়ে বলল, ল্যারেইন কি ওক আইল্যান্ডের মানি পিটের কথা বলছিলো?

হতে পারে। তার কথা আসলে স্পষ্ট বুঝতেও পারিনি অতোটা।

তোমার কী মনে হয়, রেমি? জানতে চাইলো স্যাম।

নোভা স্কশিয়া? রহস্যটার শেষ বিন্দু পর্যন্ত দেখার ইচ্ছা আছে ওর, তবে সে এখন ব্রি সুস্থতা নিয়েই বেশি দুঃশ্চিন্তিত হয়ে আছে। যদি ব্রি এই যাত্রার জন্য রাজি থাকে, তাহলে ওখানে যাওয়া উচিৎ আমাদের।

আমি ঠিকই থাকবো। আমাকে নিয়ে ভাববেন না।

সম্ভব হয়ে স্যাম স্যাভাকে জানালো, পাইলটকে জানাও যে ফ্লাইট প্লানে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এখন গন্তব্য হ্যালিফ্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল। ব্রিকে ওখান থেকেই বাসায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো আমরা।

ওকে, মি. ফার্গো।

স্যাভো চলে যেতেই ব্রি বলল, ডাকাতগুলো যদি এখনো ওখানে থেকে থাকে? আমি নিজেও বাসায় যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না।

তার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিশীল হাসি হাসলো রেমি। বলল, সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু তুমি চাইলে লা জোলায় আমাদের ওখানে থাকতে পারো।

ঐ বাড়িটাকে আসলে একটা দুর্গ বলা যায়। তুমি নিরাপদেই থাকবে আমাদের এখানে।
সাথে সায় দিলো স্যাম।

মাথা নাড়লো ব্রি। না, আমি কোনোভাবেই আপনাদের বোঝা...

তুমি তা হবেও না, রেমি জানলো। তুমি আর সেলমা একসাথে থাকলে আমরা দ্রুতই
এই রহস্যের সমাধান করতে পারবো। বলতে গিয়ে মনে পড়লো, ল্যারেইন বলছিলো
বইয়ের ইতিহাসের ব্যাপারে নাকি তুমিই বেশি জানো...?

অল্প কিছুটা। আমি এট জানি যে আফেল জেরান্ড বইটা কিনেছিলো আমার বাবার
দিকের এক দূরবর্তী আত্মীয়ের এস্টেট সেলের সময়। কিং জনের সময়ের পর থেকেই
মার্শাল ফ্যামিলির পুরুষরা তাদের এই স্বগোষিত পাবিরারিক ইতিহাসকে পাহারা দিয়ে
আসছিলো। বলতে গিয়ে হালকা হেসে উঠলো ব্রি। অবশ্যই, এটা কোনোভাবেই সম্ভব না,
কারণ এই বইটা লেখাই হয়েছিলো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকের সময়ে। আর,
আপনারাই বলুন, জলদস্যু ও প্রাইভেটিয়ারদের নিয়ে লেখা একটা বই কেউ কি প্রজন্মের
পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষণ করে যাবে?

করবে না। তবে যদি মূল্যটা সবার আগ্রহের চাবিটার মতো কিছু সাথে। সম্পর্কিত হয়ে
থাকে, তাহলে কিন্তু আলাদা কথা। তাই না? রেমি বলল।

এমনকি এই বইটার ইতিহাস নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বইয়ের ম্যাপগুলোর জন্য একটা
চাবি আছে, আর এই ম্যাপটা হলো জলদস্যু ও প্রাইভেটিয়ারদের নিয়ে-যাদের আগমনই

ঘটেছে কিং জনের শাসনকালের আরো কয়েক শতাব্দী পর। তো, বুঝতেই পারছেন আপনারা। আমি জানি না কিভাবে এই বইটা আমাদের কোনো সাহায্যে আসতে পারে।

ব্রি দিকে তাকিয়ে রেমি মুচকি হেসে বলল, তেমন কিছু না হলেও, আগ্রহ জাগানিয়া ইতিহাস বলাই যায়।

আপনারা দুইজনই আমার সাথে অনেক ভালো আচরণ করেছেন। এতো কিছু ঘটর পরও- কথা থামিয়ে দিয়ে হাসার চেষ্টা করলো ব্রি, কিন্তু পারলো না। বরংচ আরো কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

স্যামকে সরার ইশারা করে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো রেমি। তারপর গিয়ে বসলো ব্রি পাশে। মেয়েটাকে ভালো করে জড়িয়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করছে। হয়তো হাত-মুখ দিয়ে একটু ঘুমানো উচিত তোমার। একটা ভালো ঘুম দিলেই কিছুটা ভালো বোধ করবে। আর এসব নিয়ে কথা বলার জন্য পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে।

মাথা ঝাঁকালো ব্রি। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

ব্রিকে সাথে নিয়ে বিমানের পিছনের অংশে থাকা স্লিপিং কোয়ার্টারগুলোর দিকে নিয়ে গেলো রেমি। কয়েকমিনিট পরেই ফিরে এলো আবার। বেচারী, স্যামকে বলছে, খুবই খারাপ লাগছে ওর জন্য।

তার কিন্তু দুঃখবোধ করার অধিকার আছে। শুধু ভাবো তোমার আঙ্কেল মারা গেছে, এবং এরপর তোমাকে কিডন্যাপ করেছে কেউ।

ও এখন নিরাপদ আছে। এবং এটাই সবচেয়ে মুখ্য বিষয়। বলে গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরে একটা চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলো রেমি। স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে শুধু। তো, এখন কী বলবে? তোমার বলা আরাম ও বিশ্রামের সপ্তাহটা শুরু হচ্ছে কবে থেকে?

আহা, রেমি! ভালো একটা মুহূর্তকে নষ্ট করছো কেন? প্রতিদিন তো আর নিশ্চয় নর্থ ক্যারোলিনার টারমাকে বসে পঁচিশ বছরের পুরোনো স্কচ খাওয়া হয় না।

নষ্ট করার কোনো চেষ্টাই করছি না আমি। বলে ড্রিংকে চুমুক লাগালো রেমি। মুহূর্তটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করছে। স্যামের অন্যান্য গুণগুলোর মধ্যে এটাকেও বেশ পছন্দ করে রেমি। সবসময়ই হাসিখুশি মুডে থাকতে পারে মানুষটা। শুধু ভাবছি আমার ক্যালেন্ডারের আরো কয়েকটা দিন এভাবে আটকে রাখা উচিত হবে কিনা!

তাহলে, কালদিন পর থেকেই শুরু হবে সপ্তাহটা।

কাল থেকে না? রেমি বলল।

প্রশ্নটার কোনো জবাব না দিয়ে স্যাম প্রসঙ্গ পালটে বলল, ওক আইল্যান্ডে পৌঁছার আগেও কিন্তু আরো অনেক কিছু করা বাকি আছে আমাদের। ধরেই নিচ্ছি ব্রি হয়তো তার কাজিনের মদ্যপ কথাগুলো স্পষ্টভাবেই শুনতে পেয়েছে। তারমানে ওখানে যাওয়ার

পর হয়তো দুই তিনজন ক্ষিপ্ত গডফাদারের টার্গেট প্র্যাক্টিসেও পরিণত হতে পারি আমরা।

ট্রিপ ইনস্যুরেন্স করা আছে তো আমাদের?

আমি জানতাম আমি কিছু একটা ভুলে গেছি, আঙুলে চুটকি বাজিয়ে বলে উঠলো স্যাম।

হুম। তা এই চার্লস এভেরি নামের লোকটাকে নিয়ে ধারণা কী তোমার?

কথাটা শুনে স্কচের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলো স্যাম। হাতে নিয়ে গ্লাস নাড়তে নাড়তে গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহগুলো নিয়ে ভাবছে। একটা-দুটো ঘটনা না, বরং সবগুলো ফ্যাক্টস নিয়েই বিবেচনা করছে! টাইমিংই তো সবকিছু, তাই না?

আমিও এই একই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম। লোকটা হুট করেই জানতে পারলো যে সে বইটা পাবে না। আর এরপরপরই ঘটলো ডাকাতি ও কিডন্যাপিংর ঘটনাগুলো।

এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে নিলো স্যাম। টেবিলের পাশে থাকা প্যাড এবং কলম হাতে তুলে নিয়ে বলল, এই নামটা আমি সেলমার গবেষণার তালিকায় যুক্ত করলাম। এতে করে শুধু আমরা চার্লস এভেরি সম্পর্কেই না, সাথে সাথে সে কেন এই বইটার ওপর আগ্রহী সেটাও জানতে পারবো।

চার্লস এভেরি

১১.

চার্লস এভেরি তাঁর হতে যাওয়া নতুন সম্পদের তালিকাটা পরীক্ষা করে দেখছেন। রাগে গা জ্বলছে তার। যখন কোনো পুরোনো ও বিরল কোনো গুপ্তধন তিনি নিজের আয়ত্তে আনতে না পারেন, তখন মেজাজ ঠাণ্ডা করেন দেউলিয়া অবস্থার ধারে থাকা কোম্পানিগুলোর খোঁজ নিয়ে। যৎসামান্য বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোম্পানিটা কিনে নিবেন উনি, তারপর একটু একটু করে ধ্বংস করে দিবেন ওটাকে। এবং সাথে সাথে বেশ ভালো অংকের একটা লাভও তুলে আনবেন। অবশ্য এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর বেকার কর্মচারীদের হতাহতের ঘটনাও শোনা যায়। কিন্তু সাফল্য পেতে হলে তো কিছু জীবনকে উৎসর্গ করতেই হয়। এটাই ভাবতে পৃষ্ঠাগুলো উলটে উলটে দেখছেন তিনি। ডেস্কের উল্টোপাশে বসে তার মতামতের অপেক্ষা করছে তার প্রধান অর্থনির্বাহী অফিসার।

সংখ্যাগুলোতে বেশ সন্তুষ্ট এভেরি। ফাইলটা বন্ধ করে বললেন, অন্য কেউ কি এগুলোর ওপর আগ্রহ দেখিয়েছে?

না, স্যার। এখনো না।

কোম্পানির সূচনালগ্ন থেকে মার্টিন এডওয়ার্ডস তার প্রধান অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে। অর্থায়নের ব্যাপারে মার্টিনের ওপর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে তার। তোমার কোনো রিকমেন্ডেশন?

সবকিছু বিবেচনা করলে- কলিন ফিস্ককে রুমের দিকে আসতে দেখে কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলো মার্টিন।

বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত, মুখে বললেও তার গলার স্বরে দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই, তবে আমার কাছে এমন একটা খবর আছে, যেটা প্রকাশ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারছে না।

ফিস্কের দিকে তাকালেন এভেরি। লোকটার হাবভাব দেখে খবরটা ভালো না খারাপ তা বুঝার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ফিস্কের মুখে কোনো অভিব্যক্তিই নেই। তাই মার্টিনের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, সংখ্যাগুলোই তো তাদের হয়ে কথা বলছে। অবশ্য যদি আমার চোখের আড়ালে কিছু থেকে থাকে, তাহলে আলাদা কথা।

না, স্যার। আমার মত হলো, আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

তাই করো। আর এখন যদি পারো, আমাদেরকে একটু একা ছেড়ে দাও। ব্যবসাবিষয়ক কিছু কথা আছে আমাদের।

দেরি না করে কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়িই রুম থেকে বেরিয়ে গেলো মার্টিন।

মার্টিন পুরোপুরি চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন এভেরি। তারপর ফিস্কের দিকে ফিরে বললেন, কাজটা কি সম্পন্ন হয়েছে?

আমরা বই আর চাবিটা পেয়ে গেছি। রাস্তায় আছে এখন, স্বল্প সময়ের ভিতরেই আপনার হাতে চলে আসবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন এভেরি। ফলাফলে বেশ সন্তুষ্ট তিনি। আর ফার্গোরা? তারা কি গল্পটা বিশ্বাস করেছে?

সত্যি বলতে, ঠিক ওভাবে করেনি। তারা আমার লোকদের অনুসরণ করে ওয়ারহাউজ পর্যন্ত চলে এসেছিলো।

আমাকে জানাও যে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পালিয়ে গেছে ওরা। আমার দুজন লোকও তাই করেছে। তবে তারা এখন কোনো বড়ো সমস্যার কারণ হবে না।

চেয়ারের হাতলে খাবলে ধরলেন এভেরি। রাগে কোনো কিছু ভেঙে চুরমার করতে ইচ্ছা করছে তার। ফার্গোরা ইতিমধ্যেই তার যথেষ্ট পরিমাণ সময় ও টাকা নষ্ট করেছে। আমি এই গুপ্তধন শিকারীদের ব্যবস্থা হওয়া দেখতে চাই।

এই মুহূর্তে তারা আমাদের জন্য গোলাপের কাটা ছাড়া আর কিছুই না।

কাটাগুলোর বিষাক্ত হয়ে উঠার ক্ষমতা আছে। যদি পরবর্তীতে আমার কোনো অপারেশনে তাদের ছায়া দেখা যায়, তাহলে সরাসরি মেরে ফেলবে।

বস, ইতিমধ্যেই আমার পরিকল্পনাটা কাজ করতে শুরু করেছে।

কী রকমের প্ল্যান?

দুই মহিলাকে জড়িয়ে। পিকারিংর মেয়ে এবং ভার্জি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য ওরা বেশ উপকারী দিকই ছিলো। যদি সবকিছু প্রত্যাশামতো এগিয়ে যায়, তাহলে হয়তো এক-দুই দিনের ভিতরেই ভালো কোনো সংবাদ শোনার সম্ভাবনা আছে আমাদের।

.

১২.

জেটের কেবিনে একে-অপরের সামনাসামনি অবস্থানে আছে স্যাম ও রেমি। দুইজনই তাদের সঙ্গ উপভোগ করছে। ওক আইল্যান্ডের ইতিহাস এবং বিখ্যাত মানি পিটের ব্যাপারে জানা তথ্যগুলো স্মরণ করে দেখছে রেমি। আর স্যাম ওদিকে চার্লস এভেরির ব্যাপারে সেলমার পাঠানো রিপোর্টটা পড়ে দেখছে।

বেশ কিছুটা পড়ার পর স্যাম রেমির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কেন যেন লোকটাকে পরিচিত লাগছিলো। এখন মনে পড়েছে, নামটা ফোর্বসে পড়েছিলাম। কর্পোরেশন

রেইডিংর মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে লোকটা। আর যখন রেইডিংর কোনো কাজ না থাকে, তখন উপকূলীয় অ্যান্টিক সংগ্রহ করে। এই ব্যাপারে লোকটা নিজেকে বেশ দক্ষও ভাবে বটে।

তাহলে আমরা কেন আগে লোকটার ব্যাপারে কিছু শুনিনি।

কারণ আগে কখনো আমাদের পথ ক্রস করেনি। আর লোকটা এখন পর্যন্ত যে সংখ্যক মানুষের ব্যবসা অকেজো করে দিয়েছে, তাতে আশা করছি লোকটার সাথে যেন আমাদের কখনোই কোনো দ্বন্দ্ব না হয়।

স্যামের কথা শুনে হেসে উঠলো রেমি। ঠিক তখনই ব্রিও এসে উপস্থিত হলো কেবিনে। ঘুমানোর কারণে বেশ তরতাজা দেখাচ্ছে এখন তাকে। কিছুটা ভালো লাগছে এখন? রেমি জিজ্ঞেস করলো।

অনেকটাই।

সাইডবোর্ডে থাকা ডিনার দেখিয়ে স্যাম বলল, খেয়ে নাও তাহলে। সেলমা ওদিকে আগামীকাল বিকালের দিকে তোমার বাসায় ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

ধন্যবাদ। তারপর টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ওক আইল্যান্ড? আপনারা নিশ্চিত যে ল্যারেইন এই জায়গার কথাই বলেছিলো?

এখন পর্যন্ত পাওয়া সমস্ত তথ্য বিবেচনা করার পর এটাকেই একমাত্র যৌক্তিক উপসংহার বলা যায়। আর বইয়ের এন্ডপেপারে যে ম্যাপটা ছিলো সেটার সাথেও ওক আইল্যান্ডের বেশ মিল আছে। আইল্যান্ডের ব্যাপারে কিছু জানো তুমি?

অল্প কিছুটা। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে দুই কিশোর ওখানে খুঁড়ে কিছু পাথর এবং ওক গাছের গুঁড়ি খুঁজে পেয়েছিলো। এরপর থেকেই অবাস্তব গুপ্তধনের আশায় শিকারিদের খোঁড়াখুঁড়ি চলছে ওখানে।

হ্যাঁ, সতেরোশো পঁচানব্বই সালের কথা ওটা, বলল রেমি। সত্যি বলতে, পাইরেটস অ্যাণ্ড প্রাইভেটিয়ার্সও তখনই এসেছিলো বাজারে।

কাকতালীয় ঘটনা? ব্রি জিঙ্ক্‌স করলো।

রিপোর্টের কাগজটা থেকে চোখে তুলে তাদের দিকে তাকালো স্যাম। আমার মত জানতে চাও? হ্যাঁ, কাকতালীয় ব্যাপারই। সত্যি বলতে, আমার কখনো মনে হয়নি যে ওক আইল্যান্ডে কোনো গুপ্তসম্পদ আছে। আর বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের গবেষণার প্রতিবেদনও আমার ধারণার স্বপক্ষেই কথা বলছে।

টেবিল থেকে দ্বীপের ব্যাপারে লেখা কাগজগুলোর একটা হাতে তুলে নিলো ব্রি। বলল, তাহলে এভেরির লোকেরা ওখানে যাচ্ছে কেন? ধরে নিলাম চার্লস এভেরিই রয়েছে এসবের পিছনে।

এগুলো পড়ে যা বুঝলাম, সেলমার পাঠানো কাগজগুলো দেখিয়ে বলছে স্যাম, তাতে আমি নিশ্চিত এসব এভেরিরই কাজ। আর যদি তাদের ওখানে গিয়ে গুপ্তধন খোঁজার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে থাকো-তাহলে বলবো, সবাইই কিন্তু প্রমাণের ওপর বিশ্বাস করে না।

ট্যাবে ডাউনলোড করা পাইরেটস বইয়ের ছবিগুলো থেকে কিছু একটা খুঁজছে স্যাম। এন্ডপেপারের আড়ালে থাকা ম্যাপের ছবিটা খুঁজে বের করে বাড়িয়ে দিলো বির দিকে। তারপর ও আইল্যান্ডের আসল ম্যাপটা দেখিয়ে বলল, আমার মতটা অবশ্য বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করা না। তবে ম্যাপদুটো দেখো। বইয়ের ম্যাপটার সাথে অদ্ভুত মিল রয়েছে ওক আইল্যান্ডের। তারপর স্যামের দিকে ফিরে বলল, এমনকি, তোমাকেও মানতে হবে যে ম্যাপদুটো আসলে দেখতে প্রায় একই রকম।

ম্যাপটার সাথে কিন্তু আটলান্টিকে থাকা অন্যান্য ছোটোখাটো দ্বীপেরও মিল আছে। ঐসময় স্যাটেলাইট ছবি তোলা ব্যবস্থা থাকলে ভালোই হতো।

রেমি অবশ্য এতে ক্ষেপে যায়নি। ওক আইল্যান্ডে পাওয়া ঐ সাইফার স্টোনটার ব্যাপারে কী বলবে যেটায় লেখা ছিলো দ্বীপের মাটির চল্লিশ ফুট গভীরে দুই মিলিয়ন পাউন্ড লুকিয়ে আছে?

তুমি কি ঐ রহস্যময় পাথরটার কথা বলছে যেটা হুট করেই পিটে পাওয়া গিয়েছিলো? যেটা কেউ কখনো দেখিনি-হুট করেই হাজির হয়ে গেলো। ওটার তো মিথ্যা গুজব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ওক আইল্যান্ডের গুপ্তধনের ব্যাপারে স্যামের অনাগ্রহের ব্যাপারটা ভালো করেই জানে রেমি। দেখে হয়তো ওরকমই মনে হবে। তবে যাই হোক, আমাদের কিডন্যাপাররা তো নিশ্চয় কোনো কারণ ছাড়া ঐদিকে যায়নি। তাই আমাদেরও ঐ দ্বীপটার ব্যাপারে সব গল্পই জেনে রাখা উচিত। আর এটাও যদি তোমার আগ্রহ বাড়ানোর মতো যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে ওখানে থাকা শিপেরেকগুলো হয়তো তা বাড়াতে পারবে। আমরা যেটা খুঁজছি সেটাও হয়তো কপাল ভালো হলে ওখানেই থাকতে পারে।

টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে রেমির দিকে ফিরে বলল, আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব।

এবং আমরাও তোমার সাহায্য পেলে খুশি হব। স্যাম?

হ্যাঁ, অবশ্যই। বির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল স্যাম। রেমি ঠিকই বলেছে। আমরা কী ভাবছি সেটা আসলে কোনো বিষয়ই না। তারা যদি ওদিকে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই কোনো কারণেই গেছে। আর গত কয়েকদিনে তারা আমাদের যতটা বিপদের মধ্যে ফেলেছে-বিশেষ করে তোমাকে-এরপর আমি এখন শুধু কারণটাই বের করতে চাচ্ছি।

অবশ্য অল্প সময়ের ভিতরেই নোভা স্কশিয়ায় পৌঁছে যাওয়ায় দ্বীপের রহস্যের ব্যাপারে খুব একটা বেশি কিছু জানতে পারলো না ওরা। এটুকুই জেনেছে যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে অনেকেই মানি পিট খোঁড়ার কাজে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। তাদের বিশ্বাস মানি পিটের মাটির নিচে নাকি গুপ্তধন লুকানো আছে। রেমি আশা করছে স্বশরীরের দ্বীপে গেলেই হয়তো ওরা আরো বেশি কিছু জানতে পারবে।

পরদিন সকালে হ্যাঁলিফ্যাক্স থেকে ভাড়া করা গাড়িতে করে ম্যাহোন বের পশ্চিমা উপকূলে অবস্থিত ওক আইল্যান্ডের দিকে যাত্রা করলো স্যাম ও রেমি। ব্রি আসেনি তাদের সাথে। জেট ক্রুদের সাথেই রয়ে গেছে ও। বলেছে, ওখানেই নাকি ও বেশি নিরাপদবোধ করছে।

সেলমার মাধ্যমে বিখ্যাত মানি পিট টুরের দুটো স্পট রিজার্ভ করে নিয়েছে ওরা। গতব্যে পৌঁছুতে বেশিক্ষণ লাগলো না। গাড়ি থেকে বের হওয়ার পর রেমি স্যামকে জিজ্ঞেস করলো, পর্যটকদের ভিড়ে থাকাটা কি ঠিক হবে বলে মনে হয় তোমার?

রেমির উদ্বেগ বুঝতে পেরে তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো স্যাম। তারপর নিশ্চয়তা দিয়ে বলল, ব্রি আর ল্যারেইনকে আক্রমণ করা মানুষগুলো কিন্তু চাম্ফুস সাক্ষী না রাখার ব্যাপারে বেশ সতর্ক ছিলো। একটু ভেবে দেখো তুমি। তারা যদি এখন এই ট্যুরে থেকেও থাকে, তাহলেও কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে কিছু করতে পারবে না। যদিও আমার মনে হয় না যে তারা এখানে আসবে। তারপরও যদি আসে, তাহলে এই ভিড়ই আমাদের নিরাপদে রাখবে।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। আর জায়গাটায় আসলেই প্রচুর প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতি রয়েছে। রেমি জানতে দ্বীপটা বেশ জনপ্রিয়, কিন্তু কখনো ভাবেনি যে দুইঘণ্টা ওয়াকিং টুরের জন্য এতো মানুষ জড়ো হবে। আবহাওয়াটা খুবই চমৎকার। আকাশ পুরোপুরি নীল, মেঘমুক্ত। সাথে বইছে মৃদু বাতাস।

পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চা সবাই জড়ো হয়েছে এখানে। কারো হাক শুনে সবাইই ফিরে তাকালো শব্দের দিকে। হাকটা তাদের টুরিস্ট গাইডের। গাইডের বয়স অল্প, বিশের কোঠায় হবে খুব সম্ভবত। তার ডাক শুনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পর্যটকরা এসে এক জায়গায় জড়ো হতে শুরু করেছে। রেমি আর স্যামও এসে দাঁড়ালো ভিড়ের পিছন থেকে। প্রায় ত্রিশ জনের মতো পর্যটক আছে এখানে। ভিড়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো রেমি। বলল, বেশ ভালোই জনপ্রিয় দেখছি জায়গাটা।

আসলেই। তবে এর মধ্যে পরিচিত কোনো মুখ দেখতে পেয়েছো?

পরিচিত মুখ বলতে এভেরির লোকদের বুঝিয়েছে স্যাম। রেমি এটা ধরতে পেরে বলল, না। আর আমরা আসলে কী খুঁজছি এখানে?

ভালো একটা প্রশ্ন। সময় গড়ালেই হয়তো জানা যাবে।

আগ্রহের ভান ধরে গাইডের কথা শুনছে ওরা। গাইড এখন দ্বীপের ইতিহাসের ইতিবৃত্তান্ত শোনাতে শোনাতে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে থাকা একমাত্র ওক গাছটার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দলটাকে। যদি ইতিহাসের বক্তব্যগুলো সঠিক হয়ে থাকে, গাইড বলছে, পিটে সর্বপ্রথম খুঁড়া ছেলেরা মাটির নিচে কয়েকস্তর বিশিষ্ট বিদেশী পাথর এবং প্রতি দশ ফুট দূরে দূরে বেশ কিছু ওক গাছ আবিষ্কার করেছিলো। প্রায় ত্রিশ ফুট পর্যন্ত খুঁড়ার পর হাল ছেড়ে দিয়েছিলো ওরা। তারপর উনিশ শতকের শুরুর দিকে তাদের একজনের পুনরায় মনে পড়ার আগ পর্যন্ত গর্তটা ওভাবেই পড়েছিলো। এর আগ পর্যন্ত কেউ আর স্পর্শও করেনি। এরপর থেকেই শুরু হলো হাজার হাজার মানুষের টাকা

খরচ করে এখানে খুঁড়ার কাজ। ঐ দুই ছেলের কেউ ধারণাও করতে পারেনি যে ভবিষ্যতে জায়গাটায় খননের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের খরচ করবে মানবজাতি। আর খনন করে কী খুঁজছে সবাই? কী রহস্য লুকিয়ে আছে এখানের মাটির নিচে? টেম্পলারদের গুপ্তধন? নাকি ভুলে যাওয়া কোনো যাজকের সমাধিকক্ষ? নাটকীয়ভাবে বলে থেমে গেলোলোকটার। তারপর ধীরে ধীরে বলল, কেউ জানে না তা। তবে ওক আইল্যান্ডের নতুন মালিকেরা সেটা বের করার জন্য বেশ তৎপর হয়েই নেছে। আর আপনারা কী করবেন সেটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারও আমরা আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। এখন আপাতত উপভোগ করুন জায়গাটা। আসুন আমার সাথে...।

বলে সবাইকে নিয়ে পিটের ভিতরের দিক বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে এখন। হাঁটতে হাঁটতে জায়গাটার ব্যাপারে আরো ইতিহাস বলছে গাইড লোকটা। তবে অজানা কোনো ইতিহাস জানা গেলো না গাইডের থেকে। ইন্টারনেট ঘেটে যতটুকু জানা গেছে, গাইডও সেগুলোই বলছে। পিট, চিহ্ন সম্বলিত কিছু পাথর, কেউ বেশি খুঁড়ে ফেললে সুড়ঙ্গের মাধ্যমের গর্তের পানিতে ভরে যাওয়া... সবই আগে থেকে জেনে এসেছে ওরা।

সত্যি বলতে, দুইঘন্টার ভ্রমণটাকে পুরোপুরি সময়ের অপচয় বলে মনে হচ্ছে তাদের। হাঁটতে হাঁটতে এখন বাইরের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়েছে পর্যটকের ভিড়টা। এখানেও রহস্যময় চিহ্নসম্বলিত একটা পাথর রয়েছে। মানি পিটের দিকে নির্দেশ করে আছে পাথরের মুখটা। পাথরের উপস্থিতিটা মানি পিটের কিংবদন্তিকে আরো জোরালো একটা মাত্রা দিচ্ছে। ঠিক তখনই স্যাম রেমি বলে উঠলো, শুনেছো?

পানির ওপর থেকে মোটরবোটের জোরালো শব্দ ভেসে আসছে।

ওখান থেকে আসছে, বলে তাদের থেকে পূর্ব দিকে থাকা একটা ছোটো দ্বীপের দিকে নির্দেশ করলো স্যাম। রেমি ওদিকে তাকিয়ে দেখলো একটা মোটরবোটে করে দুইজন পুরুষ দ্বীপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঐ ডাকাতগুলোই কি? জিজ্ঞেস করলো ও। স্যাম ওদিকে বাইনোকুলার দিয়ে তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে।

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে, বলে বাইনোকুলারটা রেমির দিকে বাড়িয়ে দিলো স্যাম।

বাইনোকুলারের ফোকাসটা ঠিক করে ওদিকে তাকালো রেমি। দেখলো দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলের ধারের পানিতে একটা বোটে ভেসে আছে। বোট থেকে ব্যাকপ্যাক ও কোদাল নিয়ে একজনকে নামতে দেখলো ও। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কিছু একটা খুঁজছে লোকটা। লোকদুটোকে চিনতে কোনো সমস্যা হলো না তার। আমাদের বই ডাকাত এবং নকল পুলিশদের একজন।

স্পষ্টতই তারা এমন কিছু একটা জানে যেটা আমরা জানি না।

আরো কিছুটা হেঁটে গিয়ে হঠাৎ করেই রেমিকে ভিড় থেকে সরিয়ে আনলো স্যাম। পিটের দিকে না গিয়ে বরং এখন গাছের সারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে তাকিয়ে আছে অন্য দ্বীপে থাকা লোকদুটোর দিকে।

কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে ওরা, বলল ও। বড়ো পাথরটার পিছনে খুঁড়ছে এখন।

এককিউজ মি, হঠাৎই কেউ একজন বলে উঠলো তাদের পিছন থেকে। আপনাদের তো এখানে থাকার কথা না।

তাকিয়ে দেখে টুর গাইডদের একজন দাঁড়িয়ে আছে তাদের থেকে কয়েক ফুট দূরে।

দুঃখিত, স্যাম বলল, আমরা বুঝিনি যে...

অন্যদের সাথে জড়ো হওয়া উচিত আপনাদের।

গাইডকে অনুসরণ করে আবারো দলটার সাথে এসে একত্রিত হলো ওরা।

স্যাম গাইডের কাছে জানতে চাইলো, ওখানে একটা দ্বীপ দেখলাম। নাম কী ওটার?

গাইড স্যামের নির্দেশ করা দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে বলল, ওটা? ওটা ফ্রগ আইল্যান্ড।

রেমি জানতে চাইলো, ওক আইল্যান্ডের রহস্যের কোনো অংশ ওটা?

এখানের কোন অংশটা রহস্য না?

নির্দিষ্ট কোনো রহস্য আছে ওটাকে ঘিরে?

রেমির দিকে ভালো করে তাকালো লোকটা। তারপর বলল, সত্যি বলতে এমন কিছু গুজব চালু আছে। একটা সময় নাকি ফ্রগ আইল্যান্ডের সাথে এক আইল্যান্ডের কানেকশন ছিলো। পানির নিচের কোনো সুড়ঙ্গের মাধ্যমে। যদিও আমি ভেবে পাই না

কোনো ধরনের ফ্লাডিং ঘটানো ছাড়াই কিভাবে সম্ভব এটা। হয়তো কেউ গুপ্তধনের আশা খুঁড়ছিলো, আর তখনই নতুন গুজবটা চালু হয়েছে। বলতে বলতে তটরেখার দিকে নির্দেশ করলো লোকটা। বোট দাঁড়িয়ে থাকা ঐ উপসাগরটা দেখতে পাচ্ছেন? গুজব অনুযায়ী ওখানেই নাকি সুড়ঙ্গটা বানানো হয়েছিলো।

স্যাম ও রেমি তাকালো ওদিকে। দেখলো যে লোকদুটো এখন আবার বোটের কাছে ফিরে গেছে। তাদের ব্যাগ ও কোদালগুলো ছুঁড়ে রাখছে বোটে। আপনার কি এই গুজবটা সত্য বলে মনে হয়? রেমি জানতে চাইলো।

হেসে উঠলো লোকটা। অবশ্যই আশা করি আমি। যদিও মানুষকে টাকা অপচয় করে এখানে খুঁড়াখুঁড়ি করতে দেখে খারাপই লাগে। একই জায়গায় জায়গায় বছরের পর বছর ধরে একই জিনিস খুঁজে যাচ্ছে ওরা। কে জানে হয়তো জিনিসটা এখানে নেইও।

ভালো বলেছেন, বলল রেমি। এরপর আরো কিছুক্ষণ কথা বলে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে আবারো দলটার সাথে গিয়ে যুক্ত হলো লোকটা। গাইড চলে যেতেই গাছের ফাঁক দিয়ে আবারো দ্বীপটার দিকে তাকালো রেমি। বোটটা চোখের আড়াল হয়ে যেতে শুরু করেছে। দৃশ্যটা দেখে স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, তো, এখন কী?

রাতে আবার আসবো এখানে এবং খুঁজে দেখবো ঐ দ্বীপটাতে তাদের আগ্রহ জাগানোর মতো এমন কী আছে!

১৩.

হোটেলের ফিরে রেমির ট্যাবলেটে করে সেলমাকে স্কাইপ করলো স্যাম।

শুভ সকাল, মি, ফার্গো, তার ডেস্ক থেকে বলল সেলমা। আপনি জেনে হয়তো খুশি হবেন, ব্রি নিরাপদেই তার ফ্লাইটে চড়তে পেরেছে। আর কয়েকঘন্টার মধ্যেই এখানে এসে ল্যান্ড করবে।

চমৎকার, বলল স্যাম।

রেমিও সোফায় স্যামের পাশে বসে বলল, তো, এখন পর্যন্ত কী কী থিউরি আবিষ্কার করেছো তুমি?

লায়লো বলছে সাইফার হুইলটা নাকি খুবই সহজ একটা সাবস্টিটিউশন কোড।

ঠিক তখনই পর্দায় সেলমার পিছনে দাঁড়ানো লায়লোর মুখটা দেখতে পেলো ওরা। চমৎকার দেখিয়েছেন আপনারা দুইজন, বলল লায়লো, কণ্ঠে কড়া ব্রিটিশ টান মিশে আছে। মিস মার্শাল আমাকে আপনাদের সময়মতো ছুটে আসার ব্যাপারে জানিয়েছে। নিশ্চয় খুব ভয়ঙ্কর ছিলো ঘটনাটা।

হ্যাঁ, ওরকমই বলা যায়, স্যাম বলল। এখন সাইফারটার ব্যাপারে...?

ওহ হ্যাঁ। গুপ্ত ম্যাপটা অনুযায়ী আমার যেটা মনে হয়, আপনারা যে শিপেরেকটা খুঁজছেন সেটা দ্বীপের দক্ষিণ দিকে রয়েছে। বলে কয়েকটা কাগজের ভিতর থেকে এন্ডপেপারের

পিছনে লুকিয়ে রাখা ম্যাপের ছবিটা তুলে দেখালো। লেখার কিছু অংশের অর্থ বের করেছি আমি, তবে পুরোটা করতে পারিনি। পুরোটা করতে হলে চাবি মানে সূত্রটা লাগবে আমার। দুঃখের বিষয় প্রফেসর ম্যাপে থাকা সাইফার হুইলের যে ড্রয়িংটা খুঁজে পেয়েছে ওটা শুধুই একটা ছবি মাত্র। যতটুকু জেনেছি সত্যিকারের একটা সাইফার হুইলের অস্তিত্বও আছে। ধারণা করা হয় জাহাজডুবিতে হারিয়ে গেছে ওটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললল রেমি। কখনোই সহজ কিছু না, তাই না?

স্যাম জিঙ্ক্‌স করলো, জাহাজ ডুবার জায়গাটা কি বের করতে পেরেছো?

দ্বীপের ম্যাপ দেখে আমি বের করার চেষ্টা করছি এটা কোথায় পড়ে আছে বা এটা কোথায় ডুবেছিলো। ধরে নিচ্ছি, আমি অর্থটা ঠিকমতোই ধরতে পেরেছি। লেখাটায় একটা শব্দ দুইবার এসেছে, সারপেন্স। ল্যাটিন শব্দ। এটার মানে হতে পারে সাপ, ড্রাগন বা নাগ।

এটার তো কোনো নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দেওয়ার কথা, স্যাম বলল।

অনেকটাই, বলে সেলমার ট্যাবলেটটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলো লায়লো। আরো একটা শব্দও এসেছে, যেটাতে মনে হয়েছে এটা হয়তো দ্বীপের দক্ষিণ বা এর আশেপাশের কোনো অংশে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

কথাটা শুনেই একে অপরের দিকে তাকালো স্যাম ও রেমি। এজন্যই হয়তো তারা ওখানে খুঁড়াখুঁড়ি করছিলো, বলল রেমি।

কারা? লাযলো জানতে চাইলো।

এভেরি লোকেরা। ওক আইল্যান্ডের পাশের দ্বীপে দেখেছিলাম ওদেরকে। তারপর তারা কী কী দেখেছে সেটা লাযলো ও সেলমাকে ভেঙে বলল রেমি।

আহ, তারা দেখছি সাইফারের অর্থ বের করার দিক দিয়ে আমাদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে আছে। আশা করছি তারা এখনও আসল সাইফার ভুলটা খুঁজে পায়নি। আমি নিশ্চিত কোনো অবস্থান জানি না। তবে তারা যদি ওখানে খুঁড়ে থাকে, অন্ততপক্ষে এটুকু নিশ্চিত যে আমরা ঠিক পথেই আছি, লাযলো বলল।

তখন পর্দায় আবার সেলমার মুখ ভেসে উঠলো। বলল, আমরা আরো কিছু জানতে পারলে সাথে সাথেই জানিয়ে দিবো আপনাদের।

রেমি বলল, তোমাদের ওপর সেই বিশ্বাস আছে আমার।

আর এই ফাঁকে, সেলমাকে বলছে স্যাম, আমাদের জন্য একটা মোটরবোটের ব্যবস্থা করে দেও। খুব বড়ো কিছু না, আমরা দুইজন নড়াচড়া করতে পারবো এমন আকৃতির হলেই চলবে।

ওকে, ব্যবস্থা করছি, সেলমা জানালো। আরো কোনো সরঞ্জাম?

আমার মনে হয় না আর কিছু লাগবে, স্যাম বলছে। আমাদের কাছে ওয়েটসুট এবং ডাইভ গিয়ার আছে। আমার মনে হয় এটাই জানতে চাইছিলে তুমি।

বলে স্যাম কলটা কেটে দিতে যাবে, ঠিক তখনই রেমি বলে উঠলো, ইনস্যুরেন্সের কথা ভুলো না।

কথাটা সেলমার ভ্রু কুঁচকে গেছে কিছুটা। ইকুইপমেন্টগুলো আপনারা যেভাবে ব্যবহার করেন, এরপরও কি এটা আর বলা লাগে? সাথে পুরো পরিকল্পনাটাও জানিয়ে দেন, যাতে করে কোনো বিপদ ঘটলে আপনাদের খুঁজে বের করতে পারি।

সেলমার কথা শুনে অপমানিত হওয়ার ভান করে স্যাম বলল, আমাদের ওপর তোমার এতো কম ভরসা জেনে দুঃখ পেলাম।

আপনাদের ওপর না, মি, ফার্গো। আপনারা যেই ধরনের মানুষের সাথে লেগেছেন তাদের ওপর ভরসা নেই। লোভী লোক সবাই। আর লোভই তাদের মনে শয়তানের সৃষ্টি করেছে।

সূর্যোদয়ের দুই ঘন্টা পূর্বে ওয়েটসুট পরে সতেরো ফুট দৈর্ঘ্যের বোস্টন ওয়ালারে চড়ে বসলো স্যাম ও রেমি। ম্যাহোন বের উত্তর প্রান্তের গোল্ড রিভার ম্যারিনা থেকে ফ্রগ আইল্যান্ডের দিকে যাত্রা করেছে ওরা। যদিও তাদের যানটা খুব দ্রুতগতির না, তারপরও সূর্যোদয়ের পূর্বেই গন্তব্যে পৌঁছে অন্যান্য বোটদের সাথে মিশে যেতে পারবে।

যদিও ওক আইল্যান্ডের গাইড বলেছিলো যে দুটো দ্বীপের মধ্যে একটা আন্ডারওয়াটার প্যাসেজ আছে, তবে স্যাম বা রেমি কেউই এটা বিশ্বাস করতে পারেনি। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর কারো ওরকম দক্ষতা ছিলো বলে মনে হয় না ওদের।

তবে এটা ছাড়াও ফ্রগ আইল্যান্ডের প্রতি স্যামের আকর্ষণ জাগার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণ রয়েছে। বিগত শতাব্দীগুলোতে নোভা স্কশিয়ার অঞ্চলজুড়ে নাবিকদের বেশ আনাগোনা ছিলো। ফ্রেঞ্চ, ইংরেজদের থেকে শুরু করে জলদস্যুদের সবাই ই চলাফেরা করতো এদিক দিয়ে। গুজব আছে এদিকের কোথাও নাকি গুপ্তধন লুকানো আছে। এজন্যেই ওক আইল্যান্ডটা এদিককার খুবই জনপ্রিয় একটা জায়গা।

কিন্তু ফ্রগ আইল্যান্ড? এখানকার অন্যান্য অসংখ্য ছোটো দ্বীপগুলোর মতো এটাও ব্যক্তি মালিকানার অধীনে রয়েছে। দ্বীপের দক্ষিণ পাশেই একটা বোসর বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভবত কারো ভ্যাকেশন হাউজ ওটা। স্যাম আশা করছে, এখন হয়তো ঐ বাড়িটায় কেউ নেই। যদিও তারা ওখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করবে না, তারপরও অন্য কারো উপস্থিতি না থাকলেই ভালো।

বোটটা দ্বীপের একদম দক্ষিণ কোণ ঘেষে থাকা উপসাগরটার দিকে দিক ঘুরিয়ে নিলো স্যাম। এভেরির লোকদের দেখা জায়গাটা ভালো করে দেখতে চাচ্ছে ওরা। লোকগুলো ওখানে কী করছিলো তা হয়তো যে কেউই আন্দাজ করতে পারবে, কিন্তু তারা যেভাবে খুঁজছিলো তাতে স্যামের সন্দেহ তারা আসলেই লাযলোর বলা সাইফার হুইলটা খুঁজছিলো কিনা।

দেখো, আকাশের দিকে নির্দেশ করে বলল রেমি। আবোরা বোরাইলিস।

ওপরে তাকালো স্যাম। যদিও আকাশটা ছাড়া ছাড়া মেঘে ঢেকে আছে, তারপরও একটা ক্ষীণ সবুজাভ আভা দেখা যাচ্ছে আকাশে। ধীরে ধীরে স্পন্দিত হচ্ছে আভাটা। কপাল খারাপ যে আকাশটা পরিষ্কার না।

নাই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো। এই মুহূর্তে মেঘটা আমাদের ভালোই উপকারে দিবে। চাঁদের আলোয় কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই আপাতত।

যুক্তি আছে তোমার কথায়। উপসাগরের কাছে পৌঁছেই বোটের গতি কমিয়ে দিলো স্যাম।

আরেকটু কাছে পৌঁছে উপকূলের ধারের দিকে আলো ফেললো রেমি। দেখে মনে হচ্ছে ওরা এই জায়গাটাতেই খুঁড়াখুঁড়ি করছিলো। ঐ হার্ট-শেপড পাথরটার কথা মনে আছে আমার।

ওটা হার্ট? পানির ধারে থাকা প্রকাণ্ড পাথরটার দিকে তাকিয়ে বলল স্যাম। গ্রুটলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। বোটটা এখন ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে এগুচ্ছে শুধু। ওটাকে দেখতে তো দুই কুঁজওয়ালা উটের পিঠের মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে।

তোমার রোমান্সের কোনো সেন্সই নেই, ফার্গো।

যদি বলি আরোরা বোরাইলিসটা আমি তোমার জন্য অর্ডার করে এনেছি?

দেখে মনে হচ্ছে কেউ তার লাইন হারিয়ে ফেলেছে।

আমার তো মনে হয় এটা বেশ ভালো একটা লাইন।

আরে তোমাকে বলিনি। দেখো একটা ফিশিং লাইন। কেউ তার মাছধরা বঁড়শি ফেলে গেছে। বলে স্যামকে দেখানোর জন্য পাথরের গোড়ায় আলো ফেলল রেমি।

কিন্তু কিছু পাথর ও ডেউয়ের আছড়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না স্যাম।
কই?

ঐ হার্ট... মানে উটের কুঁজের মতো পাথরটা থেকে এক ফুট দূরে। গোড়ার বাম দিকে দেখো। হালকা শেওলা বা এমন কিছু লেগে আছে ওটার সাথে।

এবার দেখতে পেয়েছে স্যাম। পানির ধারা থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে একটা নাইলনের সুতোতে হালকা শেওলা বা অন্য কোনো সামুদ্রিক উদ্ভিদের অংশ লেগে আছে। সুতোটা খুব সম্ভবত পাথরটার আড়ালের কোনো কিছুতে বেঁধে রাখা হয়েছে। আলো পড়ায় চকচক করছে সুতোটা। সুতোটা অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকালো স্যাম। বাম দিকে গিয়ে গায়েব হয়ে গেছে ওটা। ডানে তাকালো, এদিকেও একই অবস্থা।

সুতোটা নিশ্চিতভাবেই শক্ত কিছুতে বেঁধে রাখা হয়েছে। স্রোতের প্রভাবে তাদের বোটটা দোল খেলেও, সুতোটা একদম স্থির হয়ে আছে।

পাগল বা প্যারানয়েড যাই বলো আমাকে, বলতে বলতে ভালো করে দেখার জন্য বোটটা পাথরের একপাশে সরিয়ে নিচ্ছে স্যাম, আবার বেশি কাছে যেন চলে না যায় সেদিকেও সতর্ক রয়েছে, ওটাকে দেখে আমার ড্রিপওয়ার জাতীয় কিছুই মনে হচ্ছে।

তোমার কি মনে হয় তারা কোনো বোমা পেতে রেখেছে?

নিশ্চিতভাবেই কাজটা করার মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছে ওরা। তবে এর থেকেও বড়ো প্রশ্ন হলো, তারা কি জানতো যে আমরা এখানে এসে খোঁজার চেষ্টা করবো? নাহলে এরকমটা করার কারণ কী?

তোমার ধারণা তারা আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে? বলে আলোটা বড়ো পাথর এবং এর পিছনে পড়ে থাকা ছোটো ছোটো পাথরের স্তূপটার ওপর তাক করে ধরলো রেমি।

স্যাম দেখতে পেলো নাইলনের সুতোর মতো তারটা পাথরের স্তূপের মধ্যে গিয়ে গায়েব হয়ে গেছে।

আমরা আসলেই গাধা, হঠাৎ বলে উঠলো রেমি। অবশ্যই তারা ফাঁদ পেতে রেখেছে। নাহলে এমনটা করবে কেন? তাদের বোটের ইঞ্জিনের শব্দটা প্রচুর জোরালো ছিলো। আমরা যেন শব্দটা শুনে তাদেরকে দেখতে পারি, তাই এমনটা করেছিলো। তারা জানতোই যে আমরা এখানে খুঁজতে আসবো...

তোমার আলো আর কতোটা দূরে যেতে পারবে? আলোকরশ্মিটার দিকে তাকিয়ে
জিঙেস করলো স্যাম।

উপসাগরের বাম দিকে আলোটা সরিয়ে নিলো রেমি। একটা মরা দেবদারু গাছ পড়ে
আছে পানিতে। দূর থেকেও গাছের শাখা প্রশাখায় পেঁচিয়ে রাখা তারটা হালকা হালকা
দেখতে পাচ্ছে ওরা। যতদূর মনে পড়ে তাদেরকে ওদিকটায় একবার যেতে দেখেছিলাম
আমি।

পাথরটাকে ডান দিক থেকে পাশ কাটিয়ে বোটটা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিলো স্যাম।
নাইলনের সুতোর মতো তারটা গাছ পেরিয়ে তীরের কাছে থাকা পানি পর্যন্ত চলে গেছে।
এর মানে হলো কেউ যদি তীরের কাছে ঘেষার চেষ্টা করে, তাহলেই...আমাদের তদন্ত
বাদ দেওয়া উচিত এখন। ফিরে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানো দরকার। দক্ষরাই বোমাগুলো
সামলাক।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, বলে লাইটটা বন্ধ করে দিলো রেমি।

বোটটা ঘুরিয়ে নিলো স্যাম। উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। ওক আইল্যান্ডের
উত্তর প্রান্তের কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেলো, অন্য একটা যান এগিয়ে আসছে তাদের
দিকে।

স্যাম...।

আমিও দেখতে পাচ্ছি, বলে থ্রটল টেনে দক্ষিণ দিকে ঘুরাতেই দেখালো ওক আইল্যান্ডের দক্ষিণ দিক থেকেও দ্বিতীয় আরেকটা নৌযান ধেয়ে আসছে তাদের দিকে।

কী করবে বুঝতে না পেরে মানি পিটের কেন্দ্রে জ্বলতে থাকা উজ্জ্বল আলোটার দিকে তাকালো স্যাম। তারপর ফিরে তাকালে দুই পাশ থেকে ধেয়ে আসতে থাকা বোটদুটোর দিকে। বুঝতে পারছে না মানিপিটের দিকেই যাত্রা করবে কিনা।

অবশ্য অটোমেটিক অস্ত্রের মাজলের ঝলকানি দেখেই দুঃশ্চিন্তাটা তার মাথা থেকে দূর হয়ে গেছে।

সময়মতো মানিপিটে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না তারা। অন্তত এই আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগুনো সম্ভব না। আর তাছাড়া এই ফিশিং বোটের গতিও তাদেরকে সময়মতো পৌঁছে দেওয়ার মতো যথেষ্ট না।

শক্ত করে বোটের ধার আঁকড়ে ধরে রেখেছে রেমি। এই মুহূর্তে আশা করছি তুমি কোনো চমৎকার ও কার্যকরী প্ল্যানের কথা বলবে আমাকে।

স্যরি।

না, আমি এটা শুনতে চাইনি।

বোটদুটোকে আরেকবার দেখে ফগ আইল্যান্ডের দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। বুঝতে পারছে যে শত্রুরা তাদেরকে ধাওয়া করে বোমাগুলোর দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। আচ্ছা, এটাই হবে তাহলে, মনে মনে বলে বোটটা ফগ আইল্যান্ডের দিকে ঘুরিয়ে নিল স্যাম।

রেমি, বোটের ছকটা নিয়ে আসো, স্টেয়ারিং হুইল ঘুরাতে ঘুরাতে বলল স্যাম। বড়ো পাথরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও।

স্যাম

আমি বোটটা সরাসরি ঐ ট্রিপওয়্যারের দিকেই নিয়ে যাচ্ছি।

পানির চাপ

যদি পানিতে সুতোটার সাথে কোনো বোমা বেঁধে রাখা থাকে, তাহলে পানিতে চাপ পড়লেই মরতে হবে তাদেরকে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য স্যাম আশা করছে বোমাটা পানিতে নেই। বড়ো পাথরে আড়ালে রয়েছে বোমাটা, যেহেতু সুতোর লাইনটা ওখান পর্যন্ত গিয়েই গায়েব হয়ে গেছে। একটা ঝুঁকি! যদিও জায়গাটাতে একের অধিক বোমা থাকারও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে আছে কিনা সেটা জানার উপায় একটাই। এমন না যে এগুলো নিয়ে সে রেমিকে জিজ্ঞেস করবে। তাদের যদি মরতেই হয়, তাহলে সেটা অজানা থাকলেই বেশি ভালো। তোমার কি মনে হয় মরা গাছটা পর্যন্ত পৌঁছার আগ পর্যন্ত তুমি শ্বাস আটকে রাখতে পারবে?

গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো রেমি।

ছক দিয়ে বোটের স্টয়ারিং হুইলটা আটকে দিলো স্যাম, যাতে করে বোটের গতিপথ পরিবর্তিত না হয়।

আচ্ছা, তাহলে প্রস্তুত হও লাফ দেওয়ার জন্য।

.

১৪.

ধেয়ে আসতে থাকা বোটগুলোর দিকে একবার তাকালো স্যাম। বন্দুকের মাজলের আরো আলোক ঝলকানো দেখা যাচ্ছে। সে আশা করছে এগিয়ে আসা লোকগুলো হয়তো তাদেরকে বোটের পাশ দিয়ে নেমে যেতে দেখবে না। রেডি?

রেডি।

তারপর বোটের ধার পেরিয়ে টুপ করে পানিতে নেমে পড়লো দুইজনই। ওদিকে বোটটা ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

ঠাণ্ডা পানিতে পড়েই সাঁতরাতে শুরু করলো স্যাম। রেমিও যে তার পাশে। পাশে সাঁতরে আসছে সেটাও টের পাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরই বিকট শব্দের সাথে পানিকে জ্বলে উঠতে দেখলো ওরা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় পানিতে কম্পন অনুভব করতে পারছে।

বিস্ফোরণের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে পানিতে। আগের থেকেও আরো দ্রুত হাত-পা চালানো শুরু করেছে ওরা। স্যাম শুধু আশা করেছে বোটের গলুইটা যেন এখনই বিস্ফোরিত না হয়। সাঁতরে কতটুকু দূরত্ব পেরিয়েছে এই ব্যাপারেও কোনো ধারণা নেই ওদের। ওদের একমাত্র লক্ষ্য এখন গাছের গুঁড়িটার কাছে পৌঁছানো। আরো কিছুক্ষণ সাঁতরানোর পর অবশেষে হাতে গাছের গুঁড়ির স্পর্শ পেতেই গুঁড়িটা আগলে ধরলো স্যাম।

তারপর হালকা ঘুরে পিছনে থাকা রেমির হাত খাবলে ধরে তাকেও নিয়ে এলো গাছের গুঁড়িটার কাছে। দুইজনই পানি থেকে মাথা ওপরে তুলে হাঁপাচ্ছে এখন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো একটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো গুঁড়ির অন্যপাশ থেকে বোটের ইঞ্জিনের শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে এখন।

গাছের একটা শাখা ধরে একটু ওপরে উঠে দৃশ্যটার দিকে তাকালো স্যাম।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় তাদের ছোটোখাটো ফিশিং বোটটা গুঁড়িয়ে গেছে। বোটের খোলসে আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন।

বন্দুকধারীদের বোটদুটোও এখন আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকা নৌযানটার একটু বেশিই কাছে চলে এসেছে। কাছে। এসেই অনবরত গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলো বোটের লোকদের একজন। বোটের খোলস এবং পানিতে এখন বুলেট বর্ষণ চলছে শুধু। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে নৌকার খোলসটা।

বেশ কিছুক্ষণ গোলাবর্ষণ করার পর অবশেষে থামলো লোকটা। আশেপাশটা একবার দেখে নিয়ে ড্রাইভারকে ইশারা করলো বোটটা নিয়ে সামনে এগুনোর। যানটাকে তাদের দিকে আসতে দেখেই আবারো টুপ করে পানিতে নেমে গেলো স্যাম। বোটদুটোকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখা ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই ওদের। উত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যানদুটো।

বোটদুটো চলে যাওয়ার পরও জায়গাটা থেকে নড়ার সাহস পাচ্ছে না স্যাম ও রেমি। ইঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত ওভাবেই চুপ করে পড়ে রইলো ওরা। শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি অনুকূলে আছে ভেবে জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এলো স্যাম। তারপর রেমিকে নিয়ে সাঁতরে এগিয়ে গেলো দ্বীপের অন্যপাশটার দিকে।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় তাদের ভাড়া করা বোটটা এখন উপসাগরের তলায় ডুবে গেছে। ওপরে থাকা বড়ো পাথরটাও এখন আর অতোটা বড়ো নেই। মাঝখান থেকে দুই ভাগ হয়ে গেছে পাথরটা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় একটা অংশ পুরোপুরিই গুঁড়িয়ে গেছে, আর অন্য অংশটা ছিটকে গেছে উপকূলের ধারের দিকে।

বোটটটার দিকে নজর ফিরালো স্যাম। যানটার অবস্থা দেখে আঁৎকে গেছে। রেমি ওই ট্রিপওয়ারটা না দেখলে তাদের কী অবস্থা হতো, অথবা খুঁড়ার ধরণ দেখে তার যদি সন্দেহ না জাগতো-তাহলে কী হতো সেটা নিয়ে ভাবতেও চাচ্ছে না ও।

এমনকি দৃশ্যটা দেখে রেমির চোখ থেকে অশ্রু ঝড়তে শুরু করেছে।

চলো যাই এখন, স্যাম বলে উঠলো।

কোথায়?

ওক আইল্যান্ড পর্যন্ত সাঁতরে যেতে পারবো আমরা। পর্যটকদের প্রাণকেন্দ্রে অবশ্যই ফোন রয়েছে। না থাকলেও অসুবিধা নেই। ওখান থেকে তো বাইরের রাস্তাটা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাবে।

সাঁতরে প্রায় অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে ওরা, ঠিক তখনই পানিতে কোনো বড়ো সামুদ্রিক যানের এগিয়ে আসার কম্পন টের পেলো স্যাম। প্রায় হাজার ফুটের মতো দূরে রয়েছে যানটা। দক্ষিণের দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে ভয়ে জাহাজটার দিকে তাকালো স্যাম। সে ভাবছে হয়তো এভেরির লোকেরাই আবার ফিরে আসছে। তবে বোটটা আরো কাছে আসতেই বোটের ওপরে জ্বলতে থাকা টিমটিমে ইমার্জেন্সি লাইট ও পানির ওপর ভেসে বেড়ানো স্পটলাইট দেখে বুঝতে পারলো যে সাহায্য এগিয়ে আসছে তাদের জন্য।

দুজনেই চেষ্টা করে ডাকতে শুরু করলো বোটটার উদ্দেশ্যে। হাত নেড়ে নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। জাহাজের স্পটলাইটটা তাদের ওপর পড়তে দেখে অবশেষে কিছুটা স্বস্তি পেলো ওরা। যদিও স্পটলাইটের আলোয় এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেলেও, সাহায্য আসছে দেখে অনেকটা শান্তি পাচ্ছে খন।

রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের যান এটা। কাছে এসে দুজনকেই জাহাজে টেনে তুললো জাহাজের কর্তৃপক্ষ। জাহাজে উঠে শরীর মুছতে মুছতে ক্যাপ্টেনের কাছে কী কী ঘটেছে তার সবই খুলে বলল স্যাম। সব শুনে ক্যাপ্টেন মন্তব্য করলেন, তো আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনারা আন্ডারওয়াটার একটা বিস্ফোরণ থেকে সারভাইভ করেছেন?

না। আমি বলছি, বিস্ফোরণ ঘটেছিলো পানির ওপরে। আর আমরা পানির নিচে ডুব দিয়ে সেটা থেকে সারভাইভ করেছি। ঐ পাথরটা- বলতে বলতে পাথরটার দিকে নির্দেশ করলো স্যাম, বা ওটার যতটুকু অংশ এখন অবশিষ্ট আছে, ওটাই বিস্ফোরণের ধাক্কায় বেশির ভাগটা সামলে নিয়েছে। নাহলে কপালে খারাপিই ছিলো।

কপাল দেখছি খুবই ভালো আপনাদের, ক্যাপ্টেন বললেন।

বলতে গেলে তাইই।

তো কেন মনে করছেন যে তারা আপনাদেরকেই টার্গেট করেছিলো?

রেমির দিকে এক পলক তাকালো স্যাম। রেমি এখন তাদের সামনের টেবিলে একটা মোটা কস্মল গায়ে জড়িয়ে বসে আছে। অনেক লম্বা একটা গল্প।

আমাকে তো ঘণ্টা হিসেবেই বেতন দেওয়া হয়, তাই না? তো বলে ফেলুন।

সংক্ষেপে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ঘটা সবকিছুই ক্যাপ্টেনকে খুলে বলল স্যাম। স্যান ফ্রান্সিসকো ভ্রমণ, ব্রির অন্তর্ধান, তারপর কিডন্যাপারদের মুখে তাদের আলোচনার অংশ শোনাসহ সবই।

বেশ একটা গল্প, মি, ফার্গো, ক্যাপ্টেন বললেন। এই গল্পের সত্যতা পাওয়া যাবে কি?

খুব সহজেই পাবেন। স্যান ফ্রান্সিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং নর্থ ক্যারোলিনার কারটিট কাউন্টির কাছে খোঁজ করলেই হবে।

আচ্ছা, ওটা খতিয়ে দেখবো আমরা। তা, আপনাদের এই কর্মী মানে ব্রি মার্শাল, আপনি কি নিশ্চিত মানুষটা বিশ্বাসযোগ্য? আপনার কি মনে হয় না মহিলাই এসব কিছুর সৃষ্টি করেছে?

কী বলতে চাচ্ছেন আপনি? স্যাম জানতে চাইলো।

বলতে চাচ্ছি একমাত্র ঐ মহিলাই কিন্তু ওক আইল্যান্ডের ব্যাপারে আলোচনাটা শুনেছিলো।

কথাটা শুনেই কিছুটা খেঁকিয়ে উঠলো রেমি। আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি।

আর, আমিও, আমার স্ত্রীর বিচার-বিবেচনাকে বিশ্বাস করি, সাথে যোগ করলো স্যাম।

আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। ভিতরের কারোর বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা কিন্তু এটাই প্রথম না। বলে নোটগুলোতে একবার দেখলেন ক্যাপ্টেন, তারপর আবার স্যামের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হয় এখনই এর জন্য এই প্রশ্নগুলোই ছিলো আমার।

আমার একটা প্রশ্ন আছে, স্যাম বলল, আপনি আমাদের খুঁজে পেয়েছেন এই কথাটা পাবলিকলি না জানানোর কি কোনো উপায় আছে?

ঠিক বুঝতে পারিনি প্রশ্নটা।

আপনি যদি আমাদেরকে খুঁজে না পেতেন, তাহলে ক্রাইম সিনের ব্যাপারের কী রিপোর্ট দিতেন?

প্রথম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে? বলতাম যে বিস্ফোরণের কারণে একটা বোট আগুন ধরে গেছে। রিকভারি অপারেশন। কেউ বেঁচে আছে কিনা তার খোঁজ চলছে।

তো প্রেস কনফারেন্সে গিয়ে আপনি কি এখন এই কথাটা বলতে পারবেন না?

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ স্যামের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। আইডিয়াটার খুঁটিনাটি সুবিধা-অসুবিধাগুলো ভেবে দেখছেন। এক মুহূর্ত ভাবার পর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, অবশ্যই। আপনার বলা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যদি আপনাদের গল্পের সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে খুব সম্ভবত এটা করতে পারবো আমরা।

করলে আমাদের জন্য ভালো হয়, রেমির অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করেই ক্যাপ্টেনকে কৃতজ্ঞতা জানানো স্যাম।

হোটেলের ফিরে যাওয়ার পথে রেমির দিকে তাকালো স্যাম। যদিও সদ্য উদিত সূর্যের মৃদু আলোয় সে রেমির মুখের হাবভাবটা দেখতে পাচ্ছে না, তবে তার মধ্যে থাকা উদ্বেগটা ঠিকই বুঝতে পারছে। কী?

তুমি কি সত্যিই এটা চাচ্ছে যে অন্য সবাই আমাদেরকে মৃত ভাবুক?

এটা খুবই চমৎকার একটা প্ল্যান, রেমি।

না, খুবই বাজে একটা প্ল্যান। গত কয়েকদিন ব্রি যেসবের ভিতর দিয়ে গেছে, তারপরও কি তুমি ভাবছো সে আমাদের মৃত্যুর ধাক্কাটা ঠিকমতো সামলাতে পারবে? সে কি নিজেকে দোষী ভাবে না?

এটা তো মাত্র এক কি দুই দিনের জন্য।

আর সেলমার ব্যাপারে কী? আমাদের অন্যান্য স্টাফদের ব্যাপারে?

অবশ্যই, তাদেরকে সব খুলে বলবো আমরা।

তাহলে ব্রিকে কেন নয়?

তুমি তো ক্যাপ্টেনের কথা শুনলেই। ভিতরের কারো কাজও হতে পারে।

এটা তো শুধুই একটা সাজেশন মাত্র, স্যাম। উনি তো কথাটা সিরিয়াসলি বলেননি।

এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে যা যা ঘটেছে, তার সবগুলোর সাথেই কিন্তু ব্রির সংযোগ আছে।

সে নিজেও কিন্তু ঘটনাগুলোর শিকার, স্যাম।

রেমির দিকে ভালো করে চোখ তুলে তাকালো স্যাম। একমুহূর্ত ওভাবেই তাকিয়ে থাকার পর আবারো রাস্তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে আনতে বলল, তুমি কি নিশ্চিত?

তুমি কিভাবে উল্টোটা ভাবতে পারলে?

তুমি বলেছিলে ব্রির চাচা তোমার আগমনের কোনো আশা করছিলো না। আর এর কিছুক্ষণ পরেই তোমার দিকে বন্দুক তাক করে ডাকাতি ঘটলো জায়গাটায়। তুমি মেসেজ দিলে আমরা রিট-কার্লটন হোটেলে আছি এবং অল্প সময়ের ভিতরেই বন্দুকধারী হাজির হলো ওখানে। এরপর ঘটলো তার কল্লিত অপহরণ

কল্লিত?

-অপহরণের ঘটনা। আর সে তোমাকে ফোনে করে বইটা তার কাজিনের কাছে নিয়ে যেতে বলল। এবং বইটা দেওয়ার পর তাকে বাঁচাতে গিয়ে কিন্তু আমরা রীতিমতো

মরতেই বসেছিলাম। আর, সবশেষে সে আমাদের ওক আইল্যান্ডের গল্প বলল এবং আমরা আবারো প্রায় মারা পড়তে বসেছিলাম।

আমি বিশ্বাস করছি না তোমার কথাগুলো।

রেমি... অফিসারের কথাগুলো কিন্তু তুমি নিজ কানেই শুনেছো।

কাকতালীয় ঘটনা। পুরোটাই কাকতালীয় ঘটনা। এবং বলতেই হয় যে সাথে কপালও খারাপ। দেখো, তুমিই কিন্তু আমাকে অনেকবার বলেছে যে গুপ্তধনের লোভে মানুষের ভিতর থেকে তার সবচেয়ে খারাপটাও বাইরে বেরিয়ে আসে। বলোনি?

হ্যাঁ, বলেছি। আর তোমার কি মনে হয় না এমনই কোনো কিছু লোভে ব্রির ভিতর থেকেও তার সবচেয়ে নিকৃষ্টটা বেরিয়ে আসতে পারে?

না, হাত ভাঁজ করে বলল রেমি। এবং আমি তোমাকেও ওরকম কিছু ভাবা থেকে বিরত থাকতে বলছি। তো, ভিন্ন কোনো পরিকল্পনার চিন্তা করো এখন।

আমার মনে হয় আমরা কোথাও একটা ভুল করছি।

হোক ভুল, চাঁছাছোলা কণ্ঠে বলল রেমি। এটাই নিশ্চয় আমাদের প্রথম ভুল না। এর আগেও অনেক ভুল করেছি আমরা।

রিয়্যারভিউ মিররে তাকালো স্যাম। বেশ কয়েকমাইল ধরেই দেখছে একটা হেডলাইটকে তাদের পিছন পিছন আসছে। হঠাৎ করেই তার মনে হলো কেউ হয়তো তাদেরকে

অনুসরণ করছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়ে দিলো স্যাম। সাথে সাথেই শো করে তাদের পাশ কেটে চলে গেলো গাড়িটা। না, তাদেরকে অনুসরণ করছে না কেউ।

হয়তো সে আসলেই আতঙ্কিত হয়ে আছে। অবশ্য একটু আগেই মরতে মরতে বেঁচে আসার পর এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। এই মুহূর্তে, কিছু ব্যাপার পছন্দ না হলেও তাকে মেনে নিতে। এমনকি রেমিকেও এটা বুঝতে দিতে হবে যে স্যামের সাথে তর্কযুদ্ধে সে ই জিতেছে। আর যেহেতু ব্যাপারটার সাথে রেমির নিরাপত্তাও জড়িয়ে আছে, তাই সে কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। হোটেলে গিয়ে প্ল্যান বি তৈরি করবো আমরা।

অবশ্যই রেমির প্ল্যান বি এর সাথে স্যামের প্ল্যান বির অনেক পার্থক্য রয়েছে। রেমি চাচ্ছে হোটেলে পৌঁছেই সেলমাকে ফোন করে জানাতে যে তারা ঠিকঠাকই আছে, আর স্যাম চাচ্ছে এখনই কাউকে তেমন কিছু খুলে না বলতে।

তোমার আগের প্ল্যানের সাথে এটার পার্থক্য কই রইলো?

কেউ তাদের সাথে যোগাযোগ করে বলবে না যে আমরা মৃত, আবার এটাও বলবে না যে আমাদের বোটটা খুঁজে পাওয়া গেছে।

সুইটে পৌঁছেই সরাসরি বেডরুমে চলে গেলো রেমি। স্যামও আসছে তার পিছে পিছে। রুমে ঢুকতে যাবে ঠিক তখনই রেমি দরজার মুখে থামিয়ে দিলো তাকে। প্ল্যানের ব্যাপারে একমত না হওয়া পর্যন্ত ঘুমাতে পারবো না আমি।

আর কী একমত হব?

এটাই যে আমি ঠিক আর তুমি ভুল।

এই মেয়েটা দেখছি তার রূপের মতোই প্রচণ্ড জেদী, মনে মনে ভেবে রেমিকে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলো স্যাম। বলল, তুমি তো জানোই, আমি সবসময়ই সঠিক।

তাই নাকি? তাহলে চলো রক-পেপার-সিজর্সের এক রাউন্ড হয়ে যাক?

এভাবে সিদ্ধান্ত নিবে তুমি? বাচ্চাদের খেলার মাধ্যমে?

এটা আগেও কাজ করেছে।

ক্লান্তিতে বিছানায় ঢলে পড়লো স্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, চোখ বন্ধ করে বলছে ও, তার আগে এক মিনিট বিশ্রাম করে নেওয়া দরকার আমার...

এক মিনিটের কথা বলে বেশ গভীরভাবেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলো স্যাম। তার সেই ঘুম ভাঙলো ফোনের রিংয়ের শব্দে। এক মুহূর্তের জন্য কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে ও। কোথায় আছে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘুম ঘুম চোখে উঠে নাইটস্ট্যান্ডের ওপর থাকা ফোনের এক্সটেনশন রিসিভারটা কানে লাগালো। কোনো কিছু না ভেবেই বলে ফেললো, হ্যালো?

মি. ফার্গো। ফোনের ওপাশ থেকে সেলমার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনেই আচ্ছন্নতা কেটে গেছে স্যামের। আপনাদের কোনো খবর না পেয়ে বেশ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি।

আমরা ঠিক আছি, বলল স্যাম। ঠিক তখনই বেডরুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলো। তাকিয়ে দেখে রেমি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে। সাদা সিল্কের একটা রোব পরে আছে মেয়েটা। সেলমার ফোন, স্যাম বলল তাকে।

এক্সটেনশন ডেস্কের কাছে গিয়ে ওখানের রিসিভারটা কানে লাগালো রেমি। বলল, হ্যালো, সেলমা।

মিসেস ফার্গো। আপনাদের কথা শুনে দুঃশ্চিন্তা কাটলো আমার। শুধু এটাই জানতে চাচ্ছি গতরাত কেমন কাটলো আপনাদের?

দরজার মুখ দিয়ে স্যামের দিকে তাকিয়ে রেমি বলল, হয়তো উত্তরটা তুমি দিলেই ভালো হবে।

সত্যি বলতে রেমি এখনো তাদের পরিকল্পনায় সম্মত হওয়ার ব্যাপারটা এখনো ভুলেনি। বোট বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ায় কিছুটা বিপদে পড়তে হয়েছিলো আমাদের।

আমি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করছি।

সত্যি বলতে, স্যাম বলছে, যদি পারো, আপাতত এই ব্যাপারটা একটু চেপে রাখো।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ বলেছে তারা আমাদের উদ্ধারের ব্যাপারটা আপাতত কিছু সময়ের জন্য গোপন রাখবে। এতে করে হাতে কিছুটা সময় পাবো আমরা।

কিসের জন্য সময়? সেলমা জিজ্ঞেস করলো।

আমারও একই প্রশ্ন, রেমিও যোগ করলো সাথে।

যদি গতরাতে কেউ আমাদের ফাঁদে ফেলে থাকে, সে এখন ভাবছে আমরা মৃত। আমি নিশ্চিত আবার খুব দ্রুতই লোকটা আমাদের পিছে লাগতে চাইবে না। আর এটাও আশা করছি, এই সময়ের ভিতরে আমরা ম্যাপের অর্থ ও সাইফার হুইল খোঁজার ব্যাপারে তথ্য যোগাড় করে কাজ কিছুটা এগিয়ে নিতে পারবো।

সমস্যা শুধু একটাই, রেমি বলছে, আমরা এই হোটেলে আমাদের আসল নাম ব্যবহার করে চেক ইন করেছি।

ভালো পয়েন্ট, ভাবলো স্যাম। আশা করো যেন তারা ঐ বিস্ফোরণটাতেই শান্ত থাকে। মনে হয় না, আমরা বেঁচে আছি কিনা সেটা জানার জন্য এরিয়ার সব হোটেলে হোটেলে খুঁজে দেখবে ওরা। এখন ঐ সাইফার হুইলটার ব্যাপারে বলো।

এটার জন্যই আমি আসলে আপনাদেরকে ফোন করেছি, সেলমা বলেছে। বি আপনার আইডিয়াটার ব্যাপারে বলেছে। আপনি নাকি ম্যাপের আউটলাইনের সাথে অন্যান্য দ্বীপগুলোর মিল সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন।

আমার আইডিয়া?

ও বলেছে আপনি নাকি প্লেনে থাকাকালীন সময়ে এটা নিয়ে কথা তুলেছিলেন। বলেছিলেন আটলান্টিকের তীরে আরো বেশ কিছু দ্বীপের সাথে মিল আছে ম্যাপটার। ও সাজেশন দিয়েছে যে অঞ্চলগুলোতে পাইরেটদের আনাগোনা ছিলো না সেগুলো বাদ দিয়ে দিতে এবং ওক আইল্যান্ডের মতো যে দ্বীপগুলোতে গুপ্তধন আছে বলে গুজব আছে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতে।

ওটাতে অবশ্য পরিণতি ভালো হয়নি আমাদের।

সেলমা তার গলা খাকরে পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, যাই হোক গত রাতে সাইফার কোডটা নিয়ে বেশ কিছুটা কাজ করেছি আমরা। যদিও খুব একটা এগুতে পারিনি। বি তখন পাইরেটস বইটার ম্যাপটা নিয়ে-যেটাকে আমরা ওক আইল্যান্ড বলে ভেবেছিলাম- আটলান্টিকের দ্বীপগুলোর আকৃতির সাথে মিলিয়ে দেখেছে। আমার মনে হয় ব্রাজিলের উপকূলের কাছাকাছি থাকা দ্বীপ খুঁজে পেয়েছে ও। দ্বীপটার সাথে ম্যাপটার অনেক মিল রয়েছে। ইলআ দা কাইমাদা গ্রান্দে নাম ওটার, মানে কাইমাদা গ্রান্দে আইল্যান্ড। ঐ দ্বীপটার সাথে লায়লোর খুঁজে পাওয়া ল্যাটিন সারপেনস শব্দটারও মিল রয়েছে।

স্যাম খেয়াল করে দেখলো রেমির মুখ থেকে আত্মবিশ্বাসী ভাবটা উবে গেছে এখন। যদিও তারা কেউ কখনো স্বশরীরে ঐ দ্বীপটাতে যায়নি, তবে তারা ঐ অঞ্চলটার সাথে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত। দ্বীপটার ডাকনাম স্নেক আইল্যান্ড, মানে সাপের দ্বীপ। সোনালি ল্যামহেডের বাসস্থল দ্বীপটা। ভাইপারের একটা প্রজাতি ওটা। সাপটা এতোই বিষাক্ত ও ক্ষীণ যে ব্রাজিলিয়ান নেভিরাও ঐ এলাকাটা এড়িয়ে চলে। দ্বীপটার ভৌগলিক ইতিহাস ঘেটে জানা গেছে যে, প্রায় এগারো হাজার বছরের মতো আগে সমুদ্রের উচ্চতার কারণে দ্বীপটা মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। এই পৃথকীকরণের ফলেই সেখানকার ভাইপারগুলো কীভাবে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। সামুদ্রিক কিছু পাখি ছাড়া ঐ দ্বীপে অন্য কোনো শিকার ছিলো না। ভাই সাপগুলোর তড়িৎ কাজ করে এমন একধরনের বিষের প্রয়োজন পড়েছিল, যাতে করে পাখিগুলো উড়ে যাওয়ার আগেই তারা ওগুলোকে শিকার করতে পারে। সাপ ছাড়াও ঐ দ্বীপটার আশেপাশে বেশ কিছু জাহাজডুবির ঘটনাও ঘটেছে বলে শোনা যায়।

আর আমরা ওখানে আসলে কী খুঁজব?

যদি ম্যাপটা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে দ্বীপের দক্ষিণ মাথার দিকে একটা শিপরেক রয়েছে।

এমনকি যদি আমরা কয়েকবছর ধরেও ওখানে খোঁজাখুঁজি করি, তারপরও কিন্তু সাইফার হুইল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ।

যদি, সেলমা বলছে, আমরা আসলেই সাইফার হুইলটা খুঁজি আর কী! তবে আমি এখন আশা করছি অন্য একটা কাজের ওপর। কাজটা হলো, জাহাজটা খুঁজে বের করা।

কথাটা শুনে রেমির ড্র কুঁচকে গেছে। আমি কি কিছু মিস করছি এখানে?

এমনকি স্যামও হতভম্ব হয়ে গেছে সেলমার কথায়। এটা আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করবে?

লায়লোর ধারণা চোরাইকত সাইফার হুইলটা আসলে নকল একটা কপি। আর এটা জাহাজের ক্যাপ্টেন বানিয়েছিলো আসল হুইলটা কারো কবলে পড়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। এরমানে হলো আসল সাইফার হুইলটা এখনো ওখানেই আছে। জাহাজটা কোথায় এবং কবে তৈরি করা হয়েছিলো সেটা জানতে পারলেই ঘোষণাপত্রের সূত্রধরে এর মালিককে চিহ্নিত করতে পারবো আমরা। আর মালিককে খুঁজে পেলেই

-আমরা আসল সাইফার হুইলটাও খুঁজে পাবো, বাক্যটা শেষ করে দিলো স্যাম। তোমার কাছে যা যা তথ্য আছে পাঠাও আমাদের।

আপনার ইনবক্সে পৌঁছে যাবে তা। সাথে সাথে আপনার ফ্লাইট কুকে ব্রাজিল ভ্রমণের ব্যাপারেও কিছু তথ্য পাঠিয়ে দিবো।

কথা শেষে রিসিভারটা ক্রেডালে রেখে বিছানা থেকে নামলো স্যাম। তারপর এগিয়ে গেলো অন্যরুমে থাকা রেমির কাছে। ভ্রমণটাকে বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক শোনাচ্ছে।

এটা কি কোনো ধরনের ক্ষমা চাওয়া? স্যামের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল রেমি।

তোমাকে নিরাপদে রাখতে চাওয়ার জন্য তো আমি ক্ষমা চাইতে পারি না।

ব্রি ব্রাপারে তোমার ধারণা ভুল। সে চার্লস এভেরির কোনো চর না। আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপই এভেরিকে জানাচ্ছে না ও।

তবে কিছু একটা অবশ্যই চলছে আড়ালে আড়ালে। তবে কী চলছে সেটা ধরতে পারছে না স্যাম। অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করে রেমির সাথে এই সুন্দর মুহূর্তটা নষ্ট করারও কোনো ইচ্ছা নেই তার। তাই বলল, আমার আচরণে হয়তো তুমি ভেবেছো আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি না। এটার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি। কখনোই এরকম কিছু বুঝানোর ইচ্ছা ছিলো না আমার।

রেমি তার হাত দুটো স্যামের কাঁধে ঠেকিয়ে বলল, তোমার ক্ষমা গ্রহণ করা হলো।

তো, তাহলে এখন ব্রাজিল ভ্রমণ? স্যাম জানতে চাইলো।

অবশ্যই। বছরের এই সময়ের ব্রাজিলকে ভালোবাসি আমি।

.

১৫.

জেটে করে প্রথমে মিয়ামিতে গিয়ে পৌঁছালো স্যাম ও রেমি। সেখান থেকে তাদের জন্য সেলমার পাঠানো প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো তুলে নিয়ে আবারো ছুট লাগালো ব্রাজিলের সাও পাওলোর উদ্দেশ্যে। মিয়ামি থেকে ওখানকার গরম আবহাওয়ার উপযোগী কিছু কাপড়চোপড়ও নিয়ে নিয়েছে। সাও পাওলোতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা সাতটার মতো লেগে গেলো তাদের।

রাতটা বিশ্রামে কাটিয়ে পরদিন সকালে স্যাম বেরিয়ে পড়লো স্নেক আইল্যান্ডে খোঁজাখুঁজির জন্য সরকারি অফিসিয়ালদের কাছ থেকে অনুমতি ও জরুরি কাগজপত্র নিয়ে আসার জন্য। রেমি অবশ্য হোটেলেই রয়ে গেছে। ট্যাবলেটে করে সেলমার সাথে সান্তোস বন্দরের বোট এবং ড্রুদের নিয়ে কথা বলছে।

সব বিবেচনা করলে, সেলমা বলছে, তারাই এই কাজের জন্য যোগ্য।

শুনে বেশ ভীতিজনক মনে হচ্ছে।

ওখানে হয়তো কিছু হচ্ছে এখন। হয়তো উইকএন্ড বলেই হচ্ছে। সব চার্টারই আগে থেকে বুক রেখেছে অন্যরা। তবে লোকগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। আর সত্যি বলতে, আপনাদের দাবিদাওয়া অনুযায়ী ওটাই ছিলো ঐ অঞ্চলে অ্যাভেইলেভল থাকা শেষ বোট। একরাত পানিতেও থাকতেও কোনো আপত্তি নেই তাদের।

স্ট্যাণ্ডে রাখা ট্যাবলেটের পর্দার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো রেমি। সে জানে সেলমা তার সর্বোচ্চটা দিয়েই চেষ্টা করেছে। সেলমার সাথে কথা বলতে আরো একবার যন্ত্রপাতির লিস্টটা চেক করে দেখছে ও। মেটাল ডিটেক্টর, পোর্টেবল সাইড-স্ক্যান সোনার সিস্টেম,

আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা ও লাইটসহ আরো অনেক কিছু রয়েছে তালিকাটায়। দেখে মনে হচ্ছে আমাদের দরকারি সবকিছুই পাঠিয়ে দিচ্ছে তুমি।

হ্যাঁ। এখন তাহলে বোট মালিককে বলে দেই যে আপনারা তার সাথে আজ সন্ধ্যায় বা আগামীকাল যোগাযোগ করবেন। আমার মনে হয় গতরাতে লাযলোর পাঠানো কাগজগুলো আপনারা দুইজনই পড়েছেন?

শুনে টেবিলের দিকে তাকালো রেমি। বলল, হ্যাঁ, দেখেছি। খুঁজে পাওয়া দুটো শিপেরেকদুটোর অবস্থান দেখলাম দ্বীপের একদম দক্ষিণ মাথায়। রহস্যময় ম্যাপটা কয়েক শতাব্দী ধরে পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ার্স বইয়ের এন্ডপেপারে আড়ালে লুকানো থাকলেও, এই শিপেরেকগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক আগেই। খুব সম্ভবত লুট করে নিঃশেষও করে ফেলা হয়েছে। প্রথম জাহাজ থেকে প্রাপ্ত সম্পদগুলো থেকে ধারণা করা যায় যে ওটা স্প্যানিশ মালিকানার অধীনে ছিলো। অবশ্য সেলমা নিশ্চিত, তারা ইংরেজদের জাহাজটাই খুঁজছে। মূলত এই কারণেই স্নেক আইল্যান্ডের একদম দক্ষিণ মাথায় থাকা দ্বিতীয় শিপেরেকে খুঁজে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্যাম। এছাড়া রেকর্ডবইয়ে ঐ শিপেরেকটার ব্যাপারে খুব বেশি কিছুর উল্লেখও করা নেই। লাযলো কি ম্যাপের চাবির অনুবাদ নিয়ে নিশ্চিত?

ওখানে সে সমুদ্র ও সারপেন্স শব্দগুলো দেখেছে-এটার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী ও

কপাল খারাপ যে সে ওখানে সমুদ্র ও ডলফিন শব্দগুলো দেখেনি। ভাইপারের থেকে ডলফিন ভালো।

আসলেই। তবে যাই হোক, ব্রি না বললে হয়তো স্নেক আইল্যান্ডের কথা জানা যেতো না। এটা শুধু সম্ভাব্য একটা লোকেশন মাত্র। সকালে আমি আবার ম্যাপটা দেখছিলাম, আর... বলতে বলতে স্নেক আইল্যান্ডের ম্যাপের একটা স্কেচ পর্দার সামনে তুলে ধরলো সেলমা। হুম, এটার সাথে আসলেই অনেক মিল আছে দ্বীপটার। তবে এটাই কি সঠিক জায়গা কিনা তার কিন্তু নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। আপনাদেরকে ওখানে গিয়েই নিশ্চিত হতে হবে।

ব্রির কী অবস্থা? জানতে চাইলে রেমি। কপাল ভালো যে স্যাম এখন তার সাথে নেই। রেমি খুব ভালো করেই জানে ব্রি কখনো তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তবে পরিস্থিতির বিবেচনায় স্যামের ধারণাটাও অযৌক্তিক না।

ঠিকঠাকই আছে ও, সেলমা বলল। এই মুহূর্তে সে মানচিত্রের পাশে থাকা সাইফার ভূইলের অর্থ বের করায় লায়লাকে সাহায্য করছে। ঐ সময়কার ইতিহাস নিয়ে বেশ ভালোই জ্ঞান আছে ওর।

শুনে ভালো লাগলো। স্যাম কি ওর ব্যাপারে কিছু বলেছে তোমাকে?

না। শুধু কেমন আছে, কী করছে এসবই জানতে চেয়েছিলো একবার।

আর কিছু না?

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেলো সেলমা। কয়েক সেকেন্ড থেমে থাকার পর বলল, মিসেস ফার্গো, আমার জানা প্রয়োজন এমন কোনো কিছু ঘটেছে কি?

না। তবে একটা উপকার করো আমার। ব্রির ওপর চোখ রেখো। ওকে? স্যাম... তাকে নিয়ে কিছুটা সন্দেহে আছে।

ওকে, মিসেস ফার্গো। নজর রাখবো ওর ওপর।

কথা বলা শেষে কানেকশন কেটে দিলো রেমি। স্যামকে সে কখনোই উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কারো ওপর অভিযোগ আনতে দেখেনি। এমন না যে সে ব্রিকে অপরাধী বলেছে। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের ক্যাপ্টেন বলার পরই ধারণাটার দিকে ইঙ্গিত করেছে শুধু। যদিও রেমি প্রায় নিশ্চিত যে শত্রুদের সাথে তার বন্ধু চক্রান্তের নকশা আঁকছে না, কিন্তু সন্দেহের বীজ একবার বপন হয়ে যাওয়ায় সেটা সহজে দূরও করতে পারছে না মন থেকে। আসলেই তো বেশ কয়েকবার মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসতে হয়েছে তাদের।

ব্রির ব্যাপারে যদি তার ধারণাটা ভুল হয়ে থাকে, তাহলে এতে করে সে এবং স্যাম দুজনই বিপদে পড়বে। এই ঝুঁকিটা নেওয়ার সুযোগ নেই তার হাতে। তাই সেলফোনটা তুলে আবারো সেলমাকে কল করে বলল, কোথায় আছো তুমি? প্রাইভেট কথা ছিলো কিছু।

অফিসেই আছি। হ্যাঁ, বলুন। দাঁড়ান, দরজাটা আটকে দিয়ে আসি। তারপর এক মুহূর্ত পর সেলমা ফিরে এসে বলল, কোনো ঝামেলা?

কথাটা বির ব্যাপারে, বলে ব্রিকে নিয়ে স্যামের সন্দেহের কারণটা খুলে বলল রেমি। ব্যক্তিগতভাবে, আমি এটাকে সত্য মনে করছি না। তবে স্যামের ধারণাও কিন্তু অযৌক্তিক না। এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে, যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই। স্যামের ধারণা ভুল হয়ে থাকলে, আমি চাই না ব্রি তা জেনে দুঃখ পাক। আর যদি সত্যি হয়ে থাকে...।

বুঝেছি, মিসেস ফার্গো। ব্রি এখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু করেনি, তবে এখন থেকে নিশ্চিতভাবেই তার ওপর ভালো করে নজর রাখবো আমি।

সেলমাকে স্যামের সন্দেহের ব্যাপারে সব খুলে বলার পর নিজেকে এখন অনেকটা চাপমুক্ত মনে হচ্ছে রেমির। কাঁধে বিশাল বোঝা হয়ে চেপেছিলো ব্যাপারটা। এখন খুব সহজেই যাত্রার পরবর্তী অংশ নিয়ে পরিকল্পনায় মনস্থির করতে পারছে ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো যাত্রার ব্যাপারে একটা খসড়াও সাজিয়ে ফেলেছে। এরই মধ্যে স্যাম তাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে, হোটেলে ফিরে আসছে ও।

আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক পর হোটেলে ফিরে এলো স্যাম। হাতে করে উজ্জ্বল সূর্যমুখী ফুলের একটা তোড়া নিয়ে এসেছে। শুনেছি হলুদ ফুলের সাথে যাত্রা শুরু করলে নাকি যাত্রা বেশ ভালো হয়।

তাই?

তাই তো মনে হচ্ছে। এটা হয় এই হলুদ ফুল নয়তো বেগুনি মগিটার কারণে ভালো হবে। আর সত্যি বলতে চমৎকার একটা মেয়ের জন্য একমাত্র এটাই খুঁজে পেয়েছি

আমি। যে মেয়েটা কিনা নিজে থেকেই সব কাজ করে, সাথে সাথে এক স্বামীকেও সামলায় যে কিনা যখন-তখন নির্বোধ কিছু বুদ্ধি দিয়ে বসে।

ফুলগুলো হাতে নিয়ে টেবিলে রেখে দিলো রেমি। তারপর হাত দিয়ে স্যামকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, নির্বোধ না, তুমি সবসময়ই বুদ্ধিমান, ফার্গো।

এরমানে আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে?

জবাবে শুধু তাকে চুমু খেলো রেমি। তারপর পিছিয়ে গিয়ে স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন কি এটা বলার মতো সঠিক সময় যে, ব্রির ব্যাপারে তোমার সন্দেহের ব্যাপারটা আমি সেলমাকে জানিয়ে রেখেছি?

তারমানে তুমি বলছো আমি সঠিক ছিলাম?

আমি শুধু বলছি, তোমার সন্দেহটায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। যুক্তি আছে বলেই তাকে জানিয়ে রেখেছি। তবে এরমানে কিন্তু এই না যে সবাই আমাদেরকে মৃত ভাবুক জাতীয় কিছু চাচ্ছি আমি।

মানে দাঁড়ালো, পুরোপুরি সঠিক না হলেও প্রায় সঠিক ছিলাম আমি? দ্রুত উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো স্যাম। তার ঠোঁটের কোণে মদ হাসি ফুটে আছে।

ফার্গো, বেশি চাপাচাপি করো না।

সান্তোস বন্দরে যাওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া করে নিলো রেমি। ওখানে গিয়েই গলফিনহোর ক্যাপ্টেন এবং ক্রুদের সাথে দেখা করবে ওরা। যাত্রার জন্য ভোর সকালেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লো। আকাশটা সিঁদুরের মতো লালচে হয়ে আছে, সাথে মিশে আছে একধরনের নীলচে-সবুজাভ আভা।

সকালের লাল আকাশ। মানে নাবিকদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আকাশটা দেখেই পুরোনো এই প্রবাদটা মনে পড়ে গেলো রেমির। যদিও আবহাওয়ার পূর্বাভাস বেশ কয়েকবার চেক করে দেখেছে ও। পূর্বাভাসে বলছে পরেরদিন সন্ধ্যার দিকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে পারে। এর আগ পর্যন্ত দুঃশ্চিন্তা করার মতো কিছু নেই।

গাড়িটা তাদের হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। নিচে নেমে দেখে ড্রাইভার গাড়ির ফ্রন্ট ফেডারে ঠেস দিয়ে তার ফোনে কিছু একটা দেখছে। ড্রাইভারের বয়স খুব বেশি না। কৈশোরের পেরুনো এক যুবক মাত্র। কালো চুলের ছেলেটা বেশ লম্বা ও হ্যাংলা পাতলা। তাদেরকে গাড়ির এগিয়ে আসতে দেখেই তাড়াতাড়ি করে ফোনটা পকেটে ঠেলে দিলো ছেলেটা। বলল, মি. অ্যান্ড মিসেস ফার্গো?

হ্যাঁ, বলল রেমি। ধারণা করলো ছেলেটার বয়স খুব সম্ভবত আঠারো উনিশের মতো। তুমি নিশ্চয় এন্টোনিও আলভেজ?

চওড়া হাসি ফুটে উঠলো ছেলেটার মুখে। আমাকে ভাড়া করার জন্য ধন্যবাদ। আপনারাই আমার প্রথম বড়ো ক্লায়েন্ট। আপনাদের হতাশ করবো না আমি, গাড়ি কণ্ঠস্বরে বলল ছেলেটা। প্রতিটা শব্দই বেশ সতর্কভাবে উচ্চারণ করছে।

স্যাম ওদিকে কার্টে করে তাদের লাগেজ বহন করে আনা হোটেলে বেয়ারাকে টিপ দিচ্ছে। এন্টোনিওর শেষ কথাটা শুনে চোখ তুলে তাকালো ছেলেটার দিকে। আমি তো শুনেছিলাম যে তুমি একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার।

হ্যাঁ, ভালো ড্রাইভার, কার্ট থেকে লাগেজগুলো গাড়ির ট্রাঙ্কে উঠাতে উঠাতে বলল এন্টোনিও। আমি সবসময়ই ড্রাইভ করি। যদিও এর আগে সান্তোস পর্যন্ত কেউ ভাড়া করেনি আমাকে। আপনারাই আমার প্রথম বড়ো ক্লায়েন্ট। আমার কাজিন, হোটেলের প্রহরী আমার ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারবে।

এর জন্যই ছেলেটাকে রিকমেন্ড করা হয়েছে, মনে মনে ভাবলো রেমি।

এন্টোনিও এগিয়ে গিয়ে রেমির জন্য প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে বলল, প্লিজ, ভিতরে বসে সিট বেল্ট বেঁধে নিন।

স্যাম অবশ্য তরুণ ছেলেটার গাড়ি চালানোর দক্ষতা নিয়ে এতোটা নিশ্চিত হতে পারছে না। তুমি কি নিশ্চিত এতো লম্বা দূরত্ব ড্রাইভ করতে পারবে তুমি?

মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিলো এন্টোনিও। স্কুলের খরচ মেটানোর জন্য আমি আমার চাচার ফিশিং বোটে কাজ করতাম আগে। এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। তাই শহরে কাজ

করাটা সহজ হয়ে গেছে আমার জন্য। তবে, আজ কোনো ক্লাস নেই। তাই আপনাদের নিয়ে যেতে পারছি।

রেমি বলল, তোমার কাজিন নিশ্চয় এটাও বলেছে যে আমাদেরকে আবার ফিরতি নিয়ে আসার জন্য তোমাকে লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে? একদিনের বেশি হতেও পারে সময়টা।

হ্যাঁ। যেতে যেতে আমার ইংরেজির প্র্যাক্টিসটাও হয়ে যাবে, আর আপনারা ডাইভিং করার সময় অন্য পড়াও পড়ে ফেলা যাবে। এইভাবে আমাদের সবারই কাজ হয়ে যাবে, তাই না?

ছেলেটার কথা শুনে বেশ ভালো লাগলে রেমির। ছেলেটাকে পছন্দ করে ফেলেছে ও। ভালো উদ্যম আছে ছেলেটার। অবশ্যই।

এমনকি স্যামেরও ছেলেটাকে বেশ ভালো লেগে গেছে। উষ্ণসুরে কথা বলছে এখন। তো, কিসের ওপর পড়াশোনা করছো তুমি?

এখন তো ফাস্ট ইয়ারে, তাই মোটামুটি সবই পড়া লাগছে। গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পলিটিক্স-সবই। আমার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা আছে। তবে ঐ পর্যন্ত যেতে এখনো অনেক দেরি আছে। এভাবেই আলাপ করতে করতে পার্বত্য পথটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। যাত্রার পথে মোহনীয় দৃশ্যগুলো দেখছে, ওগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে। এন্টোনিওও তার স্কুলের কথা বলছে, তার সাত ভাই ও এক বোন, তার জেলে চাচা, হোটেলের গ্রহরী কাজিনের ব্যাপারে বলছে। তার কাজিনও নাকি তারমতো করেই স্কুলে

পড়ছে। পুরো পরিবারের মধ্যে তাদের দুজনেরই আসলে পানিতে বিচরণের তেমন একটা আগ্রহ নেই। এভাবেই আলাপ করতে করতে কিছু বুঝে উঠার আগেই সান্তোস বন্দরে পৌঁছে গেলো ওরা। যাত্রায় বিরক্ত হওয়ার সুযোগও পায়নি কেউ।

এন্টোনিও গাড়ির ট্রাংক থেকে তাদের মালপত্রগুলো নামিয়ে জিঙ্কোস করলো, কোথায় ডাইভিং করবেন আপনারা?

স্নেক আইল্যান্ডের দক্ষিণ মাথায়।

শুনেই হাসিটা মুছে গেলো ছেলেটার মুখ থেকে। সতর্ক থাকবেন তাহলে। আমার চাচা ওদিককার পাইরেটের ব্যাপারে অনেক গল্প বলেছে। কী ধরনের বোট ভাড়া করেছেন আপনারা?

এটা আসলেই একটা ভালো প্রশ্ন করেছে, স্যাম বলেছে। আমরা অতোটা জানি না। শুধু গলফিনহো নমটাই শুনেছি।

নামটা শুনেই আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এন্টোনিওর চেহারা। ক্যাপ্টেন ডেলগাডো। আমার চাচা লোকটার অনেক প্রশংসা করে।

শুনে ভালো লাগলো, বলল স্যাম। তো, বন্দরে ফিরে তোমার সাথে যোগাযোগ করবো কিভাবে?

এন্টোনিও শহরের দিকে ইশারা করে বলল, আমার চাচার বাসা এখান থেকে খুব একটা দূরে না। ওখান থেকে ডকগুলো এমনিই দেখা যায়। উইকেন্ড হয়ে ভালো হয়েছে, এক রাত থাকতেও কোনো অসুবিধা হবে না আমার। কাল রাতের দিকে গলফিনহোকে ফিরতে দেখলেই চলে আসবো আমি। বলে আকাশের দিকে তাকালো ও। যদিও আকাশের এক বিন্দু মেঘের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে, তারপরও বলল, আশা করছি ঝড় আসার আগেই ফিরে আসবেন আপনারা।

ক্যাপ্টেন ডেলগাডো দেখতে এন্টোনিওর ঠিক উলটো যেন। লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়, শরীরের উচ্চতা খর্বাকৃতির, মোটা, এবং সেই কপালে স্থায়ী বিরক্তির ভাজ লেগে আছে যেন। সে এবং তার দুজন লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রেমিদের জন্য। এন্টোনিও চলে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন এগিয়ে গিয়ে বলল, ফার্গো?

স্যাম ও রেমি, জবাব দিলো স্যাম। আপনাদের বোটটা কোথায়?

ঐ তো, ওখানে, বলে সবচেয়ে কাছের ডকের শেষপ্রান্তের দিকে ইশারা করে দেখালো ডেলগাডো।

পানিতে থাকা একদম নতুন কাটামারান রিসার্চ ভেসেলটা দেখে বেশ আনন্দিত হলো রেমি। এটাকে দেখে তো চমৎকার লাগছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন এই বোটটার সামনে থামলো না। বরং আটচল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্যের চকচকে বোটটা পেরিয়ে গিয়ে থামলো শেষপ্রান্তে থাকা বিয়াল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্যের একটা ভাঙাচোরা জেলে নৌকার সামনে। ফ্যাকাসে সবুজ বর্ণের

যানটা দেখেই বুঝা যাচ্ছে আরো কয়েক দশক আগেই নৌকাটা তার শেষ দেখে ফেলেছে। এ... এটাই গলফিনহো?

দাঁত বের করে হাসলো ডেলগাডো। তামাক পাতা চিবুতে চিবুতে দাঁতগুলো হলুদ হয়ে লোকটার। ধারের দিকে কিছুটা জং ধরে গেছে। তবে এখনো সমুদ্রে চলার মতো শক্তি আছে এটার।

স্যাম নৌকাটার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি নিশ্চিত?

খুবই ভালো বোট এটা। দ্রুত গতির। আর তাছাড়া পাইরেটরাও এটাতে আক্রমণ করবে না। ভাববে হয়তো কোনো পয়সা নেই আমাদের কাছে। তাই না? বলে হেসে উঠলো ডেলগাডো।

রেমি আর স্যামও হাসছে লোকটার সাথে, তবে তাদের হাসিতে প্রাণ নেই অতোটা। জলদস্যুদের ব্যাপারে এন্টোনিওর সতর্কবাণীটা বাজছে রেমির কানে। এদিকের পানিতে পাইরেটের সংখ্যা কি অনেক বেশি?

আছে বেশ কিছু। তবে আমাদের কাছে বন্দুক আছে। আমরাই রক্ষা করবো আপনাদের। বলে তার লোকদেরকে ফার্গোদের মালপত্রগুলো বোটের উঠানোর নির্দেশ দিলো ক্যাপ্টেন ডেলগাডো। আপনারা প্রস্তুত থাকলে রওনা করে দেওয়াই ভালো। আমাদের আবার আগামীকাল বৃষ্টি শুরুর আগেই ফিরে আসতে হবে।

আবহাওয়ার সতর্কবাণী শুনে ফোন বের করে আরো একবার পূর্বাভাসটা দেখে নিলো রেমি। হালকা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির চিহ্নটার সাথে এখন বজ্রপাতের চিহ্ন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে পরেরদিন সন্ধ্যার আগে এই বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এর আগ পর্যন্ত আবহাওয়ার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। যদি আগামীকালের ভিতর তারা তাদের কাক্ষিত বস্তুটা খুঁজে না পায়, তাহলে হয়তো বৃষ্টি থামার পর আরেকবার আসতে হতে পারে।

পানিতে চলতে শুরু করার পরই আবহাওয়া ও বোট নিয়ে রেমি সমস্ত দুঃশ্চিন্তাই উবে গেছে। যানটার খোলসের হালকা ক্যাচক্যাচ শব্দ ছাড়া একদম মসৃণভাবেই স্নেক আইল্যান্ডের এগিয়ে যাচ্ছে। সাথে করে প্রায় নতুন একটা যোডিয়াকও একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোটটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট বলেও মনে হচ্ছে না। সেলমা ক্যাপ্টেন এবং তার কুর বেশ প্রশংসা করে রেমিকে বলেছিলো যে লোকগুলো বেশ নির্ভরযোগ্য। আর তাছাড়া এন্টোনিওও বলেছিলো যে তার চাচাও নাকি গলফিনহোর ক্যাপ্টেনকে বেশ সম্মানের চোখে দেখে। এতগুলো প্রশংসা বাক্যের তো অবশ্যই কোনো কারণ আছে। যদিও ক্যাপ্টেন ডেলগাডো এবং তার চার ক্রুর তিনজনকে দেখতে জেলের মতো লাগছে না। বরং অনেকটা জলদস্যুদের মতো দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। তাদের চতুর্থ ও সবচেয়ে তরুণ সদস্য নুনোকে দেখতে এন্টোনিওর মতো লাগছে রেমির কাছে। দুজনেরই বয়স ও শারীরিক গড়ন প্রায় একই রকমের। যদিও এই ছেলেটাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই রেমির দিকে তাকাচ্ছে ছেলেটা, কিন্তু রেমি তার দিকে তাকালেই আবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে।

রেমি বুঝতে পারছে না তার উপস্থিতির কারণেই ছেলেটা এতো অস্বস্তি বোধ করছে, নাকি অন্য কোনো কারণে করছে। যাই হোক, ছেলেটার দিকে আর না তাকানোর সিদ্ধান্ত নিলো ও।

স্যামও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। রেমির পাশে এসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, কুর সদস্যরা বেশ অদ্ভুত, তাই না?

ওরকমই লাগছে। তবে গলফিনহো যদি আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে এবং ওখান থেকে অক্ষত অবস্থায় আবার বন্দরে ফিরিয়ে আসতে পারে, তাহলে এটা নিয়ে কোনো অভিযোগ করবো না আমি।

সন্ধ্যার দিকে দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে পুরোনো ত্রু মেম্বারদের একজনের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে স্যাম ও রেমির দিকে এগিয়ে গেলো ক্যাপ্টেন ডেলগাডো। স্যামের পাশে গিয়ে বোটের দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল, তো, আপনারা ঐ দ্বীপে যাচ্ছেন কী মনে করে?

জাহাজডুবির প্রমাণ খোঁজার জন্য, বলল স্যাম।

গুপ্তধন? মুচকি হেসে বলল ক্যাপ্টেন। আমি শুনেছিলাম এটাই আপনাদের বিশেষত্ব।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তবে এবার গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছি না। ধ্বংসাবশেষে কী কী আর্টিফ্যাক্ট আছে সেটার বিবরণ আনতে যাচ্ছি।

আপনাদের সাহস আছে বলতে হবে। আমার থেকেও বেশি, ক্যাপ্টেন বলছে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে। অনেক বেশি সাপ ওখানে।

আমাদেরও কপাল ভালো বলতে পারেন, স্যাম বলল। আমাদের কাজ শুধু পানিতে।

ভালো। তবে ঐ পাথরটার নিচে কয়েক পুরুষ ধরে বসে বসে খাওয়ার মতো ধনসম্পদ থাকলেও আমি কখনো ওদিকে যাবো না। সাপের কামড় খাওয়া ধনীর থেকে কাঙাল হয়ে মরা অনেক ভালো।

বলে হেসে উঠলো ডেলগাডো। লোকটার হাসি শুনে রেমির মেরুদণ্ড বরাবর শিহরণ বয়ে যাচ্ছে যেন। ঐ মুহূর্তেই রাতের খাবারের জন্য ডাক পড়ায় বেশ খুশিই হলো ও। ডিনারের সময় নুনোর পাশেই বসলো ওরা। তবে ছেলেটার সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়েছে রেমিকে। ভদ্রভাবেই রেমিকে এড়িয়ে গেছে ছেলেটা।

যাই হোক, আবহাওয়ার অবস্থা এখনো আগের মতোই আছে। খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। খাওয়ার পর রাতে ঘুমটাও বেশ ভালোই হয়েছে তাদের।

পরদিন একদম ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়লো ওরা। ঘুম থেকে উঠেই স্যাম জানালো যন্ত্রপাতিগুলো একবার চেক করে দেখে ডাইভিং স্যুট পরে তাদের তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত। হাল ধরার আগে ক্যাপ্টেন ডেলগাডোও এসে দেখে গেছে তাদের। জানতে চেয়েছে তাদের কোনো সাহায্য লাগবে কিনা। সাহায্য লাগবে না জেনে তারপর আবার ফিরে গেছে হাল ধরতে।

দ্বীপের দক্ষিণ মাথা থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকা অবস্থাতেই নোঙ্গর ফেলে থামলো গলফিনহো। আগের দিন ক্যাপ্টেন ডেলগাডো একটা পাথরের কথা বলাবলি করেছিলো। ঐ পাথরটা থেকে বেশ দূরেই রয়েছে ওরা। গত কয়েক শতাব্দী ধরে অনেকগুলো জাহাজকে পানির নিচে ডুবিয়ে দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে ঐ অভিশপ্ত পাথরটার। তারা যে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে এসেছে সেটাও এই পাথরের খোঁচাতেই তলিয়ে গিয়েছিলো। এটা ভাবতেই ভাবতেই পনেরো ফুট দৈর্ঘ্যের যোডিয়াক সি-রাইডারটারকে প্রস্তুত করতে দেখছে রেমি।

নুনো মই ধরে নেমে গিয়ে তাদের মালামালগুলো রাখছে যোডিয়াকে। এগুলোর মধ্যে পোর্টেবল সাইড-স্ক্যান সোনার ইউনিটের বিশাল একটা বাক্সও আছে। সব যন্ত্রপাতি নামিয়ে রাখার পর স্যামকে নামতে সাহায্য করলো ছেলেটা। তারপর স্যাম নামতে সাহায্য করলো রেমিকে। তরুণ ছেলেটা এখনো সরাসরি তাদের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না, তবে এখন বেশ ভদ্র আচরণ করছে তাদের সাথে। সাহায্য করতেও বেশ উদ্যমি হয়ে আছে। সব যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক ভাবে দেখে নেওয়ার পর দ্রুতই তারা রওনা করল ইলআ দা কাইমাদা গ্রান্ডের অভিমুখে। কাছাকাছি পৌঁছুতেই দ্বীপের সৌন্দর্যটা রেমির ধরা চোখে পড়লোর। অভিশপ্ত পাথুরে উপকূলটা জঙ্গলটাকে খাড়াভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এটা যদি অন্য কোনো জায়গায় হতো, তাহলে হয়তো রেমি পাথর বেয়ে চূড়ায় উঠে যেতো ওপর দিকে পানির দৃশ্য দেখার জন্য। তবে দ্বীপে থাকা সাপগুলোর কথাও মনে আছে ওর। তার এবং সাপগুলোর মাঝখানে পানির স্তর আছে ভেবে কিছুটা স্বস্তিই পাচ্ছে এখন।

স্যাম ওদিকে সাইড-স্ক্যান সোনার ইউনিটটা সেট-আপ করছে। নুনোকে যোড়িয়াকের গতি ও দিক ঠিক রাখতে বলে স্ক্যানারটা পানির পৃষ্ঠের সমতলে ধরে রেখেছে। সাথে সাথে চোখ রাখছে স্ক্যানারের মনিটরেও। এই মুহূর্তে পানি বেশ শান্তই আছে। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে যা বলছে, পরবর্তীতে পানির আচরণ উত্তালও হয়ে উঠতে পারে। ডোবার জায়গাটা খুঁজে বের করাটা আসলে যন্ত্রগুলোর নির্ভুলতা এবং ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। সাথে এটাও আশা করছে যেন সঠিক জাহাজটাই খুঁজে পাওয়া যায়। নাহলে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার পর আবারো একই কাজটার পুনরাবৃত্তি করতে হবে ওদেরকে।

যদি ভাগ্য ভালো হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো তাদের কাক্ষিত বস্তুটিও পেয়ে যেতে পারে। অবশ্য রেমি এমনটাও আশা করছে না যে প্রথম ধাক্কাতেই তারা আসল সাইফার হুইলটা পেয়ে যাবে। জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে বস্তু খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। বেশির ভাগ সময়ই জাহাজ যেখানে ডুবে সেখানেই সব কিছু পাওয়া যায় না। কিছু জিনিস দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে, নাহলে ডুবে যায় আরো গভীরে। আর তাছাড়া আসন সাইফার হুইলটা যে এখনো পানির নিচেই আছে এটারও নিশ্চয়তা নেই। হয়তো অনেক আগেই ওটা উদ্ধার করা হয়ে গেছে। কে জানে এখন হয়তো ওটা কোনো সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় পড়ে আছে। হয়তো ওটার মালিক এটার আসল গুরুত্বটাও পর্যন্ত জানে না।

অবশ্য, এই মুহূর্তে তাদের কাজ হলো জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করে জাহাজটা কোন প্রকৃতির ছিলো সেটা নির্ধারণ করা। এটা ভেবেই আবারো বিষাক্ত দ্বীপটার চোখ চলে গেলো ওর। ভাবছে, ডুবন্ত জাহাজের বেঁচে থাকা মানুষগুলো হয়তো নিরাপত্তার

আশায় তীরের দিকেই সাঁতরে গিয়েছিলো। কল্পনা করছে, মানুষগুলোর অনেকেই হয়তো পাথরের সাথে সংঘর্ষ ঘটার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়েছিলো উত্তাল পানিতে, তারপর কোনোরকমে সাঁতরে গিয়েছিলো ঐ দ্বীপটায়...

রেমির উদ্বিগ্নতা ধরতে পারছে স্যাম। সোনারের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোনো সমস্যা?

জাহাজডুবি নিয়ে ভাবছিলাম। ভেবে দেখো, এতো কাছেই একটা তীর, হয়তো ভাববে, ওখানে গেলেই নিরাপত্তা পাওয়া যাবে...

রেমির সাথে সাথে স্যামও তাকালো দ্বীপটার দিকে। আমার মনে হয় ভাইপারের কামড় খেয়ে মরার চেয়ে ডুবে মরাকেই বেছে নিবো আমি।

আমি কোনোটাই বেছে নিবো না।

রেমির গালে ধরে মুখটা তার দিকে ঘুরিয়ে নিলো স্যাম। তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্য কাজে লাগাতে পারতাম আমি।

এরপর আর দ্বীপের কথা না ভেবে স্যামের পাশে বসে সোনারের রিডিংর দিকেই মনোযোগ দিলো রেমি। পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনে হলো অযথাই পুরোটা দিন নষ্ট করেছে ওরা। একটা সময় বাতাসের আচরণও পালটে গেলে কিছুটা, পানিও ফোঁসফোঁস করতে শুরু করেছে। সব দেখে স্যামকে আজকের দিনের

মতো ক্ষান্ত হতে বলতে যাবে, ঠিক তখনই স্যাম সোনারের পর্দার দিকে নির্দেশ করে
বলল, মনে হয়, আমরা আমাদের জাহাজটা পেয়ে গেছি।

পাথরধ্বসের অবশিষ্টাংশ

১৬.

স্যাম যে জায়গাটার দিকে নির্দেশ করেছে ওটাকে দেখতে অনেকটা পাথরধ্বসের অবশিষ্টাংশ বলে মনে হচ্ছে। যদিও বহুকাল আগের এক ভূমিকম্পে পাথুরে দ্বীপের দক্ষিণ অংশ গুঁড়িয়ে মহাসাগরে তলিয়ে গিয়েছে। এটার থেকে কয়েক ফুট দূরেই আরেকটা লম্বা ও সরু পাথরের ধারা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য ওটা এতো মসৃণ যে ওটাকে পাথরধ্বসের সৃষ্টি বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চিতভাবেই ওটা কোনো জাহাজের খোলসের ধ্বংসাবশেষ। জাহাজটা সরাসরি পানির নিচে ডুবে যাওয়ায় ওটা এখনো ছড়িয়েছিটিয়ে যায়নি। খুবসম্ভবত বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাহাজটা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, নয়তো কারো হাতে পড়ার কবল থেকে রক্ষার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

আরো ভালোভাবে দেখার জন্য কাছে ঝুঁকলো রেমি। তোমার কি মনে হয় জাহাজ ডোবার পর পাথরধ্বস ঘটেছিলো?

হয়তো, স্যাম জবাব দিলো। যেটাই হোক, জাহাজটা নিরাপদে ঘুরিয়ে নেওয়ার মতো তেমন সুযোগ ছিলো না। ঝড়ের মধ্যে পড়লে পানির নিচের অসংখ্য পাথরের যে কোনোটাই জাহাজের ক্ষতি করতে পারে।

হয়তো ইচ্ছাকরেই জাহাজটা ডুবিয়ে দিয়েছিলো ওরা। হয়তো ভুল হাতে পড়ার কবল থেকে বাঁচানোর জন্য।

নুনোকে শেষমেশ আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে দুজনই তাদের ডাইভিং গিয়ারগুলো পরে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে।

পানির গভীরে নেমে যাচ্ছে ওরা। প্রতিবারের মতো এবারও সমুদ্রের নিচের শান্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছে রেমি। এর আগেও প তারা। তারপরও প্রতিবারই পানির নিচে নামলে যেন নতুন কিছু মনে হয় তার কাছে। পানির নিচের মাছগুলো তাদেরকে দেখে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করেছে। যতোই গভীরে নামছে পানির উপরিভাগের উজ্জ্বল আলোগুলোও নীল-সবুজাভ বর্ণে পরিণত হতে শুরু করেছে যেন।

পানির পঁচিশফুট গভীর নামার পর পর্দায় দেখা ধ্বংসাবশেষের স্তুপটা দেখতে পেলো রেমি। স্তুপটা প্রমাণ করছে যে এখানে এককালে একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিলো। সময়ের বিবর্তনে এর অনেক অংশই এখন পানির সাথে মিশে গেছে।

জাহাজের অবশিষ্টাংশে খোঁজাখুঁজি শুরু করার আগে তাদের চারপাশের পানির পরিবেশটা দেখে নিচ্ছে ওরা। ব্রাজিলের উপকূলগুলো ভয়ংকর শার্কদের আক্রমণের জন্য বেশ বিখ্যাত বলা যায়। যদিও এগুলোর বেশির ভাগই ঘটে থেকে রেসিফের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপকূলগুলোতে। তবে তারপরও পশ্চিমে থাকা সাও পাওলো আছে এই তালিকার দুই নম্বরে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সৈকত ও মোহনার অগভীর পানিতে থাকা বদমেজাজী বুল শার্কের আক্রমণের শিকার হয় সাঁতারু এবং সাফাররা। আর উষ্ণ

উপকূলীয় অঞ্চলের পানিতে বিচরণ করে টাইগার শার্ক। এরা বুল শার্কের মতোই বিপজ্জনক, কিন্তু ওগুলো আকৃতিতে বেশি বড়ো। তবে রেমি আশা করছে স্নেক আইল্যান্ডের এই অগভীর পানিতে হয়তো ওগুলো থাকবে না।

আশেপাশের পানিতে বেশ কয়েকবার তাকিয়ে দেখলো ওরা। এখানকার পানিতে বেশ কিছু বারাকুড়া মাছ থাকলেও কোনো শার্ক নেই। নিশ্চিত হয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপরের প্রান্ত থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো ওরা। খুঁজতে খুঁজতে একটু একটু করে পাথরধ্বসের গভীর দিকে এগিয়ে আসছে। সাথে সমুদ্রের তলেও তাদের মেটাল ডিটেক্টরগুলো দিয়ে খুঁজে দেখছে। যদিও তারা কেউই কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করছে না-তারপরও সবসময়ই কিছু না কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অবশ্য ডিটেক্টরের নিরবতা তাদের সন্দেহেরই প্রতিধ্বনি করছে যেন। জাহাজডুবির এই অবস্থান অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে আগেও অসংখ্যবার খোঁজাখুঁজি চালানো হয়েছে এখানে। তারপরও সমুদ্রের তলদেশ প্রতিনিয়তই পানির স্রোতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এক সম্মাতে দেখা যায় আড়ালে থাকা কোনো কিছু উন্মোচিত হয়ে গেছে, পরের স্রোতেই দেখা যায় সেটা আবার আড়াল হয়ে গেছে।

ধ্বসে পড়া নুড়িপাথরগুলো পরীক্ষা করে দেখছে ওরা। পরীক্ষা শেষে পাশে ছুঁড়ে রাখছে পাথরগুলো। বেশ কয়েকটা পরীক্ষার পর একটা অন্যরকম পাথর তুলে ধরলো স্যাম। এটা দেখতে ত্রিকোণাকার ও হলুদ এবং কোনার দিকে বেশ ধারালো। পাথরটার দিকে আলো ফেলতেই এরকম আরো কয়েকটা পাথর দেখতে পেলো রেমি। এগুলো সাধারণ কোনো নুড়িপাথর নয়, হলুদ ইটের ভাঙা টুকরো এগুলো। পরবর্তীতে আরো ভালোভাবে

পরীক্ষা করে দেখার জন্য টুকরোটা তুলে রেমির ধরে রাখা ডাইভিং ব্যাগে ভরে রাখলো স্যাম।

আরো কিছুক্ষণ ঘাটাঘাটি করার পর রেমির কাঁধে টোকা দিয়ে ডান দিকে দেখার ইশারা করলো স্যাম। একটা ইল ঘুরাঘুরি করছে ওদিকে। পাথরের স্তুপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে হয়তো। এক মুহূর্তের জন্য রেমি মনে করেছিলো, স্যাম হয়তো তাকে পানিতে ভাইপারের বিচরণে আতঙ্কিত হওয়া নিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। তবে পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলো স্যাম অন্য কিছু বুঝতে চাচ্ছে। সামুদ্রিক সাপটার বেরিয়ে আসার কারণে সৃষ্টি হওয়া মেঘের মতো কাদার পটার দিকে আলো ধরে রেখেছে স্যাম। কাদাটা স্থির হয়ে যেতেই স্যামের মনোযোগের কারণটা দেখতে পেলো রেমি। হয় তাদের পাথর ছুঁড়ে ফেলার কারণে অথবা ইলটার বেরিয়ে আসার কারণে সমুদ্রের তলদেশে একটা ফাঁপা গর্তের মতো সৃষ্টি হয়েছে। গর্তটার দিকে সাঁতরে গেলো স্যাম। হাত দিয়ে কাদার ঘোলাটে ভাবটা দূর করতেই সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা জাহাজের খোলসের একটা অংশ দেখতে পেলো ওরা। ইলটা বের হয়ে আসার আগ পর্যন্ত দেখা যায়নি এটা।

এতে বুঝাই যায় যে পাথরের ধ্বংস হয়তো জাহাজ ডোবার পরেই হয়েছিলো। খুব সম্ভবত জাহাজের ধ্বংসাবশেষকে আড়াল করে দিয়েছিলো।

এরমানে হলো পাথরগুলোর আড়ালে কিছু লুকিয়ে থাকলে থাকতেও পারে। রেমিকে চেক করে দেখার ইশারা দিলো স্যাম। ফাঁকা জায়গাটার ওপর মেটাল ডিটেক্টর ধরলো রেমি। প্রবেশমুখের দিকে কোনো সংকেতই পাওয়া গেলোনা যন্ত্রটা থেকে। তবে একটু ভিতরের দিকে ঢোকাতেই মৃদু একটা শব্দ শোনা গেলো। ডিটেক্টরটা স্যামের হাতে দিয়ে

ফাঁকাটার দিকে আলো ফেললো ও। সমুদ্রের তলদেশে হাতড়ে দেখছে এখন। তার হাতের আলোড়নের কারণে আবারো বালিতে ঘোলাটে হয়ে গেছে পানি।

ঘোলাটে ভাবটা স্থির হওয়ার আগ মুহূর্তে কালো কিছু একটা চোখে পড়লো ওর। হাত বাড়িয়ে বালি থেকে খাবলে বের করে নিয়ে এলো বস্তুটা। জিনিসটাকে প্রথমে একটা ভারী কয়েন মনে করেছিলো ও। জিনিসটার একপাশ থেকে বেরিয়ে আসা ছকের মতো অংশটা দেখে এটাকে অনেকটা নেকলেসের লকেটের মতোও লাগছে। আরেকটু ভালো করে দেখার পর বুঝতে পারলো যে এটা সীসার সীলমোহর। বণিক জাহাজের মালামাল রক্ষা করার জন্য প্রায়ই এটা ব্যবহার করা হতো।

উল্টেপাল্টে সীলমোহরটার ছবি তুলে নিলো স্যাম। এরপর রেখে দিলো রেমির ডাইভিং ব্যাগে। সাথে সাথে ডাইভিং ঘড়িটাও দেখে নিলো রেমি। না, খোঁজাখুঁজি করতে করতে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলেনি ওরা। কমপক্ষে হলেও আরো বিশ মিনিটের মতো সময় আছে তাদের হাতে। তাই সময় নষ্ট না করে খোঁজাখুঁজিতেই আবার মন দিলো ওরা। হঠাৎ করেই রেমিকে তাদের ভাইভ জোনের বাইরে দেখার ইশারা করলো স্যাম। তাকিয়ে দেখে একটা শার্ক ঘুরাঘুরি করছে তাদের ডাইভ জোনের ঠিক বাইরেই। সমতল শরীর, ভোতা শুড় আর ডোরাকাটা দাগগুলো দেখে রেমি বুঝতে পারলো যে ওটা অল্পবয়সী একটা টাইগার শার্ক। প্রায় সাতফুটের মতো লম্বা প্রাণীটা। কিছুক্ষণ প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্যামকে ইশারা করে জানালো যে সে দেখতে পেয়েছে প্রাণীটাকে। তবে শার্কটার খুব সম্ভবত তাদের ওপর কোনো আগ্রহ নেই। শান্ত ভাবে সাঁতার কাটছে। খুব সম্ভবত অন্য কোনো জায়গা থেকে পেট ভরে এসেছে প্রাণীটা।

স্যাম ওদিকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পাথরের স্তুপের রিডিং নিচ্ছে। ভ্রূপের ভিতর দিকে সিগন্যাল আসায় তুপের চূড়ার দিকে সাঁতরে গেলো ও। ভেবেছিলো হয়তো ভালো কিছু পাবে, কিন্তু পাওয়া গেলো একটা মাছ ধরার বঁড়শি। হতাশ হয়ে দিক পরিবর্তন করলো স্যাম। পাথরের ধারগুলো বরাবর সাঁতার কাটছে এখন।

ওদিকে রেমির এখনো পাথরের ফাপা গর্তটা পরীক্ষা করা শেষ হয়নি। ইলটাও এখনো ফিরে আসেনি। সিদ্ধান্ত নিলো ইলটা না থাকার সুবিধাটা কাজে লাগাবে। তাই আবার মেটাল ডিটেক্টরটা দিয়ে রিডিং নেওয়া শুরু করলো। গর্তটার বামপ্রান্ত থেকে একটা সিগন্যাল আসছে ডিটেক্টরে। পিছনের দিক থেকে। সাঁতরে ওদিকে গেলো রেমি। বালিতে হাতড়ে দেখলো কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছুই পেলো না। তবে নিশ্চিতভাবেই বালির নিচে কিছু একটা আছে। হয়তো একটু গভীরে, তবে খুব বেশিও না। তাহলে ডিটেক্টরে সিগন্যাল আসতো না।

কিছুক্ষণ পর স্যাম ইশারা করে জানালো যে তাদের ডাইভিং শেষ করার সময় হয়ে গেছে। ইশারায় জানাচ্ছে, ওটাও হয়তো কোনো বঁড়শিরই সিগন্যাল, রেমি যেন ওটা নিয়ে আর মাথা না ঘামায়। তবে রেমি সরে এলো না ওখান থেকে। আলো ফেলে গর্তের মুখের বালিতে হাতড়ে হাতড়ে দেখছে। বালির আড়ালে থাকা বস্তুটা হাতে ঠেকলো তার। বস্তুটার পৃষ্ঠ কিছুটা মসৃণ লাগছে ওর কাছে।

স্যামের দিকে তাকিয়ে পাথরের স্তুপের নিচ দিকে ইশারা করলো রেমি। ওদিকে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কিন্তু স্যাম থামিয়ে দিলো তাকে। স্তূপের দিকে নির্দেশ করে বুঝালো যে তারা যদি সতর্ক না থাকে তাহলে হয়তো নাড়াচাড়ায় তারাও ছোটোখাটো পাথর ধ্বসের নিচে আটকা পড়তে পারে। স্যামের শঙ্কাটা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালো রেমি। ও সতর্কই থাকবে। কয়েকটা পাথর সরাতে পারলেই বস্তুটা তার হাতে চলে আসবে। আন্তে আন্তে একটা পাথর সরিয়ে পাশে রাখলো রেমি। তারপর আরেকটা। এভাবে বেশ কয়েকটা সরানোর পর সৃষ্ট ফাঁকটার দিকে আলো ফেললো রেমি। সাথে নিশ্চিত থাকছে যেন ওপরের পাথরগুলো খসে না পড়ে যায়। আলো ধরে কিছুক্ষণ থাকার পর জিনিসটা দেখতে পেলো ও। একটা কামানের গোলা। দেখে হতাশ হলো কিছুটা। হাত বাড়িয়ে দিলো গোলাটা বের করে আনার জন্য।

ঠিক তখনই পায়ের পিছন থেকে হালকা খোঁচা টের পেলো রেমি। সে ভাবছে, হয়তো স্যাম তার বিখ্যাত আবিষ্কার নিয়ে ক্ষেপানোর জন্য খোঁচা দিয়েছে। ঝট করে মাথা ঘুরালো রেমি।

না, ওটা স্যাম না।

একটা বড়ো টাইগার শার্ক ঘুরছে তাকে ঘিরে। এটার দৈর্ঘ্য প্রায় আট ফুটের মতো। এতক্ষণ শান্তভাবে সমুদ্রের তলদেশে সাঁতার কাটছিলো প্রাণীটা। আর এখন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছুটে আসছে রেমির দিকে।

ঝট করে পাথরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘুরে গেলো রেমি। দ্রুততার সাথে পায়ের পাখনা নাড়ছে শুধু। সাথে সাথে মেটাল ডিটেক্টরটা দিয়ে আঘাত করছে। শার্কের ভেঁতা শুড়ে।

বাড়ি খেয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেলো শার্কটা, পরমুহূর্তেই আবার তেড়ে এলো তার দিকে। কামানের গোলাটা হাতে তুলে নিলো রেমি। তারপর ছুঁড়ে মারলো প্রাণীটার মুখের দিকে। তবে খুব একটা লাভ হলো না এতে। উপায় না পেয়ে পাথরের স্তুপটায় লাথি দিতে শুরু করেছে রেমি। লাথি খেয়েই হুড়মুড় করে খসে পড়তে শুরু করেছে পাথরগুলো। মুহূর্তের মধ্যেই ঘোলাটে হয়ে গেছে পরিষ্কার পানিটা।

কাদামাটির ঘোলাটে মেঘের ভিতরে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে রেমি। কোনো রকমে সাঁতার কেটে ঘোলাটে জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে শুধু।

আতঙ্কে আত্মা ধুকপুক করছে তার। হাতের মেটাল ডিটেক্টরটা নিয়ে ঘুরতে যাবে ঠিক তখনই দেখলো একটা কালো মূর্তি সতরে আসছে তার দিকে। মেটাল ডিটেক্টরটা উঠিয়ে মূর্তিটাকে মারতে যাবে ঠিক তখনই স্যাম বেরিয়ে এলো কাদার ঘোলাটে মেঘের ভিতর থেকে।

স্যাম ইশারা করে কিছু একটা দেখাচ্ছে তাকে। ওদিকে তাকালো রেমি। দৃশ্যটা দেখে আবারো তার আত্মায় পানি ফিরে এসেছে যেন। শার্কটা এখন গতিপথ পরিবর্তন করে অন্য দিকে ছুটে যাচ্ছে। সহজ কোনো শিকার খুঁজতে যাচ্ছে খুব সম্ভবত। আজকের দিনের জন্য তাদেরকেও মিশন এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আগামীকাল ফিরে এসে আবারো চেষ্টা করতে হবে তাদের।

পাথরের ধ্বংসে জাহাজের ধ্বংসস্তুপের কতোটা ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্য পিছনে ফিরে তাকালো রেমি। পানি এখন আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। মাথা ঘুরিয়ে আনতে যাবে ঠিক

তখনই পিরিচ আকৃতির একটা গোলাকার বস্তু চোখে পড়লো তার। একটা পাথরের কাছে বালিতে পড়ে আছে বস্তুটা। চাকতির মতো বস্তুর অর্ধেকটা লুকিয়ে আছে বালির আড়ালে।

স্যামও দেখেছে ওটা। পাথরটার দিকে তাকিয়ে আছে। পাথরটায় হালকা একটু টোকা লাগলেই চাকতিটা বালির আরো ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। রেমিকে স্তূপটার দিকে নজর রাখার ইশারা করে চাকতিটার দিকে এগিয়ে গেলো স্যাম। তারপর পাথরটায় না ছুঁয়েই চাকতির চারপাশের বালি সরাতে শুরু করলো। কিছুটা বালি সরাতেই হাতে চলে এলো চাকতিটা।

চাকতিটা রেমির হাতে তুলে দিলো স্যাম। রেমি ভেবেছিলো এটাই হয়তো ঐ মিসিং সাইফার ভুইলটা। তবে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার পর আবারো হতাশ হতে হলো ওকে। ছোটো একটা টিনের পাত এটা।

পাতটার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে ডাইভিং ব্যাগে ভরে নিলো ও। তারপর তাকালো ঘড়ির দিকে। আর অল্প কয়েকমিনিটের অক্সিজেন বাকি আছে তাদের। এখনই ওপরে উঠে যাওয়া দরকার। নাহলে পরে বিপদে পড়তে হবে। তাই আর দেরি না করে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলো ওরা।

পানির ওপরে মাথা উঠিয়েই মাউথপিসটা খুলে আনলো রেমি। স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, নট ব্যাড, ফার্গো।

তবে স্যামকে এতোটা আনন্দিত দেখাচ্ছে না।

কী সমস্যা আবার? জিজ্ঞেস করলো রেমি।

আমার পিছনে থাকো শুধু, বোটের দিকে ইশারা করে বলল স্যাম।

বোটের দিকে তাকাতেই দেখলো, একটা পিস্তল হাতে বোটের একপাশে ঝুলে আছে নুনো। আর পিস্তলটা তাক করে ধরে রেখেছে ঠিক তাদের দিকে।

.

১৭.

ব্যাগটা দিয়ে দিন। বোটের দিকে ভেসে যেতে থাকা স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল তরুণ ছেলেটা। এখনই।

নুনো, স্যাম বলল। তোমার এটা করার দরকার নেই।

হ্যাঁ, দরকার আছে।

কেন?

ওটা আপনার জানার প্রয়োজন নেই। ব্যাগ হাতে তুলে দিন।

দিয়ে দিলে?

দিয়ে দিলে ধীরগতির যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর বদলে দ্রুত মৃত্যু পাবেন।

তারা তোমাকে যতো দিচ্ছে, আমরা তার থেকে দ্বিগুণ দিবো।

দ্বিধা ফুটে উঠেছে নুনোর চেহারায়। বারবার রেমি ও স্যামের দিকে তাকাচ্ছে শুধু। তারপর বলল, আপনারা বুঝতে পারছেন না। তারা ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন ডেলগাডোকে মেরে ফেলেছে। আমি যদি কাজটা না করি তাহলে তারা আমার পরিবারকেও মেরে ফেলবে।

স্যামের উপদেশ উপেক্ষা করে বোটের দিকে সাঁতরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলো রেমি। তবে স্যাম তার হাত খাবলে ধরে আটকালো তাকে। তারপর নুনোর দিকে তাকিয়ে বলল, তারা তোমাকেও মেরে ফেলবে। ঠাণ্ডা মাথার খুনি ওরা।

আমার পরিবারকে আটকে রেখেছে ওরা। প্লিজ... ক্ষমা করুন আমাকে। পিস্তলটা স্যামের দিকে তাক করে পর্ভুগিজ ভাষার কিছু একটা বিড়বিড় করতে শুরু করলো ছেলেটা। খুব সম্ভবত কোনো প্রার্থনা পড়ছে।

এটা ভালো কোনো চিহ্ন না।

তারা এখনো আমার ওপর নজর রাখছে, নুনো বলল। আমি আপনারকে গুলি করেছি কিনা সেটা দেখছে। প্লিজ। আমি আমার পরিবারকে মারতে চাই না।

রেমি, স্যাম বলল। ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে তুমি চলে যাও এখান থেকে।

আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না, স্যাম।

না, যাবে তুমি। নুনো, রেমি নিরাপদ অবস্থানে যাওয়ার পরই আমি ব্যাগটা তোমাকে দিয়ে দিবো।

পিস্তলটা আরো সামনে বাড়িয়ে ধরলো নুনো। না! আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আর আপনি, রেমির দিকে পিস্তলটা তাক করে বলল, ব্যাগটা আমার হাতে দিন, উনার হাতে না।

রেমি... এখনো রেমিকে আটকে রেখেছে ও।

এখনই! মরিয়া কণ্ঠে বলে উঠলো নুনো।

কণ্ঠস্বর বুঝাচ্ছে ছেলেটা এখন অনেকবেশি বিপজ্জনক হয়ে আছে। এই মুহূর্তে ছেলেটার রাগ আরো বাড়ানো খুবই বোকামি হয়ে যাবে। তাই অনিচ্ছাস্বত্বেও রেমির হাত ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো স্যাম।

বোটটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা ওপরে তুলে ধরলো রেমি। সাথে সাথেই ব্যাগটা খাবলে ধরলো নুনো। তবে রেমি সাথে সাথেই ব্যাগটা ছেড়ে না দিয়ে বলল, নুনো, তোমার পরিবার যেন নিরাপদে থাকে এই প্রার্থনাই করবো আমি। আর তুমিও যাতে সঠিক কাজটাই করো, সেই প্রার্থনাও করবো।

বলে ব্যাগটা ছেড়ে দিলো রেমি।

সাথে সাথেই আত্মা চমকে উঠলো স্যামের। ব্যাগটা পেয়ে গেলে তাকে মারতে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না নুনোর। বন্দুকের নলের এতো সামনে থাকা রেমির বাঁচারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে খুলে ভিতরে একবার দেখে নিলো নুনো। তারপর যোডিয়াকের মেঝেতে ব্যাগটা রেখে দিয়ে রেমির দিকে পিস্তলটা তাক করে বলল, আমি স্যরি। বলে ট্রিগার চেপে দিলো।

সাথে সাথেই পানিতে লাফিয়ে উঠে স্যামের দিকে ঘুরে গেলো রেমি। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। কোনোরকমে সাঁতরে স্যামের দিকে ছুটে আসছে।

রেমি কাছে আসতেই তাকে টেনে নিজের পিছনে লুকিয়ে নিলো স্যাম। তখনই দ্বিতীয় আরেকটা গুলির শব্দ শোনা গেলো। রেমিকে পুরোপুরি নিজের পিছনে লুকিয়ে নিয়ে নুনোর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো স্যাম। তবে তৃতীয় কোনো শব্দ আর শোনা গেলো না। যোডিয়াকের ইঞ্জিনের ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু এখন। তাদেরকে পানিতে ফেলেই চলে যাচ্ছে যোডিয়াকটা।

রেমি?

আমি ঠিক আছি।

রেমির চোখের দিকে তাকালো স্যাম। বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন। কিভাবে? আমি তো দেখলাম...

পানিতে গুলি করেছিলো ও । আমাকে ভরকে দেওয়ার জন্য ।

কেন?

আমার মনে হয়, আমাদেরকে না মেরেই ওদেরকে বুঝাতে চাচ্ছে যে আমরা মরে গেছি ।
যদি...

আর কিছু বলতে না দিয়ে রেমিকে ধরে চুমু খেলো স্যাম । তারপর ফিরে তাকালো গলফিনহোর দিকে । কুয়াশার কারণে অতোটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে না ওরা । যদি তাদের কপাল ভালো হয়ে থাকে, তাহলে গলফিনহো থেকেও হয়তো ওদেরজে কেউ দেখতে পাচ্ছে না । যোডিয়াকটা প্রায় অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে । স্যাম আশা করছে নুনোর ধোকাটা যেন কাজে আসে । যদি কাজে না আসে, তাহলে... যাক অন্ততপক্ষে একটা সতর্কচিহ্ন তো তারা পাওয়া গেছে । যদি কেউ তাদেরকে মারার জন্য ফিরে আসতে চায়, তাহলে যোডিয়াকে করেই আসতে হবে । আর যযোডিয়াকটা দেখলে কিছুটা সতর্ক হতে পারবে ওরা ।

বাঁচতে হলে এখন তাদেরকে পাথরটার কাছাকাছিই থাকতে হবে । গলফিনহো এখানে আসতে পারবে না কখনো ।

অনন্তকাল ধরে চলার পর অবশেষে গলফিনহোর কাছে গিয়ে পৌঁছালো যোডিয়াক । নোঙ্গর ফেলে বোটটাকে ওপরে উঠাতে দেখছে স্যাম ও রেমি । তারপর, জাহাজের ধার থেকে একজনকে অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকতে দেখা গেলো । দৃষ্টি সরিয়ে

নিলো স্যাম ও রেমি। দৃশ্যটা তারা জানে। রাইফেলের গুলিতে যোডিয়াককে বাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে।

কাজ শেষে আবারো যাত্রা শুরু করলো গলফিনহো। আস্তে আস্তে তাদের চোখের সামনে থেকে।

ভালো দিকটা হলো, বাতাস ও উত্তাল সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে চেষ্টা করে বলল রেমি, আমরা তো বেঁচে আছি।

হ্যাঁ, এটাই আসল ব্যাপার! পানিতে ভেসে রেমির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল স্যাম। পানিতে ভেসে থাকতে হলে শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাদেরকে অক্সিজেনের খালি ট্যাঙ্কগুলো আর বহন করার প্রয়োজন করছে না ওরা। তাই ট্যাঙ্কটা খুলে পানিতে ফেলে দিলো স্যাম। রেমিকেও একই কাজ করতে বলল।

তারপর তাকালো চারপাশের পানির দিকে। ডাইভিং অবস্থানটা থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে ওরা। দ্বীপটাও আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউগুলো গিয়ে আছড়ে পড়ছে অভিশপ্ত পাথরটার গায়ে। সাথে সাথে তীব্র স্রোতের অক্লান্ত টান তো আছেই। এর মধ্যেই সাঁতার কেটে বিপদ থেকে দূরে থাকতে হবে ওদেরকে।

আকাশের দিকে তাকালো স্যাম। আকাশের গাঢ় মেঘগুলো ভারী বর্ষণের হুমকি দিচ্ছে যেন। আমাদের হাতে এখন আসলে দুটো উপায় আছে। এক, মেইনল্যান্ডের দিকে সাঁতরে যাওয়া, নয়তো দুই, এখানেই অপেক্ষা করা।

এই পানিতে?

হয় পানিতে, নয়তো ঐ দ্বীপে, বলল স্যাম। শার্ক নাকি ভাইপার কোনটা বেছে নিবে?

দ্বীপটার দিকে তাকালো রেমি। চোখ আটকালো পাথুরে তীরে আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর দিকে। যদি বলি দুটোর একটাও পছন্দ না আমার?

স্যরি রেমি, বলল স্যাম। এছাড়া কোনো উপায় তো আর নেই। যদি না। তুমি কোনো প্ল্যান বি বের করে থাকো?

সেলমার সাহায্য পাঠানোর অপেক্ষা করবো আমরা?

কুয়াশার পরিমাণ আগের থেকে আরো বেড়েছে এখন। বাতাসের গর্জনও বাড়ছে। ঝড় খুব সন্নিকটে এসে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি ফোঁটা পড়তে শুরু করলো পানিতে। এই ঝড়-বাদলের ভিতরে মেইনল্যান্ডের দিকে সাতরে এখন প্রায় অসম্ভব। এমনকি, বিশ্বসেরা সাঁতারুদের পক্ষেও সম্ভব না এটা। শুধু ঝড়-বাদলই না, এগুলোর সাথে পানির স্রোতের তীব্র টানের ব্যাপারও আছে। সাতরে এগুতে গেলে পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

দ্বীপেই চলো, বলল স্যাম। পানিতে ডুবে মরার চেয়ে ওখানে গিয়ে সাহায্যের অপেক্ষা করাই ভালো। সেলমা অবশ্যই সাহায্য পাঠাবে। আর স্যাম আশা করছে সাপগুলোও

হয়তো বৃষ্টির পানি অতোটা পছন্দ করে না। তাই দ্বীপটাই আপাতত নিরাপদ হবে তাদের জন্য।

রেমিও মাথা ঝাঁকালো। বুঝতে পারছে এই পরিস্থিতিতে দ্বীপটাই তাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। এই ভেবে দ্বীপের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করলো ওরা। তবে কপাল খারাপ। স্রোতটা চলছে তাদের বিপরীত দিকে। কয়েক মিনিট সাঁতারানোর পর স্যাম বুঝতে পারলো যে এভাবেও কোনো লাভ হবে না। বেশি দূর এগুতে পারবে না।

নতুন কোনো পরিকল্পনা করতে হবে তাদেরকে।

ঠিক তখনই রেমি তার পাশে ভেসে এসে বলল, স্যাম...

এক মিনিট ভাবতে দাও আমাকে, বলল স্যাম।

ওদিকে দেখো! বলে দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করলো রেমি।

মাথা ঘুরালো স্যাম। ভাবছে গলফিনহোই তাদেরকে খোঁজার জন্য ফিরে আসছে আবার। কী?

ঐ যে দেখো। প্ল্যান বি।

কিন্তু ধূসর ও উত্তাল পানির ফেনা ছাড়া স্যাম আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

ডানের কোনার দিকে দেখ। আমার মনে হয় ওটা যোড়িয়াক।

এবার দেখতে পেয়েছে স্যাম! ঢেউয়ের তালে উজ্জ্বল লাল কিছু একটা ভাসছে পানির ওপর। একবার ওপরে উঠছে, আরেকবার নিচে নামছে। এটা যোডিয়াক না হলেও, উজ্জ্বল রঙের কিছু একটা হবে। তবে যেটাই হয়ে থাকুক না কেন, এই মুহূর্তে তাদের আর হারানোর কিছু নেই। তাই স্যাম বলল, চলো।

সুবিধা এটাই যে তারা এখন স্রোতের সাথে সাথে এগিয়ে যেতে পারছে। তাই কষ্টটা কম হচ্ছে। তবে অসুবিধাও এটাই যে উজ্জ্বল রঙের বস্তুটাও ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সাথে সাথে। তবে তারপরও দ্রুতই ওটার দিকে এগিয়ে যেতে পারছে ওরা।

ওটা আসলেই যোডিয়াক। তবে কিছুটা পানিতে ডুবে আছে বোটটা। আরেকটু কাছে যেতেই স্যাম বুঝতে পারলো যে বোটের বাইরের মোটরটা পানির নিচে ডুবে আছে। শুধু গলুইটাই এখন ভেসে আছে পানির ওপরে।

এটাকে আসলে বোট না বলে লাইফ প্রিজার্ভার বলা যায় এখন। এটা দিয়ে তারা কোথাও যেতে পারবে না। তবে কোনো সার্চ পার্টি এলে কালো ওয়েটসুটের থেকে এই লাল বোটটাই ভালো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

অবশ্য তাদের কপাল খারাপ। বোটের সামনের মাথাটা খাবলে ধরতেই দেখলো যে এটা বেশিক্ষণ পানিতে ভেসে থাকতে পারবে না। তাদের ওজনের ভারে পুরোপুরিই পানিতে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানেই থাকো, রেমিকে বলল স্যাম। আমি গিয়ে চেক করে দেখি।

মাথা ঝাঁকালো রেমি। নৌকার গলুই আঁকড়ে ধরে রেখেছে ও। স্যাম ওদিকে তার বেল্ট থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা বের করে এবং মাস্কটা লাগিয়ে ডুব লাগালো পানিতে ভাসমান একটা বোটকে পানির নিচে ডুবানো বেশ কঠিন একটা কাজ। গুলি করার সময় ডেলগাড়োর লোকেরা বেশ কয়েকটা এয়ারটিউব মিস করেছিলো। ওগুলোর কারণেই যযাডিয়াকটা এখনো পানির ওপরে ভেসে থাকতে পারছে। তবে মোটরটা আটকে নেই বোটের সাথে। বুলেট বর্ষণে নৌকা পড়ে যাওয়ার সময় তরুণ মুনো কোনোভাবে মোটরটা বোট থেকে আলাগা করে ফেলতে পেরেছিলো।

স্যাম আশা করলো এতে করে হয়তো তারা আরো বেশ কিছুটা সময় ধরে ভেসে থাকতে পারবে। মাথা উঁচিয়ে রেমির কাছে এগিয়ে এসে বলল, বুলেটের ছিদ্র আছে অনেকগুলো। তবে ভেসে থাকার মতো যথেষ্ট বাতাস আছে এখনো। আশা করছি সার্চ পার্টি আসা পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারবো আমরা।

এক মুহূর্তের জন্য কিছুই বলল না রেমি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ছেলেটা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে।

সাময়িক সময়ের জন্য।

ঠিক তখনই কাছে পিঠেই কোথাও থেকে বজ্রাঘাতের বিকট শব্দ ভেসে আসতে শুনলো ওরা। স্যাম ধারণা করছে বজ্রটা খুব সম্ভবত দ্বীপে আঘাত করেছে। আশা করছে বজ্রপাত ঘটলে ঐ দ্বীপেই ঘটবে, পানিতে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুম্বলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো পানিতে। সন্ধ্যা গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশে। কোনো রকমে যোড়িয়াকের এক প্রান্তে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ওরা। উত্তাল ঝড়ো বাতাস তাদেরকে প্রায় ছিটকে দিতে চাচ্ছে যেন। হুট করেই পানির নিচে মোকাবেলা করা টাইগার শার্কগুলোর কথা মনে পড়লো স্যামের। ওগুলো নিশাচর প্রাণী। রেমিকে কথাটা বলতে যাবে, তখন রেমিই বলে উঠলো, আমি ভাবছিলাম...।

রেমিকে শান্ত ও সতর্ক থাকতে দেখে স্বস্তি পেলো স্যাম। বলল, কী নিয়ে ভাবছিলে?

তোমার বলা আরামদায়ক সপ্তাহটার ব্যাপারে।

আচ্ছা?

ওটা কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়া উচিত আমাদের। কী বলো তুমি?

এই মুহূর্তগুলোতেই রেমির প্রতি স্যামের ভালোবাসার পরিমাণ বিবর্ধিত হয়। তারা এখন একটা ডুবন্ত ভেলায় ধরে ঝুলছে, আর রেমি এর মধ্যেও হাস্যরস করার মতো কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। এই মুহূর্তে উদ্বেগ কমানোর জন্য এর চেয়ে ভালো আর কী থাকতে পারে? ভালো বলেছো। তাহলে... কাল দিন পর থেকে শুরু করা যাক সপ্তাহটা?

কাল থেকে না?

অন্ততপক্ষে মেইনল্যান্ডে ফেরা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করা উচিত আমাদের। পরবর্তীতে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটাও জানা দরকার।

বলে দুইজনই দুইজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো কিছুক্ষণের জন্য। উদ্বেগের মাত্রাটা এখন কিছুটা হলেও কমে গেছে।

কিভাবে তারা এই বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত হয়েছে তা নিয়ে ভাবছে স্যাম। তাদের অবস্থান ফাঁস হওয়ার আসলে একটা উপায়ই আছে। ব্রি। যদিও এই মুহূর্তে রেমির বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা উঠিয়ে আবারো নিজেদের মধ্যে উদ্বেগ ফিরিয়ে আনার কোনো ইচ্ছা নেই স্যাম। কিভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে সেটা নিয়েই ভাবা উচিত। তবে রেমি মনে হয় স্যামের চিন্তা ধরে ফেলতে পেরেছে। তাই বলল, আমি স্যরি।

স্যরির কিছু নেই, রেমি। আমরা একসাথেই আছি এতে, তুমি আর আমি, সবসময়ই থাকবো।

শুনে মুচকি হাসলো রেমি। অন্ধকারের কারণে স্যাম অতোটা নিশ্চিত না, তবু এটুকু বুঝতে পারছে রেমির হাসিতে হালকা বেদনার ছাপ মিশে আছে। সে জানে রেমি যখন কাউকে বিশ্বাস করে, তখন ঐ মানুষটাকে মনপ্রাণ দিয়েই বিশ্বাস করে। রেমিকে এই বেদনাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে প্রচণ্ড খারাপ লাগছে স্যামের। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলানোর মতো কিছু করা বা বলারও কোনো উপায় নেই তার।

বেঁচে থাকাটাই এখন মুখ্য বিষয়।

পরের কয়েক ঘণ্টা ধরেও এই কাজটাই করে গেলো তারা। যোডিয়াকটা এখন আরো ডুবে গেছে। স্যামের আশঙ্কা হচ্ছে কেউ এসে তাদের বাঁচানোর আগেই হয়তো সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যেতে হবে তাদেরকে।

তারা দুজনই ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে আছে। ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে স্যামের। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেছে, তখনই তার মনে হলো যে পানিতে সে কিছু একটা দেখছে। পানির মরীচিকা খুব সম্ভবত। একটা আলো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে তার। নিশ্চিত হবার জন্য চোখ কচলায়লো স্যাম। না, ওটা কোনো মরীচিকা না। আসলেই একটা আলো জ্বলছে, এবং আস্তে আস্তে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে আলোটা।

.

১৮.

রেমি...

দেখেছি ওটা।

স্নেক আইল্যান্ডের দিকে একটা বোট এগিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য দ্বীপ অভিমুখে চলতে থাকলে বোটটা মিস করবে তাদেরকে। তারা ভাসতে ভাসতে এখন অনেক দূর চলে এসেছে।

হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বোটটাকে ডাকতে শুরু করলো স্যাম ও রেমি। তবে বাতাসের গর্জনে তাদের কণ্ঠস্বর অতোটা দূরে যেতে পারছে না।

অসহায়ভাবে ওভাবেই কয়েকমিনিট বোটটার দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। তারপর দেখলো ছুট করেই বোটটা দ্বীপ অভিমুখ থেকে সরে গেছে। দ্বীপের দিক থেকে ঘুরে এখন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

আবারো ডাকতে শুরু করলো স্যাম ও রেমি। গলার স্বর ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ডেকেই গেলো। অনন্তকাল ধরে ডাকার পরে যেন অবশেষে তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে বোটটা। চোখ ধাঁধানো আলোতে প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা ওদের। আলো সইতেই দেখলো যে প্রাচীন, জং ধরা, পেট মোটা একটা বোট এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের পাশে থামলো বোটটা। ওপর থেকে তাদের দিকে দড়িতে বাধা লাইফ প্রিজার্ভার ছুঁড়ে দিলো কেউ। কে ছুঁড়েছে সেটা নিয়ে না ভেবে প্রথম লাইফ প্রিজার্ভারটা খাবলে ধরে রেমিকে দিয়ে দিলো। রেমি নিরাপদভাবে ওপরে উঠেছে দেখার পর নিজে খাবলে ধরলো অন্য প্রিজার্ভারটা। কেউ একজন টেনে তুলছে তাকে।

ওপরে উঠতেই দেখলো এন্টোনিও তাকিয়ে আছে তার দিকে। সেই টেনে তুলেছে তাদেরকে।

ধন্যবাদ, স্যাম বলল।

তরুণ ছেলেটা মুচকি হেসে বলল, ধন্যবাদ আমাকে না, আমার চাচাকে দিন। বলে হাল ধরে রাখা ধূসর চুলের লোকটার দিকে ইশারা করলো এন্টোনিও। ভিতরে চলুন।

পথ দেখিয়ে তাদেরকে কেবিনে নিয়ে গেলো স্যাম। তাদেরকে দেখে তরুণ একটা লোকের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে এলো এন্টোনিওর চাচা।

এন্টোনিও লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি আমার চাচা। হেনরিকে সালায়ার।

লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্যাম বলল, আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষাও জানা নেই আমাদের।

হেনরিকেও হাত মিলায়লো তাদের সাথে। তারপর পর্তুগিজ ভাষায় কিছু বলে মৃদু ধাক্কা দিলো এন্টোনিওকে।

লোকটার কথা শুনেই হাসি ফুটে উঠলো এন্টোনিওর মুখে। স্যাম ও রেমিকে কন্সল দিতে দিতে বলল, চাচা বলছেন, যদি তিনি না এখানে না আসতেন, তাহলে আমাকে আমার প্রথম বড়ো ভাড়াটা হারাতে হতো। তারপর আমাকে সাহায্য করা লাগতো তাঁর। তখন আরো মহাবিপদে পড়া লাগতো চাচাকে। হাহাহা।

এন্টোনিওর হাস্যরসপূর্ণ কথা শুনে মানসিকভাবে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে ওরা। রেমি তো প্রায় জড়িয়েই ধরতে চেয়েছিলো ছেলেটাকে। তখনই টের পেলো যে এখনো শরীর ভিজে আছে তার। তাই বলল, তোমার কো আজীবন ঋণী হয়ে থাকবো আমরা।

কিভাবে বুঝলে যে আমাদের খোঁজা লাগবে? স্যাম জানতে চাইলো। দ্বীপের এতো কাছে থাকবো তাই বা বুঝলে কিভাবে? আমাদের তো আগামীকালের আগে ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো না।

সকালে আপনারা যাদের সাথে করে গলফিনহোতে উঠেছিলেন, তাদেরকে চিনতাম না আমি। ক্যাপ্টেন ডেলগাডোকেও চোখে পড়েনি। তাই চাচাকে গিয়ে জানাই এটা। তখন চাচা বলল, ক্যাপ্টেনের কখনোই ঝড়ের আগে আগে আপনাদেরকে নিয়ে বেরুনোর কথা না। সন্দেহ জাগলো চাচার। তাই খুঁজতে বের হওয়া। আর চাচা এদিকের পানিতেই মাছ ধরে। এখানের সব কিছুই হাতের উল্টোপিঠের মতো চিনেন তিনি। স্নেক আইল্যান্ডে পৌঁছতেই পানির স্রোত দেখে চাচা বুঝে ফেলে যে আপনারা কোথায় আছেন।

পরদিন ভোর সকালে এসে বন্দরে পৌঁছালো ওরা। রাতে বোটে তারা দুজনই খুব ভালোভাবে ঘুমিয়েছে। বন্দরে পৌঁছেই চলে গেলো হেনরিকের বাড়িতে। আটলান্টিকের তীরবর্তী দুই বেডরুমের বাংলোতে বসে পুলিশের কাজ শেষের অপেক্ষা করছে এখন। বিকালের দিকে তাদের ডাইভিং সরঞ্জামগুলো নিয়ে ফিরে এলো পুলিশের লোকেরা। আপাতত এগুলোই খুঁজে বের করতে পেরেছে ওরা। সাথে জানালো যে তারা গলফিনহোকেও খুঁজে পেয়েছে, পানিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিলো বোটটা। এরপর পুলিশকে স্টেটমেন্ট দিয়ে সব কাজ শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধ্যার মতো লেগে গেলো ওদের। সন্ধ্যায় এন্টোনিওকে ছেড়ে দিতে চাইলেও, এন্টোনিওই জোরাজুরি

করলো যে সে ই তাদেরকে সাও পাওলোর হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।
সন্ধ্যায় ড্রাইভ করতে কোনো সমস্যা হবে না তার।

তুমি আর তোমার চাচা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছো, সাও পাওলোর দিকে যাওয়ার পথে
এন্টোনিওকে বলল স্যাম। ছেলেটা আসলেই ভালো গাড়ি চালাতে জানে। তোমাদের এই
ঋণ আসলেই কখনোই আমাদের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব না। তবে তোমার চাচা
কোথায় থাকে তা এখন জানি আমরা। বাসায় ফিরেই তোমাদের দুজনের জন্য কিছু
পাঠানোর চেষ্টা করবো আমরা।

আগের রাতেই এটা নিয়ে রেমির সাথে আলোচনা করেছে স্যাম। এন্টোনিওকে একটা
বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেওয়ার চিন্তা করেছে ও। এতে করে ছেলেটার বিশ্ববিদ্যালয় ও
মেডিকেল স্কুলের খরচটা মিটে যাবে। আর তার চাচাকে দিবে একটা নতুন বোট, সাথে
সাথে তার কাজিনের জন্যও একটা শিক্ষাবৃত্তি দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে রেমি ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমরা কখনোই ভুলবো না
তোমাকে, এন্টোনিও। শীঘ্রই আবার যোগাযোগ করবো তোমার সাথে।

হোটেল রুমে টেবিলের সামনে বসে আছে স্যাম ও রেমি। কেউই কোনো কথা বলছে
না। স্যাম জানে এখন তাদের আলোচনা করা উচিত, বিশেষ করে তাদের দলে থাকা
কেউ একজনের পরিকল্পনা ফাঁস করার ব্যাপারটা নিয়ে। তবে এটা নিয়ে রেমিকে চাপ
দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই তার।

রেমি চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। স্যামের দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হেসে বলল, এটা ব্রির কাজ, তাই না?

এছাড়া তো আর কোনোভাবেই আমরা কোথায় আছি সেটা কারো জানার কথা না। যদি না এভেরির লোকেরাও ছুট করেই আমাদের মতো করে ভেবে একই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়। কিন্তু খুবই কাকতালীয় ব্যাপার এটা। আর আমরা যে বোট ভাড়া করেছিলাম, সেই বোটের ত্রুদের কিডন্যাপ হওয়া, আমাদেরকে দিয়ে ধ্বংসস্তুপ খুঁজে বের করানো, আর এরপর আমাদেরকে মারতে চাওয়া। এগুলোকে তো কাকতালীয় বলা যায় না।

আমি এখনো ব্যাপারটা মানতে পারছি না। তাকে বিশ্বাস করি আমি। আমি- বলতে গিয়ে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। আমার মনে হয় সেলমার সাথে কথা বলা উচিত আমাদের। যাত্রার পরবর্তী প্ল্যান সাজানো দরকার।

ঘড়ির দিকে তাকালো স্যাম। সেলমা খুব সম্ভবত ঘুম থেকে উঠে পড়েছে এতোক্ষণে। অবশ্যই।

তাকে কী বলবো আমরা?

ফোনটা হাতে নিয়ে মেসেজ অপশনটা ওপেন করলো স্যাম। একান্ত নিরিবিলি সময়ে আমাদেরকে কল করতে বলবো। ও বুদ্ধিমতি। মেসেজ দেখলেই ও ব্যাপারটা বুঝে যাবে।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো রেমি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে, ওহ, স্যাম...

আমরা এই রহস্যের সমাধান বের করেই ছাড়বো।

হুম। তবে আমার মনে হয় পুলিশের সাথে কথা বলা উচিত আমাদের।

যৌক্তিক প্রমাণ ছাড়া কথা বলে লাভ হবে না। বলে মেসেজটা পাঠালো স্যাম।

পাঁচ মিনিট পরেই কলব্যাক করলো সেলমা।

স্যাম কল রিসিভ করে বলল, দাঁড়াও, স্পিকারফোনটা চালু করে নিই। রেমিও আছে আমার সাথে।

শুভ সকাল, সেলমা বলল, গতকালের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন নিশ্চয়?

তুমি কি একা আছে এখন?

হ্যাঁ, অফিসে আছি। ব্রি আর লাযলো ওপরতলায় নাস্তা করছে।

বেশ, বলল স্যাম। তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে তুমিও ভাবছো?

হ্যাঁ, মিস্টার ফার্গো। হতভম্ব হয়ে গেছি বলা যায়। আমি তাকে বাইরের কারো সাথেই কথা বলতে দেখিনি। আর সেও কিন্তু সত্যিই সত্যিই উদ্ভিন্ন হয়ে আছে আপনাদের জন্য।

স্যাম বুঝতে পারছে যে রেমি তাকিয়ে আছে তার দিকে। এছাড়া আর কোনো ভাবেই তাদের অবস্থান ফাস হওয়ার উপায় নেই, যদি না সেলমা বা লায়লো কারো কাছে তথ্য ফাঁস করে থাকে। এবং তারা দুজনই ভালো করে জানে যে এটা কখনোই সম্ভব না। জানার একটা উপায়ই আছে, স্যাম বলছে। আমাদেরকে ভুল কিছু তথ্য ছড়াতে হবে। এতেই বুঝা যাবে ফাসটা কোথা থেকে হচ্ছে। বলে রেমির দিকে তাকালো স্যাম।

টেবিলের মাঝখানে রাখা স্যামের ফোনের দিকে তাকিয়ে রেমি বলল, আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

যদি না তোমার কাছে কোনো ভালো আইডিয়া থেকে থাকে? স্যাম বলল সেলমাকে।

ভাবার মতো কিছুক্ষণ সময় দিন আমাকে। লায়লো আপনাদের ভোলা ছবিগুলো আগে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুক। এরপর দুজনে মিলে যৌক্তিক কোনো একটা উপায় বের করার চেষ্টা করবো। উপায় পাওয়ার সাথে সাথেই আপনাদেরকে কল করবো আমি।

আচ্ছা। তোমার কলের অপেক্ষায় রইলাম।

ফোন কেটে দিলো স্যাম। যদিও সেলমাই সব কাজ করবে, তারপরও নিজেরা অলস বসে রইলো না। টুকিটাকি তথ্যগুলো খতিয়ে দেখেছে ওরা। অবশ্য দরকারে আসার মতো কিছুই বের করতে পারেনি। সারাদিন ধরে আলোচনার পর সন্ধ্যায় ডিনার খেতে বেরুলো রেমি ও স্যাম। একটু আগেভাগেই ডিনার করতে বেরিয়েছে আজ। এস্কুইনা মোকোটোতে ডিনার করবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ব্রাজিলিয়ান খাবারের জন্য বিখ্যাত এই

রেস্টুরেন্টটা। ভারী খাবারের বদলে হালকা খাবারই খেলো অবশ্য। খাওয়া শেষে ওয়াইনের বদলে পান করলে আর্টিসান বিয়ার।

খাবার-দাবার পর্ব শেষে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুনোর সময়ই সেলমা ফোন করলো তাদেরকে।

বলল, জাহাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে আপনাদের পাওয়া বস্তুগুলোর ব্যাপারে কিছু তথ্য বের করতে পেরেছি আমরা। লায়লো আছে আমার সাথে। ওই সব বলবে আপনাদের।

লায়লো ফোন লাইনে আসার পর স্যাম বলল, হোটেলে ফিরার সাথে সাথেই তোমাদেরকে কলব্যাক করবো আমি। এখন বাইরে আছি। কথা বলার মতো অবস্থা নেই।

আচ্ছা, ঠিক আছে, লায়লো বলল। তবে খবর কিন্তু খুব ভালো বা খারাপ কোনোটাই না। ভালো-খারাপ দুটো মিলিয়েই বলা যায়।

.

১৯.

ওয়াশিংটন ডিসি

চার্লস এভেরি অফিসের দরজা দিয়ে বেরুতে যাবেন, ঠিক তখনই সেক্রেটারি তাকে ডেকে থামিয়ে বলল, তাঁর জন্য একটা কল এসেছে। বিরক্ত হয়ে এভেরি বললেন, বাদ দেওয়ার উপায় নেই? এখন একটা ডিনার মিটিং-এ যাওয়ার কথা আমার।

ইতিমধ্যেই সদস্যদের অনেকে চলে এসেছে মিটিং-এ যোগ দেওয়ার জন্য। বাইরের লবিতে বসে তার জন্যই অপেক্ষা করছে সবাই।

তবে তার বিশ বছর বয়স্কা সুন্দরী সেক্রেটারী সুয়েট তার দিকে তাকিয়ে কামুকে ভাবে হেসে বলল, মি. ফিস্কের ফোন এটা।

শুনে সুয়েটের দিকে তাকালেন এভেরি। ফিস্কের কল হলেও ধরার এতোটা শখ নেই তার। তবে ফার্গোরা এখন সমুদ্রের নিচে মাছের খাবারে পরিণত হয়েছে কিনা সেটার ব্যাপারে জানার ইচ্ছা আছে তার। আমার ফোনে কল ট্রান্সফার করে দাও, বলে আবার অফিসের ভিতরে পা দিলেন এভেরি। ডেস্কে বসে ফোনের রিসিভারটা তুলে বললেন, ডিনারে যাচ্ছিলাম আমি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবে?

মাত্রই সাও পাওলোর ক্রুদের সাথে দেখা হয়েছে আমার।

এবং?

উত্তরটা দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ থেমে রইলো ফিস্ক, তারপর বলল, সাইফার হুইল পাওয়ার একটা সূত্র পাওয়া গেছে।

অবশেষে, বিজয়ের উল্লাসে ভরে উঠেছে তার মন। গর্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন ডেস্কের ওপরে রাখা পাইরেটস অ্যান্ড প্রাইভেটিয়ার্স বইটার দিকে। কয়েক শতাব্দী ধরেই তাঁর পরিবার তাদের থেকে চুরি যাওয়া বস্তুটা উদ্ধারের চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু কেউই উদ্ধার করতে পারেনি। অবশেষে তিনি উদ্ধারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। আর শুধু অল্প কিছুটা মুহূর্ত...

কই আছে ওটা?

ব্রাজিলের সাও পাওলোর কাছাকাছি কোথাও। আমি এখন এয়ারপোর্টের দিকেই যাচ্ছি।

এভেরির নিজেরও ইচ্ছা করছে সাও পাওলো উড়ে যাওয়ার। তবে এমনটা করতে গেলে সবাই তার দুর্বলতা দেখে ফেলবে, অথবা সাইফার হুইলের আসল গুরুটা বুঝে যাবে। তিনি কাউকেই এটার ব্যাপারে সত্যটা বলেননি। এমনকি ফিস্ককেও না। ফিস্ক শুধু জানে— এটা এভেরিদের পারিবারিক সম্পদ, অনেককাল আগে হারিয়ে গিয়েছিলো। এটার আসল গুরুত্বটা জানে না ও। সঠিক সময়ের আগ পর্যন্ত এটার ব্যাপারে তিনি কাউকে বলবেনও না কিছু।

আর ফার্গোরা? তাদের কি অবস্থা?

যতোটা মনে হচ্ছে তারা হয় ঝড়ে ডুবে গেছে নয়তো সাঁতরে দ্বীপে গিয়ে সাপের কামড় খেয়ে মরেছে। যেটাই হোক, এটা নিশ্চিত যে-ফার্গোরা আর পথে বাধা দিতে পারবে না।

অবশেষে, ভেবে আরামে চেয়ারে হেলান দিলেন এভেরি। সপ্তাহে এই প্রথমবারের শান্তি অনুভব করতে পারছেন তিনি। ফার্গোদের জন্য বেশ যত্নশীল হয়েছেন। ফার্গোরা সান্ত্বনা বন্দরে যাচ্ছে শুনে ওখানকার সবগুলো নৌযানই ভাড়া করতে হয়েছিলো তাকে। কাজটা মোটেও সহজ ছিলো না। এছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না তার হাতে। সাইফার হুইলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো ফার্গোরা। তবে যতো কাছেই যাক, এখন আর ওতে কিছু যায়-আসে না। তবে, ঝুঁকি এখনো একটা আছে। ঝুঁকিটা মাথায় আসতেই বললেন, ট্রেস করে কি আমার কাছে পৌঁছার মতো কোনো সম্ভাবনা আছে?

একদমই না। ক্রুদের সাথে ভালোভাবেই হিসাব নিকাশ চুকানো হয়েছে। কোনো দলিল নেই। ভাড়া করা সবাইকেই গুপ্ত অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো হয়েছে। ফার্গোদের মত নিয়ে তদন্ত করলে কেউই কিছু খুঁজে পাবে না। অন্তত এখন পর্যন্ত আপনাকে সন্দেহ করার মতো কোনো সূত্রই নেই।

গুড। নজর রাখো যেন পরিস্থিতিটা এরকমই থাকে।

ফিস্কের থেকে ইতিবাচক জবাব শুনে ফোন নামিয়ে রাখলেন এভেরি। নিরবে বসে বইটার দিকে তাকিয়ে আছেন শুধু। মনে মনে বলছেন, দ্রুতই এই টাকা খরচ এবং ঝামেলা পোহানোর পুরস্কারটা পাবেন। খুব শীঘ্রই! ভাবতে ভাবতে প্রায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, ঠিক তখনই অফিসের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো কেউ।

চোখ তুলে আগন্তকের দিকে তাকালেন এভেরি। হঠাৎ তার স্ত্রী আলেক্সান্দ্রাকে অফিসে আসতে দেখে বেশ চমকে গেছেন।

আলেক্সান্দ্রার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সেও মহিলার সৌন্দর্য হারিয়ে যায়নি। অফিসে ঢুকেই পার্সটা কাউচের ওপর ছুঁড়ে ফেললো মহিলা। তারপর বসে বলল, লবিতে থাকা ঐ তরুণীটা কে?

ক্লায়েন্ট।

ওহ, ওদেরকে তাহলে এখন তুমি এই নামে ডাকো? ক্লায়েন্ট? কে কার সার্ভিসের জন্য টাকা দিচ্ছে এখানে?

কী চাও তুমি?

আমার অ্যাকাউন্টে দেখলাম বেশ কিছু পরিমাণ টাকা নেই। ওগুলো আমি কখন খরচ করেছি তা নিয়েই আলাপ করতে এসেছি।

ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

টাকাগুলোর সাথে কি ঐ ম্যাপটার কোনো সম্পর্ক আছে? যেটাকে তুমি হন্যে হয়ে খুঁজছে, ঐ ম্যাপটা? যদি তাই হয়, তাহলে তো টাকাগুলো তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ করা উচিত। তাই না?

বলে কাউচ থেকে উঠে লিকার ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলো আলেক্সান্দ্রা। ক্যাবিনেটে বোতলগুলো লেবেল চেক করে দেখছে। তারপর নিজের জন্য রেখে দেওয়া ব্র্যান্ডির বোতলটা বের করে এনে এক চুমুক গিলে এগিয়ে গেলো এভেরি ডেস্কের দিকে। ডেস্কে রাখা প্রাইভেট অ্যাণ্ড প্রাইভেটিয়ার্স বইটার ওপর কিছুক্ষণ হাত বুলানোর পর বলল, যে লোক কিনা আমাদের আসন্ন ডিভোর্সের কারণে নিজের সম্পদ লুকিয়ে রাখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, আমার তো মনে হয় টাকা খরচের ব্যাপারেও তাকে আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো।

চেয়ার থেকে উঠে লিকার ক্যাবিনেটের দিকে পা বাড়ালেন এভেরি। স্ত্রীর ফাঁদে পা দিতে চাচ্ছেন না। আলেক্সান্দ্রার অ্যাকাউন্ট থেকে নেওয়া টাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা খাতে ব্যয় করেছেন তিনি। অন্য কিছু প্রজেক্টের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন পড়েছিলো, তাই নিয়েছিলেন। কারণ তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টের টাকাগুলো ফিস্ক তার মিশনের পিছনে ব্যয় করছে। তোমার কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

আমার সাথে বোকার অভিনয় করো না, চার্লস। তুমি হয়তো ভাবছো তোমার এই মোহের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না? ভুল ভাবছো। যাই হোক দুটো কথা শুনে নাও। এক, আমি একজন ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ করেছি। তো তুমি যদি তোমার টাকা কোথাও লুকিয়েও রাখো, তাহলে সেটা বের করতে কোনো সমস্যা হবে না আমার। আবার ভেবে বসো না যে ডিভোর্সে তোমাকে লুট করে নিতে চাইছি আমি। আর দুই, তোমার এই গুপ্তধনের যদি আসলেও কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকে এবং যেহেতু তুমি আমাদের টাকা ব্যবহার করে এটা খুঁজছো, তাই যা পাবে তার অর্ধেক আমাকে দিতে

হবে। আমরা যে ক্যালিফোর্নিয়ায় বিয়ে করেছিলাম, তা কি তুমি ভুলে গেছো? একদম ফিফটি-ফিফটি হবে কিন্তু, ডার্লিং। ঠিক অর্ধেক অংশ।

বলে বিদ্রূপাত্মকভাবে গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরলো আলেক্সান্দ্রা।

বোতল খুলে গ্লাসে ড্রিংক ঢাললেন এভেরি। এক ঢোকে পুরোটা গিলে নিয়ে আরেকবার গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, ওটা আমার পারিবারিক সম্পত্তি। এটায় তোমার কোনো অধিকার নেই।

পারিবারিক সম্পত্তি? বলে বইয়ের মলাট উল্টালো আলেক্সান্দ্রা। পৃষ্ঠাগুলো দেখতে দেখতে বলল, আমার যতদূর মনে পড়ে, তোমার আত্মহের এই ম্যাপ বা কোডটা খুব সম্ভবত তোমার পূর্বপুরুষেরাই কয়েকশো বছর আগে আসল মালিকের থেকে চুরি করেছিলো। তুমিই তো আমাকে বলেছিলে এটা, তাই না? এককালে তো আমরা দুজনেই দুজনের সাথে মন খুলে কথা বলতাম। বলে বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। তার নীল চোখগুলোতে প্রচুর ঘৃণা লেগে আছে এখন। জলদস্যু। তারা তো জলদস্যু ছিলো? তোমার পূর্বপুরুষেরা? দেখা যাচ্ছে, গাছ থেকে আপেল খুব বেশি দূরে পড়েনি। তুমিও তো তাইই।

আলেক্সান্দ্রার হাত থেকে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে এভেরি বললেন, এটা আমার পরিবারের কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো?

চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো নাকি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলো? হাজার হোক, চুরির এই ধারাটা তো প্রথমে তোমার পূর্বপুরুষেরাই শুরু করেছিলো। নাকি আমিই গল্পটা বলতে ভুল করছি?

তুমি কি আসলেই কোনো কারণে এসেছো? নাকি আমাকে জ্বালাতে এসেছো শুধু?

বাহ! আমার দক্ষতা দেখি দিন দিন ভালোই উন্নতি করছে। আগে তো শুধু বিরক্ত করতাম। বলে গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিলো আলেক্সান্দ্রা। তারপর কাউচ থেকে পার্সটা তুলে নিয়ে বলল, আমি শুধু আমার অ্যাকাউন্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া টাকাগুলোর কথা ভাবছি। ওগুলো কখন পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে, এটাই মূল চিন্তা এখন। আমারো খরচপাতি আছে। আর এটার জন্য কাউকে কোর্ট পর্যন্তও টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছি না।

আচ্ছা, আচ্ছা। সকালের মধ্যেই ওটা জায়গামতো পৌঁছে যাবে।

সেটাই ভালো। বলে দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখলো আলেক্সান্দ্রা। মনে হচ্ছে তোমার ক্লায়েন্ট চলে গেছে। ঢোকান সময় কিছু কথা বলেছিলাম মানুষটাকে। আশা করছি সে হয়তো আমার কথায় রাগ করে চলে যায়নি।

কোনো রকমে রাগ দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন এভেরি। ইচ্ছা করছে স্কচ ভর্তি গ্লাসটা আলেক্সান্দ্রার দিকে ছুঁড়ে মারতে। আলেক্সান্দ্রাও এটাই চাচ্ছিলো, গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলেই খুশি হতো ও। তবে তাকে খুশি হওয়ার সুযোগ দেওয়ারও কোনো ইচ্ছা নেই এভেরির।

আলেক্সান্দ্রার এখন যা আছে, এর সবই হয়েছে এভেরির কল্যাণে। এক সময় মানুষটাকে ভালোবাসতেন তিনি। আর এখন? এখন ঐ মহিলা তার কাছে সমাজের অভিজাত শ্রেণিতে উঠতে চাওয়া একজন মহিলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আলেক্সান্দ্রা সবই করছে লোক দেখানোর জন্য। নিজের নাম বাড়ানোর জন্য। এমনকি, লোক দেখানোর জন্য ইদানিং দাঁতব্য কাজও করা। শুরু করেছে।

একদম ঐ ফার্গো মহিলাটার মতোই, মনে মনে বললেন। রেমি ফার্গোর সাথে দেখা না হওয়ায় খুব একটা আফসোস নেই তার। তিনি জানেন ঐ মহিলাও তার স্ত্রীর মতোই।

ফার্গোদের কথা মনে পড়তেই আবারো রাগ চড়ে গেছে এভেরি। যতো যাই ঘটুক না কেন, তাকে এটাই দেখাতে হবে যে গুপ্তধনটা তিনিই খুঁজে বের করেছেন। ঐ সম্পদগুলো তার নিজের। তাঁর স্ত্রীর বা অন্য কারোর না। শুধুই তার নিজের।

আর এটার জন্য কাউকে খুন করতেও কোনো দ্বিধা নেই তার।

.

২০.

ভালোটা দিয়েই শুরু করো, রেমির পাশে বসতে বসতে লাঘলোকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

আপনাদের পানির নিচে তোলা ছবিগুলো খুবই উন্নতমানের, লাল বলছে। আমরা ওগুলো ভালোভাবে জুম করে দেখতে পেরেছি-অবশ্য এটার জন্য পিট ও ওয়েন্ডিকেই কৃতিত্ব দিতে হবে, সে আসলে সেলমা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পিট জেফকোট এবং ওয়েন্ডি করডেনের কথা বলছে। ফটোশপ বা কিছু দিয়ে কাজ করেছে বোধহয়। যাই হোক, আপনাদের তুলে আনা ছবিগুলো দিয়ে ওগুলোর নির্মাণকারী দেশগুলোর নাম বের করতে পেরেছি।

এটা তো চমৎকার সংবাদ।

হ্যাঁ। তবে আমি কিন্তু দেশগুলো বলেছি। বহুবচনে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। সবসময়ই কাজগুলো এমন কঠিন হয়ে যায়। কী আর করা!

হ্যাঁ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হয়, লাযলো বলল। তবে এটার কিন্তু একটা উপকারী দিকও আছে। ঐ সীসার সিলটা এক ইংরেজ টেক্সটাইল কোম্পানির। ১৬৯১ থেকে ১৬৯৬ পর্যন্ত ব্যবসায় টিকে ছিলো ওরা। আর ধ্বংসস্তূপে খুঁজে পাওয়া ঐ হলুদ পাথরগুলো ডাচদের।

আর খারাপ সংবাদটা কী তাহলে? রেমি জানতে চাইলো।

এটাই যে তথ্যগুলো কোথা থেকে ফাস হচ্ছে সেটা বের করার মতো কোনো ভালো প্ল্যান তৈরি করতে পারিনি আমরা।

আসলে, স্যাম বলে উঠলো, আমার মনে হয় আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি। কাজে লাগতে পারে এটা। আমরা এমন ভান ধরবো যে আমরা আগে ভুল শিপরেকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, তবে এখন সঠিকটা জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি। আর এরপর অপেক্ষা করবো ফলাফলের। এরপর পুরো প্ল্যানটাই সবাইকে ভেঙ্গে বলল স্যাম।

লায়লো বলল, এটায় কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে আপনার?

যদি তথ্যগুলো ব্রির থেকে ফাঁস হয়ে থাকে, তাহলে এটা কাজে না লাগার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না। যে লোক গলফিনহো ছিনতাই করেছিলো সে সাইফার হুইলটাই চায়। জাহাজের পরিচয় দিতে পারবে এমন কোনো বস্তুতে তার কোনো আগ্রহ থাকার কথা না। আমরা বলবো আমরা সাইফার হুইলের আসল জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি, অথবা সাইফার হুইলটা তুলে আনতে যাচ্ছি। তাদেরকে লোভ দেখানোর জন্য তো নিশ্চয় এর থেকে ভালো কোনো টোপ ফেলা সম্ভব না। যদি এতে কারো আপত্তি থেকে না থাকে, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এখন রুবেন হেওয়ার্ডের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

ভালো বলেছেন, লায়লো বলল। কাজে নেমে পড়ছি আমরা।

কল কেটে দিয়ে রেমির দিকে তাকালো স্যাম। বলল, তোমার মত আছে এই প্লানের সাথে?

তার মত থাকবে না কেন? এই লোকগুলো ঠাণ্ডামাথার খুনি, এদেরকে অবশ্যই থামাতে হবে। আর তাছাড়া হেওয়ার্ডের নামটা শুনেও এখন কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে রেমি। স্যামের সাথেই কোর্ট অপারেশনের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো হেওয়ার্ড। স্যাম ডারপায় চলে গেলেও,

হেওয়ার্ড এখন কাজ করছে সিআইএর ডিরেক্টরেট অফ অপারেশন্স কেস অফিসার হিসেবে। সেই প্রশিক্ষণের দিনগুলো থেকেই স্যামের খুব ভালো বন্ধু হেওয়ার্ড। আর হেওয়ার্ড কখনোই সে নিজে যেটায় জড়াতে পারবে না সেখানে স্যামকেও জড়াতে মানা করবে। যদি খুব প্রয়োজনীয় কিছু হয়, তাহলে এরজন্য বাইরের সাহায্য নিতেও কোনো দ্বিধা নেই তার।

সব ভেবে মাথা ঝাঁকালো রেমি। এটাই তো একমাত্র উপায়।

হ্যাঁ। তাহলে এখন আমাদেরকে শুধু সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

অবশ্য খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা লাগলো না ওদের। পরদিন সকালেই সেলমা ফোন করে জানালো, আমরা ব্রিকে ভুল শিপরেরকের ব্যাপারে জানিয়েছি। সাথে এটাও বলেছি যে, আমরা আসল শিপরেরকটাও খুঁজে পেয়েছি এবং খুব শীঘ্রই ওখানে খুঁজতে যাবেন আপনারা। এভেরির লোকদের তৈরি হওয়ার জন্যও সময় দিতে হবে। ধরেই নিচ্ছি যে লোকটা ওখানে বা ঘাটে আপনাদের ওপর হামলা করতে পারে। তথ্যগুলো যেন ফাঁস হয়, সেজন্য এবার তারা ব্রিকেও মিশনের পরিকল্পনার দলে টেনে নিয়েছে। তারা কোন বোট ভাড়া করছে, কখন ওখানে যাবে, এমনকি ডাইভিংর জায়গাটাও বলে দিয়েছে ব্রিকে। জায়গাটা স্নেক আইল্যান্ডেই, তবে আসল শিপরেরকের অবস্থান থেকে কিছুটা উত্তরে। আর নিরাপত্তার জন্য মি. হেওয়ার্ড আর্চার ওয়ার্ল্ডওয়াইড সিকিউরিটির নামের এক ফার্মকে নিয়োগ দিয়েছেন। বলেছেন, আপনি নাকি লোকটাকে চিনবেন এবং আপনাকে কল করতে পারে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

হ্যাঁ, চিনি ওকে। নিকোলাস আর্চার। আমাদের সাথেই ডারপায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো, স্যাম জানালো সেলমাকে।

তাহলে তো দেখছি সব ঠিকঠাকই আছে। শুভকামনা রইলো আপনাদের জন্য।

তোমার জন্যও, স্যাম বলল। আর ব্রির থেকে কিছু জানতে পারলে সাথে সাথেই আমাদেরকে জানাবে তা।

বলে কল কেটে দিলো স্যাম। সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক এগুচ্ছে। রেমি ভাবলো এখন হয়তো সে একটু আরাম করতে পারবে। কিন্তু রাতে ঘুমাতে গিয়ে আরামের ছিটেফোঁটাও অনুভব করতে পারলো না। সারারাতই বিছানায় ছটফট করেছে শুধু। বারবারই শুধু বন্ধুর কথা ভেবেছে। ব্রির সম্পর্কে সে খুব ভালোভাবেই জানে বলে ধারণা ওর। তার আচরণের এরকম বিশ্বাসঘাতকতাটা মিলছে না। এটা ভাবতে গিয়েই মাথায় এলো, কেউ কি ব্রির কাছ থেকে জোর করে তথ্যগুলো হাতিয়ে নিচ্ছে কিনা। হয়তো ব্রিকে ভয় দেখিয়ে ওর থেকে সব তথ্য জানছে কেউ।

কিছুক্ষণ ভাবার পর সিদ্ধান্ত নিলো এমনটার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। এটা মাথায় আসার পরই অবশেষে কিছুটা স্বস্তি পেলো রেমি। ঘুমাতেও পারলো অবশেষে।

পরদিন সকালে ড্রাইভারের সাথে করে গাড়িতে যাত্রা করলো ওরা। যদিও ড্রাইভার আসলে কোনো ড্রাইভার না। আর্চার সিকিউরিটির একজন ড্রাইভারের ছদ্মবেশে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে।

নিকোলাস আর্চারের সাথে রেমির আগেও দেখা হয়েছে। যদিও সে তাদের ডারপার প্রশিক্ষণের কথাটা জানে, তারপরও তারা ওখানে কী কাজ করতো এই ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে স্যামও কখনো খোলাসাভাবে কিছু বলেনি। রেমি ধারণা করে নিয়েছে স্যাম হয়তো সরকারের জন্য কিছু একটা তৈরি করেছিলো। ওটার জন্য সম্ভবত বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করা লাগতো, এর জন্যেই অস্ত্র ও আত্মরক্ষায় তাদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিলো তাকে। অবশ্যই, এই প্রশিক্ষণটা তাদেরকে এখনো উপকৃত করে যাচ্ছে। গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে প্রায়ই বড়ো বড়ো বিপদে পড়তে হয় ওদের। বিপদ থেকে মুক্তির জন্য প্রতিবারই স্যামের প্রশিক্ষণ বা ডারপায় কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কাজে দেয় তাদের।

তবে স্যাম ডারপা ছেড়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায় নেমে পড়লেও আর্চার আরো অনেকগুলো বছর সরকারের সাথেই রয়ে গিয়েছিলো। ডারপা থেকে এফবিআইএ গেছে, তারপর অবশেষে সব ছেড়ে তৈরি করেছে নিজের ব্যক্তিগত এক আন্তর্জাতিক সিকিউরিটি ফার্ম।

ব্যক্তিগত কাজে নেমে পড়লেও সাবেক সরকারী ও আইনপ্রণয়নকারী দপ্তরগুলোর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেনি আর্চার। এই কারণেই রুব হেওয়ার্ডের মতো সেও প্রয়োজনের সময় যে কোনো মূল্যবান তথ্যই বের করে ফেলতে পারে। বলা যায় তথ্য জানার ক্ষেত্রে প্রায় সবদিকেই এক্সেস রয়েছে তার। আর তাছাড়া, লোকটা এক মুহূর্তের মধ্যেই

আন্তর্জাতিক মিশনের জন্যও দল তৈরি করে ফেলতে পারে। এবং তার দলের প্রতিটি সদস্যই থাকে উচ্চ প্রশিক্ষিত এবং অতিমাত্রায় বিশ্বস্ত। স্যামের ভাষ্যমতে, আর্চারের টিমগুলোর সাথে তুলনা করলে নাকি তাদের গড়া টিমগুলোকে হাই-স্কুলের জুনিয়র টিম বলে মনে হবে।

যদিও রেমি এই কথাটা এখনো বিশ্বাস করতে পারেনি, তারপরও তারা ভালো নিরাপত্তার মধ্যে আছে ভেবে বেশ স্বস্তি পাচ্ছে ও। প্রত্যাশামতোই, এই অপারেশনের প্রতিটি অংশই বেশ ভালোভাবে সাজিয়ে নিয়েছে ওরা। এমনকি লা জোলাতের তাদের বাসার সামনেও আর্চারের একটা দল পাহারায় থাকবে। ব্রির তথ্য ফাঁস করার ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেলেই, আটক করে শিকের আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওকে।

তাহলে কেন স্নেক আইল্যান্ডের দিকে স্যাম ও আর্চারকে বোট ঘুরাতে দেখে তার আত্মা এতো ধুকপুক করছে?

ঐ মুহূর্তেই স্যাম তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি ঠিক আছো?

রাতে ঘুমটা ভালো হয়নি আমার।

দেখেছি। সারারাত শুধু ছটফট করেছে।

আমরা কি কোনো বড় ভুল করছি?

না, আমরা করছি না, বলল স্যাম, ঠিক তখনই আর্চারও এসে যুক্ত হলো তাদের সাথে। আমরা এখানে আছি এটা জানার আসলে একটা উপায়ই আছে। আশা করছি টোপটা গিলবে ও, এবং এভেরির লোকেরাও হামলা করবে আমাদের ওপর।

স্যামের কথা শান্ত হয়ে বোটটার দিকে তাকালো রেমি। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, একটা ইয়টকে সাজিয়ে এই রিসার্চ ভেসেলে পরিণত করা হয়েছে। আর্চার ভাষ্য অনুযায়ী, এই যানের ইঞ্জিনটা বেশ শক্তিশালী এবং এর আড়ালে অনেক ত্রু লুকিয়ে আছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। প্রয়োজন পড়লে একটা ত্রুজ শিপকেও ডুবিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য আছে এই বোটটার। স্যামকেও একটা ফিশিং জ্যাকেট দিয়েছে আর্চার। ওটাকে বাইরে থেকে দেখে নির্দোষ মনে হলেও, ওটার ফোলা পকেটের নিচে খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই স্যাম তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছে।

এবার স্যাম ও রেমিকে পানিতে ডাইভও দিতে হবে না। তাদের হয়ে করবে আর্চার দলের দুই সদস্য।

সব দেখে আর্চারের দিকে তাকিয়ে হাসলো রেমি। মানতেই হচ্ছে যে আপনার কুটা আমাদের সর্বশেষ ত্রু থেকে অনেক বেশি বিশ্বস্ত।

সবাইকেই এক-এক করে বেছে নেওয়া হয়েছে, মিসেস ফার্গো।

প্লিজ-রেমি ডাকুন শুধু, জোর করলো রেমি। যদিও আগে মাত্র কয়েকবারই আর্চারের সাথে দেখা হয়েছে তার, তারপরও লোকটাকে বেশ পছন্দ করে ও। দেখতে শুনতে অনেকটা স্যামের মতোই লম্বা চওড়া আর্চার, এবং স্যামের মতোই তার আচরণও কিছুটা

বিভ্রান্তিকর। গায়ের রঙ কিছুটা তামাটে, খুতনীতে হালকা সোনালি দাড়ি। তাকে দেখলে সাধারণ কোনো অফিসারের বদলে উচ্চ প্রশিক্ষিত অপারেটিভ বলেই মনে হয়। আমি জানি আপনি স্যামের সাথে পুরো ব্যাপারটা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তারপরও আমার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে। যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে?

আমরা প্রতিটা দৃশ্যই কল্পনা করে দেখেছি। আমরা আপনাদের পুরোপুরি নিরাপদে রেখেছি, মিসে... আ- রেমি। আপনি এখানে নিরাপদেই থাকবেন। ডাইভ দেওয়া এবং নকল আর্টিফ্যাক্ট তুলে আনা থেকে শুরু করে সবকিছুই যদি পরিকল্পনামাফিক এগোয়, তাহলে আশা করছি দুষ্কৃতিকারীদের স্থানীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

আমিও তাই আশা করছি। বলে দিগন্তের দিকে তাকালো রেমি। দূরত্ব কমার সাথে সাথে স্নেক আইল্যান্ডের আকৃতিও আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছে। সবই ঠিক আছে, তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগলো রেমির। স্নেক আইল্যান্ডের দিকে তাদেরটা ছাড়া আর কোনো যান এগিয়ে যাচ্ছে না। ব্যাপারটা আর্চারকে জানালো ও।

আর্চার তার হাতের বাইনোকুলারটা রেমির হাতে দিয়ে বলল, খুব সম্ভবত তারা আমাদের বন্দরে ফেরার অপেক্ষা করছে এখন। আগামীকাল আমরা ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই হয়তো আক্রমণ করবে। তারপরও যদি আপনি কোনো নৌকা বা বোট দেখতে পান, তাহলে সাথে সাথেই জানিয়ে দিবেন আমাদের।

বাইনোকুলারটা গলায় ঝুলিয়ে নিলো রেমি। আচ্ছা, আমি নজর রাখবো পানিতে।

অপারেশনের বাকি দিকগুলো কেমন ভাবে এগুচ্ছে সেটা দেখার জন্য স্যাম ও রেমিকে ওখানে রেখেই ভিতরের দিকে চলে গেলো আর্চার। আর্চার চলে যাওয়ার পর রেমি স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, যাও তুমিও।

আমি এখানেই ঠিক আছি। তোমার সাথে দাঁড়িয়ে থাকার আনন্দই অন্যরকম।

আমি জানি তা। সাথে এটাও জানি যে তুমি ডারপা এবং আর্চারের সাথে ওখানের মিশনের দিনগুলো অনেক মিস করো।

মুচকি হাসলো স্যাম। তারা এখন কী নিয়ে পরিকল্পনা করছে সেটার আপডেট জানতে পারলে খারাপ হতো না।

রেমি বাইনোকুলারটা উঁচিয়ে ধরে বলল, আমি আছি এখানে। সন্দেহজনক কোনো কিছু চোখে পড়লে ডাকবো তোমাকে।

তোমার এই চিন্তাভাবনাগুলো খুবই ভালো লাগে আমার, রেমি। তোমাকে ভালোবাসার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটাও একটা, বলে আর্চারের পিছু পিছু কেবিনের দিকে ছুট লাগালো স্যাম।

রাতে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালে গিয়ে স্নেক আইল্যান্ডে পৌঁছালো ওরা। সকালের দিকে স্যাম ও রেমির ছদ্মবেশ নিয়ে ডাইভ দিলো দুজন অফিসার। তবে যেরকম ভেবে

রেখেছিলো সেরকম কিছুই ঘটলো না। পানিতে বেশ কয়েকটা বোট চললেও কোনোটাই তাদের ধারে-কাছে দিয়েও আসছে না। এমনকি, কোনোটাকে দেখে হুমকির মতোও মনে হচ্ছে না।

আট ঘণ্টা অপেক্ষার পর অবশেষে অপারেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করলো আর্চার। জানালো যে যদি কোনো কিছু ঘটর থাকতো, তাহলে তা এতোক্ষণে ঘটে যেতো। নোঙর তুলতে যাবে, ঠিক তখনই দেখা গেলো স্নেক আইল্যান্ডের দক্ষিণ মাথা থেকে একটা ট্রলার এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

ট্রলারটা দেখেই সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর্চারের লোকেরা। তবে আশঙ্কামূলক কিছুই ঘটলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের পাশ কেটে চলে গেলো ট্রলারটা। পাশ কেটে যাওয়ার সময় ট্রলারের কেউ তাদের দিকে তাকানোর মতোও আগ্রহ দেখায়নি।

ট্রলারটাকে পশ্চিমাভিমুখে চলে যেতে দেখে রেমি টের পেলো যে তুরা বেশ হতাশ হয়েছে এতে।

ঘড়ির দিকে তাকালো আর্চার। তারপর নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। সবাই চোখ খোলা রাখবে। যেহেতু পানিতে কেউ দেখা দেয়নি, তারমানে বন্দরে শত্রুদের দেখা মেলার সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি।

তবে শঙ্কাটা শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবে পরিণত হয়নি। বন্দরেও শত্রুদের কেউ নেই। এমনকি পার্বত্য রাস্তা ধরে এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময়ও কেউ অনুসরণ করেনি তাদের।

আমি বুঝলাম না কিছুই, সন্ধ্যায় তাদের প্লেনের টেবিলে বসে বলল স্যাম। এটার তো কাজে আসার কথা ছিলো।

আর্চারও তাদের সাথে আছে। ফার্গোরা যেন নিরাপদে মাটিতে ল্যান্ড করতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্যই সাথে এসেছে ও। এটা বেশ ভালো

একটা প্লান ছিলো। খুব সম্ভবত গুপ্তচরদের কেউ আমরা যতোটা ভেবেছিলাম ঠিক ততোটা কাজের না।

মাথা নাড়তে নাড়তে টেবিল থেকে উঠে বারের দিকে এগিয়ে গেলো স্যাম 1 ড্রিংক চলবে?

না, এখন না, আর্চার জানালো। ক্রুদের ব্রিফিং দিতে হবে আমার।

রেমি? গ্লেনফিডিচের একটা বোতল উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

হ্যাঁ। এখন এক গ্লাস পোর্ট দরকার আমার।

গ্লেনফিডিচের বোতলটা টেবিলে রেখে নিচের ওয়ান ক্যাবিনেট থেকে পোর্টের বোতল বের করে আনলো স্যাম। তো, পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ওয়াইনের বোতলটা বের করে

গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলছে স্যাম, কী মনে হয়, ভুলটা কোথায়? এটা যে ফাঁদ তারা কি বুঝে ফেলেছিলো? এমন সম্ভাবনা আছে?

যে কোনো কিছুই সম্ভাবনা আছে। আমি যা দেখেছি, আমাদের যাওয়ার আগে বা পরে কখনোই ডকে আর কোনো বোট ছিলো না। পুরোপুরিই একটা ব্যর্থ মিশন এটা।

গ্লাসটা রেমির হাতে দিয়ে স্যাম বলল, সেলমাকে কল করা দরকার আমাদের। হয়তো আমাদের থেকে আপডেট জানার অপেক্ষায় আছে ও।

পোর্টের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাদের পরিকল্পনা করা মিশনটা নিয়ে। ভাবছে রেমি। এতো ভালোভাবে প্ল্যান করা একটা মিশন কিনা শেষমেশ ব্যর্থ হলো! বি কি কোনোভাবে ফাঁদের ব্যাপারে জেনে এভেরি বা তার লোকদের জানিয়ে দিয়েছিলো? কল দাও।

পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে বাসায় ফোন দিলো স্যাম। স্পিকার অন করে বলল, কী অবস্থা, সেলমা?

মি, ফার্গো, সেলমা বলছে, আমার ধারণা অপারেশনটা হয়তো ব্যর্থ হয়েছে।

এটা কোনো প্রশ্ন না, বরং সেলমা নিজে থেকেই বলছে। কথাটা শুনেই একে-অপরের দিকে তাকালো তারা তিনজন। তারপর স্যাম জিজ্ঞেস করলো, এমনটা কেন বলছো তুমি?

কারণ-একটা বাজে সংবাদ আছে আমার কাছে।

স্কাইপেতে ব্লগ করলো সেলমা

২১.

স্যামের অনুরোধে স্কাইপেতে ব্লগ করলো সেলমা। স্যাম চাচ্ছিলো তার চেহারা দেখে খারাপ সংবাদের মাত্রাটা নির্ণয় করতে। আর্চারেরও আইডিয়াটা ভালো লেগেছে। তবে সে উঠে দাঁড়িয়ে একটু পাশে সরে গেলো যাতে পর্দার ওপাশে থাকা কেউ তাকে দেখতে না পায়। কিছুক্ষণ পরই বেজে উঠলো রেমির ট্যাবলেটটা। তবে কলটা ধরতেই সেলমার বদলে ব্রিকে দেখতে পেলো ওরা। স্যাম ও রেমিকে দেখেই স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো যেন তার চেহারায়। তাদেরকে দেখেই পর্দার দিকে উবু হয়ে ব্লগ, থ্যাংকস গড, আমি খুবই দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম।

দুঃশ্চিন্তা? স্যাম ব্লগ, তার কণ্ঠে সতর্কতা মিশে আছে। অবশ্য সেলমার থেকে মিশন ব্যর্থ হওয়ার কথাটা শোনার পর সতর্ক না হয়েই বা উপায় কী? ব্রির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সেলমা ও লায়লোর দিকে তাকালো স্যাম। তাদের দুজনের মুখভঙ্গী দেখে আসলেই কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। তাই আবারো ব্রির দিকে চোখে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিলে?

আপনাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে ভেবে।

ব্রি, রেমি ব্লগছে, তোমার কেন মনে হলো যে আমাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে?

আগেরবার আপনাদের ডাইভিংর সময় ঘটা ঘটনাটার কারণে । আমরা ধারণা ওটা আমার জন্যই ঘটেছে ।

স্যাম এমন কিছু আশা করেনি । অস্বীকার করলে, হ্যাঁ, তা স্বাভাবিকভাবে নেওয়া যায় । কিন্তু এটা? প্লিজ, খুলে বলো সব ।

আ-আমার মনে হয় আমি আমার কাজিনকে আপনাদের অনেক তথ্য জানিয়ে দিয়েছি ।

ল্যারেইন? রেমি বলে উঠলো ।

হ্যাঁ । আমি প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি । তারা আমাদের দুজনকেই হুমকি দিয়েছিলো, দুজনকেই বেঁধে রেখেছিলো । আমার মতোই সেও একজন ভিক্টিম । অন্ততপক্ষে আমি এটাই ভেবেছিলাম । তাই যখন সে আপনাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো, তখন এটা ভাবিনি যে তাকে কিছু বলে আপনাদেরকে বিপদে ফেলে দিচ্ছি আমি । আ- বলতে বলতে তার গাল বেয়ে অশ্রু পড়তে শুরু করেছে । কোনো রকমে নিজেকে শান্ত করে বলল, আমি খুবই দুঃখিত, মি. অ্যান্ড মিসেস ফার্গো । আমি জানলে কখনোই তাকে কিছু বলতাম না ।

ব্রিচ চেহারাটা পরীক্ষা করে দেখছে স্যাম । মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে মিথ্যা অভিনয় করছে । তারপরও নিজের সতর্কতা ফেলে দিয়ে এখনই তাকে মাফ করে দেওয়ারও কোনো ইচ্ছা নেই । তোমার কেন মনে হলো যে আড়ালে কিছু একটা ঘটছে? জিজ্ঞেস করলো শুধু ।

আপনাদের প্রথম ডাইভে ঘটা ঘটনার পর এটা মাথায় এসেছে আমার। আর ল্যারেইনও বারবার জিজ্ঞেস করছিলো আপনাদের সাথে আমার আর কথা হয়েছে কিনা। এ-এতে... বলতে বলতে পর্দার বাইরের দিকে ঝুঁকে গেলো ব্রি। একটা টিস্যু নিয়ে আবারো পর্দায় উদয় হয়ে বলল, এতে করে সন্দেহ বেড়ে যায় আমার। তাই সেলমা ও লাযলো যখন আমাকে বলল আপনারা সাইফার হুইলটা খোঁজার আরেকটা চেষ্টা করবেন, তখন ল্যারেইনকে মিথ্যা বলি আমি। তাকে বলেছি যে আপনারা কোথায় আছেন বা কী করছেন সেই ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। এজন্যই দুঃশ্চিন্তা বাড়ছিলো আমার। বলতে দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করলো। আপনাদের যদি কিছু হয়ে যেতো...

আর বলতে পারলো না কিছুই। কান্নায় ভেঙে পড়েছে ব্রি। ট্যাবলেটটা ব্রির সামনে থেকে তুলে নিয়ে রুমের অন্য পাশে সরে এলো সেলমা। পিছনে দেখা যাচ্ছে লাযলো ব্রিকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

নিজেই তো শুনলেন সংবাদটা, সেলমা বলল।

স্যাম রেমির দিকে তাকিয়ে বলল, কোনো মন্তব্য?

আমি বিশ্বাস করি তাকে, বলল রেমি।

সেলমা? স্যাম জিজ্ঞেস করলো।

হয়তো সে বিশ্বের সেরা অভিনেত্রী হলেও হতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে আমিও মিসেস ফার্গোর সাথে একমত। ওকে বিশ্বাস করছি আমি। তার কথায় যুক্তি আছে। আর সে

যখন আমাদের কাছে ছুটে আসলো, তখন কিন্তু আপনারা কেউ ছিলেন না। তাকে শান্তও করা যাচ্ছিলো না তখন। অনেকক্ষণ লেগেছে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করার জন্য।

চমৎকার, স্যাম বলল। এই একটাবারই আমরা চাচ্ছিলাম যেন সে তথ্যটা পাচার করে, এইবারই সে হঠাৎ করে সতর্ক হয়ে গেলো-

অথবা, কঠিন দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল রেমি, ব্রি যেমনটা বলল, সে আমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলতে চায়নি।

যাই হোক, অন্তত পক্ষে তথ্য ফাসের উৎসটা তো জানা গেলো এবার।

দুর্ভাগ্যবশত, সেলমা বলছে, এতে করে চার্লস এভেরি বা তার লোকদের কাউকেই ধরা যাচ্ছে না।

সঠিক সময়ে সবই হবে।

সেলমা তার কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল, ধরে নিচ্ছি ব্রি সত্য বলছে, তার মানে এখন আমাদেরকে এটাও ধরে নিতে হবে যে চার্লস এভেরির লোকেরাও জাহাজের পরিচিতিটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। এখন যেহেতু তারা আরো আমাদের থেকে দুদিন সময় বেশি পেয়েছে।

তাহলে আমরা কোন অবস্থানে আছি এখন?

তথ্যাদি ঘাটাঘাটি করা অবস্থায়।

তাহলে এখন তুমি কাজে লেগে গেলেই ভালো হবে, স্যাম বলল। ম্যাপটা কিসের দিক নির্দেশ করছে জানতে পারলে ভালোই হতো। আশা করছি, খুব সম্ভবত গুপ্তধনই হবে। | গুপ্তধন, নাকি সমাধিকে জানে? যেটাই হোক না কেন, কেউ একজন এটাকে লুকানোর জন্য বেশ ভালোই পরিশ্রম করেছে। বলে থেমে পিছনে থাকা লাযলো ও ব্রিকে একবার দেখে নিলো সেলমা। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে নিচুস্বরে বলল, আশা করছি এখন আর ওরা কিছু শুনতে পাবে না। যাই হোক, আমি আপনাদের জন্য সাউথ বিচ একটা রুম বুক করে রেখেছি। আপনাদের ভ্যাকেশনের স্টার্ট হিসেবে ধরে নিতে পারেন এটাকে। এতে করে আমরাও রিসার্চের কিছু সময় পাবো আর মিসেস ফার্গোও গত কয়েকদিনের অবসাদটা দূর করতে পারবেন।

ঠিক কাজই করেছে, সেলমা। আমাদেরকে খবর জানিয়ো তাহলে।

বলে কল কেটে দিয়ে ট্যাবলেটের কাভারটা বন্ধ করে দিলো স্যাম। এমন কিছু শোনার আশা করিনি আমি।

এখন বুঝা গেলো যে কেন আমাদের ভালো একটা টোপে কেউ ধরা পড়েনি, বলে রেমির দিকে তাকালো আর্চার। মনে হয় নিয়োগের আগে মেয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড অতোটা ভালো করে খতিয়ে দেখেননি?

সাধারণ যা যা দেখার সেসব দেখেছি, রেমি বলল। সে তো শুধু ফান্ড রেইজিংর কাজই করে।

এই মুহূর্তে কী করা উচিত বলে মনে হয় তোমার? স্যাম জিজ্ঞেস করলো আর্চারকে।

পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড জানা লাগবে। শুধু ব্রি মার্শালেরই না। তার কাজিন ল্যারেইনেরটাও। দেখি ঘেটে কী পাওয়া যায়। যদি কিছু নাও পাওয়া যায়, তাহলেও হয়তো মিস মার্শালের গল্পের সত্যতাটা পাওয়া যেতে পেরে। এতে করে তোমরা একটু স্বস্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবে আর কী!

রেমি? স্যাম জানতে চাইলো।

আমি ব্রিকে সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে মুছে ফেলতে চাই। তো, হ্যাঁ, অবশ্যই খতিয়ে দেখার পক্ষে সায় আছে আমার।

মাথা ঝাঁকালো আর্চার। আমি গিয়ে কাজ শুরু করে দেই তাহলে। বলে রেমির সাথে হাত মিলিয়ে বলল, আপনার সাথে আরেকবার দেখা হয়ে বেশ ভালো লাগলো। তবে অপারেশনটা ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখিত আমি।

আরে, আপনার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই।

স্যামও উঠে দাঁড়ালো সাথে সাথে। বলল, চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি তোমাকে।

আর্চারকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে স্যাম বলল, মেয়েটাকে রেমি খুবই বিশ্বাস করে।

বুঝেছি ওটা। দুই মহিলার ব্যাপারেই ঘেটে দেখবো আমি। চিন্তা করো না তুমি।

পরদিন সাউথ বিচ হোটেলের পুলের পাশে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলো স্যাম। ঠিক তখনই আর্চার তাকে ফোন করলো প্রাথমিক রিপোর্ট জানানোর জন্য।

রেমি এখনো পুলে সাঁতার কাটছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই স্যাম আর্চারকে ফোনে বলল, আমাদের দুঃশ্চিন্তা করার মতো কোনো কিছু পেয়েছো?

রেমির ধারণা সঠিক ছিলো বলেই মনে হচ্ছে। ব্রি মার্শালকে সন্দেহ করার মতো কিছু পাইনি। তার কাজের ইতিহাসও একদম নিখুঁত। বলার মতো যেটা পেয়েছি, সেটা হলো মেয়েটা তার চাচার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো।

এই শেষ বাক্যটা কিভাবে বের করলে?

স্যাম ফ্রান্সিসকো অফিস থেকে দুজনকে ঐ বইয়ের দোকানের দিকে পাঠিয়েছিলাম আমি। মি. পিকারিংর মৃত্যুর পর তার বিড়ালের ভার নেওয়া লোকটা বলল, ব্রি নাকি প্রায়ই দেখতে যেতো লোকটা। তবে, তাঁর নিজের মেয়ে ল্যারেইন নাকি অতোটা যেতো না।

খুব সম্ভবত ইস্ট কোস্টে থাকতো বলে অতোটা যেতে পারতো না।

সম্ভবত। তবে আমার এজেন্টরা জানতে পেরেছে যে লোকটা তার ভতিজির সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলো।

এতে করে কিন্তু তার মেয়েকে দোষী ধরে নেওয়া যাচ্ছে না।

না। তবে তার আর্থিক অবস্থা অবশ্য বলছে চাইলে কিছু সুযোগ নিতেও পারে। তার স্বামী তাকে অনেক ঋণের ভিতরে রেখে গেছে। তার ফার্মের মর্টগেজও পরিশোধ করা না।

ক্রিমিনাল রেকর্ড? জিঙ্গেস করলো স্যাম। ওদিকে পুলের অপর প্রান্তে থাকা রেমিও স্যামকে ফোনে কথা বলতে দেখে তার দিকে সরে আসতে শুরু করেছে।

কোনো কিছুই নেই।

এখন কী করলে ভালো হবে বলে মনে হয় তোমার?

এটা নির্ভর করছে তুমি কতোটা গভীরে জড়াতে চাও এবং কতটা খরচ করতে চাও তার ওপর।

খরচ নিয়ে ভেবো না একটুও, বলে সামনে তাকিয়ে দেখলো রেমি পুল থেকে উঠে এসেছে। মুক্তোর দানার মতো পানি ঝড়ে পড়ছে তার শরীর থেকে। লালচে বাদামি কেশের আফ্রোদিতি যেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে ফোনে আর্চারকে স্যাম বলল, যা যা দরকার লাগে করতে থাকো তুমি।

আছে, ঠিক আছে। তাহলে ল্যারেইনের বাড়িতে দুইজন এজেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। বর্তমানে সে কী করছে সেটার ওপর নজর রাখবো আমরা। দেখি খুঁজতে গিয়ে অন্য

কাউকেও পাওয়া যায় কিনা। যাই হোক, তোমাদেরকে এখন স্বাভাবিক আচরণই করতে হবে। বিশেষ করে বি ও তার কাজিনের ব্যাপারে আলোচনাগুলোর সময়। আমরা তথ্য ফাঁস হওয়ার ব্যাপারটা জেনে গেছি, এটা কাউকে বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। এতে করে কেউ বুঝতে পারবে না যে আমরা এভেরির লোকদের অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি।

আমরা ওটা দেখবো। আর কিছু?

স্যন ফ্রান্সিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিপোর্টের কপি নিয়ে নিয়েছি আমি। তোমাদের হোটেল রুমে হানা দেওয়া নকল পুলিশদের কোনো আঙুলের ছাপের সাথে কারো মিল পাইনি। তবে বইয়ের দোকানের ডাকাতের সাথে একজনের ছাপের মিল পেয়েছি। জ্যাকব জ্যাক স্তানিস্লাভ নামের কেউ।

তার মানে লোকটার অপরাধ তালিকা বেশ লম্বা?

হ্যাঁ, আসলেই লম্বা ইতিহাস রয়েছে। এক ক্রিমিনাল পরিবারের সদস্য। অনেকগুলো নিখোঁজ ব্যক্তির কেসের সাথে নাম জড়িয়ে আছে ওর। ঐসব নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনেকের লাশও পাওয়া যায়নি এখনো।

আচ্ছা।

যদি আমি কিছু জানতে পারি, তাহলে জানাবো তোমাকে।

ধন্যবাদ, বলে ফোন কেটে দিলো স্যাম।

রেমি তোয়ালে দিয়ে শরীর পেঁচিয়ে তার পাশে এসে লাউঞ্জে বসে বলল, কার সাথে কথা বলছিলে?

আর্চার । ব্রির ব্যাপারে খতিয়ে দেখেছে । তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি ওর বিরুদ্ধে ।

ভুমম, বলল রেমি । তার কণ্ঠস্বরে আত্মগৌরবের ছাপ মিশে আছে ।

ল্যারেইনের ব্যাপারে আরো ঘাটাঘাটি করছে এখন । জানা গেছে আর্থিকভাবে বেশ সমস্যার মধ্যে আছে ল্যারেইন । ফার্মটাও হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে ।

এর জন্য নিজের বাবার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে?

মানুষ আরো ছোটো কারণে আরো খারাপ কিছু করে । তবে ভালো খবর এটা যে, আর্চারের তদন্ত এবং সেলমার গবেষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোনো কাজ নেই । এর মানে তোমাকে বলা ছুটির সূচনাটা কিন্তু এখন করা যায় ।

ভালো বলেছো, ফার্গো, কিন্তু তোমার মাকে তো কথা দিয়েছিলাম আমরা যে বিকালে তাকে দেখতে যাবো ।

স্যামের মা ইউনিস । সত্তর বছর বয়সেও মহিলা বেশ শক্ত-সামর্থ্য আছে । থাকে কী-ওয়েস্টে । মা বুঝবে ব্যাপারটা ।

শুনে তার দিকে দ্রুত কুঁচকে তাকালো রেমি । না যাওয়ার কারণ হিসেবে তাহলে কী বলবে তাঁকে? ।

স্যাম যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নিয়ে ভাবতে যাবে, ঠিক তখনই দিনে দ্বিতীয়বারের মতো বেজে উঠলো ফোনটা। সেলমা কল করেছে। স্যাম স্পিকার অন করে রিসিভ করলো ফোনটা। আপনাদের ছুটিতে ব্যাঘাত ঘটানোয় দুঃখিত, মি, ফার্গো। তবে লাযলো ভাবছে সে নাকি সাইফার হুইলটা খুঁজে বের করার উপায় পেয়ে গেছে।

.

২২.

বলো কী জানতে পেরেছো তোমরা? বলল স্যাম।

সেলমা স্নেক আইল্যান্ডের কাছে ডুবে যাওয়া জাহাজটার ইতিহাস বিকৃত করছে ওদের কাছে। জামাইকা থেকে যাত্রা করা কয়েকটা জাহাজের একটা ছিলো এটা। ইন্টারনেটে অন্য জাহাজগুলোর ব্যাপারেও বেশ কিছু তথ্য জানতে পেরেছি আমরা, তবে উপকারী কিছু পাইনি। আমাদের ধারণা আপনারা যেটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেটা হয়তো জামাইকাতে খুঁজে পাবেন।

জামাইকা? রেমি বলল। বছরের এই সময়ের জামাইকাকে বেশ ভালো লাগে আমার।

দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে, সেলমা বলছে, আপনাদের যেতে হবে কিংসটনে, সৈকতে না। নিশ্চিতভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার মতো কয়েকটা অঞ্চলের একটা ওটা।

কিংস্টনেই যাওয়া হচ্ছে তাহলে, স্যাম বলল। তো, ওখানে আমরা আসলে কী খুঁজতে যাবো, সেলমা?

জাহাজের মালিকানার ব্যাপারে থাকা রেকর্ডগুলো। কোথা থেকে এসে জামাইকাতে থেমেছিলো সেটা। এতে করে সেকেন্ড হুইলের জন্য কোথায় খোঁজা লাগবে সেটার ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। তবে সাবধানে থাকবেন। যেহেতু আমরা খুব সহজেই তথ্যগুলো পেয়ে গেছি, তারমানে এভেরির লোকদেরও এই তথ্যগুলো বের করতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না। তারাও হয়তো একই পথে এগুচ্ছে এখন।

নরম্যান ম্যানলি ইন্টারন্যাশনালে ল্যান্ড করার আগেই তাদের জন্য দরকারি সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছে সেলমা। কাস্টম থেকে ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার পর বেরুতেই এক রেন্টাল কার কোম্পানির কর্মী প্রশস্ত হাসি হেসে স্বাগত জানালো ওদেরকে। জামাইকায় স্বাগতম, মি, অ্যান্ড মিসেস ফার্গো। কিছুটা ছান্দসিক টান মিশে আছে তার সুরের সাথে। স্বাগত জানিয়ে গাড়ি ভাড়ার কাগজপত্র, গাড়ির চাবি এবং একটা ম্যাপ বাড়িয়ে দিলো লোকটা।

স্যাম ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে বলল, গাড়িতে জিপিএস আছে?

অবশ্যই। নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, খুবই কার্যকরী একটা জিপিএস আছে। তারপরও একটা ম্যাপ দিয়ে দিলাম নিরাপত্তার জন্য। তাছাড়া অতিরিক্ত গরমের সময় ম্যাপটাকে হাতপাখা হিসেবেও কাজে লাগাতে পারবেন।

ধন্যবাদ, বলে কাগজগুলো স্বাক্ষর করে দিলো স্যাম।

সব কাজ সম্পন্ন করার পর লোকটা তাদেরকে গাড়ির কাছে নিয়ে গেলো। একটা নীল বিএমডব্লিউ ৫২৮আই সেডান দাঁড়িয়ে আছে এয়ারপোর্টের বাইরে। ফার্গোরা গাড়িটা ভালোভাবে চেক করে দেখার পর লোকটা বলল, এই চমৎকার বিকালে কি আপনাদের আরো কোনো সাহায্য করতে পারি আমি? আর কিছু লাগবে আপনাদের?

হ্যাঁ, একটা ভালো রেস্টুরেন্টের খোঁজ দিলে ভালো হতো, স্যাম জানালো। কিংস্টনের দিকে যাচ্ছি আমরা।

মূল্যের দিক দিয়ে ভালো নাকি মানের দিক দিয়ে?

মানের দিক দিয়ে ভালোটা।

অবশ্যই, এমন একটা জায়গা চিনি আমি। বলে কলম বের করে একটা কাগজে রেস্টুরেন্টের নাম এবং ঠিকানা লিখে দিলোলোকটা। কিংস্টনে অনেক ভয়ঙ্কর কিছু এলাকা আছে। এসব জায়গায় আমি সাধারণত পর্যটকদের পাঠাই না। তবে এই জায়গাটা এতোটা বিপজ্জনক না। এখানের মানুষেরা বেশ ভালো। আপনি ওখানে গিয়ে মেলিয়া নামের একজনের খোঁজ করবেন। তাকে গিয়ে বলবেন আপনাদেরকে কেয়ার পাঠিয়েছে। জামাইকার সবচেয়ে সেরা খাবারটাই পাবেন ওখানে। শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি।

ধন্যবাদ, বলে ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে পুরে নিলো স্যাম।

ওহ, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনাদের কি এখানে কোনো বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা?

না, স্যাম বলল। প্রশ্নটা বেশ অদ্ভুত লাগলো তার কাছে। কেন?

আপনারা আপনাদের গাড়ি রিসিভ করেছেন কিনা সেটার ব্যাপার দুইজন লোক খোঁজ নিতে এসেছিলো।

আর আপনি কী বলেছেন তাদেরকে? স্যাম জানতে চাইলো।

অন্যান্য কাস্টোমারদের যা বলি সেটাই বলেছি। আমরা আমাদের কাস্টোমারদের তথ্য অপরিচিতদের সাথে শেয়ার করি না।

তারা কী গাড়ি ড্রাইভ করছিলো সেটা বলতে পারবেন?

দুঃখিত! ওটা খেয়াল করিনি। তারা সরাসরিই ভিতরে চলে এসেছিলো, আর আমিও তখন অন্য একজনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

ধন্যবাদ, বলে লোকটার হাতে মোটা অঙ্কের বখশিস ধরিয়ে দিলো স্যাম। তারপর রেমিকে নিয়ে গিয়ে চড়ে বসলো গাড়িতে।

চমৎকার, সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলছে রেমি। আমরা এসে নেমেছি মাত্র, আর এখনই পিছে চর লেগে গেলো?

লাগুক, এবার তাদেরকে উষ্ণভাবেই স্বাগত জানানো, বলে ফিশিং ভেস্টের গোপন পকেটে রাখা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তলটার ওপর হাত বুলায়লো স্যাম। তবে এতে বুঝা যাচ্ছে যে আমরা ঠিক পথেই এগুচ্ছি।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তারাও কিন্তু সঠিক পথেই রয়েছে।

অন্তত পক্ষে এবার আমাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, বলল স্যাম।

ব্রিটিশ রীতি মেনে চলার কারণে এখানের গাড়িগুলোর ড্রাইভিং সিট গাড়ির ডানপাশে। গাড়ি চালাতে হচ্ছে তার রীতি অনুযায়ী রাস্তার বাঁচিক পাশ দিয়ে। এভাবে প্রথম কয়েকটা মোড় ঘুরাতে বেশ সমস্যা হলেও ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছে। এয়ারপোর্ট ছেড়ে আসার পর থেকেই রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখছে স্যাম। কয়েক মাইল এগুনোর পর একটা সাদা এসইউভি চোখে পড়লো তার। যেহেতু এয়ারপোর্ট থেকে বেরুনোর রাস্তা একটাই, তাই গাড়িগুলো বেশ কিছুক্ষণ নজরে থাকাই স্বাভাবিক। এসইউভিটা অবশ্য এখন গতি বাড়িয়ে অন্য গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তবে কিছুক্ষণ পরই গাড়িটাকে আবার গতি থামিয়ে পিছনে চলে যেতে দেখলো। স্যাম সামনে তাকিয়ে দেখলো যে রাস্তার বিপরীত লেনটা প্রায় খালিই বলা যায়। চাইলে খুব সহজেই অন্য গাড়িগুলোকে ওভারটেক করে দ্রুতগতিতে চলে যেতে পারতো এসইউভিটা।

স্যামের ধারণা-হয় গাড়িতে থাকা পর্যটকেরা লেন বদল করে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না, নয়তো গাড়িতে আসলেই সে এবং রেমি আছে কিনা এটা নিশ্চিত হতে চাচ্ছে এভেরির লোকেরা। আর এসইউভিটাও এতো দূরে রয়েছে যে স্যামও ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না ঐ গাড়িতে আসলে কারা আছে। শুধু রেমিকে বলল, আমাদের পিছে হয়তো ফেউ লেগেছে।

এখনই? গাড়ির সাইড মিরর দিয়ে পিছনের দিকে তাকালো রেমি। কোন গাড়িটা?

সাদা এসইউভি। পিছনের গাড়িগুলো পাশ কাটিয়ে আসছিলো, তবে পরে আবার মতলব পালটে পিছনে চলে গেছে।

আমরা গাড়িতে আছি কিনা নিশ্চিত হতে চাচ্ছে?

সম্ভবত।

এখন কী করব তাহলে?

রেস্টুরেন্টের পথ ধরে এগিয়ে যাব। দেখি তারা আমাদের অনুসরণ করে কিনা।

শহরে পৌঁছেই বামে মোড় নিলো স্যাম। তবে এসইউভিটা চলে গেছে সোজা পথে। দৃশ্যটা দেখে হালকা স্বস্তি পেলো স্যাম। গাড়িটা কে চালাচ্ছিলো দেখেছো? রেমিকে জিজ্ঞেস করলো।

না। টিন্টেড গ্লাস।

আরো একবার বামে বাঁক নিয়ে একটা বড়ো ট্রাকের সামনে গিয়ে গাড়ি থামালো স্যাম। আশা করছে ট্রাকের কারণে তাদেরকে দেখতে পারবে না কেউ। কিছুটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর সাইড মিরর দিয়ে রাস্তার মোড়টার দিকে তাকালো। সাদা এসইউভিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার আবারো গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো স্যাম। রাস্তার পাশ ঘেষে রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবার। কেয়ার যেমনটা বলেছিলো, শহরের এই অংশে পর্যটকদের কোনো ভিড় নেই। ছোটোখাটো খুপড়ি এবং টিনের ঘরের পাশ দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। পর্যটকের সংখ্যা কম থাকলেও পথচারীর সংখ্যার কমতি নেই। খোলা রাস্তার ওপর দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে তারা। এমনকি গাড়ি আসলেও সরে যাওয়ার তেমন কোনো লক্ষণ নেই তাদের মধ্যে। তাদের ধারণা গাড়িচালকই একসময় গাড়ির গতি কমিয়ে দিবে বা থামিয়ে দিবে। বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর একটা সময় রাস্তার পাশের ছোটোখাটো খুপড়িগুলো হারিয়ে গেলো। ওগুলোর বদলে এখন রাস্তার পাশে বড়ো বড়ো দালান দেখতে পাচ্ছে ওরা। সঠিক ঠিকানায় চলে আসার পর রেস্টুরেন্টের দিকে ছুটলো স্যাম। উজ্জ্বল বেগুনি রঙ করা একটা দালানেই রয়েছে রেস্টুরেন্টটা। এর আশেপাশে আরো অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। সবগুলো দালানই রংধনুর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঙ করা। জামাইকার আসল প্রতিচ্ছবিই যেন ফুটে উঠেছে।

পিছনের লোকগুলোকে খসাতে পেরেছো? রেমি জানতে চাইলো।

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। তবে তারপরও রেস্টুরেন্ট থেকে কিছুটা দূরে গাড়ি পার্ক করবো আমরা। এখানে পার্ক করে সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার কোনো মানেই হয় না।

বলে গাড়িটা নিয়ে কোনার দিকে সরে গেলো স্যাম। এই এলাকাটায় প্রায় ডজন খানেকের মতো রেস্টুরেন্ট আছে। কেউ যদি প্রতিটাতেই গিয়ে গিয়ে তাদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে যায়, তাহলেও যথেষ্ট পরিমাণ সময় ব্যয় হবে। এতে করে আর কিছু না হলেও অন্ততপক্ষে শান্তিতে খাবার খাওয়ার মতো সময় পাবে ওরা।

হেঁটে রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রায় তিন মিনিটের মতো লাগলো ওদের। ভাড়া করা গাড়ি থেকে বেরুতেই মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত কড়াইয়ে এসে নেমেছে। অতিরিক্ত আর্দ্রতাটা সহ্য করতে পারছে না।

একটু পরপরই কপালের ওপর জমা ঘাম মুছে রেমি। চুলে আঙুল ঢুকিয়ে চুলগুলোকেও পনিটেইল করে নিয়েছে। রেস্টুরেন্টে এয়ার-কন্ডিশনার থাকার সম্ভাবনা আছে?

শহরের এই অংশে এয়ার-কন্ডিশন খুঁজছো? ভালো একটা সিলিং ফ্যান থাকলেই সন্তুষ্ট আমি। তবে উজ্জ্বল বেগুনি রঙের দালানটায় ঢুকে হতাশই হতে হলো তাদের। একটা সিলিং ফ্যানই রয়েছে পুরো রেস্টুরেন্টে, তবে ওটা থেকে খুব একটা বাতাস আসছে না।

হোটেলের দুকতেই একজন মহিলা স্বাগত জানালো ওদের। মহিলা দেখতে বেশ লম্বা, চুলগুলো কোঁকড়া, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা, প্রায় মাথার খুলির সাথে লেগে রয়েছে যেন। তাদেরকে দেখে সাথে করে কাউন্টার থেকে দুটো মেন্যু কার্ডও তুলে নিয়ে এসেছে মহিলা।

কেমারের কথামতোই মেলিয়ার খোঁজ করলো স্যাম।

আমিই মেলিয়া, জবাবে জানালো মহিলা।

এরপর স্যাম কেমারের কথা জানাতেই প্রশস্ত হাসি ফুটে উঠলো মহিলার মুখে।

কেমার? কেমারের মতোই মহিলার কণ্ঠস্বরেও ছান্দসিক টান মিশে আছে। খুবই ভালো একজন মানুষ এখানে পাঠিয়ে আপনাদের। প্লিজ, এইদিকে আসুন। আপনারা আমাদের বিশেষ অতিথি। আর আমাদের বিশেষ অতিথিরা বাইরের প্রাঙ্গণে বসে। ওখানকার জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। সমুদ্র অভিমুখী হওয়ায় বাতাসের প্রবাহও পাওয়া যায়।

বলে ডাইনিং রুমের ভিতর দিয়ে তাদেরকে একটা দরজার দিকে নিয়ে গেলো মেলিয়া। তারপর দরজা খুলে ক্যাচক্যাচ করতে থাকা এক সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো ছাদের ওপরে থাকা বহিঃপ্রাঙ্গণে। ছাদটা থেকে নিচের রাস্তাও দেখা যাচ্ছে। সাথে সাথে মেলিয়ার কথামতোই বাতাসের ঝাঁপটাও ভেসে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে।

মেন্যু দুটো টেবিলে রেখে তাদেরকে বসতে বলল মেলিয়া। তাদের টেবিলটা পাশের দালানের ছাদের দিকে মুখ করে স্থাপন করা হয়েছে। ওপরে রয়েছে একটা বড়ো ছাতা। ছাতার নিচে ঠাণ্ডাটা একটু বেশি থাকে।

চমৎকার, বলে চেয়ার টেনে টেবিলে বসলো রেমি।

বসার আগে ছাদের ধারে গিয়ে নিচের দৃশ্যটা একবার দেখে নিলো স্যাম। দোতলা-দালানের ছাদ থেকে তাদের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছে। তবে সাদা এসইউভি বা কোনো সন্দেহজনক পথচারী চোখে না পড়ায় বেশ সন্তুষ্টই হলো ও। এরমানে তাদেরকে কেউ অনুসরণ করেনি। সন্তুষ্ট হয়ে টেবিলে ফিরে এলো আবার। টেবিলের অবস্থানটা ছাদের একেবারে মাঝের দিকে খুশিই হলো স্যাম। এতে করে নিচ থেকে কেউ তাদেরকে দেখতে পারবে না।

অবশ্য তারপরও এভেরির লোকেরা থেমে থাকবে না। নিচে রাখা ভাড়া করা গাড়িটা তাদের চোখে পড়লেই এলাকার প্রতিটা রেস্টুরেন্টেই খুঁজে দেখবে ওরা। এটা ভেবেই পকেট থেকে একশো ডলারের একটা নোট বের করে মেলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, মেলিয়া, কেউ এখানে এসে আমাদের খোঁজ করলে কি আপনি আমাদেরকে এসে একটু সতর্ক করে দিতে পারবেন?

ঝট করে হাত পিছিয়ে নিলো মেলিয়া। এই ছোটো কাজের জন্য এই টাকাটা অনেক বেশি হয়ে যায়। টাকা রেখে দিন, কেউ এসে খোঁজ করলে আমি এমনিতেই এসে জানিয়ে যাব আপনাদের। এখন বলুন, কী খেতে চান আপনারা?

স্যাম মেনুটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, আপনিই রিকমেন্ড করুন।

মেলিয়া মুচকি হেসে বলল, মেনু থেকে বলবো নাকি মেনুর বাইরের কিছু? আপনারাই বলুন কী খেতে চান, যেটা বলবেন সেটারই ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

সত্যি বলতে তারা এই ধরনের রেস্টুরেন্টই বেশি পছন্দ করে। সংক্ষেপে বললে, স্কচ বনেট পেপার মেরিয়ান্ডে সস দিয়ে ঝলসানো মুরগি অর্ডার করলো ওরা।

তাদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই আবার ফিরে এলো মেলিয়া। তার কালো মুখটায় কিছুটা দুঃশ্চিন্তার ছাপ মিশে রয়েছে এখন। কেউ এসে আপনাদের খোঁজ করলে আপনাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার কথাই তো বলেছিলেন আমাকে?

হ্যাঁ, বলে দরজার মুখের দিকে তাকালো স্যাম। কী হয়েছে?

আপনি যেটা বলেছিলেন সেটাই। একজন শ্বেতাঙ্গ এসে জিজ্ঞেস করলো আমরা কি একজন পুরুষের সাথে লালচুলো এক সুন্দরী মহিলাকে কোথাও দেখেছি কিনা। বলে রেমির দিকে তাকিয়ে ক্ষমাসুলভভাবে হাসলো মেলিয়া। আমরা তাদেরকে মানা করে দিয়েছি। লোকটাকে দেখতে চাইলে দেখতে পারেন। বলে স্যামকে ছাদের ধারের দিকে যাওয়ার নির্দেশ করলো মেলিয়া। ধারের কাছে যেতেই বলল, ঐ যে, কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা ঐ লোকটাই এসেছিলো।

সামনের দিকে তাকাতেই ছোটোখাটো দৈর্ঘ্য ও গাটাগোটা শরীরের একটা লোককে দেখতে পেলো স্যাম। তাদের দিকে থেকে উলটো দিকে ঘুরে ফোনে কথা বলছে

লোকটার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না যদিও। এলাকার অন্যরা যেখানে থাকি বা শর্ট প্যান্ট এবং হাফ-হাতা শার্ট পরে রেখেছে, সেখানে এই লোকটা কালো লেদার কোট এবং গাঢ় রঙের স্যাকস পরে আছে। চেহারা না দেখলেও লোকটাকে চিনতে কোনো ভুল হলো না স্যামের। এটা জ্যাক পিকারিংর দোকানে ডাকাতির সময়ও এই পোশাকেই ছিলো লোকটা। ঠিক তখনই রাস্তার অন্যপাশের একটা রেস্টুরেন্ট বেরিয়ে এলো দ্বিতীয় আরেকজন। বেরিয়ে রাস্তার এপাশ-ওপাশে একবার দেখে তাকালো জ্যাকের দিকে।

তাড়াতাড়ি করে ছাদের ধার থেকে সরে এলো স্যাম। বিপদটা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তার। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কি অন্য কোনো রাস্তা আছে?

হ্যাঁ, ফায়ার এক্সেপ আছে, বলে ছাদের অন্যপ্রান্তের দিকে নির্দেশ করলো মেলিয়া। ওটা থেকে একটা মই নেমে গেছে সরু গলিতে।

এতেই কাজ হয়ে যাবে আমার, স্যাম বলল। রেমি?

হ্যাঁ। আমারও।

রেমির মত পেয়েই স্যাম তার পকেট থেকে বেশ কয়েকটা একশো ডলারের নোট বের করে রাখলো টেবিলের ওপর। মেলিয়া আপত্তি করতে শুরু করেছিলো, তবে স্যাম তাকে থামিয়ে বলল, বেশি দিচ্ছি না, ঠিকই দিচ্ছি। রাখুন।

বলে মইয়ের দিকে পা বাড়ালো স্যাম। রেমি তার ঠিক পিছে পিছেই আসছে। ওপর থেকে গলিটাকে খালি বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে। মইয়ের দুই পাশে দুইটা বড়ো

বড়ো ময়লার ঝুড়িও আছে। এতে বেশ ভালোই হয়েছে, প্রয়োজনে ওগুলোকে কাজে লাগানো যাবে।

মইয়ের ধাপে পা দিয়ে রেমির জন্য অপেক্ষা করছে ও। রেমিও মইয়ের ধাপে চড়ে বসতেই নামতে শুরু করলো স্যাম। লাঞ্ছের জন্য দুঃখিত, নিচে নামতে নামতে বলল স্যাম।

তুমি কি জানো যে ঐ মুরগীটাকে আমাদের জন্যই মারা হয়েছিলো?

মেরে খুব একটা লাভ হয়নি।

আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে ওখানে।

আগে পিছন থেকে ঝামেলা খসাই, তারপর নাহয় প্ল্যান সাজাব।

মাটি থেকে চার ফুট উঁচুতেই শেষ হয়ে গেছে মইটা। এইটুকু দূরত্ব লাফিয়ে নামা স্যামের জন্য তেমন কোনো বিষয় না। নিচে নেমে রেমির জন্য অপেক্ষা করছে এখন। রেমিকে মই বেয়ে নামতে দেখার দৃশ্যটা উপভোগ করছে।

রেমি দৃশ্যটা দেখে বলল, আমরা দৌড়াচ্ছি আমাদের জীবন নিয়ে, আর তুমি তাকিয়ে আছে আমার দিকে?

মৃদু হেসে রেমির কোমড় ধরে তাকে মই থেকে নামিয়ে স্যাম বলল, অন্ততপক্ষে এতে তো আমি শান্তি নিয়েই মরতে পারবো।

ময়লার বুড়ির আড়াল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ওরা। রেমি গলির এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে এভেরির লোকেরা আছে কিনা। কোন দিকে যাবো এখন?

ভালো প্রশ্ন। যদি এভেরির লোকেরা তাদের পার্ক করা গাড়িটা থেকে খোঁজ শুরু করে, তাহলে তারা এখন তাদের বাম দিকে আছে। তাই স্যাম বলল, ডানে যাও।

গলির শেষ প্রান্তে পৌঁছে উঁকি দিয়ে রাস্তাটা একবার দেখে আবার মাথা ফিরিয়ে আনলো স্যাম। ঠিক ঐ মুহূর্তেই সাদা গাড়িটা এসে উপস্থিত হলো রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ধরে পড়ে যাবে ওরা। তাই গলির অন্য প্রান্তের দিকে তাকালো স্যাম। বেশ কয়েকটা দরজা রয়েছে ঐদিকে। এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় দরজাটা আবার জালিকাময়। নিশ্চিতভাবেই দোকানে বাতাস চলাচলের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐদিকে আসো, রেমিকে বলেই গলি ধরে দরজাটার দিকে দৌড় লাগালো স্যাম। সাথে আশা করছে জালিকা লাগানো কপাটটা যেন তালা দেওয়া না থাকে।

.

২৩.

স্যামের পিছু পিছু বিল্ডিংটায় ঢুকলো রেমি। তারা ঢুকতেই আবার খুট করে লেগে গেলো দরজাটা। দালানের অনুজ্জ্বল আলোটা চোখে সহিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগছে। দালানের ছোটো হলওয়ে ধরে দৌড়ে যাচ্ছে তারা। ময়লাটে সাদা দেয়ালগুলোতে অনেক ধরনের গ্রাফিতি এবং পূর্বে ঘুরতে আসা অনেক পর্যটক ও শহরের নাম লেখা রয়েছে।

দৌড়ে বাররুমে গিয়ে ঢুকলো ওরা। জোরালো রেগা মিউজিক চলছে রুমটাতে। রুমের রুম্ফ জনমন্ডলি দেখে রেমি ধারণা করলো এটা হয়তো বাইকার বারের জামাইকান সংস্করণ। সাধারণত তারা এরকম কোনো জায়গায় যায় না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। তারা ঢোকার পর থেকেই রুমের আট-দশজন মানুষ চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকেই। মানুষগুলোর বেশির ভাগই হাফ-হাতা টি শার্টের ওপর চামড়ার ভেস্ট পরে রেখেছে। বেশির ভাগের হাতেই ট্যাটু এঁকে রাখা। যদিও তাদের কালো চামড়ার কারণে ট্যাটুগুলো ঠিকমতো নজরে পড়ছে না। এটাকে সমস্যা বলেই মনে হচ্ছে রেমির কাছে। এই ধরনের মানুষের ভিতর থাকলে তাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে কোনো কষ্টই করতে হবে না।

স্যাম তার পকেট থেকে কিছু নোট বের করে বারের ওপর রেখে বলল, আমার তরফ থেকে সবার জন্যই ড্রিংকস, মি. ...? বলে প্রশ্ন তাকালো বারটেন্ডারের দিকে।

বন্ধুদের কাছে জে-জে নামে পরিচিত আমি, ছান্দসিক সুরে বলল লোকটা। বন্ধু, আপনি যে পরিমাণ টাকা দিলেন, তাতে আপনাদেরকে নিজেদের লোক করে নিতেও কোনো সমস্যা নেই আমার।

এরপর স্যাম তার পরিচয় দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটার দিকে। জে জের সাথে হাত মিলিয়ে বলল, আমার ওয়াইফ নিরাপদে থাকবে এখানে? আমার ফিরতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

একদম নিরাপদে থাকবে। কথা দিলাম আমি।

সন্তুষ্ট হয়ে স্যাম রেমির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমি গিয়ে দেখি আমাদের গাড়িটা আনতে পারি কিনা। একমুহূর্তের মধ্যেই ফিরে আসব। বলে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো স্যাম। দরজার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে তারপর বেরিয়ে গেলো বাইরের রাস্তায়

স্যাম বেরিয়ে যেতেই বারটেভারের দিকে তাকালো রেমি। তারপর তাকালো আশেপাশের মানুষগুলোর দিকে। অবশ্য মানুষগুলোর কেউই তাকে উত্থিত করছে না। বরং ড্রিংকস খেতে খেতে উলটো আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। স্যামের মানুষ যাচাই করায় ভুল হয় না কখনো। জায়গাটাকে নিরাপদ না ভাবলে সে কখনোই রেমিকে এখানে একা রেখে যেতো না।

তারপরও রেমির কাছে এখানে বসে অপেক্ষা করাটাকে বেশ কঠিনই লাগছে।

জে-জে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো একবার। তারপর বলল, কার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, সুন্দরী রমনী?

টুলটা ঘুরিয়ে বারটেভারের দিকে তাকালো রেমি। হার্ল-ডেভিডসনের লোগোওয়ালা একটা কালো টিশার্ট পরে রেখেছে লোকটা। জটলা চুলগুলো পনিটেইল করে বাধা, তবে তার গাঢ় চোখগুলোয় কোনো আক্রোশ বা অনিষ্টকারী কোনো ছাপ নেই। খুব সম্ভবত স্যাম এই কারণেই লোকটাকে বিশ্বাস করেছে। কয়েকজন ডাকাত। তারা আমাদেরকে মেরে ফেলার পণ করে পিছু লেগেছে।

নিশ্চয়ই ঐ সাদা চামড়ার মানুষগুলো? কিছুক্ষণ আগে দুই লোক এসেছিলো এক লাল-চুলো মহিলা ও এক আমেরিকানের খোঁজ করতে।

কথাটা শুনেই নিজের দুর্বলতাটা বুঝতে পারলো রেমি। চুলে স্কার্ফ পরার ফ্যাশনটা এখন নেই বলে আক্ষেপ হচ্ছে তার। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তারা এখানে এসেছিলো?

হ্যাঁ। মিনিট বিশেক আগে এসেছিলো। তবে আপনি কোনো দুঃশ্চিন্তা করবেন না। আপনি এখানে নিরাপদই থাকবেন। ড্রিংকসের জন্য কিছু দিবো আপনাকে?

শুধু পানি দিন, প্লিজ, বলল রেমি। এখনই কড়া অ্যালকোহল খাওয়ার সময় হয়নি।

এরপর আর কিছু না বলে গ্লাসে পানি ঢেলে রেমির দিকে বাড়িয়ে দিলো জে-জে। তারপর নিজের কাজ করতে শুরু করলো। একটা ছোটো কাপড় নিয়ে বারের টেবিলটা মুছে এখন।

পানিতে চুমুক দিলো রেমি। চুমুক দিতে দিতে বারবারই ফিরে তাকাচ্ছে দরজার দিকে। বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেছে, তবু স্যাম এখনো ফিরে আসেনি। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজার দিকেই এগিয়ে গেলো ও। দরজা দিয়ে মাথা বের করতেই বাইরে পার্ক করে রাখা অনেকগুলো মোটরসাইকেল দেখতে পেলো ও স্যামের কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জে-জেও যুক্ত হলো তার সাথে। আপনার বদলে আমি উঁকি দিয়ে দেখলেই ভালো হবে। আমাকে এখানে কেউ আলাদাভাবে খেয়াল করতে আসবে না। কিন্তু আপনার ব্যাপার আলাদা। বলে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো জে-জে। ভাবটা এমন যেন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ব্রেক নিতে বেরিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলো। এসে রেমিকে তার আসনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, আপনার স্বামী ফিরে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। লোকটা লুকানোয় দক্ষ, তবে আমি আবার খুঁজে বের করায় দক্ষ।

সত্যিই মিনিট খানেকের ভিতরেই ফিরে এলো স্যাম। প্রায় দৌড়ে এসেছে বলা যায়। রেমির কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বড়ো সমস্যা পড়ে গেছি।

জে-জে স্যামের দিকে এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কী সমস্যা, বন্ধু?

স্যাম এক ঢোকে পানি গিলে দরজার দিকে ইশারা করে বলল, এভেরির লোকেরা... রাস্তার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম... তাদের একজন অন্য প্রান্তের রেস্টুরেন্টগুলোতে আমাদের খোঁজ করছে।

স্যামের কথা শুনে পাশের টেবিলেই থাকা বাইকারদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো জে-জে। ইশারা পেয়েই উঠে দাঁড়ালো তারা। দুইজন এগিয়ে গেলো সামনের দরজার দিকে, আর দুইজন গেলো পিছনের হলওয়ার দিকে। দ্বিতীয়বারের মতো এই রাস্তায় দেখা দিয়েছে ওরা, জে-জে বলল। এটা এখন আমারও মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাউন্টারের ওপর থেকে রেমি তার ব্যাগটা খাবলে নিয়ে বলল, আমরাও কি পিছনের পথটা দিয়ে বেরিয়ে যাবো?

মাথা নাড়লো স্যাম। তাদের নজরে না পড়ে গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বলে বারে অবশিষ্ট থাকা মানুষগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো একবার। যদিও সত্যি বলতে একটা উপায় কিন্তু এখনো আছে... বলে বারটেভারের দিকে ঝুঁকে উপায়টার ব্যাপারে জানালো স্যাম। এতো নিচু স্বরে বলছে যে জোরালো মিউজিকের শব্দ ছাপিয়ে স্যামের কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না রেমি।

.

২৪.

স্যামের কাছ থেকে পরিকল্পনাটা শুনে মাথা ঝাঁকালো জে-জে। সাথে সাথে কয়েকটা প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলো। সবশেষে গভীর স্বরে হেসে স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, প্ল্যানটা খুবই ভালো, বন্ধু। চোখের সামনে থেকেও লুকিয়ে থাকার মতো। অবশ্য এই কাজের জন্য কিছু ভলান্টিয়ার লাগবে আমাদের। বলে তাকালো মিউজিক বক্সের পাশে বসে থাকা এক কাপলের দিকে। অ্যান্টোয়ান, তোমরা দুইজন এদিকে আসো।

দম্পতি বারের কাছে এসে পৌঁছাতেই জে-জে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি এক সপ্তাহের জন্য ফ্রিতে ড্রিংকস করতে চাও?

কিসের বিনিময়ে? অ্যান্টোয়ান জানতে চাইলো।

স্যাম বলল, বিনিময়ে শুধু কয়েক মিনিটের জন্য আপনাদের বাইকিং গিয়ারগুলো ধার দিতে আমাদেরকে।

দ্রুতই তাদের সাথে চুক্তি করে নিয়ে তাদের থেকে চামড়ার ভেস্ট এবং হেলমেটগুলো নিয়ে নিলো ওরা। সাথে সাথে জে-জেও তার বাইকের চাবিটা বাড়িয়ে দিয়েছে স্যামের দিকে। আশা করছি, বাইকটার প্রতি যত্ন রাখবেন আপনি।

ওটাকে একদম নিজেরটার মতো করেই ভাববো।

বাইক চালানোর ব্যাপারে নিশ্চিত তো আপনি?

স্যাম চাবিটা হাতে নিতে নিতে বলল, ওটার যদি কিছু হয়, তাহলে দিন গড়ানোর আগেই নতুন একটা বাইক পেয়ে যাবেন আপনি।

পুরোনোটাই ভালো চলছে। নতুন লাগবে না। এটা কালো হার্নে বাইক। লাইসেন্স প্লেটে আমার বারের অ্যাডভার্টাইজিং ফ্রেমও লাগানো আছে।

জে-জের থেকে সব বুঝে নিয়ে রেমির অতি-উচ্চমূল্যের পার্সটার দিকে তাকালো স্যাম। তাদের উপস্থিতি ফাঁস করে দেওয়ার জন্য ঐ একটা জিনিসই যথেষ্ট। অবশ্য সমস্যাটা দূর করতে বেশি সময় লাগলো না জে-জের। একটা ব্যাক-প্যাক দিয়ে দিয়েছে যাতে ওটাতে পার্সটা লুকিয়ে রাখতে পারে রেমি। ঠিক তখনই সামনের দরজায় দাঁড়ানো

বাইকার দুজন জানালো যে এভেরির লোকেরা অন্য দোকানগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং এখন এই বারের দিকেই তাকিয়ে আছে।

শুনে মাথা ঝাঁকালো জে-জে। তারপর জোরালো কণ্ঠে বলল, কে কে বাইক রাইডে যেতে চাও?

তার কথাটা শুনে উঠে দাঁড়ালো বারের সবাই। হই-হুল্লোড়ের রব উঠে গেছে যেন ভিতরে।

দেখেছেন? জে-জে বলল স্যামকে। কোনো সমস্যা হবে না। আমার বন্ধুরাই এখন আপনাদেরও বন্ধু।

একটা সমস্যা আছে তবুও, স্যাম বলে উঠলো। ঐ লোকগুলোর সাথে অস্ত্র আছে।

তাতে দুঃশ্চিন্তা করবেন না, জে-জে জানালো। আপনাদের নিরাপত্তার ভার বিলির ওপরে। ও ই নিরাপদে পৌঁছে দিবে আপনাদেরকে।

সাথে সাথেই সুউচ্চ লম্বা একজন বাইকার এসে যুক্ত হলো তাদের সাথে। এসে ভেস্টের দুই পাশ প্রসারিত করে দেখালো স্যামকে। স্যাম দেখতে পেলো, ভেস্টের বামপাশের শোল্ডার হোলস্টারে একটা হ্যান্ডগান রয়েছে এবং ডানপাশে রয়েছে হাতলওয়ালা একটা ট্রেঞ্চ নাইফ, যেটাকে টেনে বড়ো করে ধাতব নাকলস হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। ধারণা করলো রুমে বিলিই হয়তো একমাত্র অস্ত্রধারী না, অন্যদের কাছেও হয়তো কিছু না কিছু আছে। রুমের প্রতিটা মানুষই তাদের পক্ষে আছে ভেবেও বেশ স্বস্তি পাচ্ছে ও।

বারটেভারের দিকে ফিরে শেষবারের মতো হাত মিলিয়ে নিলো স্যাম । সবাইকেই তাদের প্রাপ্যটা দিয়ে দিবো আমরা ।

খুবই প্রশংসনীয় ভাবনা । তবে এটার দরকার পড়বে না । আপনারা নিরাপদে থাকলেই চলবে ।

এরপর আর কোনো কথা না বলে হেলমেটগুলো মাথায় লাগিয়ে নিলো ওরা । সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে থাকা চুলগুলোও হেলমেটের আড়ালে লুকিয়ে নিলো রেমি । তারপর অন্য বাইকারদের সাথে করে বেরিয়ে এলো রাস্তায় । এগিয়ে গেলো তাদের মোটরসাইকেলগুলোর দিকে । জে-জের বাইকটা খুঁজে বের করে ওটাতে চড়ে বসলো স্যাম । রেমি বসেছে তার পিছনে । স্যামের কোমড়ে হাত পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে ও ।

বাইকে চাবি ঘুরাতেই গর্জন করে উঠলো হার্লের ইঞ্জিনটা । বাইকটা চালু করেই রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে পিছনের দিকে তাকালো স্যাম । এভেরির লোকেরা এখন রাস্তা ক্রস করে বারের দিকেই এগিয়ে আসছে । এদের একজন আবার তাকিয়ে আছে স্যামদের দিকে । কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করেই আবার পিছনের দিকে দৌড় লাগালো এভেরির লোকেরা ।

তারা ঠিকই স্যামদেরকে চিনে ফেলেছে । ছদ্মবেশ নিয়েও ধোকা দেওয়া গেলো না । এভেরির লোকেরা গাড়িতে চড়ে বসতে পারলে সুবিধাটাও তাদেরই বেশি থাকবে । মোটর সাইকেলে করে তাদেরকে খসানোটা স্যামের পরিকল্পনারও অংশ ছিলো না ।

তাই লোকগুলো পৌঁছানোর আগেই বাইক নিয়ে সাদা এসইউভিটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো স্যাম। বিলিও এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে! বিলি আসতে স্যাম তাকে বলল, আপনার ট্রেঞ্চ নাইফটা কি একটু ধার দেওয়া যাবে?

ভেস্টের আড়াল থেকে চাকুটা বের করে স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলো বিলি। স্যাম যেমনটা ভেবেছিলো, ঠিক তেমনই। দুই-ফলা বিশিষ্ট চাকুটা আসলেই প্রচণ্ড ধারালো।

ওদিকে রেমি উদ্বিগ্ন হয়ে স্যামের কোমড় চেপে ধরে বলল, তারা কিন্তু এদিকেই এগিয়ে আসছে। চাকুর জায়গায় পিস্তল ভালো হতো না?

ওটা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করো না তুমি, বলে নিচে ঝুঁকে গাড়ির সামনের ডান চাকায় চাকুটা গেঁথে দিলো স্যাম। বের করে আরো বেশ কয়েকবার একই কাজ করলো।

হাওয়া বেরিয়ে যেতেই রাস্তার সাথে মিশে গেলো টায়ারটা।

এতে করে কিছুটা সময় পাবো আমরা, বলে চাকুটা আবার বিলির কাছে ফিরিয়ে দিলো স্যাম।

আবারো চলতে শুরু করেছে তারা।

রাস্তার কোনার দিকে গিয়েই পিছনের দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। দেখলো যে এভেরির লোকের থমকে দাঁড়িয়ে আছে এসইউভিটার পাশে। এদের একজন আবার রাগে গজ গজ করে সমানে লাথি দিচ্ছে গাড়ির নষ্ট চাকাটায়।

দৃশ্যটা দেখে হেসে উঠলো স্যাম। অবশেষে কিছু একটা তাদের পক্ষে এসেছে। এভেরির লোকেরা পিছ থেকে খসে যাওয়ায় বেশ স্বস্তিও পাচ্ছে ও।

আমাদেরকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো, বাইকারদের বিদায় জানিয়ে ভাড়া করা গাড়ির সিটে বসতে বসতে বলল রেমি।

গাড়ি চালু করে রাস্তায় বেরিয়ে এলো স্যাম। ঘটনাপ্রবাহে প্রচণ্ড রেগে আছে ও। অনেক বেশি কাছে চলে এসেছিলো। জানি না কী ভেবে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।

ফোন বের করে মাত্রই হোটেলে যাওয়ার রুটটা দেখতে শুরু করেছিলো রেমি। স্যামের কথাটা শুনে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, কথাটা দিয়ে কী বুঝালে তুমি?

আমরা জানতাম যে তারা এখানে আছে। তারপরও এখানে লাঞ্ছন করতে আসাটা বোকামি ছিলো।

এটার সমান দোষ কিন্তু আমারও। আমিও কিন্তু মানা করিনি।

হ্যাঁ। তবে আমার আর ভালোভাবে বুঝা উচিত ছিলো।

তোমার ধারণা, আমার উচিত ছিলো না? দীর্ঘশ্বাস ফেললো রেমি। প্রথমত, তারা যে প্রতি দরজায় দরজায় গিয়ে খুঁজবে তা ভাবার মতো কোনো কারণ ছিলো না আমাদের। গোপনে থেকে গাড়ির ওপর নজর রাখাটাই ছিলো সবচেয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত কাজ।

আমরা হলেও এটাই করতাম। আর দ্বিতীয়ত, এতে কিন্তু খুব একটা অসুবিধা হয়নি আমাদের। তো নিজের ওপর দোষারোপ করা বন্ধ করো।

দরজায় দরজায় খোঁজার ব্যাপারে রেমি ঠিকই বলেছে। এভেরির লোকগুলো আসলেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান। এর মানে তারা যথেষ্টর থেকেও বেশি বিপজ্জনক শত্রু। তাই রিয়ারভিউ এবং সাইড মিররগুলোতেই চোখ লেগে রয়েছে তাদের। সাদা এসইউভি বা অন্য কোনো গাড়ি দেখা যাচ্ছে না তাদের পিছনে। তারপরও বুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা নেই স্যামের। হোটেলে পৌঁছেই হোটেল থেকে চেক আউট করে নিলো। তারপর ভিন্ন নামে চেক ইন করলো অন্য একটা হোটেলে গিয়ে। রেন্টাল কার কোম্পানিতে ফোন করে গাড়িটাও বদলে দিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে স্যাম। সে চাচ্ছে, এভেরির লোকেরা যেন কোনোভাবেই তাদের অবস্থান এবং গাড়ি চিহ্নিত করতে না পারে।

নতুন হোটেল রুমের কাঁচের কফি টেবিলের ওপর স্পিকার অন করে ফোন রেখে আরাম করে কাউচে বসলো স্যাম।

ফোন ধরতে বেশি দেরি করলো না সেলমা। একবার রিং হওয়ার পরই সেলমার গলার স্বর শোনা গেলো স্পিকারে। আপনাদের কলের আশাই করছিলাম। আমার ধারণা আপনারা হয়তো ডিনার করছেন, তাই কল করে বিরক্ত করতে চাইনি।

রুম সার্ভিসকে বলে দিয়েছি, স্যাম বলল। আমরা আসলে এখন ছদ্মবেশে আছি। দুপুরে লাঞ্চেঞ্জর সময় আক্রমণ হয়েছিলো আমাদের ওপর।

তাই?

এভেরির লোকেরা আমাদের আগেই এখানে পৌঁছে গেছে। বিমান থেকে নামার পর থেকেই আমাদের ফলো করছিলো। আমার ধারণা, তারা এখনো তাদের কাক্ষিত জিনিসটা খুঁজে পায়নি।

আপনার কেন মনে হলো এটা? জিজ্ঞেস করলো সেলমা।

আসলে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। এছাড়া তো আমাদের পিছনে সময় নষ্ট করার কোনো কারণ দেখি না। তারা সারাটা দিনই আমাদের খোঁজে পুরো শহর জুড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারা যদি জিনিসটা পেয়ে যেতো, তাহলে অনেক আগেই চলে যেতো।

হয়তো, স্যামের পাশে বসতে বসতে বলল রেমি, এভেরির লোকেরা আমাদের ওপর ক্ষেপে আছে।

সন্দেহাতীতভাবেই ক্ষেপে আছে, বলে কাউচে গা এলিয়ে দিলো স্যাম। তারপর সেলমার কাছে জানতে চাইলো, যাই হোক, আমরা আসলে কিসের খোঁজ করছি?

জাহাজের ঘোষণাপত্র এবং কোর্টের রেকর্ডসমূহ। আমরা এখন ম্যাপের কোডের অর্থ বের করার চেষ্টা করছি। আর, পিট এবং ওয়েন্ডি স্নেক আইল্যান্ডের কাছে ডোবা ঐ জাহাজটার তথ্য যোগাড় করার চেষ্টা করছে। আগেও বলেছিলাম, কোডের যেটুকু অর্থ বের করা গেছে তাতে আমাদের ধারণা-জাহাজটা জামাইকা থেকে ছেড়ে আসা

অনেকগুলো যানের একটা ছিলো। আরো স্পষ্ট কিছু তথ্য বের করেছি আমরা। ১৬৯৪ থেকে ১৬৯৬ এর মধ্যকার ঘোষণাপত্র ঘেটে দেখলেই চলবে আপনাদের। আমরা যদি জাহাজের মালিককে খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে আমরা আসল সাইফার ভুলের খুঁজে বের করার খুব কাছে চলে যেতে পারবো। আর আমাদের ভাগ্য যদি ভালো হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো জিনিসটা এই জামাইকাতেই আছে।

আমরা এই তথ্যগুলো আসলে পাবো কোথা থেকে? জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

কিংস্টনের জামাইকা আর্কাইভস এবং রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টে পাবেন। আমি আপনাকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ, সেলমা। আর বাসার সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাবে। খুবই পরিশ্রম করেছে তোমরা।

বলে ফোন কেটে দিয়ে ওয়াইনগ্লাসটা হাতে তুলে নিলো স্যাম। তাহলে সকাল থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের খোঁজাখুঁজির কাজ।

রেমি তার গ্লাস দিয়ে স্যামের গ্লাসে হালকা টোকা দিয়ে বলল, অন্ত তপক্ষে ওটা একটা সরকারি দালান। ওখানে অনেক নিরাপত্তা থাকবে বলেই আশা করছি।

ঠিক তখনই বিজলি চমকালো। ঝড় জমতে শুরু করেছে আকাশে। পুরো আকাশই চকমক করেছে বিজলিতে। সাথে বিকট শব্দের বজ্রপাত তো আছেই।

এটা কি কোনো সতর্কতা নাকি অশুভ কিছু পূর্বাভাস? আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো রেমি।

২৫.

ব্যক্তিগত অ্যাটোনি উইন্টন পেজের দেওয়া কাগজগুলো পড়ে দেখছেন চার্লস এভেরি। যদিও অনেক রাত হয়ে গেছে, কিন্তু সারাদিন ব্যস্ত থাকায় এর আগে লোকটার সাথে বসতে পারেননি। দ্রুতই ডিভোর্সের কাজটা শেষ করে ফেলতে চাচ্ছেন। কাগজগুলো দেখার পর বললেন, তো, মূল বক্তব্য কী?

মূল বক্তব্যটা হলো, উইন্টন বলছে, আপনার স্ত্রী যা চাচ্ছে, তাঁকে সেটা দিয়ে দেওয়াই ভালো। নয়তো সারাজীবন এটা ভোগাবে আপনাকে।

আমার একটা পয়সাও আমি তাকে দিচ্ছি না। শূন্য থেকে এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি আমি। আর সে সারাজীবন শুধু আমার টাকাই উড়িয়েছে।

তিনি কিন্তু আপনার দুই সন্তানের জননী।

ওরাও তার মায়ের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। দুটোই বখে গেছে।

এজন্যেই তো উইলগুলো তৈরি করা। তবে আপনার স্ত্রী এখন অনেক বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনার জন্য।

আসলেই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আলেক্সান্দ্রা। যদি কোনোভাবে নিজের ওপর সন্দেহ না এনে মহিলাকে সরিয়ে দেওয়ার উপায় থাকতো, তাহলে তিনি এতোক্ষণে তাই করতেন। নিশ্চিতভাবেই এই পথটা খোলা আছে তার জন্য। তবে এখন মহিলার তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নাক গলানোটা রীতিমতো হুমকির মতো হয়ে উঠেছে। তার ভাড়া করা ঐ ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্টের ব্যাপারটা কী আসলে?

আসলে অনেকগুলো যদি জড়িয়ে আছে এখানে। আপনার স্ত্রী যদি কোনোভাবে আপনার রেকর্ডগুলো হাতিয়ে নিতে পারে, তাহলে উনার পক্ষে আপনার গোপন কাজগুলোর সম্পর্কে তথ্য জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এটা আসলে অনেকটা জুয়ার মতো।

এই জুয়া খেলতে এভেরির কোনো আপত্তি নেই। তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে এমনিতেই খুব সতর্ক, আর তাছাড়া তিনি জানেন যে আলেক্সান্দ্রা অনেক আগে থেকেই তার গোপন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবগত আছে। তারপরও খুব বেশি কিছু জানে না মহিলা। এই তো, সাম্প্রতিককালের ফার্গোদের ব্যাপারেই তো কিছু জানে না। ম্যাপ খোঁজার মাঝপথেই উদয় হয়েছে এই ফার্গোদের। তাদের জন্যই তাড়াহুড়ো করে অনেক বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, যার জন্যই তাঁকে তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টেও নাক গলাতে হয়েছে।

ফার্গোদের কথা মনে পড়তেই ঘড়ির দিকে তাকালেন এভেরি। ফিস্কের এতোক্ষণে তাঁকে জামাইকায় অনুসন্ধানের ব্যাপারে রিপোর্ট করার কথা। জামাইকাতেই নাকি সাইফার হুইলের কাছে পৌঁছার মতো সূত্র আছে বলে জানিয়েছিলো ফিস্ক। এতোক্ষণে অবশ্যই

ওটার ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য পেয়ে যাওয়ার কথা তার। তাই সামনে বসা উইন্টন তাঁকে বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারে অনেক কিছু বললেও, তিনি তাকিয়ে আছেন তার ফোনটার দিকেই।

অবশেষে আলো জ্বলে উঠলো ফোনের পর্দায়। তাড়াতাড়ি করে রিসিভারটা কানে লাগাতেই সেক্রেটারির গলায় শুনতে পেলেন, আপনার স্ত্রী...

ঠিক তখনই ঝট করে অফিসের দরজা খুলে কেউ বাক্যটা শেষ করে দিয়ে বলল, ... এসেছেন অফিসে। আলেক্সান্দ্রার স্বর ভেসে এলো দরজার মুখ থেকে। আমি জানিনা সে কেন তোমার কাছে ফোন করে আগাম জানাতে চায়। ভাবটা এমন যেন আমার এখানে ঢুকতে কোনো অনুমতি লাগবে। যেখানে এই দালানের অর্ধেক মালিক আমি।

অর্ধেক-মালিক...

আ-আ, সোনা। ডাক্তার তোমার ব্লাড প্রেশারের ব্যাপারে কী বলেছিলো মনে আছে? বলে পার্স থেকে একটা খাম বের করে পার্সটা কাউচে ছুঁড়ে রাখলো। উইন্টন, তোমাকে এতো পরিশ্রমের সাথে কাজ করতে দেখে খুব ভালো লাগছে আমার। অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডের নোটিশটা পেয়েছো তো তুমি?

কিসের নোটিশ?

ওহ, খোদা। আমারই ভুল। এই যে এটা, বলে খামটা অ্যাটোনির দিকে বাড়িয়ে দিলো আলেক্সান্দ্রা। অবশ্যই, এটা নোটিশের একটা কপি মাত্র। তবে সব কাজ ঠিকমতো

চললে খুব দ্রুতই অরিজিনালটা পেয়ে যাবে। আমি শুধু তোমাদেরকে আগাম জানিয়ে দিতে এসেছি।

খামটা হাতে নিয়ে কাগজটা বের করে একবার দেখলো উইন্টন, তারপর ডেস্কের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিলো এভেরির দিকে। এভেরি কাগজটা ভালো করে চোখ বুলিয়েও দেখলেন না। জানেন কাগজটা দেখলেই তিনি ক্ষেপে যাবেন। আর তিনি ক্ষেপলেই তার স্ত্রী চরম শান্তি পাবেন। স্ত্রীকে চরম শান্তি উপহার দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই তার। এটা কি তোমার প্রতি রাতের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে? অফিসে এসে আমাকে খোঁচানো? নাকি ইদানিং তোমার সামাজিক কর্মকাণ্ডের শিডিউল খালি হয়ে আছে?

সত্যি বলতে, ডিভোর্সের সংবাদটা জানাজানি হওয়ার পর থেকে কাজের পরিমাণ আরো বেশি বেড়ে গেছে। বলে দুই হাত দিয়ে ডেস্কে ভর করে এভেরির দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো আলেক্সান্দ্রা। মুখে শীতল হাসি ফুটে আছে তার। আমি যদি আগে একবার জানতাম যে তুমি আমার সামাজিক কাজগুলো এতো ঘৃণা করো, তাহলে অনেক আগে থেকেই শুরু করতাম এটা।

আহা! আগে শুরু করতে পারেনি বলে সমবেদনা জানাচ্ছি।

কিছু না বলে টেবিলে রাখা কাগজগুলোর দিকে তাকালো আলেক্সান্দ্রা। এভেরি যদিও তড়িঘড়ি কাগজগুলো লুকানোর চেষ্টা করছেন, তবে আলেক্সান্দ্রার নজর আটকে আছে হলদেটে কাগজের একটা প্যাডের ওপর। এই প্যাডটাতেই সারাদিনের কাজের হিসাব, ফোন কলের রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় মানুষগুলোর নাম লিখে রাখেন এভেরি। হাত

বাড়িয়ে প্যাডটা নিজের দিকে নিয়ে এলো আলেক্সান্দ্রা। ফার্গো? কাগজে লিখে রাখা নামটা দেখে বলল ও। নামটার নিচে দাগ দিয়ে রাখা আছে। নর্থ ডাকোটার নতুন ব্যবসা শাখা? এগুলো কি আমার উকিলকে জানানো উচিত?

সাথে সাথেই প্যাডটা আলেক্সান্দ্রার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এভেরি বললেন, তুমি তোমার নোটিশ দিয়েছে। এখন যাও।

আরে, আমি ওটা দিতে আসিনি। আইন অনুযায়ী, ওটা আমার দেওয়ার কথা না। আমি শুধু তোমাকে আগে থেকে জানিয়ে দিতে এসেছিলাম যে আমার উকিল তোমার অ্যাকাউন্টগুলো আটকে দেওয়ার অনুরোধ জানাতে পারে। হয়তো দেখবে এটিএমে তোমার কার্ডটা আর কাজ করছে না। তখন তো ক্ষেপে যাবে। বলে তিক্তভাবে হাসলো আলেক্সান্দ্রা। তারপর এভেরির হাতে ধরে রাখা প্যাডে একবার হাত বুলিয়ে এগিয়ে গেলো কাউচের দিকে। কাউচ থেকে পার্সটা তুলে নিয়ে বলল, নিজের খেয়াল রেখো, চার্লস। আর উইন্টন, তুমিও ভালো থেকো।

কোনো রকমে দাঁতে দাঁত চেপে রাগ দমন করার চেষ্টা করছেন এভেরি। আলেক্সান্দ্রা বেরিয়ে যেতেই বলে উঠলেন, দেখেছো? এতোগুলো বছর আমাকে কী সহ্য করে থাকতে হয়েছে তা ভেবে দেখো একবার।

তিনি আপনাকে রাগানোর চেষ্টা করছেন শুধু।

হ্যাঁ, এবং এতে সে সফলও হচ্ছে। উঠে গ্লাসে ড্রিংকস ঢেলে তাতে চুমুক দিলেন প্রথমে। তারপর আরো কয়েকটা চুমুক দিয়ে শান্ত হওয়ার পর বললেন, সে কি ওটা করতে পারবে? মানে আমার অ্যাকাউন্ট আটকে দিতে পারবে?

এটা আসলে সকালে ব্যাংক খুললেই বুঝা যাবে। তবে যদি তার অ্যাটোর্নি যুক্তি দিয়ে বিচারককে সন্তুষ্ট করতে পারে, তাহলে অবশ্যই তিনি কাজটা করতে পারবেন। আমার ধারণা, উনার ফরেনসিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট তাঁকে এই আইডিয়াটা দিয়েছে। আপনার ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করে আপনার থেকে টাকা খরচের বিবরণ বের করতে চাচ্ছে আর কী।

গ্লাস এবং ছইস্কির বোতল নিয়ে আবারো ডেস্কে এসে বসলেন এভেরি। সে যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছে? আচ্ছা, করুক। আমিও দেখতে চাই কতোটা গভীরে এসে জড়াতে পারে ও।

অথবা, আপনি কিন্তু উনার দাবিটা মেনে নিয়ে ব্যাপারটা এখানেই শেষ করে দিতে পারেন।

না, কখনোই করবো না তা, বলে গ্লাসে চুমুক দিলেন এভেরি। তিনি এই কাজ করলে ঐদিন নরকও শীতল হয়ে যেতে পারে বলে ধারণা উনার।

আরো কিছু বলতে যাবেন, ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠলো। ফিস্কের কল। অবশেষে।

জামাইকার ব্যাপারে সংবাদ আছে একটা, ফিস্ক বলছে। অবশ্য আপনি হয়তো এটা পছন্দ করতে পারবেন না, তবে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এবার কাজ হবে।

রাগে হাত দিয়ে গ্লাসটা চেপে ধরলেন এভেরি। কাজ হবে? তুমি কি বলতে চাচ্ছে তুমি এখনো ঐ ডকুমেন্টগুলো যোগার করতে পারোনি?

ওটার ব্যাপারে আসলে... আসলে সত্যি বলতে, ফার্গোরা এখনো কিভাবে যেন বেঁচে আছে।

কথাটা শুনেই রাগে খেঁকিয়ে উঠলেন এভেরি। কী বললে? কিভাবে দুটো মানুষ বারবার তোমাদের হাতের তলা থেকে ছুটে যাচ্ছে?

আমি তো আগেই বলেছিলাম, বস, তারা সাধারণ কোনো দম্পতি না। স্যাম ফার্গো ডারপায় উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা ছিলো, সম্ভবত সিআইএর সাথেও জড়িত ছিলো। তার স্ত্রী বোস্টন কলেজ থেকে... ফোনে ফিস্ককে কাগজ উল্টানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন এভেরি, ...অ্যানথ্রোপোলজি এবং প্রাচীন ব্যবসায়িক ইতিহাসের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি নেওয়া মহিলা।

এজন্যই তো গুপ্তধনের প্রতি আগ্রহ তার। তবে এতে কিন্তু মহিলা কিভাবে বেঁচে আছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

মহিলা প্রচণ্ড বুদ্ধিমতি। এবং হাতের নিশানাও প্রচণ্ড দক্ষ।

তাতে কী? গলফিনহোর কেউ কি ঐ মহিলার হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছিলো? আমি তোমার থেকে ব্যর্থতার আর কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। নিশ্চিত ফলাফলের জন্যই টাকা দেওয়া হয় তোমাকে।

ভুল তো হয়ই, বস। তবে তাদেরকে খোঁজা হচ্ছে।

আমি তো শুনেছিলাম যে তোমার ভাড়া করা গলফিনহোর তুরা খুব সহজেই সমুদ্রে ডাইভ করতে যাওয়া মানুষ দুটোকে সরিয়ে দিতে পারবে। অতিরিক্ত নাক গলানো মানুষদের সরিয়ে দেওয়ার মতো নাকি যথেষ্ট দক্ষ ওরা!

আগেও যেমনটা বলেছিলাম, বস, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে। মাঝে একসময় ফার্মগোদেরকে হাতের নাগালেও পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার লোকেরা তাদেরকে কার রেন্টাল কোম্পানি থেকে কিংস্টন পর্যন্ত অনুসরণ করে গিয়েছিলো। তবে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ফার্মগোরা এবারো কিভাবে যেন পালিয়ে গেছে। তবে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না আর।

আমি তো ভেবেছিলাম তোমার লোকদের কাজটা করার মতো দক্ষতা আছে।

তারা অবশ্যই দক্ষ লোক, বস।

তাহলে কিভাবে বারবার দুজন সমাজকর্মী তোমাদের হাত থেকে খসে যাচ্ছে? তোমার লোকগুলোর দক্ষতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে আমার।

আমি আগেই বলেছিলাম, ফার্গোদের হাত অনেক লম্বা।

কথাটা শুনেই ঝট করে গ্লাসটা টেবিলে আছড়ে রাখলেন এভেরি। তুমি বলেছিলে কাজটা তুমি সামলাতে পারবে। তোমার লোকদের এই কাজ করা দক্ষতা আছে।

হ্যাঁ, বস, তাদের দক্ষতা আছে, এবং তারা ঠিকই কাজটা করবে।

অবশ্যই করা উচিত তাদের। আমি ঐ ডকুমেন্ট এবং ফার্গোদের মৃত্যুর খবর শুনতে চাই। এটাই শেষ কথা আমার। তোমার লোকদের ওপর ভরসা না থাকলে, তুমি নিজেই স্বশরীরে করো। আমি ফলাফল চাই, ব্যর্থতা না।

বুঝেছি, বস। একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি। সব কিছু ঠিকঠাক করে আপনাকে জানানো আমি।

সাথে সাথেই কল কেটে রিসিভারটা ক্রেড়ালে আছড়ে রাখলেন এভেরি। তারপর আবার গ্লাসটা তুলে নিয়ে লম্বা চুমুক দিলেন তাতে।

ধরে নিচ্ছি, সংবাদটা নিশ্চয় ভালো ছিলো না? বলল উইন্টন।

এসব নিয়ে না ভেবে আমার স্ত্রীর ওপরে মনোযোগ দিলেই ভালো হবে তোমার জন্য। আর আমার অন্যান্য কাজ নিয়ে আমাকেই ভাবতে দাও।

আপনি নিশ্চয় এটায় অবগত আছেন যে ওগুলোর কোনোটায় টাকা খরচ করলে তা আপনার স্ত্রীর কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে?

হ্যাঁ! ঝুঁকির ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই জানা আছে আমার।

শুনে মাথা ঝাঁকালো উইন্টন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু আমার কাজ শেষ, তাই আজকের মতো উঠছি এখন।

উইন্টন চলে যেতেই গ্লাসে আরেকবার হুইস্কি ঢাললেন এভেরি। তার চোখ ঘুরছে হলদেটে কাগজের প্যাডটার ওপর। ফার্গোদের নামটা যেন তার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাচ্ছে। ঝট করে প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন এভেরি। প্রচণ্ড রেগে আছেন এখন। যদিও এটা বুঝতে পারছেন না যে তিনি আসলে কোন কারণে রেগে আছেন। ফার্গোদের তার কাজে নাক গলানোর কারণে, নাকি আলেক্সান্দ্রার তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার কারণে?

যেটাই হোক। সবগুলো মানুষকেই তিনি মৃত লাশ হিসেবে দেখতে চান।

এটা মাথায় আসতেই তার মনে হলো, তিনি কি আসলেই আলেক্সান্দ্রাকে মারতে চান?

সত্যি বলতে, হ্যাঁ, তিনি তাই চান। মহিলা হয়তো তাঁর দুই সন্তানের মা, কিন্তু সন্তানদের কেউই তার মতো হয়নি। নিশ্চিতভাবেই মায়ের গোলাম হয়েছে ওরা। তিনি শুধু দক্ষভাবে আলেক্সান্দ্রাকে সরিয়ে দিতে চান, যাতে করে। তাকে কেউ সন্দেহ না করে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, তিনি কিভাবে তা করবেন? কিভাবে খুনটাকে সাধারণ মৃত্যু হিসেবে ফুটিয়ে তুলবেন।

তবে, আগের কাজ আগে । প্রথমে ফার্মোগেদেৰকে সরাতে হবে ।

এক ঘণ্টা পর, আবাবো ফিস্ক ফোন করলো তাকে । বলল, ভালো সংবাদ আছে আমার কাছে...

আর্কাইভস ডিপার্টমেন্টের দিকে

২৬.

পরদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আর্কাইভস ডিপার্টমেন্টের দিকে যাত্রা করলো স্যাম ও রেমি। ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে রেমি ভিতরে ঢুকলেও স্যাম রয়ে গেলো বাইরেই। ভিতরে ঢোকার আগে চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নিতে চাচ্ছে।

বিল্ডিংর ভিতরে ঢুকে ডিরেক্টরি থেকে রেকর্ড ডিপার্টমেন্টটা বের করে নিলো রেমি। হলওয়েতে অনেক কর্মচারীর আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য কর্মচারীদের সবাই কাজে এতোই ব্যস্ত যে কেউই তার দিকে তাকাচ্ছে না। হলুদ জামা ও ফিরোজা রঙের স্কার্ফ পরা এক মহিলাকে কাউন্টারে ম্যানিলা কাগজের স্তুপ রাখতে দেখে এগিয়ে গেলো তার দিকে। গিয়ে বলল, এক্সকিউজ মি, আপনি রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন?

ডাক শুনে তার দিকে ফিরে তাকালো মহিলা। হ্যাঁ। আপনাকে কি এখনো সাহায্য করা হয়নি?

রেমি মুচকি হেসে বলল, এখনো না।

ক্ষমা করবেন। গত রাতের অপ্রত্যাশিত ঝড়ে একটু এলোমেলো হয়ে গেছে সব। রাতে অ্যালার্মও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। দালানের ভিতরেও পানি ঢুকে গেছে। এজন্যই আসলে ব্যস্ত হয়ে আছে সবাই। তবে, যাই হোক, কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?

আমরা আসলে কিছু পুরোনো জাহাজের ঘোষণাপত্র দেখতে এসেছিলাম ।

আমরা?

আমার হাজব্যান্ডও আছে সাথে । একটু বাইরে আছে ও । কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে ।

মহিলা কাউন্টার থেকে একটা ফর্ম বের করে রেমির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনারা গবেষক?

আচ্ছা, তাহলে এই ফর্মটা পূরণ করে দিন । আমি ফিরে আসছি এখনই ।

ধন্যবাদ ।

ফর্ম পূরণ করতে করতে স্যামও এসে গেছে ভিতরে ।

এসে রেমিকে বলল, বাইরে সব ঠিকঠাকই আছে বলে মনে হচ্ছে । ভিতরের কী অবস্থা?

অতটা ভালো না । ঝড়ে এলোমেলো হয়ে আছে সব ।

অন্ততপক্ষে এয়ার কন্ডিশনারটা তো ঠিক আছে । গতরাতের বৃষ্টির পর দ্বীপটা স্টিম বাথে পরিণত হয়ে গেছে ।

মহিলা আবার ফিরে আসতেই ফর্মটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো রেমি । কাগজটা ভালো করে দেখে মহিলা বলল, জাহাজের ঘোষণাপত্রই তো?

হ্যাঁ, জবাব দিল রেমি। একটা প্রশ্ন ছিলো। গত কিছুদিনে কি আমরা ছাড়াও অন্য কেউ এই সময়কালের রেকর্ড দেখার জন্য এসেছিলো এখানে?

না। আপনারাই শুধু, বলে তাদেরকে নিয়ে আর্কাইভের দিকে পা বাড়ালো মহিলা। আর্কাইভে গিয়ে তাদেরকে কোন সারিতে খুঁজতে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এখানের সবকিছু বছরের ক্রমানুযায়ী সাজানো আছে। নির্দিষ্ট জিনিসটা খুঁজতে খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা না। তবে মাঝেমধ্যে কিছু ফাইল উলটপালটও হয়ে যায়। আপনারাই খুঁজে দেখুন। | ধন্যবাদ, বলল রেমি। মহিলার শেষ আশঙ্কাটা সত্য না হওয়ার প্রার্থনাই করছে। শত শত ফাইল আছে এখানে। এরমানে একটা ফাইল উলটপালট হয়ে গেলে, সেটা খুঁজে বের করাও বেশ কষ্টকর হবে।

সারির দুই প্রান্ত থেকে খোঁজা শুরু করলো দুইজন। স্যাম চলে গেছে সারির শেষ প্রান্তে। আর রেমি খুঁজছে শুরুর প্রান্ত থেকে। এক এক করে ফাইলগুলো দেখতে দেখতে কাছাকাছি এগিয়ে আসছে ওরা। দেখতে দেখতেই একটা সময় সারির মাঝ বরাবর দেখা হলো তাদের। সাথে সাথেই স্যাম বলে উঠলো, প্রায়ই আসা হয় এখানে?

কপাল ভালো যে লাইটহাউজে আমাদের প্রথম দেখায় এটা বলোনি তুমি।

তাই? আমার তো মনে হয় আমি এটাই বলেছিলাম।

না। ভালো করেছিলে না বলে। তাহলে আর কখনো সেকেন্ড ডেট হতো না আমাদের। তারপর তাকের সারির দিকে নির্দেশ করে বলল, আমি খুঁজে পাইনি এখনো।

স্যামও তাকের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, খুব সম্ভবত বইটা আমাদের চোখে পড়েনি এখনো। আমার মনে হয় আমাদের...

আমিও এটাই ভাবছিলাম।

এখন আমি তোমার অংশে খুঁজে দেখি, আর তুমি আমার অংশে দেখো।

তাই করলো তারা। কিন্তু ফলাফল সেই আগেরটাই।

এখন পাশের তাকে খুঁজতে শুরু করেছে স্যাম। যদিও তারা যে বছরেরটা খুঁজছে সেটার সাথে এটার বছরের কোনো মিল নেই। রেমিও আরেকবার সারিগুলো চেক করে দেখছে। একটা একটা করে বই বের করে দেখছে ও। ভাবছে হয়তো ভুল করে কেউ অন্য কোনো সালের সাথে বইগুলো উলট-পালট করে রেখেছে।

কিছুই পাইনি, বলল স্যাম। অবাক ব্যাপার, তাই না?

অবশ্যই। বলে তাক থেকে আরেকটা বই বের করে আনলো রেমি। যদিও সে কয়েক শতাব্দী পরের রেকর্ডও পেয়ে গেছে, কিন্তু কোনোভাবেই কান্ফিতটা খুঁজে পাচ্ছে না। প্রায় এক ঘন্টা ধরে খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ রেমি বলে উঠলো, স্যাম... এভেরির পোষা কুকুরগুলো এখনো এখানে আসেনি কেন?

আমাদের অপেক্ষা করছে ওরা। আমরা তথ্য পেলে সেটা আমাদের থেকে চুরি করবে। এতেই তো কষ্ট কম।

কিন্তু যদি...

এক মহিলার আগমনের কারণে বলতে গিয়েও থেমে গেলো রেমি। এই মহিলাই তাদেরকে এখানে ঢুকতে সাহায্য করেছিলো। তাদেরকে এখনো এখানে দেখে মহিলা চমকে উঠে বলল, এখনো এখানে?

বইটা এখানে নেই, রেমি জানালো।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কোন বছরেরটা খুঁজছেন আপনারা?

ষোলশ চুরানব্বই থেকে ষোলশ ছিয়ানব্বইয়েরগুলো।

এগিয়ে গিয়ে তাকের সারিতে খুঁজতে শুরু করলো মহিলা। এই তাকগুলোতেই একটু আগে খুঁজে দেখেছে রেমিরা। আশা করছি বইগুলো হয়তো এলোমেলো করা হয়নি... তারপর কয়েক মুহূর্ত পরেই বলে উঠলো, দাঁড়ান। মনে পড়েছে। রিসার্চ টেবিলে অনেকগুলো বইয়ের একটা স্তূপ দেখেছিলাম। প্রজেক্টের কাজে কিছু বই ব্যবহার করছিলো একজন। খুব সম্ভবত এখনো ওখানেই রয়েছে।

বলে তাদেরকে টেবিলের কাছে নিয়ে গেলো মহিলা। আসলেই টেবিলের ওপর বেশ কতগুলো মোটা মোটা বই রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে একটা বই অন্যগুলোর থেকে একটু দূরে পড়ে আছে।

স্যাম এগিয়ে গিয়ে বইটা তুলে নিলো হাতে। ভালো করে মলাট এবং বাইন্ডিংর লেখাটা পরীক্ষা করে জানালো, দেখে মনে হচ্ছে এটাই খুঁজছিলাম আমরা।

অবশেষে পাওয়া গেলো তাহলে। বলে স্যামের দিকে এগিয়ে গেলো রেমি। বইটা কেন অন্যগুলোর থেকে আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়েছে সেটা ভাবার মতো সাহসও করতে পারছে না। স্যাম ওদিকে মলাট উল্টিয়ে বইয়ের পাতাগুলো দেখছে। কয়েক পাতা উল্টাতেই কাক্ষিত জিনিসটা পেয়ে গেলো।

একটা তদন্ত জারি করা হয়েছিলো তখন।

কিসের তদন্ত?

১৬৯৬ সালের জুনে মিরাবেল চুরি গিয়েছে বলে দাবি উঠেছিলো। ওটার ব্যাপারেই তদন্ত জারি করা হয়েছিল।

বেশ। তাহলে তো এর মাধ্যমে আসল মালিকের নাম জানা যাবে।

যদি সাক্ষ্যগুলো পড়তে পারি আর কী! বলে রেমির দিকে বইটা কাত করে ধরলো স্যাম।

রেমি তাকিয়ে দেখলো ফুলেল স্ক্রিপ্টের লেখাটা পড়া আসলেও বেশ কঠিন একটা কাজ। টাইপিংর আধুনিকতার প্রশংসা করাই লাগছে এখন।

যাই হোক, এখানে দেখো, বলে পাতার নিচের দিকের একটা অনুচ্ছেদের দিকে নির্দেশ করলো স্যাম। এক ত্রু মেসার সাক্ষ্য শুনো, তাকে মাদাগাস্কারে আটক করে ক্যাপ্টেন

হেনরি ব্রিজম্যানের ফ্যান্সিতে করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ওটাতে করে প্রথমে জামাইকাতেই এসেছিলো ওরা। তারপর যাত্রা করেছিলো নিউ প্রভিডেন্সের দিকে। এরপর নাসাউতে পৌঁছে তারা নিজেদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধাওয়াকৃত ইন্টারলুপার বলে দাবি করে বন্দরে নেমেছিলো।

ইন্টারলুপার?

আমার জানা ইতিহাস যদি সঠিক হয়ে থাকে, লাইসেন্সবিহীন দাসব্যবসায়ীদেরকে ইন্টারলুপার বলা হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাসনীতি এড়িয়ে যাওয়ার একটা উপায় ছিলো এটা।

ব্রিজম্যান দাসব্যবসায়ী ছিলো?

সাথে একজন জলদস্যুও।

তো এই লোকই কি আমাদের আগ্রহের জাহাজের মালিক ছিলো?

না, লেখাগুলো দেখতে দেখতে বলছে স্যাম। নিরাপদে বন্দরে নামতে দেওয়ার জন্য ব্রিজম্যান গভর্নর ট্রটকে ঘুষ হিসেবে ফ্যান্সি উপহার দিয়েছিলো। যদিও ট্রট ঐ জাহাজ এবং ব্রিজম্যানের কথা অস্বীকার করেছিলো, তবে ড্রু মেস্কারদের দাবি ট্রট উপহারটা নিজের করে নেওয়ার আগেই ওটার কার্গোর একটা অংশ চুরি গিয়েছিলো। আর চোর মিরাবেল নিয়ে পালানোর সময় ডুবে গিয়েছিলো স্নেক আইল্যান্ডে। বলতে বলতে হুট

করেই থেমে গেলো স্যাম। অনুচ্ছেদের পরের অংশটা পড়তে পড়তে বলল, এটা বেশ ইন্টারেস্টিং...

কী?

রয়েল নেভি ধাওয়া করছিলো ব্রিজম্যানকে... নেভির কমান্ডার... বলে পাতা উল্টালো স্যাম। নেই..., কিছুক্ষণ পাতাটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল স্যাম।

নেই মানে? কমান্ডার নেই? নাকি এখানে কমান্ডারের কথা উল্লেখ নেই? তারপর কাছে বইটা ভালো করে দেখার জন্য কাছে ঝুঁকে বলল, এটাই তো সঠিক বইটা?

কয়েকটা পৃষ্ঠা নেই এখানে।

বলে বইয়ের বাধাইয়ের সাথে আটকে থাকা খাজকাটা ছেঁড়া কাগজের কোনাগুলো দেখালো স্যাম। কাগজের কোনাগুলো প্রমাণ করছে যে একসময় কিছু পৃষ্ঠা ছিলো এখানে।

স্যামের দিকে চোখ তুলে তাকালো রেমি। চোখে সন্দেহের দৃষ্টি ফুটে আছে ওর। ঐ মহিলা বলেছিলো গতরাতে অ্যালার্ম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলো না?

সন্দেহাতীতভাবেই, অ্যালার্ম নষ্টের সাথে ঝড়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

অযথাই সময় নষ্ট হলো তাহলে আমাদের।

বইটা নিয়ে কাউন্টারে দেখানো দরকার। দেখি বইয়ের ব্যাপারে কারো কিছু মনে আছে কিনা অথবা কারা কারা আগে এই বইটা পড়েছে।

অফিসে পৌঁছুতেই কাউন্টারের মহিলা তার হাতের কাগজগুলো রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোনো সমস্যা?

স্যাম বইটা বাড়িয়ে দিলো মহিলার দিকে। আমরা এই বইটাই খুঁজছিলাম। তবে এখানে কিছু পৃষ্ঠা নেই। ওগুলোই দরকার ছিলো আমাদের।

নেই মানে? বইটার দিকে তাকিয়ে বলল মহিলা। আমি বুঝতে পারছি না কিছুই।

কেউ একজন ওগুলো ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

এমন কাজ কেন করবে কেউ? তারা তো চাইলেই এগুলো ফটোকপি করে নিতে পারে।

আপনি নিশ্চিত যে আমাদের আগে কেউ এই বইটার খোঁজ করতে আসেনি?

ইদানিংকালে কেউ আসেনি। রয়েল নেভাল ডকইয়ার্ডের মিউজিয়ামের ঘোষণাপত্রের জন্য এক ইতিহাসবীদ খোঁজ করেছিলো এটার। তবে এটা আরো বেশ কয়েকবছর আগের কথা। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠলো মহিলার। এক মিনিট, প্লিজ, বলে ফোনের পর্দার দিকে একবার দেখে বলল, আপনাদের কি আরো কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি? আমাকে আসলে এই ফোনটা পিক করতে হবে।

না, যতোটা করেছেন, তাই যথেষ্ট। ধন্যবাদ।

বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। তারপর সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, ঠিক তখনই ছুট করে থমকে দাঁড়ালো স্যাম। এমনভাবে থেমে গেছে যে রেমি প্রায় হোঁচটই খেতে নিয়েছিলো তার শরীরে।

ফেউ হাজির হয়ে গেছে, বলে পার্কিং লটের দিকে নির্দেশ করলো স্যাম। পার্কিং লটের দিকে তাকাতেই সাদা এসইউভিটা দেখতে পেলো রেমি। গাড়িটার সাথে ওয়ারহাউজের ডাকাতদের একজনও দাঁড়িয়ে আছে। যদিও লোকটা তাদেরকে দেখতে পায়নি। ফোনের পর্দায় কী যেন একটা দেখছে লোকটা।

তাড়াতাড়ি করে রেমিকে টান দিয়ে লবির একপাশে সরে গেলো স্যাম। ডাকাতের নজর থেকে দূরে সরে থাকতে চাচ্ছে।

কী করবো এখন? রেমি জানতে চাইলো।

অন্য কোনো এক্সিট আছে কিনা খুঁজে দেখা দরকার।

অন্য এক্সিটটা পেতে বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না তাদের। দালানের পাশেই একটা এক্সিট রয়েছে। স্যাম দরজা খুলে বাইরের দৃশ্যটা দেখে জানালো, সবকিছু ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে পার্কিং লটের উলটো দিকে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। একটু এগিয়ে কোনা ঘুরতেই ডাকাতটার সাথে সরাসরি

দেখা হলো তাদের। জ্যাক স্তানিফ্লভ। এই লোকটাই বইয়ের দোকানে ডাকাতি করতে এসেছিলো। চামড়ার কোটের পকেটে হাত রেখে সরাসরি তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে জ্যাক। মুখে ফুটে আছে কুৎসিত এক হাসি।

সাথে সাথেই থমকে গেলো স্যাম। রেমিকে তার পিছনে আড়াল করে নিয়ে সরাসরি চোখ তুলে তাকালো জ্যাকের দিকে। ছুট করেই দেখি তোমার দেখা পেয়ে গেলাম এখানে।

ছুট করে? বলে জ্যাক তার ডান পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে তাক করে ধরলো স্যামের দিকে। দেখা যখন হলোই, তাহলে ভালো মানুষের মতো উলটো ঘুরে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাও। আমার বন্ধুরা তোমাদের অপেক্ষা করছে ওখানে।

যদি না যাই?

হাত ওপরে তুলো, নয়তো তোমাদেরকে এখানেই মরতে হবে।

কিছু না বলে ধীরে ধীরে হাত ওপরে উঠিয়ে নিলো স্যাম। তারপর ছুট করেই ডান হাত দিয়ে ঘুষি মারলো জ্যাকের মুখে এবং বাম হাত দিয়ে আটকে ফেললো জ্যাকের পিস্তল ধরা হাতটা। মুহূর্তের মধ্যেই জ্যাককে দালানের দেয়ালে আছড়ে ধরে পিস্তলটা কেড়ে নিলো, তারপর নল ঠেকিয়ে ধরলো জ্যাকের মাথায়।

অবশ্য রেমি প্রতিক্রিয়া দেখানোর কোনো সুযোগ পায়নি। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই পিঠে বন্দুকের নলের ছোঁয়া টের পেলো ও। পিছনের দিকে মাথা ঘুরাতেই

দেখলো লম্বা এক লোক তার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাচ্ছে। তোমার স্বামীকে থামতে বলল।

ভালোভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে লোকগুলো।

স্যাম...

ডাক শুনে মাথা ঘুরাতেই রেমির পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে রাখা লোকটাকে দেখতে পেলো স্যাম। এখন আর কিছুই করার নেই তার। আস্তে আস্তে অস্ত্রটা নিচে নামিয়ে আবার তা ফেরত দিয়ে দিলো জ্যাককে।

ছাড়া পেয়েই তার ওপর খেঁকিয়ে উঠলো জ্যাক। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আমার দিকটাও দেখবে। যাই হোক, বোকামি করো না, নাহলে ইভানের ড্রিগারের খুশি হতে সময় লাগবে না।

আর কিছু না করে হাত মাথার পিছনে উঁচিয়ে ধরলো স্যাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা এসইউভিটা এসে থামলো তাদের পাশে। জ্যাক গাড়িটার দিকে ইশারা করে বলল, গাড়িতে চড়ে বসো।

জ্যাক তাদের বিপদটা আঁচ করতে পারছে ঠিকই, তবু জায়গা থেকে নড়ছে না।

ইভান বলল, তোমাদেরকে জনসম্মুখে গুলি করে মারতে কোনো সমস্যাই হবে না আমার। তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে দিয়েই শুরু করছি তাহলে। রেমির দিকে তাক করা

বন্দুকটা দেখিয়ে আশ্ফালন ছড়িলো ইভান। তারপর বলল, ফার্গো, বোকামি না করে এখনই ব্যাকসিটে উঠে বসে।

একদম ভিতরের কোনায় গিয়ে বসবে, বলে স্যামকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে ঢুকালো জ্যাক। তারপর রেমির দিকে বন্দুক তাক করে বলল, এখন তুমি উঠো। মার্কের সিটে বসবে তুমি। | তাই করলো রেমি। জ্যাক উঠে বসলো তার পাশে। তার পেটে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটা। সিট বেল্ট বেঁধে নাও সবাই।

তাই করলো রেমি। স্যামও একই কাজ করতে করতে বলল, আমাদের কিছু হলে তোমাদের ইনস্যুরেন্সের মূল্য বেড়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করছো?

সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে থাকা নতুন লোকটা পিছনে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিসের ইনস্যুরেন্স?

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে? জানতে চাইলো স্যাম।

এইতো ছোট একটা ভ্রমণে।

বলে গাড়ি চালু করলো ড্রাইভার মোড় থেকে বেশ কয়েকটা রাস্তা চলে গেছে সামনের। তারা এগিয়ে যাচ্ছে বামের রাস্তাটা দিয়ে। স্পষ্টতই এই রাস্তায় মানুষের আনাগোনা খুব কম। অবশ্য সরু রাস্তাটা দিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে ড্রাইভারকে। তাছাড়া সর্পিলাকার রাস্তার মোড়গুলোর জন্য গতিও ঠিকমতো বাড়াতে পারছে না।

এভাবেই বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর জ্যাক বলল, যথেষ্ট দূরে এসেছি। এখানেই থামাও।

সরু আরেকটা মোড় পেরিয়ে রাস্তার পাশে নিয়ে গাড়িটা থামালো ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমে স্যামের দরজা খুলে রেমিকে নিয়ে বেরিয়ে ইশারা করলো লোকটা।

কোনো প্রতিবাদ না করে গাড়ি থেকে নেমে গেলো স্যাম। স্যামের পর রেমিও বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। বাইরে পা রাখতেই জঙ্গলের আটকে রাখা গরমের উত্তাপটা টের পেলো ও। জঙ্গলের সবুজ পাতাগুলো থেকে এখনো গতরাতের বৃষ্টির পানি টুপটুপ করে পড়ছে। অতিরিক্ত আর্দ্রতায় এতোক্ষণে বাষ্পায়িত হয়ে যাওয়ার কথা পানির। তবে এর পরিবর্তে ঝর্নার মতো করে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পড়ছে ওগুলো।

জ্যাক তাদের দিকে পিস্তল তাক করে ধরে বলল, রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও, দুজনই।

আরে ভাই, একটু তো অপেক্ষা করো, বলে উঠলো স্যাম। মারবেই যখন, তখন মরার আগে তো বউটাকে বিদায়ী একটা চুমু খেয়ে নিতে দিবে।

আচ্ছা, আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করো।

রেমির আরো কাছে গিয়ে দাঁড়ালো স্যাম। রেমির দিকে গভীরভাবে ঝুঁকে ফিশিং ভেস্টে হাত ঢুকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, মনে হয় আমাদের ছুটিটা

আরো কয়েকদিন পর থেকে শুরু করতে হবে।

কথাটায় শুনে হাসার চেষ্টা করলো রেমি।

সাথে সাথেই পাক খেয়ে ঘুর গেলো স্যাম। তারপর দুই হাত দিয়ে রিভলভার ধরে বুলেট ছুঁড়ে দিলো ড্রাইভারের কপাল বরাবর।

.

২৭.

ধুপ! ধুপ!

আরো দুইবার গুলি করলো স্যাম। তবে এবার গুলিগুলো ডাকাতদের কারো গায়েই লাগেনি। কেন লাগেনি সেটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখলো যে তার পায়ের নিচের মাটি ক্ষয় পড়তে শুরু করেছে।

পিছিয়ে যেতে যেতে অসতর্কভাবে তারা পাহাড়ি রাস্তার বেশি কিনারের দিকে চলে গেছে। তাদের শরীর ভার নিতে পারেনি কদমাক্ত মাটির রাস্তাটা। ঝট করেই ব্যালেন্স হারিয়ে দুজনই পড়ে গেলো পাহাড়ের ধার দিয়ে।

স্যাম গিয়ে আছড়ে পড়েছে সবুজ ও বাদামি জালিকাময় জঙ্গলের পাতাবহরের মধ্যে। তবে তার পতন থেমে যায়নি এতে। পিঠ ঘেষে ঠিকই পিছলে পড়ছে সে।

পড়তে পড়তে রেমির হাতও একসময় ছুটে গেছে তার হাত থেকে। আরো কিছুটা পিছলে পড়ার পর পতন থামানোর জন্য গাছের ডাল আঁকড়ে ধরলো স্যাম। রেমিকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না। পাতার ঝোঁপের আড়ালে হারিয়ে গেছে রেমি।

ধূপ! ধূপ! ধূপ!

ফিরতিগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উড়ে যেতে শুরু করেছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাখিগুলো। শব্দ শুনে স্যাম ওপরের দিকে তাকাতেই দেখলো একটা গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে আসছে তার দিকে। সরে গিয়ে পাশের দিকে আছড়ে যেতেই স্যাম দেখলো মাশরুমের একগুচ্ছ ঝাঁক তার পতন ঠেকিয়ে রেখেছে। দৃশ্যটায় চমকে গিয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই গাছের উপড়ে যাওয়ার গুঁড়িটা এসে আঘাত করলো তার শরীরে। মিনিট খানেকের ভিতরেই ব্যথায় ভরে উঠলো তার শরীর। তবে কপাল ভালো যে পঁচে যাওয়ার কারণে গুঁড়ির আঘাতের তীব্রতা অতোটা বেশি ছিলো না। নাহলে শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যেতো এতক্ষণে।

গর্ধভ! ইভানের গলার স্বর ভেসে আসছে ওপর থেকে। তাদেরকে এভাবে পালিয়ে যেতে দিলে?

যতটুকু ওপর থেকে পড়েছে, এরপর আর কোনোভাবেই বাঁচার কথা না তাদের, জ্যাক বলল। আর যদি পতন থেকে বেঁচেও যায়, তবু এটা থেকে বাঁচতে পারবে না।

বলেই ধূপ ধূপ করে গুলি করতে শুরু করলো দুজনে। গুলির শব্দ শুনেই আত্মা কেঁপে উঠলো স্যামের।

রেমি...

বুলেট শেষ হয়ে যাওয়ায় অবশেষে গুলি থামালো ওরা।

কিছু দেখছো তুমি? ইভান জিঙ্গেস করলো।

না। নিচে নামো। নেমে দেখো ওরা আসলেই মরেছে কিনা।

হ্যাঁ, নেমে ঘাড়টা ভাঙ্গি আর কী! খেঁকিয়ে উঠে বলল ইভান। এরচেয়ে গাড়ি নিয়ে ঢালু পথ ধরে নেমে যাওয়াই ভালো। পাহাড়ের নিচের রাস্তাটায় গিয়ে চেক করলেই হবে।

লরেঞ্জোর কী করবো? জ্যাক বলল। এখানেই ফেলে যাবো ওকে?

পাহাড়ের ধার দিয়ে ফেলে দাও। ফার্গোদের সাথে পঁচুক।

বলে রাস্তার পাশ দিয়ে লাশটা ফেলে দিলো ওরা। ঝোঁপঝাড় ভেঙ্গে লাশ গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো স্যাম। কিছুক্ষণ পর এসইউভির ইঞ্জিনের গর্জনও শুনতে পেলো। গাড়িটা পাহাড়ের ওপরের দিকে রাস্তা বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে, নিচের দিকে না। প্রশস্ত জায়গা না থাকায় গাড়ির মোড় ঘুরানোর জন্য কিছুটা পথ পিছিয়েই যেতে হচ্ছে তাদেরকে।

রেমি? ডাকাতগুলো চলে যাওয়ার পর মৃদুস্বরে ডাকলো স্যাম।

আমি নিচে আছি।

তার প্রায় পনেরো ফুটের মতো নিচ থেকে এসেছে শব্দটা! রেমির সাড়া পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো স্যাম। তখনই বুঝতে পারলো যে এতোক্ষণ ধরে উৎকণ্ঠায় শ্বাস আটকে রেখেছিল ও। ঠিক আছো তুমি?

চামড়া ছিলে গেছে, তবে হাড়গোড় ভাঙেনি।

ডাকাতগুলো মোড় ঘুরানোর মতো জায়গা খুঁজছে। নিচের দিকে যাওয়ার প্ল্যান তাদের।

নিচের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার থেকে দূরত্বটা খুব বেশি না।

আমি আসছি তোমার কাছে। তারা পৌঁছার আগেই নিচে নেমে যাওয়া দরকার আমাদের। তারা ওখানে থেকে ওপরের দিকে খুঁজবে, নিচের দিকে না।

বলে আস্তে আস্তে তাকে আটকে রাখা গাছের গুঁড়ির কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করলো স্যাম। আশেপাশে তাকিয়ে নিজের বন্দুকটা খুঁজছে ও। তার থেকে আটফুট ওপরে পাহাড়ের কর্দমাক্ত দেয়ালে গেঁথে আছে বন্দুকটা। বন্দুকটা হাতে নেওয়ার জন্য আবারো ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলো। পিচ্ছিল মাটির কারণে আরোহণটা আরো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের গায়ে পা ঢুকিয়ে সিঁড়ির মতো ধাপ করে ওপরের দিকে উঠতে হচ্ছে তাকে। বন্দুকটা তুলে নিয়ে নিচে নামতে শুরু করলো স্যাম। নিচে নামাটা ওপরে উঠার থেকেও বেশি কষ্টকর লাগছে। তবু আস্তে আস্তে একটু একটু করে

রেমির দিকে নেমে যাচ্ছে। পুরো শরীর কাঁদা এবং গাছগাছাড়ির পাতায় ভরে গেছে তার। রেমির পাশে পৌঁছে দেখলো, রেমির অবস্থাও তার মতোই হয়ে আছে।

তারপর আরো কিছুটা নেমে ওপরের দিকে তাকালো স্যাম। লম্বা একটা দাগের ধারা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। তাদের নেমে আসার চিহ্ন নির্দেশ করছে দাগটা। কেউ দাগটা দেখলেই তাদের গতিপথ বুঝে যাবে। আমাদের সাবধানে নামতে হবে। ছাপ রেখে যাওয়া যাবে না।

শুনেই স্যামের দিকে তাকালো রেমি। কোনো প্ল্যান?

অন্ততপক্ষে রাস্তার বিশফুট নিচে নেমে যেতে হবে তাদেরকে। আমি আগে আগে নামছি। আমাকে অনুসরণ করো। আমি যেখানে যেখানে পা ফেলবো তুমি সেখানে সেখানেই ফেলবে।

পাঁচ ফুট নিচে থাকা গাছের গুঁড়িটার দিকে তাকালো স্যাম। নিচের দিকের ঢালটা ওপরেরটার মতো অতোটা খাড়া না। লাফ দিয়ে খুঁড়ির ওপর নেমে দাঁড়ালো স্যাম। তারপর রেমির দিকে তাকিয়ে বলল, রেডি?

হ্যাঁ, বলে লাফ দিলো রেমি।

রেমির কোমড়ে ধরে তাকে নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম। তারপর একইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে গেলো আরো কিছুটা পথ। লাফিয়ে নামার ফলে তাদের নেমে যাওয়ার

ছাপটা আর এখন দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা থেকে পাঁচফুট ওপরে থাকতেই হুট করে থেমে গেলো স্যাম। এসইউভির ইঞ্জিনের গর্জন ভেসে আসছে ওপর থেকে।

তারা আসছে, বলল রেমি।

তাড়াতাড়ি করে নিচের রাস্তায় লাফিয়ে নামলো স্যাম ও রেমি। রাস্তার ওপর দিয়ে কিছুটা দৌড়ে গিয়ে নিচের পর্বতটার দিকে তাকালো স্যাম। একটু আগে তারা যে ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে ওটার মতোই খাড়া এই পর্বতটাও। নামার সময় ছাপ না রেখে যাওয়ার ব্যাপারেও সতর্কভাবে থাকতে হবে ওদের। দশ ফুট নিচে ফার্নের একটা ঝোঁপ দেখতে পেলো স্যাম। আপাতত ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে ওরা। এক গাছের গুঁড়ি থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে গেলো। গিয়ে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়েছে মাত্র, ঠিক ওইসময়ই ওপর থেকে এসইউভির থেমে যাওয়ার শব্দ ভেসে আসতে শুনলো স্যাম।

দরজা খুলে গাড়ি থেকে দুই ডাকাতের বেরিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন। রাস্তার ধার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে ওরা।

তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে? ইভান জিজ্ঞেস করলো।

ঐ যে ওখানে, জ্যাক বলল।

আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

রাস্তার পাশের পাহাড়ের গায়ে দেখো। পিছলে পড়ার দাগ দেখা যাচ্ছে। ওখান দিয়েই পড়েছে ওরা।

ওহ, হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছি আমি। তবে দাগটা তো একটু গিয়ে আর নেই। তোমার কি মনে হয় তারা ওখানে কোথাও লুকিয়ে আছে?

মরেও যেতে পারে। হয়তো আমার গুলিগুলো তাদের শরীরে আঘাত করতে পেরেছে কোনোভাবে।

ফার্নের পত্রবহ ফাঁক করে ওপরের দিকে তাকাতেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকদুটোকে দেখতে পেলো স্যাম। দুজনের হাতেই বন্দুক রয়েছে। অবশ্য তারা তাদের থেকে উলটো দিকে ফিরে আছে। এসইউভিটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর, গাড়ির সম্মুখ দরজাটা হাঁ হয়ে আছে একদম।

দৃশ্যটা দেখে লোভ লাগছে স্যামের।

অবশ্য পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে নেই। হয়তো কোনোরূপ শব্দ না করেই রাস্তা পর্যন্ত উঠে যেতে পারবে, কিন্তু কভার নেওয়ার মতো কোনো উপায় নেই তাদের। ডাকাতগুলো সশস্ত্র না থাকলে স্যাম হয়তো সুযোগটা কাজে লাগাতো। ভাবনাটা মাথায় আসার সাথে সাথেই জ্যাক তার পিস্তল নিয়ে তাদের দিকে ঘুরে দেখলো স্যাম। লোকটা এখন তাদের লুকানো জায়গাটার দিকেই পিস্তল তাক করে রেখেছে।

রেমিকে জমে যেতে দেখে ওদিকে ফিরে তাকালো স্যাম। রেমির পায়ের ফাঁক দিয়ে একটা মোটা অজগর সাপ গড়িয়ে যাচ্ছে। নড়ো না, একদম নড়বে না, সাপটাকে গড়িয়ে যেতে দেখে ফিসফিসিয়ে বলল স্যাম।

নেই এখানে, ঘুরে ওপরের দিকে তাকাতেই জ্যাক বলতে শুনলো স্যাম। নিচের দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা। তারপর হঠাৎ করেই আবার গুলি করতে শুরু করলো জ্যাক। স্যামের ঠিক পাশ কেটে গেলো যেন বুলেটগুলো। কিছু একটা আছে নিচে। চোখে পড়েছে আমার।

কী দেখেছো? বলল ইভান। কিছু একটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।

স্যামও শুনতে পাচ্ছে শব্দটা। টুপ-টুপ একটা শব্দ। প্রথমে শব্দটা আসছিলো তার পিছন থেকে, এখন চতুর্দিক থেকেই আসছে। একমুহূর্ত পর বুঝতে পারলো যে এটা বৃষ্টি পড়ার শব্দ। অব্যবহার্য ধারায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি, কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর জবাব দিলো জ্যাক। চলো, এখন ভাগি এই জায়গা থেকে।

ফার্মাদের ব্যাপারে কী করবো?

তারা যদি এখনো বেঁচে থাকে, তাহলেও তাদের ফিরে আসতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। এই রাস্তা দিয়ে খুব একটা গাড়ি চলাচল করে না।

স্যাম এখনো রেমিকে হাত দিয়ে আটকে রেখেছে। ওপর থেকে এসইউভির ইঞ্জিনের গর্জনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিনের শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতেই রেমি স্যামের পাশে সরে এসে বলল, তোমাকে কি আগে বলেছিলাম যে আমি সাপ ঘৃণা করি?

শোকর থাকো যে ওটা ক্ষুধার্ত ছিলো না। বলে নিচের পর্বতের দিকে তাকালো স্যাম। পর্বতটা একদম খাড়াভাবে নেমে গেছে নিচের দিকে। এসইউভিটার পুরোপুরি চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো স্যাম। এভেরির লোকেরা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আশ্রয় থেকে বেরুনোর কোনো ইচ্ছা নেই তার।

গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির পানির ছিটা আসছে তার মুখে। পানির ছিটা উপভোগ করতে করতে রেমিকে বলল, আমি ভাবিনি যে আমরা এবার বাঁচতে পারবো।

পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রেমি বলল, অবশ্যই ভাবছিলাম। আমার কখনো বেঁচে যাওয়া নিয়ে সন্দেহ ছিলো না।

যখন ঐ সাপটা দেখা দিলো তখনও না?

ঝট করে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো রেমি। ভয় পাচ্ছে যেন আরো সাপের সাথে দেখা হবে তাদের। এটা নিয়ে মজা করবে না।

কাঁপতে শুরু করেছে রেমি। বৃষ্টির পানির ঠাণ্ডায় না, খুব সম্ভবত উত্তেজনার তীব্রতায় কাঁপছে। স্যাম জানে এখন তাদেরকে শরীর চালু রাখতে হবে। এভাবে এক জায়গায়

আটকে থাকলে কোনো উপকার হবে না। আমাদের যাওয়া দরকার এখন, বলে রেমিকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো স্যাম।

এরপর আন্তে আন্তে আবারো রাস্তায় উঠে এলো ওরা। ওপরে উঠেই পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে আনলো স্যাম। এখানে সিগন্যাল পাওয়ার আশা করাটা হয়তো বোকামি হবে, তাই না?

বোকামি? একবার ভাবো তো, লুকিয়ে থাকার সময় কেউ ফোন করলে কী অবস্থা হতো?

ভালো বলেছে।

স্যামের হাতের সাথে হাত পেঁচিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো রেমি। ফিরে যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে বলে ধারণা তোমার?

নিশ্চিত না আমি, বলল স্যাম। তবে কপাল ভালো যে, এটা পাহাড়ের একটা ঢাল মাত্র।

তোমার এই দিকটা আমার ভালো লাগে, ফার্গো। সবসময়ই ভালো দিকটা দেখো তুমি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সফলতার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম প্রায়... এতো দূর এসেও কোনো লাভ হলো না। অহেতুক একটা ভ্রমণ...

তবে, দুজন তো একসাথে আছি।

শুনে মুচকি হেসে স্যামের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিলো রেমি। এভাবেই হেঁটে এগুচ্ছে ওরা।

প্রায় এক ঘন্টা ধরে হাঁটছে ওরা। বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছে এখন। তবে এতে তাদের কোনো লাভ হচ্ছে না। বৃষ্টির পানিতে ভিজে পুরোপুরি চুপচুপে হয়ে গেছে ওরা। ঠাণ্ডায় হাঁটাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও প্রায় তিন-চার মাইলের মতো এগিয়ে এসেছে, তারপরও ঢালু পথে নেমে যাওয়া রাস্তাটা এখনো অতিক্রম করতে পারেনি।

আরো বেশ কিছুক্ষণ ধরে হেঁটে এগুনোর পর মূল রাস্তার মোড়টা চোখে পড়লো ওদের! মোড়ে পৌঁছেই ঝট করে থেমে গেলো স্যাম। তার আশঙ্কা হচ্ছে, এভেরির লোকেরা হয়তো কাছে পিঠেই কোথাও দাঁড়িয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রেমিকেও থামতে বলে আশেপাশের দৃশ্যটা একবার ভালো করে দেখে নিলো স্যাম। কাউকে বা সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখতে না পেয়ে রেমিকে বলল, রাস্তার একদম ধার ঘেষে হাঁটা উচিত আমাদের। এভেরির লোকেরা আমাদের অপেক্ষায় থাকলে থাকতেও পারে।

এভাবেই আরো কয়েক মিনিট হেঁটে যাওয়ার পর আবারো মোবাইলটা চেক করলো স্যাম। এখনো কোনো সিগন্যাল নেই ফোনে। হতাশ হয়ে আবারো পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো মোবাইলটা। ঠিক তখনই একটা ক্ষীণ শব্দ কানে এলো তার। পাহাড়ের দিক থেকে একটা শব্দ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। শব্দটা শুনো, ভেজা রাস্তায় চাকার ঘর্ষণের শব্দও শুনতে পাচ্ছে এখন। নিউট্রাল গিয়ারে কোনো গাড়ি আসছে।

গাড়িটা কেন নিউট্রাল গিয়ারে চলছে সেটা ভাবতে গিয়ে দুটো কারণ মাথায় এলো স্যামের। এক, হয়তো গাড়িটার কোনো সমস্যা হয়েছে, নয়তো দুই, কেউ একজন তাদের যানের ইঞ্জিনের আওয়াজের শব্দটা গোপন রাখতে চাচ্ছে।

দ্বিতীয় কারণটা উদ্ভিন্ন করে তুলেছে স্যামকে। শব্দটা কাছিয়ে আসার সাথে সাথেই রেমির হাত খাবলে ধরে লুকিয়ে পড়লো রাস্তার পাশের ঝোঁপটায়।

.

২৮.

স্যাম আশা করছে তাদেরকে হয়তো কেউ দেখেনি। একটু আগে বৃষ্টি কমে যাওয়ায় খুশি হলেও, এখন আরেকবার মুষলধারে বৃষ্টির আশা করছে। এতে করে তাদেরকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা আরো কমে যাবে।

কিন্তু বৃষ্টির বদলে শুধু গাছের পাতা থেকে টুপটুপ পানিই পড়ছে শুধু। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই তাদের দৃষ্টিসীমায় এসে উপস্থিত হলো গাড়িটা। পাতার আড়াল থেকে ১৯৭০ দশকে হলুদ সিজি৫ জিপটা দেখতে পেলো স্যাম। কাদামাটিতে ভরে আছে গাড়িটা। এখনো নিউট্রাল গিয়ারেই আছে। অবশ্য গাড়িটা কে চালাচ্ছে সেটা না দেখা পর্যন্ত নড়ার কোনো ইচ্ছা নেই স্যামের। আরো একবার এভেরির লোকদের হাতে বন্দি হওয়ার কোনো শখ নেই তার। তাদের সামনে এসেই হঠাৎ করে লাফিয়ে উঠলো জিপটা। ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে।

নাহ, এভেরির লোকদের কেউ নেই গাড়িতে।

তাড়াতাড়ি করে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে গাড়ির উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ডাকতে শুরু করলো স্যাম। হেল্প! চেষ্টায়ে বলছে ও। এখানে আসুন!

রেমিও দৌড়ে আসছে তার সাথে সাথে। সেও চেষ্টায়ে চেষ্টায়ে ডাকছে। জিপটাকে। কিন্তু জিপটা এতক্ষণে রাস্তার মোড় পর্যন্ত চলে গেছে। বেশি দেরি করে ফেলেছে তারা। স্যাম ভাবছে জিপের লোকটা হয়তো তাদেরকে দেখেওনি, হয়তো তাদের ডাকও শুনেনি। হতাশ হয়ে এগুতে যাবে, ঠিক তখনই থেমে গেলো জিপটা। পিছিয়ে আসছে তাদের দিকে।

জিপের ড্রাইভার লোকটা বেশ লম্বা, শরীরের চুলগুলো সাদা, খুতনীতে হালকা দাড়ি, চোখগুলো সবুজ। স্যামদের কাছে পৌঁছে কৌতূহল মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, লিফট চাই?

হ্যাঁ, খুবই উপকার হতো এতে, স্যাম জানালো।

সাথে রেমি যোগ করলো, যদি কাদামাটিতে আপনি কিছু মনে না করেন। আরকী!

শুনে হেসে উঠলো লোকটা, এটা খুব একটা ক্লাসিক গাড়ি না। হালকা একটু কাদায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না এটার। তবে তাড়াতাড়ি উঠুন। আরেকদফা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে উঠে বসলো ওরা। রেমি বসেছে গাড়ির পিছনের সিটে। আর স্যাম সামনের সিটে। ধন্যবাদ। খুবই উপকার করলেন আমাদের।

আরে এসব কিছু না। ব্রেক চাপতে গিয়ে ইঞ্জিন থেমে গিয়েছিলো আমার। রাস্তার মধ্যে থাকা ঐ অজগরটাই যত সমস্যা করেছে। কপাল ভালো যে পাহাড়ি ঢাল দিয়ে যাচ্ছিলাম। বলে একবার স্যামের দিকে তাকালো লোকটা। এদিকের রাস্তায় তো পর্যটকদের দেখা যায় না সাধারণত।

আমরাও স্ব-ইচ্ছায় আসিনি এখানে। কিংস্টন থেকে কয়েকজন বন্দুকধারী ধরে এনেছিলো আমাদেরকে।

ছিনতাই করেছে? কিংস্টনের কোথায় ছিলেন আপনারা?

রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টে। আমাদের গাড়িটাও ওখানেই আছে।

শুনে চোখ বড়ো বড়ো করে স্যামের দিকে তাকালো লোকটা। পাবলিক প্লেসের সামনে থেকে তো সাধারণত পর্যটকদের কিডন্যাপ করা হয় না।

এখন আর ওসব বলে কী হবে! তারা তাদের জিনিস পেয়ে গেছে। আর... যাই হোক, আমরা তো বেঁচে আছি। এটাই আসল কথা।

হ্যাঁ, এটাই আসল কথা, বলে পিছন থেকে স্যামের কাঁধে হাত রাখলো রেমি।

তো, আলোচনার বিষয় পাল্টানোর জন্য বলল স্যাম, আপনি কি জামাইকাতেই থাকেন? নাকি ভ্রমণে এসেছেন?

ভ্রমণে এসেছি। আমার এক বন্ধু কফির চাষ করে এখানে। তার ওখানে যাওয়ার জন্যই এই জিপটা চালাই আমি। বর্ষার মৌসুমে এসব রাস্তায় কাদার পরিমাণ বেড়ে যায় অনেক।

যাত্রার বাকিটা সময় কফি চাষের জটিলতা নিয়েই বেশি কথা বলল ওরা। সাথে সাথে দ্বীপের মাছ ধরার উপযুক্ত জায়গাগুলো নিয়েও।

রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের পার্কিং লটে পৌঁছেই প্রথমে আশেপাশের দিকে তাকালো স্যাম। এভেরির লোকেরা নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। বেরিয়েই আবারো ধন্যবাদ জানালো জিপের ড্রাইভারকে। সাথে সাথে এটাও জানালো গ্যাস বা সমস্যার জন্য লোকটা কিছু চায় কিনা।

ওসবের দরকার নেই। নতুন অল্টারনেটরের জন্য এমনিতেও এদিকে আসা লাগতো আমার। অবশ্য একটা প্রশ্ন জানার আগ্রহ আছে আমার। আপনারা এখানে আসলে কী তথ্য জানার জন্য এসেছিলেন?

জাহাজের ঘোষণাপত্র দেখতে, স্যাম বলল, সতেরশো শতকের। আমরা যেটার জন্য এসেছিলাম ওটাই নেই এখানে।

ওহ, আচ্ছা, শুভকামনা তাহলে, বলে ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি এগিয়ে যেতে শুরু করলো লোকটা। তারপর হঠাৎ করেই গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে মাথা বের করে বলল, জানি না এটা আপনাদের কাজে লাগবে কিনা। হঠাৎই মনে পড়লো আমার। পোর্ট রয়েলের ফোর্ট চার্লস মেরিটাইম মিউজিয়ামে খুঁজে দেখতে পারেন একবার। শুনেছি ওখানের সংগ্রহশালা নাকি বেশ সমৃদ্ধ।

তথ্যটার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে, বলে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটা বিদায় জানালো ওরা। লোকটা চলে যেতেই মনে পড়লো যে কথা বলার ফাঁকে লোকটার নামই জিজ্ঞেস করা হয়নি তাদের।

পোর্ট রয়েল যাত্রাটা আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে। এই মুহূর্তে তাদের একটা লম্বা শাওয়ার, উষ্ণ খাবার এবং ভালো একটা ঘুমের দরকার। পুনরায় অনুসরিত না হওয়ার জন্য চালাকি করে গাড়ি চালালেও, হোটেল রুমে পৌঁছানো না পর্যন্ত পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছে না স্যাম।

কপাল ভালো যে হোটেলের মিনি বারে আর্জেন্টাইন মারলটের একটা বোতল ছিলো। গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে রেমির দিকে বাড়িয়ে দিলো স্যাম। তারপর নিজের গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরে টোস্ট করলো, মরতে মরতে কোনো রকমে বেঁচে যাওয়া এবং আমাদের লিফট দেওয়া ঐ ড্রাইভারের প্রতি...

সাথে রেমিও তার গ্লাসের সাথে আলতো টোকা দিয়ে যোগ করলো, ..এবং আগামীকাল পোর্ট রয়েলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অনুসন্ধানটার প্রতিও।

পোর্ট রয়াল। জেলেদের এক নিরিবিলি শহর। একসময় জায়গাটা পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত শহর নামে পরিচিত ছিলো। স্প্যানিশদের হাতে গোড়াপত্তন হয়েছিলো শহরটার। ১৬৫৫ সালে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ার পর, এককালের সবচাইতে কুখ্যাত শহরটাই এখন পরিণত হয়েছে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলোর একটায়। এর পিছনে জলদস্যুদের সাথে সম্পৃক্ততার অবদানও আছে। অবশ্য ১৬৯২ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প না ঘটলে হয়তো শহরটা আগের মতোই কুখ্যাত থাকতো। ভূমিকম্পের কারণে শহরের অর্ধেকটাই ডুবে গিয়েছিলো সমুদ্রের তলায়। গত তিন শতক ধরে এখনো সমুদ্রের পানি ও বালির নিচে ডুবে আছে শহরের অর্ধেকটা।

ভূমিকম্পের পর টিকে থাকা কাঠামোগুলোর মধ্যে ফোর্ট চার্লস একটা। যেটাকে এখন ম্যারিটাইম মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহার করায়। ফি দিয়ে ইটের দুর্গের ভিতরে ঢুকতেই উপকূলীয় বাতাসের ঝাঁপটা টের পেলো স্যাম ও রেমি। পেটালোহার গোলাগুলো এখনো সারিবদ্ধভাবে আটকে রয়েছে দেয়ালের প্রাচীরে। একসময় এগুলো দিয়েই শহরটাকে সুরক্ষা দেওয়া হতো। প্রশস্ত চতুরের ওপর দিয়ে পুরোনো নাবিকদের হাসপাতালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওখানেই গড়ে উঠেছে মিউজিয়ামটা।

ভিতরে দস্তার তৈরি বিশেষ বাক্সে প্রদর্শন করিয়ে রাখা হয়েছে জিনিসগুলো। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত প্রায় সবকিছুই রাখা আছে। প্রদর্শনীতে। এগুলোর মাঝে চীনের জেড খোদাইকৃত অলঙ্কারও রয়েছে। এগুলোই পোর্ট রয়েলের ধন-সম্পদের প্রমাণ দিচ্ছে।

এটা দেখো, স্যাম, পকেট ওয়াচের একটা ছবির দিকে নির্দেশ করে বলল রেমি। এই ঘড়িটা পানি থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিলো। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে এগারোটা তেতাল্লিশ। ধারণা করা হয়, ঐ সময়টাতেই ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিলো শহরে, এবং ভূমিকম্পের পরপরই থেমে গিয়েছিলো ঘড়ির সময়।

চমৎকার আর্টিফ্যাক্ট। নিচে হয়তো এখনো এগুলোর অনেক কিছু পড়ে আছে।

আক্ষেপ এটাই যে জামাইকান সরকার আমাদেরকে এখানে ডাইভ দেওয়ার অনুমতি দিবে না।

একবারে বেশি কিছু করতে চেয়ো না, রেমি। এখন সাহায্য করার মতো কাউকে খুঁজে বের করা উচিত আমাদের।

সত্যি বলতে সাহায্যই খুঁজে নিলো তাদেরকে। দুই মহিলাকে রুমে ঢুকতে দেখলো ওরা। তাদের মধ্যে লম্বাজন তাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, শুভ সকাল। মেরিটাইম মিউজিয়ামে স্বাগতম।

শুভ সকাল, রেমি বলল। আমরা আশা করছি আপনারা হয়তো গবেষণার কাজে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।

শুনে মুচকি হাসলো মহিলা।

আমাদেরকে বলা হয়েছিলো যে আপনাদের কাছে পুরোনো জাহাজের ঘোষণাপত্রের কপিগুলো আছে। বিশেষ করে বললে ১৬৯৪ থেকে ১৬৯৬ এর গুলো।

না। আমরা খুবই দুঃখিত। আপনারা কি কিংস্টনের আর্কাইভে খুঁজে দেখেছেন?

দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বইটা সম্পূর্ণ ছিলো না। আমাদেরকে একজন জানালো আপনাদের কাছে হয়তো ওটার কপি থাকতে পারে।

আমার জানামতে নেই। এর জন্য আবারো ক্ষমা চাইছি আমি।

আচ্ছা, ধন্যবাদ, বলে মহিলাকে বিদায় জানালো ওরা।

মহিলা চলে যেতেই স্যাম বলল, ভালো চেষ্টা করেছে। হয়তো সেলমা এতক্ষণে কিছু বের করে ফেলেছে।

দুজনই জানে এটা শুধুই একটা সাক্ষ্যবাহী মাত্র। সেলমা কিছু পেয়ে থাকলে এতক্ষণে তাদেরকে জানিয়ে দিতো।

নাই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো, স্যাম বলল।

কানা মামা আছে কোনো?

আমরা তো এখন চাইলে আমাদের ছুটিটা নিতে পারি।

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুচকি হাসলো রেমি। হাসলেও চোখ থেকে হতাশার ছাপটা দূর করতে পারছে না। চলো, বাসায় ফিরে যাই।

বেরিয়ে আসতে যাবে, ঠিক তখনই দ্বিতীয় মহিলা তাদের দিকে এগিয়ে এসে নিচু কণ্ঠে বলল, আপনার কথাগুলো শুনতে পেয়েছি আমি। পুরোনো জাহাজগুলো ঘোষণাপত্র খুঁজছেন আপনারা?

হ্যাঁ, স্যাম জবাব দিলো।

কিংস্টনের আর্কাইভ ডিপার্টমেন্ট পুরোনো সব রেকর্ডকে ডিজিটাল কপিতে পরিণত করতে চেয়েছিলো, কিন্তু বাজেটের কারণে সম্ভব হয়নি। আমাদের কপাল ভালো যে টাকা ফুরিয়ে যাবার আগেই কিছু কপি স্ক্যান করে ফেলতে পেরেছিলাম। ডিরেক্টদের একজন মিউজিয়ামের জন্য ওগুলোর রিপ্রিন্ট করার আশা করছে। তবে ভূমিকম্পের ঠিক পরের কয়েকবছরের কপি ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভূমিকম্পের পরের কয়েক বছরের কপি? আশাবাদী কণ্ঠে বলে উঠলো রেমি। কোন কোন বছরের?

ষোলশো তিরানব্বই থেকে ষোলশো ছিয়ানব্বইয়েরগুলোই আছে শুধু।

প্লিজ, ওগুলোই দেখান আমাদের, বলল রেমি।

২৯.

রাস্তার অপর পাশ থেকে স্বামীর গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে আলেক্সান্দ্রা এভেরি এবং ভাড়াটে পার্সোনাল ইনভেস্টিগেটর কিপ রজার্স। চার্লসের বেরিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে প্রায়, ভাবতেই চার্লস এভিরেকে অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো আলেক্সান্দ্রা। লোকটার সাথে তার স্বঘোষিত ক্লায়েন্টও আছে।

দ্রুততার সাথে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিলো কপি। দেখতে তো বেশ, ঐ মেয়েটা।

ওরা সবাই দেখতে বেশ, বলল আলেক্সান্দ্রা। চার্লস কিভাবে তার মেয়ের বয়েসী কারো সাথে ডেট করতে সেটা কখনো ভেবে পায় না সে। অবশ্য চার্লস কখনোই তার সন্তানদের সাথে অতোটা ঘনিষ্ঠও ছিলো না। বাচ্চাকালে নিজের কাছে রাখার চেয়ে বেবিসিটারের কাছেই রাখতো বেশি। তারপর বয়স বাড়তেই পার্টিয়ে দিয়েছিলো বোর্ডিং স্কুলে। আলেক্সান্দ্রা সবসময়ই সপ্তাহান্তে গিয়ে দেখা করতো তাদের সাথে, ফোনে খোঁজ নিতো। আর চার্লস দূরত্বটাকেই বেশি পছন্দ করতো, বলতো এতে নাকি বাচ্চাদের চরিত্র বিকশিত হবে।

আর এখন, চার্লসই অবাক হয়, কেন তার সন্তানরা কখনো তার সাথে কথা বলে না ভেবে।

আপনার কাজে লেগে যাওয়া উচিত, চার্লসের গাড়ি রাস্তার মোড় ঘুরে হারিয়ে যেতে দেখে বলল কিপ।

মাথা ঝাঁকালো আলেক্সান্দ্রা। অফিসে পৌঁছে তোমাকে ফোন দিবো আমি।

আমি আছি এখানেই।

বলে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে অফিসের দিকে পা বাড়ালো আলেক্সান্দ্রা। সে কী করতে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে যদি চার্লসের বিন্দুমাত্রও ধারণা থাকতো, তাহলে সে কখনোই অফিসে ঢোকার সুযোগ পেতো না। আর তাছাড়া আগের সপ্তাহে বেশ কয়েকবার এখানে আসার কারণে গার্ডরাও তাকে চিনে ফেলেছে ভালোভাবে।

সবাই তাকে বিরক্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক এবং শীঘ্রই সাবেকে পরিণত হতে যাওয়া এক মহিলা ভাবে। শেষ অংশটা সত্য। শীঘ্রই চার্লসের সাবেক পত্নীতে পরিণত হয়ে যাবে সে। যাই হোক, এতে করে এই মুহূর্তে তার এখানে অনবরত আসাটাকে অদ্ভুতভাবে দেখবে না কেউ। যদিও সে নিশ্চিত না, তারপরও এটা বুঝতে পারছে যে তার স্বামী এখন সচারচর কোম্পানি কিনে ফতুর করার ব্যবসা থেকে অন্য কিছু নিয়ে মেতে আছে। নিশ্চিতভাবেই কোম্পানি ফতুর করার ব্যবসা দিয়েই নিজের সাম্রাজ্য দাঁড় করিয়েছে চার্লস। তবে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে সে খেয়াল করছে তার স্বামী শুধু টাকা বাড়ানোর জন্যই এটা করে না, বরং মানুষের জীবন ধ্বংস করাটাও বেশ উপভোগ করে লোকটা।

এমন না যে সে তার স্বামীর চেয়ে খুব ভালো কেউ। মানুষটাকে তো সে তার টাকার জন্যই বিয়ে করেছিলো। অবশ্য পরবর্তীতে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। ধীরে ধীরে ন্যায়বোধ, বিবেকের জন্ম নেয় ওর মাঝে। খুব

সম্ভবত সন্তানদের ওপর এই ধরনের জীবনযাপনের প্রভাব দেখেই কিছুটা বদলে যায় ও।

সন্তানদের জন্য বদলে যাওয়ার ভাবনাটা বেশ ভালো লাগলেও বদলানোর কারণটা ঠিকই ভালোভাবে জানে আলেক্সান্দ্রা। স্বামীর সম্পদ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার শঙ্কাও আছে তার মনে। তাদের বিবাহিত সময়কালে স্বামীর অর্জন করা সম্পদের ওপর থেকে অধিকার ছাড়ার কোনো ইচ্ছা নেই তার। এজন্যেই আইনজীবীদের দলে কিপকেও ভাড়া করেছে ও।

যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরে এক রত্তি শ্বাস টিকে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চার্লসকে তার অধিকারের সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে দিবে না।

অবশ্য শ্বাস টিকিয়ে রাখাটা বেশ কঠিন একটা কাজ তার জন্য। গত কিছুদিন ধরে চার্লস যেভাবে আচরণ করছে তাতে চার্লসের কবল থেকে তার বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। নিশ্চিতভাবেই চার্লস তার সাম্রাজ্যকে নিজের কাছে। রাখার জন্য কোনো না কোনো উপায় খুঁজছে।

যাই হোক, এখন তাকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে চার্লস কিছু একটা লুকিয়ে রাখছে অন্যদের কাছ থেকে। এবং সে এতে পুরোপুরি নিশ্চিত যে প্রমাণ পাওয়া গেলে সেটা একমাত্র চার্লসের অফিসেই পাওয়া যাবে।

ভাবতে ভাবতেই লবিতে এসে দাঁড়ালো আলেক্সান্দ্রা। সে এসে দাঁড়াতেই ডেস্কে কাজ করা সিকিউরিটি গার্ড তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, একটু আগেই আপনার স্বামী বেরিয়ে গেছে, মিসেস এভেরি।

আমার সেলফোনটা নিশ্চয় ডেস্কে রেখে যায়নি, তাই না?

না, ম্যাম।

মনে হয় তার অফিসেই ফোনটা ফেলে রেখে এসেছি। আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি। আর আমার ফিরতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। কয়েকটা ফোন কল করতে হবে আমার।

কিছু না বলে আশ্তে করে মাথা ঝাঁকালো গার্ড লোকটা। তারপর আবারো ফিরে গেলো তার মনিটরে চোখ রাখার কাজে।

যাক, এতে অন্তত দেরি হলেও সে কিছু সন্দেহ করবে না, ভেবে পেন্টহাউজে যাওয়ার এলিভেটরের দিকে পা বাড়ালো আলেক্সান্দ্রা।

চার্লসের সেক্রেটারিও চলে গেছেন। তাই অফিসের সামনের লবিটাও পুরোপুরি খালি হয়ে আছে। পারফেক্ট। অবশ্য চার্লসের অফিসের দরজাটায় ঠিকই তালা দেওয়া। চাবির সেট বের করে আনলো আলেক্সান্দ্রা। সবগুলোই ডুপ্লিকেট চাবি। যেসব রুমকে গুরুত্বপূর্ণ চার্লস তার থেকে আড়াল করে রাখতে চায় সেসব রুমের চাবিই এগুলো।

লোকটা কত চেষ্টাই করছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না...যদি খালি সে এই চাবির সেটের কথাটা জানতো....

চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে অফিসে ঢুকলো আলেক্সান্দ্রাতখনই গুপ্ত ক্যামেরার বিষয়টা মাথায় এলো ওর।

তবে এটা কোনো কাজে দিবে না। সে যতোটা জানে, কোম্পানির অর্ধেক মালিকের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে মামলা করাটা প্রায় অসম্ভব কাজ।

ভিতরে ঢুকেই কাজে লেগে গেলো আলেক্সান্দ্রা। প্রথমেই ডেস্ক ড্রয়ারগুলো খুলে খুলে দেখছে। লোকটা খুবই পরিপাটি মানুষ। সবকিছুই একদম নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখে। নিশ্চিতভাবেই লুকিয়ে রাখার মতো কোনো কিছু একদম সরাসরি নজরে পড়ার মতো কোনো সাধারণ জায়গায় রাখবে না। এটা ভেবেই চার্লসের চেয়ারটায় বসে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো আলেক্সান্দ্রা। অফিসের কোনার টেবিলের ওপর থাকা ম্যাপ বইটাই শুধু চোখে পড়লো তার। এই বইটা নিয়ে খুবই মোহাগ্রস্ত হয়ে আছে চার্লস।

উঠে গিয়ে বইটা হাতে নিলো ও বইটার মধ্যে কী এমন আছে যার জন্য লোকটা এতো পাগল হয়ে গেছে? দেখে বইটাকে খুব একটা বিশেষ কিছু মনে হলো না আলেক্সান্দ্রার কাছে। দেখতে তাদের লাইব্রেরিতে থাকা পুনর্মুদ্রিত বইটার মতোই দেখাচ্ছে। মলাট উল্টে বইয়ের ভঙ্গুর পাতাগুলো দেখেই পার্থক্যটা বুঝতে পারলো। তবে আকর্ষণ পাওয়ার মতো কিছুই নেই বইটাতে। এই ভেবে বইটা বন্ধ করতে যাবে, তখনই দেখলো যে কেউ

একজন পেন্সিল দিয়ে বর্ডারের দিকে কিছু চিহ্নের ওপর গোল দাগ দিয়ে রেখেছে। চিহ্নগুলোকে দেখতে একটু অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে যেন...

ওগুলো কি কোনো বর্ণ?

আসলেই ওগুলো বর্ণ। প্রাচীন-ধাচের বর্ণগুলোকে দেখতে অনেকটা দক্ষ হাতে থাকা চিত্রের মতো দেখাচ্ছে।

তো, এগুলোর ওপর গোল দাগ দেওয়া কেন?

ভেবে ভালো করে দেখার জন্য আরো কাছে কুঁকলো আলেক্সান্দ্রা। ঠিক তখনই বেজে উঠলো তার ফোন।

কাউচে রাখা পার্সটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ফোনটা বের করে আনলো আলেক্সান্দ্রা। কিপ কল করেছে। কল রিসিভ করে বলল, কপাল ভালো নিচে থাকার সময় ফোন দাওনি তুমি।

ফোন সাইলেন্ট করা না আপনার? ওসবের কথা মনে থাকে কার?

আপনার অন্তত থাকা উচিত। যেহেতু আপনি আপনার স্বামীর অফিসে চুরি করে ঢুকেছেন, তাই সতর্ক থাকা জরুরি। অফিসে পৌঁছে তো আপনার আমাকে ফোন করার কথা ছিল।

তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে-আসলে তোমাকে এই কাজের জন্যই ভাড়া করেছি আমি-তাহলে এটা নিয়ে এতো দুঃশ্চিন্তা করার সুযোগ পেতে না।

ঠিক বলেছেন। তবে আপনার স্বামীর অফিসে আপনি খোঁজাখুঁজি করলে সেটা নিয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। আমার মতো অপরিচিত কেউ করতে গেলেই সন্দেহের উদ্বেক হবে। আর তাছাড়া কোনটা মানানসই আর কোনটা বেমানান সেটাই বা আপনার থেকে ভালোকরে জানে কে? তো, যাই হোক, খুঁজে পেয়েছেন কিছু?

এখনো না। শুধু একটা জলদস্যুর বই পেয়েছি মাত্র। তার দাবি এটা নাকি পূর্বপুরুষদের থেকে চুরি গিয়েছিলো।

অরিজিনাল বইটা পেয়েছেন?

হা। অবশ্য বইটায় কৌতূহল জাগানোর মতো কিছুও আছে, বলে টেবিলে রাখা হলুদেটে কাগজগুলোর দিকে তাকালো আলেক্সান্দ্রা। কেউ একজন বইয়ের বর্ণগুলোর ওপর গোল দাগ দিয়ে রেখেছে। বর্ণগুলোও দেখতে কিছুটা অন্যরকম। অনেকটা গুপ্তসংকেতের মতো।

তার মোহের কারণটা বুঝা যাচ্ছে। আপনি ওগুলোর ছবি তুলে নিয়ে আসুন। আমি চেক করে দেখবো। আপনি কি উনার কম্পিউটারটা দেখেছেন?

না। এখনো না।

দ্রুত করুন তাহলে। এমনিতেই অনেক সময় পেরিয়ে গেছে।

তার সাথে থাকা আইটেমটাকে তো দেখেছো? আমার মনে হয় না খুব শীঘ্রই তার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে।

যাই হোক, ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না তবুও। জলদি করুন।

কল কেটে দ্রুত বইয়ের প্রতিটা পাতার ছবি তুলতে শুরু করলো আলেক্সান্দ্রা। তার মন বলছে, চার্লসের গোপনীয় কাজটার সাথে এগুলোর অবশ্যই কোনো সম্পর্ক আছে।

ছবি তোলা শেষে ল্যাপটপটা চালু করলো। ল্যাপটপ পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড থাকলেও, পাসওয়ার্ডটা জানে ও। চার্লস প্রায় সবকিছুতেই এই পাসওয়ার্ডটা ব্যবহার করে। পাসওয়ার্ডের ঘরে Pirate লিখতেই লকটা খুলে গেছে। লকটা খুলে যেতেই কম্পিউটারের ফোল্ডারগুলো ঘেটে দেখতে শুরু করেছে ও।

আগ্রহ জাগানোর মতো কিছুই নেই ফোল্ডারগুলোতে।

আলেক্সান্দ্রা জানে সে কিছু একটা মিস করেছে। কী মিস করেছে ভাবতে ভাবতে চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার তাকালো অফিসের চারপাশে।

ঠিক তখনই তার নজর পড়লো টেবিলে থাকা নোটপ্যাডটার দিকে। প্যাডের ওপরের কাগজটা অবশ্য ছিঁড়ে নেওয়া, তারপরও কাগজে লেখা ফার্মো শহরের নামটা এখনো

মনে আছে তার। কথাটা মনে পড়তেই ইন্টারনেটে ফার্গো লিখে সার্চ দিলো। নর্থ ডাকোটার চার্লস কী করছে সেটা সে কোনোভাবেই ভেবে বের করতে পারছে না।

তবে ইন্টারনেট সার্চ হিস্টোরিতে নর্থ ডাকোটার ব্যাপারে কিছুই নেই।

তার বদলে রয়েছে ফার্গো গ্রুপ, স্যাম ফার্গো, রেমি ফার্গো জাতীয় কিছু নাম।

হোয়াট দ্য...?

আরো কিছুটা ঘাটাঘাটি করতেই ফার্গো দম্পতিদের ওপর চার্লসের আগ্রহের কারণটা ধরতে পারলো ও।

ফার্গোরা আসলে গুপ্তধন শিকারী।

ঠিক তখনই আবার ফোন বেজে উঠলো তার। অবশ্যই, কিপের কল এটা। ফোন ধরেই সে বলল, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না এটা। চার্লস কিসের পিছে লেগেছে তা জেনে গেছি আমি।

দ্রুত বেরিয়ে আসুন ওখান থেকে। আপনার স্বামী ফিরে এসেছে।

.

৩০.

পরদিন সকালে সেলমার কল পেয়ে স্যাম জিঙ্ক্‌স বলল, আশা করছি ভালো কোনো সংবাদ দিতে পারবে।

আগের দিন পোর্ট রয়েল থেকে ডিজিটাল কপিটা নিয়েই পাতাগুলো সেলমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো স্যাম। সেলমা আসলে এইগুলোরই আশা করছিলো। এতে জামাইকা থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলো নিয়ে গবেষণা করতে সুবিধা হয়েছে ওর।

আমিও, সেলমা বলল, স্নেক আইল্যান্ডে ডোবা জাহাজ এবং জামাইকায় ক্যাপ্টেন ব্রিজম্যানের কার্গো থেকে চুরি যাওয়া জাহাজ দুটোর মধ্যে সংযোগসূত্র পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো, ডুবে যাওয়া জাহাজের নামটা আসলে অনেকগুলো শূন্যস্থানই পূরণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে এখন আমরা নিশ্চিত জানি যে সাইফার হুইলটা ঐ জাহাজের সাথে করেই ডুবেছিলো।

কিভাবে জানলে এটা? স্যাম জানতে চাইলো।

ব্রিজম্যান আসলে পাইরেট হেনরি এভোরির আরেক নাম ছিলো।

এভোরি? রেমি বলে উঠলো। এভেরি আর এভোরি শব্দ দুটো প্রায় একই রকম শোনাচ্ছে। এটা কি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার?

না, সেলমা জানালো। ভুল উচ্চারণের কারণে নামটা বদলে গেছে। তবে বেশিরভাগ নথিপত্রেই দুটো নামই ব্যবহার করা হয়েছে। হেনরি এভোরি বা এভেরি, যেটাই বলেন না কেন-আসলে এই লোকই ছিলো ক্যাপ্টেন হেনরি ব্রিজম্যান। প্রথমে দাস ব্যবসায়ী

ছিলো, তারপর একসময় জলদস্যুতে পরিণত হয়। অবশ্য আমার দৃষ্টিতে দুটো আসলে একই জিনিস।

তো, কী হয়েছিলো তার? স্যাম জিঞ্জেন্স করলো।

গায়েব হয়ে গিয়েছিলো পুরোপুরি। সর্বশেষ বাহামাসে দেখা গিয়েছিলো তাকে। ধারণা করা হয় এরপর ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলো। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাকি জীবন সেখানেই লুকিয়েছিলো। ঐ সময়টায় ওয়ান্টেড অপরাধীদের একজন ছিলো লোকটা। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই পৃষ্ঠাগুলো ছাড়া কিন্তু অন্য কোথায়েই ব্রিজম্যান বা ফ্যান্সির জামাইকা যাত্রা করার কোনো তথ্য নেই। স্পষ্টতই, চার্লস এভেরি এই তথ্যটা আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছিলো।

এছাড়া আর কী কী লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে?

দুটো জিনিস। এক, এভেরির প্রথমবার মিরাবেল আক্রমণ করার ব্যাপারটা। দুই, মিরাবেলের প্রতি আগ্রহ থাকা ইংরেজ বিনিয়োগকারীদের পরিচয়।

বিনিয়োগকারীদের? মানে, জাহাজের মালিক সংখ্যা একের থেকে বেশি?

মালিক আসলে একজনও হতে পারে। তবে কয়েকজন বিনিয়োগকারী থাকার অর্থ মনে হচ্ছে, জাহাজের ক্ষমতা আসলে বেশ কয়েকজনের হাতে ছিলো। আর ড্রু মেস্বারের বক্তব্য থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি স্পেনের উপকূলে প্রথমবার মিরাবেল আক্রমণের সময় এভেরি একটা জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছিলো। ধরে নিচ্ছি সাইফার

হুইলটাই কেড়ে নিয়েছিলো। এই আক্রমণটা হয়েছিলো জামাইকার ঘটনার আরো কয়েক বছর আগে। বক্তব্য থেকে জানা গেছে, এভোরি নাকি জাহাজের প্রতিটা কোনা খুঁজে খুঁজে দেখেছিলো। এর মানে সে আগে থেকেই জানতো যে হুইলটা ঐ মিরাবেলেই আছে। আর তাছাড়া জাহাজটা ধ্বংস বা নিজের জলদস্যু না ভিড়িয়ে ওটাকে ছেড়ে দিয়েছিলো এভোরি। এমনকি জাহাজের ক্যাপ্টেন বা ক্রুদেরও কাউকে হত্যা করেনি।

দ্রুত ওখান থেকে চলে যেতে চাইছিলো, স্যাম বলল। আর দ্বিতীয় আক্রমণটা হয়েছিলো জামাইকাতে?

মিরাবেল আসলে তাকে অনুসরণ করে গিয়েছিলো ওখানে। বক্তব্য অনুযায়ী, জামাইকাতে এভোরির থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা চুরি হয়েছিলো বলে জানা গেছে। এরপর মিরাবেল পালিয়ে যায়। ধরে নিচ্ছি সাইফার হুইলটা নিয়েই পালিয়েছিলো। ফ্যান্সির ধাওয়া খেয়ে পালানোর সময়ই স্নেক আইল্যান্ডে ডুবে যায় জাহাজটা। আর এরপরের ইতিহাস তো আপনারা জানেনই। মিরাবেলের সাথে সাথে হুইলটাও হারিয়ে গিয়েছিলো এভোরির নাগাল থেকে। খুব সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তীতে জলদস্যুতা ছেড়ে দিয়েছিলো লোকটা।

ইতিহাস বলছে ঐ সময়ের পর হেনরিকে আর দেখা যায়নি, স্যাম বলল! যদি এটাই হয়ে থাকে, তাহলে এটাও তো ধরে নেওয়া যায় যে সে মিরাবেলকে আটকাতে পেরেছিলো। তাই না? হয়তো পাথরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজের সাথে সাথে সেও ডুবে গিয়েছিলো পানিতে। এমনটার কি সম্ভাবনা নেই?

যৌক্তিক ধারণা, সেলমা জানালো। তবে স্নেক আইল্যান্ডের ঠিক কোথায় সাইফার হুইলটা খুঁজতে হবে এটার ম্যাপ কিন্তু অন্য কথা বলছে। ম্যাপটা দেখে মনে হচ্ছে এভোরি হুইলের সঠিক স্থানটা মনে গেঁথে নিয়ে ফিরে এসেছিলো। হয়তো পরবর্তীতে গিয়ে ওটা তুলে আনার ইচ্ছা ছিলো তার। তবে, লোকটার ভাগ্য খারাপ ছিলো। তার ব্রিজম্যান ছদ্মনামটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো তখন। রয়েল নেভির সাথে সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ধাওয়া করছিলো তাকে। খুব সম্ভবত এরজন্যেই এভোরি স্নেক আইল্যান্ডে আর কখনো ফিরে যেতে পারেনি। কিছু ইতিহাসবিদের মতে, সে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছিলো এবং গুপ্তসম্পদ তুলতে না পারায় কাঙাল হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। লায়লোর ধারণা ইংল্যান্ডে ফিরে লোকটা তার বাকি থাকা সমস্ত অর্থ খরচ করেছিলো মূল সাইফার হুইলটা খোঁজার পিছনে। এই কারণেই শেষমেশ কাঙালে পরিণত হতে হয়েছিলো তাকে।

আমরা কি নিশ্চিত যে সে কখনো মূল সাইফার হুইলটা বের করতে পারেনি? আর, তাছাড়া এটার কি আসলেই কোনো অস্তিত্ব আছে? বলল রেমি।

পুরোপুরি নিশ্চিত বলা যায়, সেলমা জানালো। প্রথমত, হেনরি এভোরি যদি সাইফার হুইলটা হাতে পেয়ে যেতো, তাহলে চার্লস এভোরি কখনোই এটার পিছনে লাগতো না। লোকটা তার পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জানে। আর দ্বিতীয়ত, লায়লোর গবেষণা কনফার্ম করেছে যে আসলেই এটার অস্তিত্ব আছে। এটা দখল করার আগেই এভোরি-ব্রিজম্যান হয় মারা গিয়েছিলো নয়তো ধরা পড়ে গিয়েছিলো রয়েল নেভির হাতে। তবে, এই সাইফার হুইলটা কোথা থেকে এসেছিলো বা এটা মালিক কে ছিলো সেটার ব্যাপারে সে কিছু বলে যায়নি। ধরে নিচ্ছি, সে এই তথ্যগুলো জানতো।

যাই হোক, চার্লস এভেরিও এই ঘোষণাপত্রগুলো পেয়ে গেছে এখন। কোনো সন্দেহ নেই যে সেও এখন এটার পিছে লেগেছে।

হাত বাড়িয়ে মেরিটাইম মিউজিয়াম থেকে আনা ডিজিটাল কপিটা টেনে এনে ওটার দিকে তাকালো স্যাম। কিংসটনের আর্কাইভে পড়া কোর্টের বক্তব্যের কয়েকটা পৃষ্ঠাই শুধু আছে এখানে। তো, সে এই সাইফার হুইলটা প্রথমে কার থেকে চুরি করেছিলো সেটা জানা এখনো বাকি আছে আমাদের?

ঘাটাঘাটি করে মিরাবেল-এর দুজন বিনিয়োগকারীর পরিচয় বের করেছি আমরা। দুজনই ইংল্যান্ডে থাকতো। তারমানে ধরে নেওয়া যায় যে জাহাজটাও ইংল্যান্ডেরই ছিলো। তো, পরবর্তীতে ওখানেই যেতে হবে আপনাদের।

রেমির দিকে তাকালো স্যাম। তো, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ যাত্রার ব্যাপারে কী মত তোমার?

কোনো অমত নেই। বছরের এই সময়ের ব্রিটেন আমার বেশ ভালোই লাগে।

পরদিন বিকালের দিকে লন্ডন সিটি এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছালো ওরা। রাতটা বিশ্রাম তার পরদিন খুব সকাল সকাল কাজে লেগে গেলো আবার। সেলমা তাদেরকে দুটো নাম ও ঠিকানা দিয়েছে। একজন গ্রেস হারবার্ট, ব্রিস্টলের ঠিক পাশেই থাকে মানুষটা। অন্যজন হ্যারি ম্যাকগ্রেগর, থাকে কিছুটা দূরের নটিংহামের উত্তরে। তবে তাদের কার কাছে গেলে সুবিধা হবে সেই ব্যাপারের কিছুই বলতে পারেনি সেলমা। তাই গাড়ির জন্য

অপেক্ষা করার ফাঁকে আগে কোথায় যাবে সেটা নির্ধারণের জন্য কয়েন দিয়ে টস করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো স্যাম। হেডস আসলে হারবার্টের ওখানে যাবো। টেইলস আসলে ম্যাকথ্রেগরের ওখানে, বলে কয়েনটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার খাবলে ধরলো স্যাম।

হেডস আসুক, রেমি বলল। আমার মন বলছে ব্রিস্টলে গেলে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে।

যদি ওখানে আমাদের আকাজক্ষিত জিনিসটা না পাই, তাহলে কিন্তু তখন অনেক দূরের নটিংহামে যেতে হবে।

মহিলাদের অনুমানশক্তি হিসেবে ভেবে নাও এটাকে। আমি ব্রিস্টলের পক্ষে, হেডস আসুক।

হাত খুলে কয়েনটার দিকে তাকালো স্যাম। টেইলস। দেখেই কয়েনটা পকেটে ভরে রেমির দিকে তাকিয়ে বলল, এভাবে খেলার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো মানে হয় না। তোমার অনুমানের প্রতি বিশ্বাস আছে আমার।

টেইলস এসেছে, তাই না?

গাড়ি এসে যাওয়ায় প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে স্যাম বলল, তুমি চালাও, আর আমি দিক নির্দেশনা দিই। ঠিক আছে?

কী! আমি নাহয় ড্রাইভ করলাম, কিন্তু তুমি যে ম্যাপের দিকে মনোযোগ রাখবে সেটা কিভাবে বিশ্বাস করবো?

কখনো কি ভুল নির্দেশনা দিয়েছি আমি?

একবার কিন্তু...

বাদ দাও, বলে ভত্যকে বখশিস দিয়ে গাড়ির চাবিটা নিয়ে নিলো স্যাম।

লন্ডনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ধীরে ধীরে রাস্তার পাশের দালানের সংখ্যা কমছে, সেই সাথে বাড়তে শুরু করেছে খামারের সংখ্যাও। মৃদু কুয়াশাও পড়তে শুরু করেছে। উইন্ডশিল্ডের ওয়াইপার চালু করে নিলো স্যাম। পরের দুই ঘন্টা এই কুয়াশার ভিতর দিয়েই এগিয়ে গেলো ওরা।

পাহাড়ের ঢালের সবুজ দৃশ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। খুবই মনোরম একটা জায়গা।

হ্যাঁ, যদি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতলতা তোমার পছন্দ হয় আর কী!

শুনে স্যামের দিকে তাকিয়ে রেমি বলল, এটার থেকে কি জামাইকার ঐ উত্তপ্ত আবহাওয়াই পছন্দ তোমার?

লা জোলার উষ্ণ বায়ুর আবহাওয়াই বেশি পছন্দ আমার।

জবাব না দিয়ে ফোনের পর্দার দিকে তাকালে রেমি। সোজা পথে আরো দশ মাইল পর একটা মোড় পাবে। মোড়ে গিয়ে ডানে বাঁক নিবে।

বাক নিয়ে খোয়া বিছানো দুই লেনের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। এভাবেই আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে হারবার্টদের খামার বাড়িটা চোখে পড়লো ওদের। একটা বড়ো কটেজ এবং কিছু ছোটো ছোটো দালানে গড়ে উঠেছে বাড়িটা। কটেজের চিমনি দিয়ে ধোয়া বেরুচ্ছে।

পার্ক করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়েটা ক্রস করে গিয়ে নক করলো দরজায়। এক মহিলা এসে খুললো দরজাটা। মহিলার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, বাদামি চুলগুলো ছোটো ছোটো করে ছাঁটা, কপালের দিকের চুলগুলো কিছুটা ধূসর বর্ণ ধারণ করতে শুরু করেছে। চোখগুলোও কিছুটা ধূসর। দরজা খুলে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা নিশ্চয় ফার্গো দম্পতি?

হ্যাঁ। আপনিই মিসেস হারবার্ট? বলল স্যাম।

আসলে, হারবার্ট-মিলার। তবে আমাকে গ্রেস বললে ডাকলেই খুশি হবো। আসুন, ভিতরে আসুন। চা চলবে? কেটলি চুলোতেই বসানো আছে।

অবশ্যই, বলল রেমি।

বলে তাদেরকে নিয়ে বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেলেন মহিলা। তারা রুমে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পরই চীনা মাটির চায়ের কাপসহ একটা রুপালি ট্রে নিয়ে ফিরে এলেন আবার। লম্বা ভ্রমণের পর স্যাম আসলে এই মুহূর্তে একটা কড়া কফির আশা করছিলো, তবে তারপরও চায়ে আপত্তি জানালো না। দুধ চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিসেস

হারবার্ট-মিলারের কথা শুনছে। নিজেকে ঐতিহাসিক সম্পদসমূহের উত্তরাধিকারিণী হিসেবে আবিষ্কারের পর চমকে যাওয়ার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জানাচ্ছেন মহিলা।

ভুট করেই একদিন একটা কল এলো, চায়ের কাপে চিনি নিয়ে নাড়তে নাড়তে বলছেন মহিলা। সেটাও আবার লন্ডনের এক সলিসিটরের কল। কল দিয়ে জানতে চাইলো আমি মিলফোর্ড হারবার্টসের গ্রেস হারবার্ট কিনা। বলে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে নিলেন মহিলা। স্বাভাবিকভাবেই ঐসব সম্পদ বিক্রির তালিকায় তুলে দিয়েছিলাম আমরা। পুরোনো শীতল একটা দুর্গে গিয়ে। থাকার কথা চিন্তাও করতে পারি না আমি। যদিও মিলফোর্ড খুবই সুন্দর একটা জায়গা। এমনটাই শুনেছি আমি। তবে আমার মনে হয় না আমি চাইলেও আমার স্বামীকে ওখানে গিয়ে থাকার ব্যাপারে কখনো রাজি করাতে পারব কিনা।

জায়গাটা আসলেই সুন্দর, রেমি বলল। অনেক বছর আগে আমি একবার গিয়েছিলাম ওদিকে।

স্যাম অবশ্য আলোচনাটা আরো দ্রুত সারতে চাচ্ছে। তাই বলল, ওখানে কি ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন কিছু চোখে পড়েছে আপনার? অবশ্যই, ঐ দুর্গটা ছাড়া।

আমি আসলে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। সব কিছুই ভাগাভাগি করা হয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি দুর্গটা পেয়েছি, আর আমার নটিংহামের কাজিন হ্যারি ম্যাকগ্রেগর পেয়েছে ওখানের কিছু ভূসম্পত্তি পেয়েছে। খুব সম্ভবত সে হয়তো কিছু জানলে জানতে পারে। অবশ্য আমার মতো সেও ঐতিহাসিক মর্যাদার সবকিছু

মিউজিয়ামে দিয়ে দিয়েছে। মিউজিয়াম বেশ আগ্রহের সাথেই গ্রহণ করে নিয়েছে ওগুলো। যদিও পরে জানা গেছে যে স্যার এডমুন্ড হারবার্ট আসলে নাজায়েজ সন্তান ছিলেন। বলে বিস্কুটের প্লেটটা হাতে তুলে নিলেন মিসেস হারবার্ট-মিলফোর্ড। কুকি?

স্যাম তুলে নিলো একটা বিস্কুট। ধন্যবাদ। তবে রেমি নিলো না একটাও।

প্লেটটা আবার টেবিলের কোনায় রেখে মহিলা বললেন, আমার কাজিন আর আমি যে আসলেই আত্মীয় এটার প্রমাণ বলতে শুধু একটা পারিবারিক বংশলতিকার বইই আছে আমার কাছে। অন্যান্য জিনিসগুলোর সাথে বইটাও আমার ভাগে পড়েছিলো। যদি বংশলতিকাটা আমি ঠিকমতো পড়ে থাকি তাহলে আমরা মায়ের দিক থেকে জ্ঞাতি ভাই-বোন এবং পরিবারের সর্বশেষ পুরুষ উত্তরাধিকারের বংশধর।

ঐতিহাসিক জিনিসগুলোর কি কোনো তালিকা আছে আপনার কাছে? স্যাম জানতে চাইলো।

হ্যাঁ, আছে। আপনারা দেখতে চান?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

টেবিল থেকে উঠে পাশের রুমে বিলের হিসাব করতে থাকা সেক্রেটারি কাছ থাকে একটা ম্যানিলা খাম নিয়ে এলেন মিসেস হারবার্ট-মিলার। তারপর খাম থেকে একটা কাগজের গোছা বের করে এনে তুলে দিলেন স্যামের হাতে। আসলে খুব বেশি কিছু

ছিলো না। সবই নিলামের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিলো। মনে হয় খুব সম্ভবত তাদের কাছে সবগুলো জিনিসের ছবি তোলা আছে। ছবিগুলো এখনো আমাকে দেওয়া হয়নি।

স্যামের দিকে ঝুঁকে কাগজগুলোর দিকে তাকালো রেমি। দেখে বলল, তালিকাটা কিন্তু খুব একটা ছোটোও নয়।

ভেবে দেখুন, আমার মতো একজনের বৈঠকখানায় হাপসিকর্ড (বাদ্যযন্ত্র) থাকলে কেমন বিদঘুটে লাগতো? অথবা বর্ম রাখলে? যদি ওসব রাখার মতো কোনো আলাদা কক্ষও থাকতো, তারপরও বিদঘুটেই লাগতো। এরচেয়ে ভালো ওগুলো বিক্রি করে দিয়ে অর্থটা খামারের কাজে লাগানো। অবশ্য, তারপরও আমি কিছু জিনিস রেখে দিয়েছি।

তাই? রেমি বলল।

এই টি-সেটটা রেখে দিয়েছি। চমৎকার জিনিস এটা।

পিরিচের ধারে আঙুল বুলিয়ে দেখলো একবার। আসলেই।

কিছু পেইন্টিংও রেখে দিয়েছি, বলে দেয়ালে কোট-অফ-আর্মসের (বংশ পরিচায়ক চিহ্ন) দুইপাশে ঝুলানো খামারের দৃশ্যের দুটো ছবির দিকে নির্দেশ করলেন মহিলা। খামারবাড়িতে ওগুলোকে অতোটা বেমানান দেখায় না। আর পারিবারিক ক্রেস্টটা আসলে গৌরবের প্রতীক হিসেবে রাখা। স্বাভাবিকভাবেই, কেউ তো নিশ্চয় প্রতিদিন জানতে পারবে না যে সে এক শাসকের নাজায়েজ ছেলের বংশধর। যদিও সেই শাসক আসলে তেমন কেউ বড়ো কেউ ছিলো না, সাধারণ এক জমিদার ছিলো মাত্র। আর এর

নিচের ঐ চামড়ার ঢালটা স্যার হারবার্টের সময়কালীনের নিদর্শন। তবে আমি ওটা রেখে দিয়েছি ওটার কেন্দ্রে থাকা কেল্টিক নটের নকশাটা থাকার কারণে।

রেমি চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, আমি কি একটু কাছ থেকে দেখতে পারি ওটা?

অবশ্যই।

বলে উঠে দেয়ালের কাছে চলে গেলো রেমি।

ওদিকে স্যাম কাগজে থাকা তালিকাটা দেখতে দেখতে বলল, এখানে বেশ পাঁচমিশালী দ্রব্যাদির কয়েকটা বাক্সের কথা উল্লেখ আছে দেখি। ওগুলোতে কী আছে আসলে?

কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র। কাগজের স্তুপ, বইই বেশি। একটা বাক্স দেখে মনে হচ্ছিলো কেউ একজন কোনো ভাঙ্গা বর্ম ভরে রেখেছে ওটার ভিতর। অ্যাপ্রেইজারের ধারণা ওগুলোর কিছুই ঐতিহাসিক মূল্য থাকলে থাকতেও পারে। এজন্যেই আমি আর আমার কাজিন ওগুলোকে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ধার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি জানি না আসলেই ওগুলোর কোনো সত্যিকার মূল্য আছে কিনা..... বলতে বলতেই হুট করে মহিলার চোখ পড়লো স্যামের খালি চায়ের কাপটার দিকে। আরেককাপ দিবো?

না, না। ধন্যবাদ।

এরপর মহিলা নিজের কাপে আরেকবার চা ঢেলে নিয়ে বললেন, এমন না যে আমরা ধনী বলে ওগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি। আসলে আমাদের ওগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় পড়ে থাকার চেয়ে জিনিসগুলোকে মিউজিয়ামে রাখতেই আগ্রহ বেশি আমাদের। সামনের সপ্তাহান্তে হয়তো ফান্ড-রেইজারদের একটা অনুষ্ঠান আছে মিউজিয়ামে। ঐ অনুষ্ঠানেই জিনিসগুলোকে প্রদর্শনীতে রাখতে চাচ্ছে ওরা

ফান্ড-রেইজার? দেয়ালের কাছ থেকে ফিরে এসে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো রেমি। আমাদেরও যাওয়া উচিত তাহলে।

টিকিটের বিক্রি খুব সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে, বললেন মিসেস হারবার্ট মিলার। কয়েক সপ্তাহ আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।

কপাল খারাপ তাহলে, স্যাম বলল। ঐ অনুষ্ঠানের পূর্বেই কি জিনিসগুলো দেখার মতো সুযোগ করে দিতে পারবেন আপনি?

অবশ্যই।

বলে মিউজিয়ামের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির নাম ও যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বরটা তাদেরকে জানালেন মিসেস হারবার্ট-মিলার। দেরি না করে সাথে সাথেই মোবাইলে তথ্যগুলো টুকে নিলো স্যাম। আরো বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। তারপর একটা সময় সব কিছু সম্পর্কে জানার পর মহিলাকে অতিথিপরায়ণতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেওয়ার জন্য পা বাড়ালো ওরা।

দরজা দিয়ে বেরুতে যাবে ঠিক তখনই দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা পেইন্টিংগুলোর দিকে চোখ আটকে গেলো স্যামের। ছবির শিল্পীর নামটা তার পরিচিত না। তবে তার নজর আটকে গেছে কোট-অফ-আর্মসটা দেখে। ঘুরে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, এটার একটা ছবি তুললে নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না আপনি?

আরে নাহ। আপনি চাইলে ছবি তুলতে পারেন।

মোবাইল বের করে কয়েকটা ছবি তুলে নিলো স্যাম। কোট-অফ-আর্মস এবং এর নিচে ঝুলানো ঢাল দুটোরই ছবি তুলে নিচ্ছে। পারিবারিক চিহ্নের ইংরেজ ঐতিহ্যের সাথে খোদাইকৃত কেল্টিক নটটাকে কিছুটা উদ্ভট লাগছে। তবে কেউ যদি এর কোনো মানে বের করতে পারে, তাহলে একমাত্র সেলমাই পারবে না। তবে বয়সের প্রভাবে ঢালের চিহ্নটা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় এবং মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠায় পরিষ্কার ছবি তোলা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ফ্ল্যাশ বন্ধ করেই ছবি তুললো স্যাম। তবে রুমে আলো কম থাকায় এতেও খুব একটা লাভ হলো না। অবশ্য, সেলমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। এটা দিয়েই তথ্য বের করে আনতে পারবে মেয়েটা। ছবি তোলা শেষে মহিলাকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলো স্যাম।

মিসেস হারবার্ট-মিলার মুচকি হেসে বলল, আরে ধন্যবাদ লাগবে না। আপনাদের সাথে কথা বলে বেশ ভালো লেগেছে আমার। তবে আমার স্বামী আপনাদের সাথে দেখা করতে পারেনি বলে দুঃখিত। হুট করেই বেড়া মেরামতের কাজ পড়ে গিয়েছে। তবে আমার মনে হয় গতকালের মেহমানদের ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট ও।

মেহমান? রেমি বলে উঠলো।

আপনাদের কালও কয়েকজন এসেছিলো উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কথা বলতে। সত্যি বলতে, আমি জানি না সবাই কেন এটা নিয়ে এতো মেতে আছে। দুর্গটা দেখলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন এটা। আমার স্বামীর ভাষায় ওটা শুধু পাথরের একটা স্তূপ মাত্র।

দরজার মুখে গিয়ে থেমে দাঁড়ালো স্যাম। আপনি কি তাদের নাম বলতে পারবেন? অথবা তারা কী নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছিলো সেটা?

দুঃখিত, নামগুলো ঠিক মনে নেই আমার। তবে তারাও আপনাদের মতোই মিউজিয়ামে দিয়ে দেওয়া বাক্সগুলো নিয়েই আগ্রহী ছিলো।

এরপর আর কিছু না বলে মহিলার থেকে বিদায় নিলো। গাড়িতে গিয়ে বসে ফোনটা রেমির হাতে দিয়ে স্যাম বলল, একটা কাজ করো। ছবিগুলো সেলমাকে পাঠিয়ে দাও।

কোট-অফ-আর্মসটা বেশ অদ্ভুত লাগলো। মহিলার পূর্বপুরুষ ছিলো সাধারণ এক জমিদারের নাজায়েজ ছেলে মাত্র। সেই তুলনায় ক্রেস্টে আভিজাতিক প্রতীকের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি।

আমিও ঠিক এটাই ভাবছি, বলতে বলতে খামারের ড্রাইভওয়ে থেকে মূল সড়কে গাড়ি বের করে আনলো স্যাম। সাথে রিয়ারভিউ মিররটাও চেক করে নিচ্ছে।

পাঠিয়ে দিয়েছি, বলে ফোনটা গাড়ির সেন্টার কনসোলে রেখে দিলো রেমি। তারা আমাদের আগে আসায় খুব একটা অবাক হইনি আমি।

প্রতিবারই তাদের থেকে এককদম পিছিয়ে আছি আমরা। এতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি এখন।

আশা করছি মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ জিনিসগুলো দেখানোর আগে এদের ব্যাপারে কিছুটা খতিয়ে দেখবে। নাহলেও অন্ততপক্ষে পরিচয় পত্র দেখতে চাইবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম সঠিক নিরাপত্তা প্রটোকল বজায় রাখবে বলেই ভাবতে চাচ্ছি আমি। হয়তো আমাদেরও তাদেরকে জানিয়ে রাখা দরকার যে আগামীকাল আমরা ওখানে যাবো।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

৩১.

পরদিন সকালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গ্রেস হারবার্ট-মিলার এবং তার জ্ঞাতি ভাইয়ের ধার দেওয়া ঐতিহাসিক আর্টিফ্যাক্টগুলো দেখার অনুমতির জন্য ফোন করলো রেমি। ওপাশ থেকে এক তরুণী মেয়ে ফোন ধরে জানালো যে উইকেন্ডের অনুষ্ঠানের আগে মিস ওয়ালশ ওগুলো কাউকে দেখতে দিবে না।

রেমি জানতে চাইলো এই অবস্থায় তাদেরকে কেউ সাহায্য করতে পারবে কিনা। তবে উত্তরে হতাশই হতে হলো তাকে। অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রদর্শনীতে রাখা আর্টিফ্যাক্ট বা স্টোররুমে রাখা অন্যান্য বস্তুগুলো কাউকে দেখতে দেবার মতো কোনো ক্ষমতা নেই কারো। সবকিছুই বিশাল এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে। যদি তাদের কাছে অনুষ্ঠানের কোনো টিকেট থেকে না থাকে তাহলে পরের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

চমৎকার, বলে হতাশ হয়ে ফোনটা টেবিলের ওপর রাখলো রেমি। কোনো লাভই হলো না।

হয়তো সেলমা সাহায্য করতে পারবে আমাদেরকে, স্যাম জানালো। অথবা লায়লো। তার তো এখানের কারো সাথে যোগাযোগ থাকার কথা।

আশা করা ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই এখন, বলে ঘড়ির তাকে তাকিয়ে আট ঘণ্টা সময় বিয়োগ করে নিলো রেমি। সেলমাদের সাথে তাদের সময়ের ব্যবধান প্রায় আট ঘণ্টার মতো। এরপর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সেলমাকে ইমেইল করে দিয়ে বলল, তো, এখন বসে অপেক্ষা করবো শুধু?

বসে থাকার পরিবর্তে হাঁটতে বেরুতে পারি। গিয়ে মিউজিয়ামটাও একটু ঘেটে দেখে আসা যায় এই সুযোগে! কিসের বিরুদ্ধে লড়াই সেটাও তো একটু দেখে আসা উচিত।

ভালো বলেছো। তোমার এইভাবে চিন্তার ধরনটা ভালো লাগে আমার, ফার্গো।

বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লো ওরা। হোটেল থেকে মিউজিয়ামের দূরত্ব খুব বেশি না। আধ-মাইলের মতো।

মিউজিয়ামে যেতেও বেশিক্ষণ লাগেনি তাদের। এখন মিউজিয়ামের প্রদর্শনীতে থাকা আর্টিফ্যাক্টগুলো দেখছে। দেখতে দেখতে এক সময় রোজেটা

২১৪

স্টোনের এসে দাঁড়ালো ওরা। এই পাথরটাকে রেমির কাছে সবসময়ই খুব রহস্যময় মনে হয়। আমাদের সাইফার ভূইলের চাবিটাও যদি এখানে থাকতো, তাহলে খুব ভালো হতো না?

রেমির কথা শুনে ভিড়ের থেকে নজর সরিয়ে প্রকাণ্ড পাথরটার দিকে তাকালো। প্রদর্শনীতে রাখা বস্তুগুলো দেখার বদলে মানুষের জটিলার দিকেই বেশি নজর স্যামের। এভেরির লোকদের দেখা পাওয়া নিয়েই বেশি দুঃশ্চিন্তা তার। এত সহজে পাওয়া গেলে কি চ্যালেঞ্জের মজা থাকে?

| সাইফারের অর্থ তো আর তোমাকে বের করতে হবে না, তাই এমনটা বলছো। বলে আশেপাশের দিকে তাকালো রেমি। তারপর ম্যাপটা দেখিয়ে বলল, এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্যালারি। মিশরীয় ভাস্কর্যের রুম এটা।

তখনই রেমির হাত ধরে পাথরের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে স্যাম বলল, একটু সাবধানে থাকতে হবে। যদি ঐ দুর্ঘটনায় মানে মিসেস হারবার্টের ওখানে ঘটা দুর্ঘটনাটায় লোকগুলো গুরুতর আহত হয়ে থাকে, তাহলে এভেরি হয়তো এখানে অন্য কাউকে পাঠিয়েছে।

ভালো বলেছে। আর তাছাড়া আমরা ঐ লোকগুলোর চেহারাও চিনে ফেলেছি এখন। এভেরিও সতর্ক হতে চাইবে।

যাই হোক, তোমার এই ম্যাপে কি বিশেষ অনুষ্ঠানটা কোথায় হবে সেটা বলা আছে?

না। তবে দিক নির্দেশনার দেওয়ার মতো ভালো কোনো গাইড পেলে জানতে সমস্যা হবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন গাইড পেয়ে গেলো ওরা। ধূসর চুলের এক মহিলা তাদেরকে বলল যে অনুষ্ঠানের জন্য রাখা প্রদর্শনীটা এখন তিন নম্বর রুমে রেখে দেওয়া আছে। সাথে জানালো, থেট কোর্টে ঢুকে ডানের দিকে তাকালেই ওটার দরজাটা দেখতে পাবেন।

| মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রকাণ্ড কোর্টের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো স্যাম ও রেমি। কাঁচ ও স্টিলের মিশ্রণে বানানো সিলিং-এর কারণে রুমটাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই তাদের আকাঙ্ক্ষিত রুমটা পেয়ে গেলো।

অবশ্য রুমটার দরজা আটকে রাখা হয়েছে। এছাড়া এক গার্ডও দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।

যদিও গার্ড লোকটা তাদেরকে কোনো নতুন তথ্য দিতে পারলো না। অথবা লোকটার হয়তো তাদের সাথে নিয়ে এসব নিয়ে আলোচনা করারও কোনো ইচ্ছা ছিলো না।

হতাশ হয়ে রুমের সামনে থেকে সরে এসে রেমি জিঙেস করলো, কী করবো এখন? কোনো আইডিয়া আছে?

কোনো আইডিয়াই নেই আমার। বলে ঘড়ি দেখলো স্যাম। যদি কপাল ভালো হয়ে থাকে, তাহলে সেলমা হয়তো এতক্ষণে কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

তারপর বাইরে বেরিয়ে এক নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে সেলমাকে কল করলো স্যাম! ফোনটা ওপরের দিকে ধরে রেখেছে যেতে রেমিও কথা শুনতে পারে ঠিকমতত। সেলমা

কল রিসিভি করতেই বলল, সুসংবাদ আছে। কোনো? | স্যরি, মি. ফার্গো। এটা খুবই হাই কোয়ালিটি একটা অনুষ্ঠান। ওয়েটিং লিস্টটাও বিশাল লম্বা। এদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো সেলিব্রিটিও আছে। আয়োজকদের যদি বুঝতে পারেন যে আপনারা ঐ সব সেলিব্রিটির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তাহলে তো সুযোগ পাবেন। নাহলে ওখানে ঢোকার কোনো সুযোগই নেই আপনাদের।

লায়লো? তার তো এখানে কারো সাথে যোগাযোগ থাকার কথা।

একাডেমিয়ার লোকদের কিন্তু রাজপরিবারের সদস্যদের উর্ধ্বে গিয়ে কিছুতে পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা নেই। এমনকি মাল্টিমিলিয়নিয়ারদেরও তা

নেই। অবশ্য, আমার কাছে অন্য একটা সুসংবাদ আছে।

কী নিয়ে ওটা...?

পারিবারিক প্রতীক গবেষণার জন্য অবশ্য একাডেমিয়ার লোকেরা বেশ কাজের। যাই হোক, এসব প্রতীক নিয়ে কতটা জানেন আপনারা?

রেমি বলল, এটুকুই জানি যে এটা নিয়ে ঘাটতে ঘাটতে তোমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।

আসলেই, সেলমা বলল। ায়েলোর মতো, খামার মালিকের স্ত্রী আর তার নটিংহামের জ্ঞাতি ভাই শুধু সাধারণ এক জমিদারের অবৈধ ছেলের বংশধরই না। ঐ সাধারণ

জমিদারও আসলে এডমুন্ড মর্টিমারের অবৈধ ছেলে। এডমুন্ড মর্টিমার মানে দ্বিতীয় লর্ড মর্টিমারের বংশধর।

আর এই মর্টিমারের গুরুত্ব...? স্যাম জানতে চাইলো।

তিনি ছিলেন রজার ডি মর্টিমার অর্থাৎ তৃতীয় লর্ড মর্টিমারের বাবা। এই রজার মর্টিমারের সাথে রানি ইসাবেল প্রণয় ছিলো বলেও শোনা যায়। নিঃসন্দেহেই ইসাবেলের ছেলে তৃতীয় এডওয়ার্ডের হাতে তার মারা পড়ার

এটাও একটা কারণ ছিলো।

বুঝলাম। তো এসবের সাথে আমাদের সাইফার হুইলের সম্পর্ক কী?

বলা কঠিন। এখনো এটা নিয়ে কাজ করছি, সাথে সাথে প্রতাকের বাকি অংশটা নিয়েও। ওটা একটা বিদেশি ভাষায় লেখা। সবকিছুই আলাদা আলাদা অর্থ আছে।

আচ্ছা, কিছু পেলে জানিয়ো তবে, বলে কল কেটে দিলো স্যাম।

২১৬

এখন কী? ফোন রাখতেই বলল রেমি। | চলো কোনো পাবে যাই। লাঞ্চ করতে করতে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে ভাবি।

রাস্তায় নেমে হাঁটা শুরু করতেই এক রোলস-রয়েস এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে। গাড়ির পিছন সিট থেকে একটা লোক তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। লোকটার চুলগুলো কালো, তবে কপালের দিকের কিছু অংশ ধূসর হয়ে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে লোকটা। তবে লোকটার চাহনিতে বন্ধুসুলভ কোনো ছাপ নেই।

আপনার নিশ্চয় ফার্গো দম্পতি।

রেমির হাত ধরে তাকে পিছে টেনে আনলো স্যাম। তারপর গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনি? চার্লস এভেরি?

হতাশ করতে হলো আপনাদের। না, আমি কলিন ফিস্ক। আপনারাও মনে হয় আমার বসের মতো একই জিনিসের পিছনে ছুটছেন, তাই না?

অরিজিনাল সাইফার হুইলটার পিছনেই তো?

আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি।

যাই হোক, গতকালকের গাড়ি দুর্ঘটনায় আমার লোকদের কেউ মারা যায়নি।

ওটা নিয়ে আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি বলেও মনে পড়ছে না, বলল স্যাম।

নিজে থেকেই জানালাম। নাহলে তোতা দুঃশ্চিন্তায় থাকবেন। যাই হোক, আপনারা মনে হয় মিউজিয়ামের অনুষ্ঠানের কোনো টিকেট পাননি?

আলতোভাবে কাঁধ ঝাঁকালো স্যাম। প্রদর্শনী তো আর একবারই হবে। অন্য সময়েও আসা যাবে। | আহারে। দুঃখ! তবে আমি থাকবো অনুষ্ঠানে।

কথাটা শুনে রেমি কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করলো, তাই? তা আপনি কিভাবে টিকেট ম্যানেজ করলেন?

এই তো, যোগাযোগের মাধ্যমে। মানুষের সাথে পরিচয় থাকলে আসলে সবই সম্ভব। আর এটা তো মিস করা যাবে না জাতীয় একটা অনুষ্ঠান। আমাকে তো থাকতে হবেই। অবশ্য আমার নাম ফার্গো হলে আলাদা ছিলো। যতদূর জানি এই নামটা কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত। যাই হোক, লন্ডনের ছুটি উপভোগ করতে থাকুন। এখানে কোথায় উঠেছেন? সেভয়তে না?

আপনি কোথায় উঠেছেন?

আপনাদেরটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো একটায়। বলে শীতলভাবে হেসে ড্রাইভারকে গাড়ি টেনে নেওয়ার ইঙ্গিত করলো লোকটা।

গাড়িটা চলে যেতেই স্যামের পাশে এসে দাঁড়ালো রেমি। বলল, অস্বস্তি কর ছিলো সাক্ষাৎটা।

২১৭

আমি নিশ্চিত, ইচ্ছা করেই এমনটা করেছে।

আমরা কোথায় উঠেছি তাই বা জানলো কিভাবে? আমরা তো নিজেদের নামে চেক-ইন করিনি।

হয়তো ফাইভ স্টার হোটেলগুলোর তালিকা করে বের করেছে।

আমাদের হয়তো তাহলে এখন থেকে মাঝারি মানের কোনো একটা হোটেলে থাকা উচিত, বলে স্যামের হাতের সাথে নিজের হাত পেঁচিয়ে নিলো রেমি। তো, কী যেন লাঞ্চ আর যুদ্ধ পরিকল্পনার ব্যাপারে বলছিলে? আমার মনে হয়, এখন দুটোই দরকার আমাদের। | কাছেধারেই একটা পাৰ খুঁজে পেলো ওরা। ওটাতে গিয়ে মাছ ও চিপসের সাথে দুজনের জন্য দুই পাইট গিনেস বিয়ার অর্ডার করলো। পাবের দেয়ালের সাথে ঘেষে থাকা একটা টেবিলে বসেছে ওরা, যাতে জানালা ও প্রবেশমুখ দুটোর দিকেই নজর রাখা যায়।

খাওয়া শেষে আরেকটা বিয়ার অর্ডার করলো স্যাম। তবে রেমির আর বিয়ার পানের ইচ্ছা নেই। সে তাকিয়ে আছে তাদের টেবিলের পাশ কেটে যাওয়া দুই মহিলার দিকে। দুইজনের কথাবার্তাও কানে আসছে তার। তাদের মধ্যে একজনকে বলতে শুনলো, জানি না তুমি কেন এতো মন খারাপ করে আছো। তোমার এক্সও তো থাকবে ওখানে। ওটা শুধুই একটা বার্থডে পার্টি মাত্র, কয়েকজন আসবে, হ্যাপি বার্থডে গান গাইবে, চলে যাবে। এটুকুই তো। যাই হোক, তোমার খারাপ লাগলে আমিও যাবো না। অবশ্য তুমি ছুট করে গিয়ে দেখা দিতে চাইলে আলাদা কথা।

রেমি...? কী বলছি শুনছো তুমি?

স্যামের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো রেমি । স্যারি । না । শুনি নি কিছুই ।

বলছি, তুমি চাইলে এখন এটা থেকে সরে যেতে পারো । আমি একাই সামলাতে পারবো । ব্রির ব্যাপারে তো সন্দেহ দূর হয়েছে আমাদের, আর...

| কী বললে? না । বেঁচে থাকতে চার্লস এভেরির মতো লোককে জিততে দিবো না আমি ।

এটা কোনো খেলা না । লোকটা আমাদেরকে খুন করার চেষ্টাও করেছে । রেমি আমরা অনুষ্ঠানে যাব । কী?

এই মাত্র বেরিয়ে যাওয়া মহিলাগুলো এক বার্থডে পার্টিতে হুট করে গিয়ে উদয় হওয়া নিয়ে আলাপ করছিলো । আমরাও একই কাজ করতে পারি ।

কিছু না বলে চুপ করে রইলো স্যাম । রেমির ব্যাখ্যার অপেক্ষা করছে ।

২১৮

গত কয়েকবছরে অনেক ফান্ড-রেইজারকেই পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছি আমরা । এদের মধ্যে অনেকেই দাওয়াত পেয়েও আসেনি । আবার দাওয়াত না পেয়েও পার্টিতে এসেছে অনেকজন । হয়নি এমন?

হ্যাঁ, হয়েছে । অনেকবারই হয়েছে এমন ।

আমরাও এটাই করবো। খারাপ কী হতে পারে? ধরা পড়ে যাবো? ধরা পড়লে সসম্মানে উলটো ঘুরে ফিরে আসবো। আর ধরা না পড়লে? ধরা না পড়লে কিন্তু ঠিকই ভিতরে ঢুকে আমাদের কাজক্ষিত বস্তুটা খুঁজতে পারবো।

ভাড়া করা মার্সিডিজের সিট থেকে প্রবেশমুখের দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। বিলাসবহুল গাড়িগুলো থেকে ফর্মাল পোশাক পরা মেহমানদের নামতে দেখছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বেশ কড়াকড়ি। প্রচুর গার্ড দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশমুখের সামনে। লিভারেড কর্মীরা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণপত্র চেক করছে। আমন্ত্রণপত্র ছাড়া ভিতরে ঢোকা একেবারেই অসম্ভব। এই কড়া নিরাপত্তার বেষ্টিত ক্যারে নজর এড়িয়ে ভিতরে ঢোকা খুব একটা সহজ হবে না।

কিভাবে ঢুকবো? কোনো আইডিয়া আছে? নিরাপত্তার বহর দেখে রেমিকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

না। কী করবো? এমনভাবে হেঁটে যাবো যেন আমরা এই জায়গার মালিক?

এটাতেও কাজ হবে বলে মনে হয় না। তাদের মনোযোগটা অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া লাগবে। ব্যতিক্রমী কিছু ভাবা লাগবে...

রাজপরিবারের সদস্যদের মনোযোগ সরিয়ে দেওয়াটা এমনিতেও কঠিন কিছু না।

এখানে কে কে আসছে তা জানো তুমি? গাড়ি থামাতে থামাতে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

অনুষ্ঠানটার নাম অ্যা রয়েল নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম। তাহলে তো নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, রাজপরিবারের দুই-একজন সদস্য থাকবেই।

এটা শুধু একটা থিমও হতে পারে।

এক বেয়ারা এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিলো তাদের জন্য। গাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রবেশমুখের সামনে অপেক্ষমান মানুষদের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

স্যাম খেয়াল করে দেখলো যে উপস্থিত মেহমানদের অনেকেই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। নিশ্চিতভাবেই রেমির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। অনুষ্ঠানের জন্য রেমি একটি চমৎকার হাত-কাটা কালো সিল্কের গাউন এবং গলায় হীরার একটি নেকলেস পরে এসেছে। নিশ্চিতভাবেই তার রূপের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। এমনকি ভিতরে ঢুকতে পারার চিন্তা বাদ দিয়ে স্যামও তাকিয়ে আছে রেমির দিকে। আসলেই অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে রেমিকে।

তারা দরজায় নাম ঘোষণা করে করে ভিতরে ঢোকাচ্ছে।

রেমির কণ্ঠস্বর শুনে আবারো বাস্তবে ফিরে এলো স্যাম। দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, নাম গোপন করে ঢুকতে চাইলে এটা বেশ সমস্যা করবে আমাদের।

তো, প্ল্যান কি এখন?

ওটা নিয়েই ভাবছি, বলল স্যাম। তবে সত্যি বলতে কোনো পরিকল্পনাই আসছে না তার মাথায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দরজার একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেলো ওরা। তাদের সামনে মাত্র আর দুইটা দম্পতিই আছে।

আইডিয়া পাওয়ার আশায় আশেপাশে তাকালো স্যাম। ঠিক তখনই। দরজায় দাঁড়ানো বেয়ারাকে বলতে শুনলো, স্যার জন কিম্ব্যাল, লেডি কিম্ব্যাল।

স্যাম, ফিসফিসিয়ে বলল রেমি। আমরা প্রায় এসে গেছি কিন্তু।

ওটা চার্লস এভেরির ভাড়াটে লোকটার রোলস-রয়েস না? ছুট করে গাড়িটা দেখেই বলে উঠলো স্যাম। ফিস্ক না কী যেন নাম লোকটার?

রেমিও তাকালো গাড়িটার দিকে। হ্যাঁ, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

লোকটার কাছে বা তার ড্রাইভারের সাথে পিস্তল থাকার সম্ভাবনা কতটা বলে মনে হয় তোমার?

শতভাগ সম্ভাবনা আছে থাকার।

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, আর কোনো সুন্দরী, ভীত মহিলা এই তথ্যটা জানলে কী হতে পারে বলে ধারণা তোমার?

এমন কেউ আছে তোমার পরিচিত?

সুন্দরী মহিলা? হ্যাঁ, এমন একজন আছে। তবে ভীত কেউ নেই।

তাই? আচ্ছা, সেটা এখনই জানা যাবে...

দরজার সামনে এসে পৌঁছে গেছে ওরা। দরজায় দাঁড়ানো লোকটা তাদের আমন্ত্রণপত্র দেখতে চাচ্ছে। ঠিক তখনই মুখে হাত চেপে ধরলো রেমি। তার চমৎকার সবুজ চোখগুলোতে কৃত্রিম ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে তুলে বলল, ওহ খোদা। বলে আরো কাছে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল, আমি আমার জীবনে আগে কখনো এতো ভয় পাইনি। ঐ লোকটার সাথে একটা পিস্তল আছে।

কথাটা শুনেই ঘাড় উঁচিয়ে ভিড়ের তাকালো লোকটা। কোথায়?

ঐ যে। রোলস-রয়েসটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা লোকটা। চুলগুলো কালো। লোকটা আমাদের দিকে কিভাবে তাকিয়ে আছে দেখেছেন? খুব ভয় লাগছে আমার।

এখানেই দাঁড়ান, আমি দেখছি।

বলে তাদেরকে ওখানেই রেখে রোলস রয়েসটার দিকে পা বাড়ালো লোকটা। সাথে সাথে নিরাপত্তাকর্মীদের একটা দলও নিয়ে যাচ্ছে।

সুযোগ পেয়েই রেমিকে টান দিয়ে নিয়ে ভিতরের দিকে পা বাড়ালো স্যাম। ভিতরে ঢুকতেই আরেকজন গার্ড আটকালো তাদেরকে। তাদের আমন্ত্রণপত্র দেখতে চাচ্ছে। ওটা

বাইরে দাঁড়ানো গার্ডকে দিয়ে এসেছি আমরা, বলে ফিস্কের দিকে এগিয়ে যাওয়া লোক তিনজনকে দেখালো স্যাম।

গার্ড লোকটাকে কিছুটা দ্বিধাশ্রিত দেখাচ্ছে এখন। ভিতরে ঢুকতে দিবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন। কিছুক্ষণ চুপ করে অন্য গার্ডের থেকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, আফা, ঠিক আছে। নাম বলুন আপনাদের।

লংস্ট্রিট, ঝট করে বলে এলো রেমি। তার কুমারী নাম এটা।

সাথে স্যাম যোগ করলো, মি. অ্যান্ড মিসেস।

মি, অ্যান্ড মিসেস লংস্ট্রিট, বলে ঘোষণা করে উঠলো গার্ড লোকটা। তারপর ভিতরের দিকে ঠেলে দিলো তাদেরকে।

তাড়াতাড়ি করে দরজার সামনে থেকে সরে গেলো স্যাম ও রেমি। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাচ্ছে। বিশেষ করে ফিস্কেরও তাদের পিছনে নিরাপত্তা কর্মীদের লাগিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু না। যাক, ভালোয় ভালোয় ঢুকতে পেরেছি শেষমেশ, ভিতরে গিয়ে নিরাপদবোধ করার পর এবং কাউকে তাদের পিছনে ছুটে আসতে না দেখে বলল স্যাম।

সাথে সাথে তাদের পাশ দিয়ে শ্যাম্পেইনের গ্লাস নিয়ে হেঁটে যেতে থাকা ওয়েটারের কাছে দুটো গ্লাসও নিয়ে নিলো স্যাম। একটা রেমির হাতে দিয়ে বলল, চিয়ার্স অপূর্ব সুন্দরী রমনীর প্রতি, যে কিনা একজন ভালো অভিনেত্রীও বটে।

এবং চিয়াঁস শেষ মুহূর্তে অভিনয়ের আইডিয়া বের করা সেই সুদর্শন পুরুষের প্রতিও, বলে স্যামের গ্লাসে টোকা দিয়ে পানীয়তে চুমুক দিলো রেমি।

এরপর আর সময় নষ্ট না করে মিউজিয়ামের প্রশস্ত করিডোর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো ওরা। করিডোর পেরিয়ে গ্যালারিতে ঢোকান পর একবার পিছনে ফিরে তাকালো স্যাম। তাকে কিছুটা দুঃশ্চিন্তিত দেখাচ্ছে।

ব্যাপারটা নজর এড়ালো না রেমির। কোনো সমস্যা?

এভেরির লোকদের পিছনে নিরাপত্তাকর্মীদের লেলিয়ে দেওয়াটা খুব সম্ভবত মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়ার মতো ব্যাপার ছিলো।

আশা করছি, ওরা হুল ফুটানোর আগেই ভিতর থেকে সব তথ্য জেনে বেরিয়ে যেতে পারবো আমরা।

আমিও, বলে প্রদর্শনীর সামনে জমায়েত হওয়া ভিড়ের দিকে পা বাড়ালো স্যাম। এগিয়ে যাওয়ার সময় আশেপাশের সবকিছুর দিকেই নজর রেখে এগুচ্ছে, চোখ রাখছে সন্দেহজনক মনে হওয়া মানুষগুলোর দিকে। সাদা পোশাকে থাকা বেশ কিছু নিরাপত্তারক্ষককে দেখতে পেলো ও। অবশ্য এই জায়গায় এটা খুবই স্বাভাবিক। ওদেরকে হুমকির চোখে না দেখে এভেরি বা ফিস্কের জন্য কাজ করা কেউ আছে কিনা সেটাই দেখছে শুধু।

তবে কেউ নেই। পরিস্থিতি এখনো তাদের পক্ষেই আছে বলা যায়।

গ্যালারির প্রবেশমুখে যেতেই এক মহিলা তিন ভাঁজ করা পুস্তিকা ধরিয়ে দিলো তাদের হাতে।

পুস্তিকাটা হাতে নিয়ে খুলে দেখলো রেমি। আর স্যাম এই ফাঁকে লম্বা। রুমে জমায়েত হওয়া মানুষগুলোকে দেখে নিচ্ছে। রুমের কেউই তাদেরকে দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে বেশ সন্তুষ্ট ও।

চমৎকার, হুট করে বলে উঠলো রেমি।

কী?

রেমি তার হাতের পুস্তিকাটা দেখিয়ে বলল, প্রদর্শনীতে তারা যা যা দেখাচ্ছে, তা দেখলে তুমি হয়তো ভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তাদের ভিন্ন কোনো নাম বাছাই করা দরকার ছিলো। অনুষ্ঠানটার আভিধানিক নাম ইলেজিটিমেট রয়েল চিলড্রেন অফ ইংল্যান্ড।

ভালোভাবে ভাবলে কিন্তু এটাকে অ্যা রয়েল নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়ামর মতো অতোটা আকর্ষণীয় শোনাবে না। বলে রুমের দিকে চোখ বুলাতেই এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকা বৃদ্ধ পৃষ্ঠপোষকদের দেখতে পেলো স্যাম। নিশ্চিতভাবেই, অনুষ্ঠানের জন্য চেকবুক লিখতে গিয়ে এদের অনেকেরই বেশ কষ্ট হয়েছে।

কথাটা শুনে হেসে উঠলো রেমি। ভালো বলেছো, ফার্গো। তো, কী নিয়ে এতো সবার এতো আগ্রহ সেটা তো এখন দেখা উচিত আমাদের, তাই না?

বলে স্যামের হাত ধরে প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখা জিনিসগুলো দেখতে শুরু করলো ওরা। প্রদর্শনীতে সবকিছুই বছর এবং পরিবারের নাম অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাগে সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

অর্ধেকটা এগুনোর পরই গ্রেস হারবার্ট-মিলার এবং তার জ্ঞাতি ভাইয়ের দান করা সামগ্রির ডিসপ্লেটা খুঁজে পেলো ওরা। পেইন্টিং, যুদ্ধের বর্ম, অস্ত্র, গহনা থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু সাজিয়ে রাখা হয়ে এই প্রদর্শনীতে। সাইফার হুইলটাও থাকতে পারে। তবে চোখের সামনে নেই আর কী। হয়তো অন্যান্য সামগ্রির নিচে লুকিয়ে আছে। যাই হোক, দেরি না করে আইটেমগুলো পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছে ওরা। সময় নিয়ে প্রতিটি আইটেমই নিখুঁতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে।

ছবি তুলে নাও তুমি, দেখা শেষের পর বলল স্যাম। ফিস্ক আসছে কিনা সেটার দিকে নজর রাখছি আমি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিয়ে ফোন বের করে ছবি তুলতে শুরু করলো রেমি। প্রতিটা আইটেমেরই ছবি তুলে নিচ্ছে ও। কয়েকমিনিট পর ছবি তোলা শেষে বলল, হয়ে গেছে আমার।

ঠিক তখনই বিজনেস স্যুট পরা এক মহিলা এগিয়ে এলো তাদের দিকে। স্যুটের বুকের কাছে থাকা আইডি কার্ডটা জানান দিচ্ছে যে মহিলা এই মিউজিয়ামেরই কর্মী। দেখতে খুবই চমৎকার না ওগুলো?

স্যাম প্রথমে মহিলার সাথে সাই দিতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তখনই মনে পড়লো যে সাই দিলে মহিলার থেকে আর বেশি তথ্য পাওয়া যাবে না। তাই গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, কোনগুলো?

মর্টিমার কালেকশনগুলোর কথা বলছি। আমাদের নতুন সংযোজন। প্রদর্শনীর জন্য আমিই সাজিয়েছি ওগুলো।

শুনেই একে-অন্যের দিকে তাকালো স্যাম ও রেমি। তারপর রেমি মহিলার আরেকটু কাছে এগিয়ে মৃদু হেসে বলল, কাজটা নিশ্চয় খুবই আনন্দদায়ক ছিলো আপনার জন্য, মিস...?

ওয়ালশ। মেরিল ওয়ালশ। আর হ্যাঁ, কাজটা আসলেই আনন্দায়ক ছিলো আমার জন্য।

স্যাম জিজ্ঞেস করলো, কালেকশনের ব্যাপারে কী কী বলতে পারবেন আমাদের? দ্বিতীয় লর্ড মর্টিমার মানে এডমুন্ড মর্টিমার এখানের কোথায় স্থান পাচ্ছে?

আসলে মর্টিমারের দাদী মাওদ ডি ব্রুজের প্রতি আগ্রহের কারণেই এই প্রদর্শনী আয়োজন করেছি আমরা। তার জন্যেই নামটা অ্যা রয়েল নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম রাখা হয়েছে। সন্তানদের মাধ্যমে তিনি শুধু সর্বশেষ দুই প্ল্যানটাজেনেট রাজা চতুর্থ

এডওয়ার্ড এবং তৃতীয় রিচার্ডের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নন, অষ্টম হেনরি থেকে শুরু করে আরো বেশ কয়েকজন ইংরেজ সম্রাটের সাথেই সম্পর্কে আছে তার। সে জন্যেই গ্রেস হারবার্ট-মিলার আমাদেরকে প্রদর্শনীর জন্য আর্টিফ্যাক্টগুলো দেওয়ার প্রস্তাব জানানোর পর আমরা মানা করতে পারিনি।

বাহ, বেশ তো, স্যাম বলল। মর্টিমারের অবৈধ ছেলেটার ব্যাপারে একটু। বলুন। শরীরে রাজপরিবারের রক্ত বয়ে যাওয়া ছাড়া ঠিক কোন কারণে ইতিহাসে এতো বিখ্যাত হয়ে আছে লোকটা?

আসলে পূর্বপুরুষদের থেকে তার এবং তার বংশধরদের জীবনযাপন একটু অন্যরকম ছিলো। যেখানে তার পূর্বপুরুষেরা হত্যাযজ্ঞ, রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের মতো কাজ করেছে, সেখানে তিনি জীবনযাপন করেছেন খুবই স্বাভাবিকভাবে। তবে ইতিহাসে তিনি স্থান পেয়েছেন অন্য একটা কারণে। তার সৎ ভাইয়ের সাথে আমাদের পরবর্তী চরিত্রের দ্বন্দ্বটা নিয়ে ভাবলেই এটা বুঝতে পারবেন।

বলে পাশের ডিসেপ্লটার দিকে এগিয়ে গেলো মেরিল ওয়ালশ। এটা হিউ লি ডেসপেন্সারের অবৈধ নাতির প্রদর্শনী। কথিত আছে হিউ লি ডেসপেন্সারের সাথে নাকি রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। এজন্যেই রানি ইসাবেলা লোকটাকে বেশ ঘৃণা করতেন, এবং জোর করেই স্বামীকে দিয়ে তাকে রাজ্য ছাড়াও করিয়েছিলেন। বলা হয়, এইসময়ই নাকি ডেসপেন্সার জলদস্যুতে পরিণত হয়েছিল।

ডেসপেন্সারের সময়কাল ১৩২১-এর ওপরে কলম দিয়ে আঁকা এক মাস্তুলের একটা জাহাজের ছবি দেখতে পেলো ওরা। আর জাহাজের নিচে ছোট্ট একটা অনুচ্ছেদ লেখা, ডেসপেন্সর ছিলো সমুদ্রের দানব।

ভালো করে দেখার জন্য আরো কাছে ঝুঁকলো রেমি। আমি ধরে নিচ্ছি। এই দ্বন্দ্বের কারণেই দুই সন্তানকে পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন আপনারা?

হ্যাঁ, বলল মিস ওয়ালশ। ডেসপেন্সর সমুদ্র দখল করে নেওয়ার পর মর্টিমার পরিবারের একটা জাহাজে আক্রমণ করেছিলো। কথিত আছে, ঐ জাহাজে নাকি রানি ইসাবেলের সম্পদ ছিলো। বলা হয়, ইসাবেলার সম্পদ খোয়ানোর কারণেই নাকি রজার মর্টিমারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো। রজার মর্টিমার ছিলো রানি ইসাবেলের বন্ধু, এবং তিনিই, দ্বিতীয় এডওয়ার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করার কাজে রানিকে সহায়তা করেছিলেন।

ডেসপেন্সার? বলে উঠলো রেমি। যদি ইতিহাস ঠিকমতো মনে থাকে আমার, আমি তো জানতাম মর্টিমারের মৃত্যু হয়েছিলো ডেসপেন্সারের অনেক পরে।

হ্যাঁ, ঠিক। তবে পারিবারিক সম্মানের একটা বিষয় জুড়েছিলো এটার সাথে। পারিবারিকভাবেই মর্টিমাররা শপথ করেছিলো যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা সিংহাসনে থাকা রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যাবে। ডেসপেন্সরের সাথে দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের প্রণয়টা পুরো ইংল্যান্ডকেই বিপদে ফেলে দিয়েছিলো। এজন্যেই তৃতীয় এডওয়ার্ড তার বাবাকে সিংহাসনচ্যুত করার পরেও মর্টিমারকে ক্ষমা করে দিতে

পারতেন। কিন্তু, দ্বিতীয় এডওয়ার্ডকে সরিয়ে দেওয়ার পর মর্টিমারেরও উচিৎ ছিলো দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া। তিনি সেটা করতে পারেননি।

এমনিতেও ইতিহাসের প্রতি স্যামের ঝোঁক বেশি। আগ্রহের সাথে সাথে মিস ওয়ালশের কথাগুলো শুনছে। সাথে সাথে প্রদর্শনীতে থাকা আর্টিফ্যাক্টগুলোও পরীক্ষা করে করে দেখছে। তো অবৈধ ছেলেরা কিভাবে আসলো এসবের মধ্যে? মানে শুধু পরিবারের অবৈধ সন্তান হওয়া ছাড়া আর কী কারণ আছে?

মর্টিমারের সৎ-ভাই মানে স্যার এডমুন্ড হারবার্ট ডেসপেন্সরের চুরি করা রানি ইসাবেলের সম্পদের কিছু অংশ উদ্ধার করে আনতে পেরেছিলেন। এতে করে মর্টিমাররা আবারো তৃতীয় এডওয়ার্ডের সুনজরে আসতে পেরেছিলো। আর ওদিকে ডেসপেন্সরের অবৈধ ছেলে রজার ব্রিজম্যান জলদস্যুতাকেই পরিবারের ধারা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

ব্রিজম্যান? ভাবলো স্যাম। হ্যাঁ, এখন এভেরির আগ্রহের কারণটা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে।

চমৎকার ইতিহাস, রেমি বলল। তবে এগুলোই কি সব?

দুঃখিত?

আমি বলতে চাইছি মর্টিমারদের আর্টিফ্যাক্টের পুরোটাই কি এখানে আছে? কিছুদিন আগেই গ্রেস হারবার্ট-মিলারের সাথে দেখা হয়েছিলো আমাদের। তিনিই জানালেন যে

আর্টিফ্যাক্টগুলো তিনি আপনাদের দিয়ে দিয়েছেন। তাই মনে হলো যে এখানেই সবকিছু আছে, নাকি প্রদর্শনীতে শুধু অল্প কিছু জিনিসই রাখা হয়েছে?

ওহ, স্বাভাবিকভাবেই, আসলে সবকিছুকে এখানে রাখার উপায় ছিলো না। খাপ খাওয়ানোর দিকটাও দেখতে হয়েছে। আমাদের থিমের সাথে যায় এমন জিনিসগুলোই শুধু দেখানো হচ্ছে প্রদর্শনীতে। আপনাদের কি পুরো কালেকশন দেখার আগ্রহ আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে পরবর্তীতে আপনাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করবো আমি।

করলে খুবই ভালো হয়, বলল রেমি। আপনাদের কাছে জিনিসগুলো বিস্তারিত কোনো তালিকা আছে?

প্রশ্নটা শুনে একটু চুপ করে গেলো মিস ওয়ালশ। রেমিকে ফোনে টাইপ করতে দেখে কিছুটা দ্বিধা হচ্ছে তার। তাই বলল, আপনাদের আগ্রহের কারণটা কি জানতে পারি আমি?

আমরা লেখক, স্যাম বলল। আমরা আসলে মর্টিমার পরিবার নিয়ে সম্পূর্ণ ইতিহাসটা লেখার আশা করছি। এখানে এসে অবৈধ মর্টিমার-হারবার্ট ধারাটা সম্পর্কেও জানা হলো। এটাও বইয়ে যোগ করে দিবো আমরা।

রেমিও স্যামের সাথে সায় দিয়ে ফোন উঁচিয়ে বলল, সেজন্যেই নোট নিচ্ছি।

ওহ, তাহলে ঠিক মানুষের কাছেই এসেছেন আপনারা, মিস ওয়ালশ বলল। আপনাদের নাম ও যোগাযোগের নম্বরটা দিয়ে যান। খুশিমনেই আপনাদের কল করবো আমি। বলে পকেট থেকে একটা প্যাড ও কলম বের আনলো মিস ওয়ালশ।

লংস্ট্রিট। মি. অ্যান্ড মিসেস লংস্ট্রিট, বলে নিজের ফোন নম্বরটা জানালো রেমি।

আপনাদেরকে কল দিবো আমি।

এরপর মহিলা তাদের থেকে বিদায় নিয়ে অন্য মেহমানদের দিকে চলে যেতেই স্যাম রেমিকে জিজ্ঞেস করলো, সবকিছু মাথায় নিয়ে নিয়েছে তো?

হ্যাঁ। সাথে সাথে সেলমাকেও মেসেজ করে দিচ্ছি।

ফটোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি রেমির। একবার কোনো কিছু জানলে সেটা সে কখনোই ভুলে না। তাই মিস ওয়ালশের বলা কথাগুলো মনে থাকা নিয়ে রেমির প্রতি কোনো সন্দেহ নেই স্যামের। তাহলে চলল, খোঁজ শুরু করা যাক। বলে সামনের দিকে তাকাতেই কলিন ফিস্ককে এগিয়ে আসতে দেখলো স্যাম। পিতলের প্রশস্ত হাতলসহ একটি লাঠি নিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে লোকটা। যদিও লোকটার পায়ের চলনে খোঁড়ানোর কোনো ছাপ দেখা যাচ্ছে না। তাকিয়ে দেখো কে আসছে।

চমৎকার। আর আমরা ভাবছিলাম আজ আমাদের কপাল হয়তো খুব ভালো যাচ্ছে।

বাহ, কত অরিজিনাল টেকনিক দেখালে, ফিস্ক বলে উঠলো। বন্দুকধারী মানুষ? শুধু এটুকুই ভাবতে পারলে? আরো ভালো কিছু আশা করেছিলাম তোমাদের থেকে।

কাজ তো করেছে, এটাই যথেষ্ট। সম্বোধনের পরিবর্তনটা নজর এড়ালো না স্যামের। স্পষ্টতই সিকিউরিটি লেলিয়ে দেওয়ানোটা পছন্দ হয়নি লোকটার। অবশ্য ফিস্কের সাথে ভাড়াটে গুণ্ডাদের কাউকেই আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। এটা দেখে চমকটা আর এড়াতে পারলো না স্যাম। তাই খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সাথে কেউ নেই?

আমাদের বোকা ভেবো না। বিপদের সময় সুন্দরী বধূকে বাড়িতে রেখে আসার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি অন্তত আছে আমাদের।

কথাটার আড়ালে থাকা প্রচ্ছন্ন ছমকিটা বুঝতে কোনো সমস্যা হলো না স্যামের। রেমির সামর্থ্যের প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও উদ্বেগটা দূর করতে পারছে না। তাই প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, আপনি এখানে কেন এসেছেন সেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। তবে জিজ্ঞেস করেই বা লাভ কী? উত্তরটা তো আমাদের জানাই আছে।

তাই নাকি? যাই হোক, মর্টিমারের কালেকশনটা খুঁজে পেয়েছো দেখছি। অবশ্য তাকে ডেসপেন্সরের ডিসপ্লের পাশে রাখাটা বেশ লজ্জাজনক।

অতীত ইতিহাস অনুযায়ী, এটাকেই তো সঠিক জায়গা বলে মনে হচ্ছে।

সঠিক ইতিহাস জানা থাকলে, ভিন্ন কথা বলতে, বলে শীতলভাবে হেসে উঠলো ফিস্ক। তারপর রেমির দিকে একবার নজর ঘুরিয়ে আবারো স্যামকে বলল, এখন, যদি তোমার মর্জি হয়, তাহলে চলো পিছনের হলের দিকে এগিয়ে যাই আমরা।

কিভাবে ভাবলেন যে আমরা আপনার সাথে কোথাও যাবো?

যাবে না যে, সেটা তো স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায়। তাই যাওয়ার ব্যবস্থা করেই তো এসেছি। আমাদের সাহায্য করো, নাহলে... ঐ তরুণী কিউরেটরের কী নাম যেন, ওয়ালশ না? হ্যাঁ, এটাই তো। গ্যালারির অন্যপাশে তাকিয়ে কিউরেটরের অবস্থাটা দেখে নাও নিজের চোখেই।

চোখ ঘুরিয়ে ওদিকে তাকালো স্যাম। দেখলো, মিস ওয়ালশ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে মহিলার। আর মহিলার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ফিস্কের দুই গুণ্ডা ইভান এবং নতুন আরেকজন।

ওদিকে তাকিয়ে থেকেই স্যাম বলল, আর যদি সাহায্য করতে রাজি না

তাহলে আর কী? মিস ওয়ালশের জন্য কফিনের ব্যবস্থা করতে হবে আর কী!

আপনি ভাবছেন এখানে কাউকে খুন করে সহজেই চলে যেতে পারবেন আপনি? এই ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে?

ওটা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে। ওটার ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, তোমরা কতজন মানুষের আহত-নিহত হওয়া দেখতে চাও?

কী ব্যবস্থা? অন্য প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

জানতে চাও? আচ্ছা বলছি। ষাট সেকেন্ডের মধ্যেই মিউজিয়ামের ফায়ার অ্যালার্মগুলো বেজে উঠবে। এরপর কী হবে তো জানোই। ঐতিহ্যবাহী কায়দায় মেহমানদেরকে ভিতর থেকে বের করা শুরু করবে মিউজিয়ামের কর্মীরা। তবে যেটা কেউ জানে না সেটা হলো, হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়া এক লোকের জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স আসার কথা রয়েছে মিউজিয়ামের সামনে। এতক্ষণে হয়তো এসেও পড়েছে। আর ঐ অ্যাম্বুলেন্সে যে পরিমাণ বিস্ফোরক আছে, তাতে মিউজিয়ামের সামনের দিকটা উড়িয়ে দিতে তেমন সমস্যাই হবে না। তো এখন তোমার সামনে দুটো পথ আছে। এক, তুমি চাইলে অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে তোমার বউকে নিয়ে বেরুনের জন্য অন্যদের সাথে মিশে যেতে পারো। এতে করে অন্যদের সাথে তোমার সুন্দরী বউয়ের দেহও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বিস্ফোরণে। নাহলে দুই, আমার এবং এই ভীত কিউরেটর মহিলার সাথে করে আসতে পারো। এতে করে তোমার বউসহ শত শত মানুষের জীবনও বাঁচাতে পারবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও। মারলোর হাতে থাকা চাকুটা খুবই ধারালো। কিউরেটরের বেশ কষ্ট হচ্ছে এতে। এই কথাটার মাধ্যমে বুঝালো। যে স্যাম তাদের সাথে যেতে না চাইলে কিউরিটরের গলায় চাকু ঢুকিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই হত্যাযজ্ঞের সূচনা হবে। আর এতো কষ্ট করে আমাদের পিছনে সিকিউরিটি লেলিয়ে দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। ইভান ঠিকই তার পিস্তলটা নিয়ে ঢুকতে পেরেছে।

শুনেই মিস ওয়ালশের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদুটোর দিকে তাকালো স্যাম। জ্যাকেটের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখা ইভান হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। ফিস্ক যে এখন তার কথাই বলছে, সেটা যেন জানে লোকটা। সাথে সাথে ফিস্কের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য জ্যাকেটটা পাশে সরিয়ে পিস্তলটা বের করে তাক করে ধরলো রেমির দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেজে উঠলো ফায়ার অ্যালার্মটা। সাথে সাথে ফিস্কও বলে উঠলো, মি, ফার্গো, সিদ্ধান্ত তোমার হাতে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও।

.

৩৩.

ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠতেই স্যামের হাত খাবলে ধরলো রেমি। স্যামকে রেখে কোথাও যাচ্ছি না আমি।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তোমার ওপর নয়, মিসেস ফার্গো।

স্যাম জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে সাহায্য করলে রেমির সাথে কী করা হবে?

তোমার মিসেস সুবোধ মেয়ের মতো একাকী হেঁটে গিয়ে মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়ালেই আমার লোকেরা বিস্ফোরক সরিয়ে নিবে। তবে পুলিশ আসার আগেই সামনে গিয়ে পৌঁছাতে হবে তাকে। তবে সে ঠিকঠাক কাজটা করতে না পারলে তোমার কী হবে সেই

প্রশ্ন করা উচিত মিসেস ফার্গোর। বলে রেমির দিকে তাকালো ফিস্ক। ভালোভাবে প্রবেশমুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, আর ফোন ব্যবহার করবে না। ভালোয় ভালোয় দায়িত্ব পালন করলে তোমার স্বামী নিরাপদেই থাকবে।

স্যাম...

আমি ঠিকই থাকবো, রেমি। তুমি যাও। বলে এক্সিটের দিকে তাকালো স্যাম। মিউজিয়ামের কর্মীরা মেহমানদের বের করছে এক্সিট দিয়ে।

চলে যাওয়ার আগে শীতল দৃষ্টিতে ফিস্কের দিকে তাকালো রেমি। যাওয়ার আগে ফিস্ককে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকবার স্যামের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। তাই সাবধানে থাকবে।

স্যামও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো তার কথায়। এরপর বলতে গেলে প্রায় জোর করেই এক্সিটের দিকে পা বাড়ালো রেমি। এক্সিটের কাছে পৌঁছে শেষবারের মতো আরেকবার ফিরে তাকালো স্যামের দিকে। আশা করছে স্যাম ফিরে চাইবে তার দিকে।

স্যামদেরকে নিয়ে গ্যালারির প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ফিস্কের লোকেরা। দরজা খোলার জন্য প্রায় জোর করেই মিস ওয়ালশের দিকে সাদা কী-কার্ডটা ছিনিয়ে নিতে হয়েছে। দরজার খোলার পর অবশেষে রেমির দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। হাতের আঙুল ভাজ করে একবার কপালে ছুঁয়ে তাক করে দেখালো রেমির দিকে।

রেমিও একই কাজ করলো। এটা তাদের নিজস্ব সংকেত। এই সংকেতের মাধ্যমেই তারা একজন আরেকজনকে ভালোবাসা ও দুঃশ্চিন্তা না করার ইশারা দেয়।

তারপর জোর করেই শান্তভাবে পা চালিয়ে ভিড়ের অন্যদের সাথে মিশে গেলো রেমি। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক রেখার চেষ্টা করছে, ভয়টাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাচ্ছে। স্যামের সামর্থ্যের ব্যাপারে সে খুব ভালো করেই জানে। যদি ফিস্ককে কেউ হারাতে পারে, তাহলে তা স্যামই পারবে। তারপরও দুঃশ্চিন্তা দূর করতে পারছে না।

এভাবেই হেঁটে বাইরে পৌঁছানোর পর শরীরে শীতল বাতাসের ছোঁয়া পেলো রেমি। চারপাশ থেকে ভেসে আসা সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অন্যান্য মেহমানরাও ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশমুখের সামনে।

হাসি ও কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জে ভরে উঠেছে জায়গাটা। মেহমানদের কাউকেই অতটা আতঙ্কিত দেখাচ্ছে না।

তবে বাইরে কোনো অ্যাম্বুলেন্সের দেখা পেলো না রেমি। এমনকি, হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্তের অভিনয় করার মতো কোনো লোককেও না।

ফিস্ক মিথ্যা বলেছে তাদেরকে।

ঘটনা বুঝতে পেরেই মনে মনে গালি দিয়ে উঠলো রেমি। ধ্যাত, গাধার মতো লোকটার ধাপ্পা বিশ্বাস করেছি।

সাথে সাথেই ঘুরে দরজার দিকে দৌড় লাগালে আবার। দরজায় দাঁড়ানো সিকিউরিটির লোকেরা এখনো মেহমানদেরকে বের করছে মিউজিয়াম থেকে। সে পুনরায় ঢোকান চেষ্টা করতেই এক গার্ড তাকে আটকে দিয়ে বলল, স্যরি, ম্যাম। এখন ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এসে নিশ্চয়তা দেওয়া পর্যন্ত বাইরেই থাকতে হবে সবাইকে।

আমার স্বামী, কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলো রেমি। সাথে সাথে চেহারাও আতঙ্কের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছে। সে ডায়াবেটিকের রোগী। ইনসুলিন দেওয়ার জন্য রেস্টরুমে গিয়েছিলো। এখনো আসেনি। বাইরেও কোনো জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না তাকে। ফাস্ট-ফ্লোরের রেস্টরুমে আছে ও। প্লিজ, একটু যদি ঢুকতে দিতেন...? বলতে বলতে চোখ দিয়ে পানি টলটল করছে। অবস্থায় ফুটিয়ে তুলেছে রেমি। তাকে পাওয়ার সাথে সাথেই বেরিয়ে আসবো আমি।

এক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিলো গার্ড। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, যান। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবেন।

ধন্যবাদ। জলদিই করবো আমি।

বলে মিউজিয়ামের বিশাল করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করলো রেমি। কিছুটা যাওয়ার পর পিছনে তাকিয়ে দেখলো গার্ড লোকটার তার দিকে কোনো মনোযোগই নেই। পারফেক্ট। এটাই চাইছিলো ও। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। জন পঞ্চাশের মতো মেহমান আছে এখনো মিউজিয়ামের ভিতরে। দ্রুত গতিতে বামের বক্রাকার সিঁড়িটার

কাছে এগিয়ে যেতেই দেখলো, সিঁড়ির দুই পাশে দুই তরুণী মহিলা দাঁড়িয়েছে। দুজনই মিউজিয়ামের কর্মী। সিঁড়ির সামনে অনবরত একই কথা বলে যাচ্ছে মেয়ে দুটো। ইমার্জেন্সি! প্লিজ, নিকটবর্তী এক্সিটের দিকে চলে যান সবাই। ধন্যবাদ।

সিঁড়ির সামনে পৌঁছে রেমি মহিলাদের একজনকে বলল, এক্সকিউজ মি। আমার স্বামীকে নিয়ে একটু দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে। কোথাওই খুঁজে পাচ্ছি না তাকে। খুব সম্ভবত ওপরতলায় আছে ও।

এখানেই অপেক্ষা করুন, ম্যাম। সিকিউরিটি ওপর থেকে সবাইকেই বের করে আনছে।

ধন্যবাদ, বলে পিছিয়ে যেতে গিয়ে জুতায় হোঁচট খেলো রেমি। টাল সামলাতে না পেরে ঝট করে পড়ে গেলো সামনে দাঁড়ানো মহিলার ওপর। পড়তে গিয়ে পার্সটাও হাত থেকে ছিটকে দূরে উড়ে গেছে। ওহ নো, বলে উঠলো রেমি। মহিলার সহায়তায় আবারো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খুবই দুঃখিত আমি।

আপনি ঠিক আছেন তো?

হ্যাঁ, রেমি বলল। আহত হইনি, তবে লজ্জিত প্রচুর। আপনি ব্যথা পাননি তো কোনো?

না। দাঁড়ান। আপনার পার্সটা এনে দিচ্ছি।

আরে না, কষ্ট করা লাগবে না আপনার। আমিই নিতে পারবো, বলে মহিলার পাশ কাটিয়ে গিয়ে পার্সটা মাটিতে থেকে তুলে গলায় ঝুলিয়ে নিলো রেমি। আমি বিশ্বাসই

করতে পারছি না। ফালতু হাই হিল! বলে ওপরতলার দিকে তাকালো রেমি। আমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো আমার আগেই বাইরে চলে গেছে।

বলে মহিলার কাছে আবারো ক্ষমা চেয়ে ভিড়ের সাথে করে আবারো এক্সিটের দিকে পা বাড়ালো রেমি। যাওয়ার সময় পার্সের আড়ালে চুরি করা কী-কার্ডটা লুকিয়ে রেখেছে। যখন দেখলো পিছে থাকা মহিলাদের তার দিকে কোনো নজর নেই, তখনই সোজা দৌড় লাগালো একটা দরজার দিকে। আশা করছে ঐ দরজা দিয়েই স্যামের কাছে যাওয়া যাবে। দরজার সামনে পৌঁছে কী-কার্ড দিয়ে তালা খুলে নিলো; তারপর পার্সের ভিতর রেখে দিলো কী কার্ডটা। নিচের থেকে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ি রয়েছে দরজার ওপাশে। সিঁড়ির অন্যপ্রান্তে থাকা একটা ভোলা দরজা রয়েছে। কেউ তার ওপর নজর রাখছে না দেখে নিশ্চিত হয়ে আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে পা বাড়ালো সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ি থেকে নেমে হলওয়ে ধরে দৌড় শুরুর আগে জুতোগুলো খুলে নিলো রেমি। জুতোর শব্দ দিয়ে ফিস্কে আগমনী বার্তা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই তার। এগিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকটি দরজা খুলে পেলো ঠিকই, তবে সবগুলো দরজাই তালা দেওয়া। দরজাগুলো চেক করতে করতে হলওয়ের ৩ শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলো একসময়। এই করিডোরটা আসলে ইংরেজি T-(টি) আকৃতির মতো। এখন তার দুই পাশেই দুটো রাস্তা আছে। প্রথমে বামদিকে তাকাতেই এক্সিট লেখা একটি দরজা দেখতে পেলো রেমি। সে নিশ্চিত ফিস্কের লোকেরা ঐদিক দিয়ে যায়নি। কাজক্ষিত জিনিসটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত মিউজিয়াম থেকে বেরুবে না ফিস্কের দলটা। তাই ডান

দিকেই পা বাড়ালো রেমি। দশ ফুটের মতো এগিয়ে যেতেই কণ্ঠস্বরের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলো। করিডোরের শেষ মাথা থেকে ভেসে আসছে শব্দটা।

ঝট করে দাঁড়িয়ে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলো রেমি। অবশ্য কে কথা বলছে বা কী নিয়ে কথা বলছে তার কিছুই ধরতে পারছে না। তবে, এখন এটা নিশ্চিত যে সে ঠিক পথেই এগুচ্ছে।

দেয়ালের কাছ ঘেষে নিঃশব্দে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও। কণ্ঠস্বরের শব্দও ধীরে ধীরে জোরালো শোনাতে শুরু করেছে এখন।

খুঁজতে থাকো। কণ্ঠস্বরটাকে ফিস্কের মতো লাগলো তার কাছে।

আপনি কী খুঁজছেন, এক মহিলার কণ্ঠস্বর, সেটা বললে হয়তো সাহায্য করতে পারতাম?

তোমাকে বলেছি আগেই। গোলাকার একটা জিনিস, বেশ কিছু সংকেত আছে ওটাতে।

রুমের একদম কাছে পৌঁছে গেছে রেমি। দেয়ালে পিঠে ঠেকিয়ে রুমের ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। রুমের দরজাটা চাপানো, তবে শব্দ করে লাগানো নয়। হালকা একটু ফাঁকা হয়ে আছে। ফাঁকা দিয়েই ভিতরের দৃশ্যটা দেখতে পেলো রেমি। দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সামনের কিছু দিকে তাকিয়ে আছে ফিস্ক। আরেকটু ভালো করে উঁকি দিতেই দেখতে পেলো যে, মিস ওয়ালশ এক টেবিলের ওপর থাকা কিছু জিনিসে ঘাটাঘাটি করছে। ফিস্ক ওটার দিকেই তাকিয়ে আছে। আর তাদের পাশে চাকু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারলো নামের লোকটা। তবে স্যাম বা ইভানের কাউকেই দেখতে পেলো

না। দরজাটার আরো কাছে এগিয়ে গেলো ও। হালকা একটু ধাক্কা দিয়ে দরজাটা ফাঁক করে নিলেই তার কাজ হয়ে যাবে। দরজায় হাত দিয়ে মৃদু একটা ধাক্কা দিলো রেমি। এক ইঞ্চির মতো ফাঁক হয়ে গেছে দরজাটা। রুমটার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো যে এটাই আসলে হারবার্ট কালেকশনের স্টোরেজটা। এখানেই প্রদর্শনীতে না থাকা সামগ্রিগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের ওপর অনেকগুলো অস্ত্র দেখতে পেলো রেমি। হাতল ছুটে যাওয়া গদার মাথা, পুরোনো চামড়ার ঢাল, শারীরিক বর্মের টুকরো টুকরো অংশসহ অনেক কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে টেবিলের ওপর। তবে এগুলোর কোনোটাকেই আসলে এখন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। ঠিক তখনই তার চোখ পড়লো একটা পিতলের তারকার ওপর। এককালে চামড়ার বর্মটার সাথে জুড়েছিলো এই তারকাটা। ছুটে গিয়ে এখন আলাদা একটা অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তারকার কোনাগুলো তীক্ষ্ণ ও ধারালো হওয়ায় যথেষ্ট জোরে ছুঁড়ে মারলে ভালোই ক্ষতি করা সম্ভব।

আরো দেখতে যাচ্ছিলো ঠিক তখনই ঝট করে খুলে ফাঁক হয়ে গেলো দরজাটা। চোখ তুলে তাকাতেই পিস্তলের নল দেখতে পেলো রেমি। ইভান বেরিয়ে এসেছে রুম থেকে। একদম নড়বে না।

রুমের দিকে একবার চোখ বুলাতেই স্যামকে দেখতে পেলো রেমি। রুমের একপাশে যিপ-টাই দিয়ে হাত বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে স্যামকে। তবে এছাড়া আঘাতের কোনো ছাপ দেখা যাচ্ছে না তার চেহারায়ে। সহিংসতার কোনো দরকার নেই, আমি এমনিই ঠিক থাকবো, ইভানের পিস্তলটার দিকে নির্দেশ করে বলল রেমি।

তোমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিলো।

ফিরে যেতে কোনো সমস্যা নেই আমার।

বেশি দেরি হয়ে গেছে এখন, বলে হ্যাঁচকা টান দিয়ে রেমিকে রুমের ভিতরে নিয়ে গেলো ইভান।

.

৩৪.

রেমিকে রুমে টেনে এনে টেবিলের কাছে ঠেলে দিতে দেখেই রাগে জ্বলে উঠলো স্যাম। তার ইচ্ছা করছে এখনই ছুটে গিয়ে ইভানের মুখে ঘুষি লাগাতে, তার ঘাড় ভেঙে দিতে- কিন্তু সে জানে এখন এসব না করে অপেক্ষা করাটাই হবে শ্রেয়তর কাজ। ইভানের ছোটো হ্যান্ডগানটাতে হয়তো বেশি হলে দুটো বুলেট আছে, কিন্তু কাজ সারার জন্য তো দুটোই যথেষ্ট।

এটা কী? রেমিকে দেখে বলে উঠলো ফিস্ক।

অতিথি।

উত্তরটা শুনে একটু হতাশ মনে হলো বৃদ্ধ নোকটাকে। এখানের কেউই কি কোনো কথা শুনে না? তারপর মিস ওয়ালশের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি থেমে গেছো কেন? খুঁজতে থাকো।

রেমিকে ঠেলে আনতে দেখে মিস ওয়ালশও কাজ থামিয়ে দিয়েছিলো। ফিস্কের নির্দেশ শুনে আবারো কাগজের স্তুপের ভিতরে খোঁজা শুরু করলো মহিলা।

টেবিলের দিকে ঝুঁকে টেবিলের ওপরে থাকা জুতোটা আবারো হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে রেমি। ইভানের ধাক্কা খেয়ে পড়ার সময় জুতোটা তার হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিলো। সাথে সাথেই ইভান তার হাত খাবলে ধরে টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে আনলো তাকে।

দৃশ্যটা দেখেই খেঁকিয়ে উঠলো স্যাম। আমার স্ত্রীকে একা ছেড়ে দাও।

না ছাড়লে কী করবে?

কী করবে দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছিলো স্যাম, ঠিক তখনই মারলো তার কাঁধে চাপ দিয়ে আবারো চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, চুপচাপ এখানে বসে থাকো, নয়তো জবাই হয়ে যাবে।

রেমি তার জুতো ও পার্সটা বুকের কাছে আগলে ধরে ফিরে তাকালো স্যামের দিকে। তাকে অভয় দিয়ে বলল, আমি ঠিক আছি, স্যাম।

ইভান রেমিকে স্যামের পাশের চেয়ারের কাছে ঠেলে এনে বলল, বসো।

স্যাম এবং রেমি দুইজনেরই বিকল্প পরিকল্পনা তৈরিতে বিশেষ দক্ষতা আছে। অন্তত স্যামের ধারণা এটাই। আর এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবেই এরকম একটা বিকল্প পরিকল্পনা

দরকার তাদের। চেয়ারে বসতে বসতে স্যামকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো রেমি, ঠিক তখনই ইভান খেঁকিয়ে উঠলো তাদের দিকে। একদম চুপ। বলে রুমের অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো ইভান।

ওদিকে মিস ওয়ালশ আরো একটা বাক্সের সামগ্রি ঢেলে নিয়েছে টেবিলের ওপর। ওগুলোতে খোঁজাখুঁজি করছে এখন। কাজ করার ফাঁকেই একসময় তার পাশে চাকু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মারলোর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কি ঐ জিনিসটা নিয়ে এতো কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

জবাবে কিছু না বলে চুপচাপ ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো মারলো। ভাবটা এমন যেন কথাটা তার গায়েই লাগেনি।

মিস ওয়ালশকে নতুন বাক্সে থাকা কাগজগুলো নিয়ে ঘাটতে দেখে ঘড়ির দিকে তাকালো ফিস্ক। তারপর বলল, তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি ঐ জিনিসটা দেখোনি?

ওরকম কিছু থাকলে আমি অবশ্যই দেখতাম। কিন্তু ওটা ছিলোই না।

শুনে চোখ সরু করে তার দিকে তাকালো ফিস্ক। না থাকলে কাগজের স্তুপ ঘাটছো কেন? নিশ্চিতভাবেই ঐ জিনিসটা তো কোনো খামের ভিতরে থাকবে না।

আপনি তো সংকেতওয়ালা একটা গোলাকার বস্তু খুঁজছেন, তাই না? এরকম কিছু একটার ছবি দেখেছিলাম আমি। বলে ফিস্কের দিকে বাক্সটা বাড়িয়ে দিলো মিস ওয়ালশ। চাইলে আপনি নিজেও খুঁজে দেখতে পারেন।

কিছু না বলে বাক্স থেকে কাগজের একটা গাদা বের করে আনলো ফিস্ক। তারপর ইতান ও মারলোর দিকে ইশারা করে বলল, ফার্গোদের ওপর নজর রাখো।

ফিস্ককে কাগজের গাদা নিয়ে খুঁজতে দেখে রেমির দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। তুমি ঠিক আছে?

হ্যাঁ, সত্যিই ঠিক আছি।

তোমার এখানে ফিরে আসা উচিত হয়নি।

তোমাদের জন্য দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিলো আমার। আর তাছাড়া মিউজিয়ামের সামনে বিস্ফোরক ভর্তি কোনো অ্যাম্বুলেন্সও ছিলো না।

একটু কৌশল নেওয়াই লাগে, তাদের দিকে না তাকিয়েই টেবিলের কাছ থেকে বলে উঠলো ফিস্ক। আর, কাজেও তো লেগেছে ওটা।

তো, যাই হোক, ফিস্কের কথায় পান্ডা না দিয়ে স্যামের কজিতে বেঁধে রাখা জিপ-টাইয়ের দিকে তাকালো রেমি। তোমার নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিলো।

রেমির কথা শুনে মৃদু হাসলো স্যাম। তারপর চোখ তুলে তাকালো মিস ওয়ালশের দিকে। মহিলা এখনো কাগজগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে। তবে কাগজগুলো স্পর্শের ব্যাপারে ফিস্কের থেকে বেশি সতর্ক মিস ওয়ালশ। নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক এই

দলিলগুলোর নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছে মহিলা। নাহলে, হয়তো বুঝতে পারছে যে ফিস্ক লোকটা তার জিনিসটা পেয়ে গেলেই তাদের জীবনের ইতি ঘটবে।

ঠিক তখনই একটা হলদেটে কাগজ উঠিয়ে ধরে উল্লাসের সাথে চেষ্টা করে উঠলো ফিস্ক।
পেয়ে গেছি।

সাথে সাথেই জমে গেলো মিস ওয়ালশ।

স্যাম ওদিকে তার হাতে লাগানো প্লাস্টিকের জিপ-টাইটা ছুটানোর চেষ্টা করছে। সাথে সাথে চোখ রাখছে ফিস্ক এবং ইভানের দিকেও। ফিস্ক ওদিকে আনন্দে অন্যদের উপস্থিতির কথা যেন ভুলেই গেছে। তারপর হঠাৎ করে মনে পড়তে তাদের দিকে চোখে তাকালো লোকটা। ইভান ও মারলোকে নির্দেশ দিয়ে বলল, তোমাদের কাজ শেষ করে ওপরে দেখা করবে আমার সাথে। সাহায্যের জন্য জ্যাককেও পাঠাচ্ছি।

বলে বেরিয়ে গেলো ফিস্ক।

এটা ভালো লক্ষণ না, মনে মনে ভাবলো স্যাম। তারপর ইভানের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার পিস্তলে তো মাত্র দুটো বুলেটই আছে, তাই না?

ওটা নিয়ে ভেবো না। পকেটে আরো অনেকগুলো আছে। আর, মারলেও তার নতুন চাকুটা কাজে লাগানোর জন্য পাগল হয়ে আছে।

সাথে সাথেই চাকুটা উঁচিয়ে ধরলো মারলো। মিস ওয়ালশের দিকে তাকিয়ে হাসছে যেন চাকুটা।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। অনেক হয়েছে। মারবেই যখন, তার আগে অন্তত জুতোটা পরে নিতে দাও। সম্মান নিয়েই মরি। এই ধরো তো এগুলো, বলে পার্সটা স্যামের বুকে ঠেসে ধরলো রেমি। এমনভাবে ঠেলে দিয়েছে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা ধরা ছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না স্যামের কাছে। তারপর উবু হয়ে ধীরে সুস্থে জুতোটা পায়ে লাগাতে শুরু করলো রেমি।

হতভঙ্গের দৃষ্টিতে রেমির দিকে তাকিয়ে আছে ইভান। বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন। একটু পরই মরতে যাওয়া একটা মানুষ কিভাবে তার ফ্যাশন নিয়ে ভাবতে পারে।

স্যামও কিছুটা অবাক হয়ে আছে। তবে বুকের কাছে ধরে রাখা রেমির পার্সটার দিকে তাকাতেই ঘটনাটা বুঝতে পারলো ও। পার্সের আড়ালে একটা পিতলের তারকা রয়েছে। তারকার কোনাগুলো বেশ তীক্ষ্ণ। জিপ-টাইটা কাটার জন্য এই মুহূর্তে এই ধরনের কিছুই আশা করছিলো ও।

হঠাৎই মিস ওয়ালশের ঝাঁকিয়ে উঠার শব্দ এলো তার কানে। মারলো মহিলার গলায় চাকু ঠেকিয়ে ধরেছে। সাথে সাথেই পার্স ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে তারকাটা ছুঁড়ে মারলো স্যাম। মারলোর ঘাড়ে গিয়ে লাগলো অঙ্গুষ্ঠ। চমকে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছে মারলোর। চাকুটাও খসে পড়ে গেছে তার হাত থেকে। শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁসফাস করছে রীতিমতো। তারপর ঝট করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো রুমের মেঝেতে মারলোকে

ওভারে পড়ে যেতে দেখেই রেমির দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলো ইভান। গুলি করতে যাবে ঠিক এমন সময়ই তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্যাম। গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। হাত বাধ অবস্থায়ই ইভানের সাথে হুড়োহুড়ি করছে ও। স্যামের গ্রাস থেকে বাঁচতে আবারো গুলি করলো ইভান। স্যামের গাল ঘেঁষে গেলো যেন বুলেটটা। পিস্তলটা ফেলে দিয়ে টেবিল থেকে গদাটা তুলে নিলো ইভান। তারপর সজোরে ঘুরালো স্যামের দিকে। কোনোরকমে পিছিয়ে গিয়ে গদার আঘাতটা প্রতিহত করলো স্যাম। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো ইভানের ওপর। ধাক্কায় তীব্রতায় টেবিলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে দুজনই।

জলদি পালাও এখান থেকে! রেমিদের দিকে তাকিয়ে চোঁচিয়ে বলে উঠলো স্যাম।

দেরি না করে মিস ওয়ালশকে সাথে নিয়ে দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো রেমি।

ওদিকে টেবিলের ওপর থেকে কাটা লাগানো গদার মাথাটা খাবলে ধরে আবারো স্যামের দিকে ঘুরালো ইভান। হাতবাধা অবস্থায় কোনোরকমে চামড়ার ঢালটা আঁকড়ে ধরে ছুঁড়ে মারলো ইভানের দিকে। তারপর ধাক্কা দিয়ে মারলোর লাশের ওপর ফেলে দিয়েই দৌড়ে বেরিয়ে গেলো রুম থেকে।

রেমি ও মিস ওয়ালশ এতোক্ষণে অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। করিডোরের মোড়টার কাছে গিয়ে থেমে গেছে ওরা। মোড়ের একটা রাস্তা চলে গেছে মিউজিয়ামের দিকে, আর অন্যটা চলে গেছে ইমার্জেন্সি এক্সিটের দিকে। কোন দিকে যাবো? জিজ্ঞেস করলো রেমি।

দুই দিকেই তাকালো মিস ওয়ালশ। এতোটা চমকে আছে কোনদিকে যাবে সেটারও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

তখনই স্যাম পিছন থেকে ছুটে এসে বলল, এক্সিটের দিকে যাও। জলদি! সে আশা করছে এক্সিট দিয়ে বেরুলেই বাইরের জমায়েত হওয়া ভিড়ের সাথে মিশে যেতে পারবে ওরা। তাছাড়া সিকিউরিটিকেও সতর্ক করতে পারবে।

তবে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দরজা খুলতেই হতাশ হতে হলো তাদেরকে। সামনের প্রবেশমুখ থেকে বেশ কিছুটা দূরে হওয়ায় ভিড়ের কোনো চিহ্নও নেই এখানে। তার বদলে বরং একটা অন্ধকার সরু রাস্তা খুঁজে পেলো ওরা। শুধুমাত্র মেইনটেইন্যান্সের জন্যই এই পথটা ব্যবহার করা হয়।

যেভাবেই হোক এখন তাদেরকে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে। এই মুহূর্তে ডান ও বামে দুটো রাস্তা আছে তাদের। বাম দিকের রাস্তাটাই বেছে নিলো স্যাম। কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলো একটা সরু সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের বেজমেন্টের দিকে। নিচে একটা দরজাও দেখতে পাচ্ছে। এদিকে আসো, বলে অন্যদেরকে সাথে নিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, ঠিক তখনই ইমার্জেন্সি এক্সিটের দরজা খোলার কাঁচকাঁচে শব্দ শুনতে পেলো।

ইভান বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পিস্তল হাতে নিয়ে তাদেরকেই খুঁজছে।

কোনোরকমে শ্বাস আটকে সিঁড়ির দেয়ালের সাথে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ইভান চলে যাওয়ার অপেক্ষা করছে। এর ফাঁকেই পকেটনাইফটা বের করে এনে স্যামের হাতের বাঁধনটা কেটে দিলো রেমি।

হঠাৎ করেই ইভান ঘুরে দাঁড়ালো তাদের দিকে। ইভানকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই জমে গেলো ওরা। লোকটা তাদের এতো কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে স্যাম চাইলেও এখন লোকটার পায়ের গোড়ালি আঁকড়ে ধরতে পারবে। তবে ইভান তাদেরকে এখনো দেখেনি। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফোন বের করে কাউকে কল দিয়ে বলল, মারলো মরে গেছে... না। ফার্গোদেরও হারিয়ে ফেলেছি। তবে এদিকে চেক করে দেখছি আমি। আর তুমি রাস্তার দিকে নজর রাখো... তাদেরকে না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যাওয়া যাবে না। বস তাদেরকে...

পাশের বিল্ডিং-এর পাওয়ার জেনারেটর চালু হয়ে যাওয়ায় ইভানের বাকি কথাগুলো আর শুনতে পেলো না ওরা। তারপর কথা শেষ করে এগিয়ে গেলো তাদের উলটো দিকে। স্যাম তাকিয়ে দেখলো কোনার দিকে গিয়ে হারিয়ে গেছে ইভান।

আপাতত পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে আছে ভেবে স্বস্তি পেলো স্যাম। তারপর অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা ঠিক আছো?

মাথা ঝাঁকালো অন্যরা।

বেশ। তাহলে চলো এখন বেরিয়ে যাই এখান থেকে। বলে তার পিছনে থাকা দরজাটার দিকে তাকালো স্যাম। এই দরজাটা দিয়ে কি কোথাও যাওয়া যাবে?

মাথা নাড়লো মিস ওয়ালশ। চমকটা মোটামুটি সামলে উঠেছে সে। এটা মেইনটেইন্যান্সের অফিস। ভিতর থেকে এটার কোনো দরজা নেই। আমাদের কি পুলিশে ফোন করা উচিত না?

অবশ্যই উচিত। তবে পুলিশকে স্টেটমেন্ট দেওয়ার আগে নিজেদের প্রাণ বাঁচানো দরকার। ভিতরে কিভাবে ঢুকবো আমরা?

আমরা যে পথ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, ওটাই সবচেয়ে সহজ পথ, বলল মিস ওয়ালশ। তবে তারা তো আমার কী-কার্ড নিয়ে গেছে।

আমার কাছে একটা আছে, বলে পার্স থেকে কী-কার্ডটা বের করে আনলো রেমি। আপনাদের আরেককর্মীর থেকে ধার নিয়েছি এটা।

চমৎকার, বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে থেমে গেলো স্যাম। ওপরে সব কিছু স্বাভাবিক আছে নিশ্চিত হয়ে অন্যদেরকে উঠে আসার ইশারা করে বলল, সরাসরি দরজার কাছে চলে যাবে।

কী-কার্ড দিয়ে দরজা খুলে পুনরায় মিউজিয়ামে ফিরে এলো ওরা। তবে দরজাটা পুরোপুরি না লাগানো পর্যন্ত কোনো স্বস্তি পাচ্ছে না স্যাম।

সিকিউরিটি অফিসে যাওয়া দরকার আমাদের, মিস ওয়ালশ বলল। পুলিশ আসার আগ পর্যন্ত আমরা ওখানেই নিরাপদ থাকতে পারবো।

তারা যে কাগজটা নিয়ে গেছে, সিকিউরিটি অফিসের দিকে যেতে যেতে জিঞ্জের করলো স্যাম, ওটা কি আপনি ভালো করে দেখতে পেরেছিলেন?

একটা স্কেচ ওটা। কিসের?

একটা গোলাকার বস্তু। কিছু সংকেতও আছে ওটাতে। হারবার্ট কালেকশনের তালিকা করার সময় খুব সম্ভবত এটা একবার দেখেছিলাম আমি। তাই লোকটা বলার সাথে সাথেই বুঝে গিয়েছিলাম।

কী ধরনের সংকেত ছিলো ওটা কি মনে আছে আপনার?

না, স্যরি। সংকেতটা মনে নেই আমার।

এক ঘন্টা পর ক্লান্ত হয়ে অবশেষে আবারো তাদের হোটেল রুমে ফিরে এলো স্যাম ও রেমি। এতোটাই ক্লান্ত যে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে দুজন। বিছানায় শুয়ে ওপরের ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। আমি ভাবতেও পারছি না যে আমরা মৃত্যুর এতো কাছে চলে গিয়েছিলাম, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর বলল রেমি।

ভালো প্রচেষ্টা ছিলো তাদের। তবে যথেষ্ট ছিলো না।

প্রতিবারই তারা কিভাবে আমাদেরকে এক কদম এগিয়ে থাকে?

ভালো প্রশ্ন, ভাবলো স্যাম। তথ্য ফাঁস হওয়ার পথ তো বন্ধ করে দিয়েছে তারা। আর্চারও তাদেরকে নিশ্চয়তা জানিয়েছে ওইদিনের পর থেকে ব্রিও আর কখনো তার কাজিন ল্যারেইনের সাথে যোগাযোগ করেনি। এবং তারপরও এভেরির লোকেরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের থেকে এক পদক্ষেপ করে এগিয়ে আছে। আমাদের কিছুদিন আগে থেকে শুরু করেছে ওরা। সময়ের সুবিধাটা পাচ্ছে আর কী!

সেলমাকে কল করা দরকার। হয়তো সে কিছু জানাতে পারবে আমাদের।

তুমি কল করবে না আমি করবো?

কোনো উত্তর দিলো না রেমি। রেমির থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে স্যাম তার দিকে তাকাতেই দেখলো যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত রেমির দিকেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। সন্ধ্যার পরের ঘটনাটা নিয়ে মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে তার মধ্যে। সে জানে ফিস্কের তাকে জীবিত ফেরত পাঠানোর কোনো ইচ্ছা ছিলো না। কেউ বাঁচাতে না আসলে হয়তো লড়াইয়ের আগ্রাণ চেষ্টা করেও একটা সময় হাল ছেড়ে দিতে হতে তাকে। তারপরও এটা ভেবে নিশ্চিত ছিলো যে তার রেমিতো বাইরে নিরাপদেই আছে। তবে ইভান রেমিকে টেনে নিয়ে আসার পরই সবকিছু বদলে গেছে।

তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেনি তার সুন্দরী বধূ। শুধু তাইই না, বুদ্ধি করে সুযোগমতো অস্ত্রও সরবরাহ করেছে। তাকে।

এভাবেই পাশে শুয়ে রেমির ঘুমন্ত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনছে স্যাম, আর ভাবছে রেমির চতুর, ছলনাময়ী অভিনয়ের ব্যাপারগুলো।

ভালো দেখিয়েছে, রেমি, ভাবতে ভাবতে আনমনেই ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো স্যাম।
এভাবেই ভাবতে ভাবতে একসময় নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো স্যাম।

আর এই ঘুম ভাঙলো ফোন বাজার শব্দ শুনে। চোখ খুলে প্রথমে সূর্যালোক দেখে কিছু
চমকে গেলো ও। ঠিকমতো বুঝতে পারছে না যে তারা এখন আসলে কোথায়। যখন
বুঝতে পারলো যে তারা হোটেলে আছে, তখনই রেমিকে ঘুমজড়িত কণ্ঠে ফোনে বলতে
শুনলো, হ্যালো...? দাঁড়ান একটু... কী বললেন?

কে? স্যাম জিজ্ঞেস করলো।

মিস ওয়ালশ, ফোন কানে নিয়ে শোয়া থেকে উঠে বসে বলল রেমি। তারপর ফোনে
কথা বলা শেষে স্যামের দিকে ফিরে বলল, মহিলা বলছেন সাংকেতিক চিহ্নওয়ালা ঐ
বস্তুটা কোথায় আছে তা তিনি জানেন।

.

৩৫.

কিভাবে আমাদের চোখ এড়িয়ে গেলো ওটা? জিজ্ঞেস করলো রেমি।

এটাই স্বাভাবিক, গ্যাস প্যাড়ালে চাপ বাড়িয়ে দিয়ে বলল স্যাম। লম্বা রাস্তাটা আজ বেশ
খালি, তাই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে পারছে ওরা। যদিও জানে যে কেউ তাদেরকে
অনুসরণ করবে না, তারপরও রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখছে স্যাম। আর এভেরির

লোকেরা কেনই বা অনুসরণ করবে তাদেরকে? ফিস্ক তো যেটার জন্য এসেছিলো সেটা পেয়েই গেছে। চোখের সামনেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো ওটা, আর আমরাও সঠিক জায়গাটায় দেখিনি।

অথবা, ভালোভাবে বললে, তারা আগে জানতো না যে তাদেরকে কী খুঁজতে হবে, তাই দেখার পরও বুঝতে পারেনি। তবে এখন তারা জানে। স্যাম আশা করছে ভুল সূত্র ধরে মিউজিয়ামে খুঁজতে গিয়ে তারা হয়তো বড়ো কোনো ভুল করে বসেনি।

অল্প সময়ের ভিতরেই গ্রেস হারবার্ট-মিলারের খামারে গিয়ে পৌঁছে গেলো ওরা। আগেরবারের মতো এবারও তাদের গাড়ির শব্দ পেয়েই চেষ্টা করে উঠলো হাঁস-মুরগিগুলো। খামারের সামনে চড়ে বেড়ানো ছাগলগুলোও শব্দ করতে করতে চলে গেছে ভিতরের দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভওয়ে ধরে প্রবেশমুখের দিকে পা বাড়ালো স্যাম ও রেমি। প্রতি পদক্ষেপেই তাদের পায়ের নিচ থেকে মড়মড়ে শব্দ ভেসে আসছে। নিশ্চিতভাবেই, এই খামারে কেউ নিঃশব্দে বা কারো চোখে ধরা না পড়ে ঢুকতে পারবে না। এসব ভাবতে ভাবতেই গিয়ে দরজায় টোকা দিলো স্যাম।

কিন্তু কোনো জবাব এলো না ভিতর থেকে।

একটু পিছিয়ে গিয়ে ওপরের চিমনির দিকে তাকালো স্যাম। চিমনি দিয়ে কোনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। লক্ষণ সুবিধার লাগছে না। আমাদের হয়তো একটু চেক করে দেখা দরকার।

রেমি কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকালো। স্যাম জানে রেমিও এখন একই কথা ভাবছে। হারবার্ট-মিলারদের কিছু একটা হয়েছে।

সামনে থেকে পাশের ইট বিছানো রাস্তার দিকে পা বাড়ালো ওরা। শেওলা জমে থাকায় কিছু কিছু জায়গায় পিচ্ছিল হয়ে আছে রাস্তাটা। আরেকটু এগিয়ে যেতেই রম্বসাকৃতির জানালাটা চোখে পড়লো স্যামের। তবে জানালায় সাদা পর্দা লাগানো থাকায় ভিতরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বাড়ির পিছনের অংশটায় বেশ ভালো একটা শাক-সজির বাগান গড়ে তুলেছে হারবার্ট মিলাররা। এই দিকেও বেশ কিছু মুরগি আছে, গাজর ও সেলারি শাকের বাগানের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওগুলো।

আরো কিছুটা এগুতেই পিছনের ঘন সবুজ রঙের দরজাটা খুঁজে পেলো ওরা। দরজাটার কাছে পৌঁছুতেই দরজার তালার কাছে কিছু ক্ষতচিহ্ন খুঁজে পেলো স্যাম। তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলো কেউ। এটা দেখার আশা করিনি আমি।

আমিও না, রেমি বলল।

কিছু না বলে দরজার নবটা ঘুরালো স্যাম। ভিতরে ঢুকতে যাবে ঠিক তখনই বাড়ির সামনে থেকে হাঁস, মুরগী ও ছাগলের উচ্চস্বরে চোঁচানোর শব্দ শুনতে পেলো ওরা। সাথে সাথে ড্রাইভওয়েতে গাড়ির চাকার ঘর্ষণের কর্কষ শব্দও।

নিশ্চিতভাবেই, খুবই শক্তিশালী অ্যালার্ম ওটা, রেমি বলল। আমাদেরও ওরকম কিছুর ব্যবস্থা করা উচিত।

আমার মনে হয় না যেলতান তাজা মুরগি দিয়ে লাঞ্চ করার লোভ সামলাতে পারবে।

ওহ, ঠিক। ভুলে গিয়েছিলাম ওটা।

পিছন থেকে নেমে আবার বাড়ির সামনের দিকে পা বাড়ালো ওরা। স্যাম আগে আগে যাচ্ছে। কারা এসেছে ওটা নিশ্চিত না হয়ে কাউকে দেখা দিতে চাচ্ছে না ও। রেমিকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে বাড়ির কোনায় গিয়ে সামনের দিকে উঁকি দিলো স্যাম। তাকাতেই একটা নীল রঙের ফিয়েট গাড়ির সামনের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে গ্রেস হারবার্ট-মিলারকে নামতে দেখলো ও। মহিলার লাল-কালো ফুলেল জামা, ওলের কালো কোট এবং হোটো কালো টুপি দেখে স্যাম বুঝতে পারলো যে মহিলা মাত্রই চার্চ থেকে ফিরে এসেছে।

তবে মহিলার স্বামীকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভয় নেই দেখে রেমিকে এগিয়ে আসার ইশারা করলো স্যাম। তারপর মিসেস হারবার্ট মিলারকে স্বাগত জানানোর জন্য দুইজন একসাথে পা বাড়ালো বাড়ির সামনের দিকে।

গাড়ির ড্রাইভারকে বিদায় জানিয়ে প্রবেশমুখের দিকে তাকাতেই ফার্গো দম্পতিকে দেখতে পেলো মহিলা। তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, মি. অ্যান্ড মিসেস ফার্গো, আমি জানতাম না যে আপনারা আজ এদিকে আসবেন...

কিছু না জানিয়ে আসার জন্য দুঃখিত, মিসেস হারবার্ট-মিলার, বলল স্যাম। আপনার এবং আপনার স্বামীর সাথে আসলে কিছু কথা ছিলো আমাদের। উনি কি বাসায় আছেন?

না। আজ সকালেই সে তার ভাইকে দেখতে চলে গেছে। তার ভাইয়ের শরীর খুব একটা ভালো যাচ্ছে না কয়েকদিন ধরে। তবে, চলুন, ভিতরে গিয়ে কথা বলি।

বলে সামনের দরজার দিকে পা বাড়ালো মহিলা। সাথে সাথেই স্যাম এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে থামিয়ে বলল, আসলে, আমার মনে হয় কেউ একজন তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে।

কথাটা শুনে কিছুটা চমকে গেলেন মিসেস হারবার্ট-মিলার। তারপর হেসে উঠে আবারো পা বাড়ালেন সামনের দিকে। পার্স থেকে চাবিটা বের করতে করতে বললেন, আমার তা মনে হয় না। লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে থাকি আমরা। এখানে কে কার সময় নষ্ট করতে আসবে? এমন না যে আমাদের এখানে খুব মূল্যবান কিছু আছে।

তারপরও, কেউ একজন আপনাদের পিছনের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে।

বলে মহিলাকে সাথে নিয়ে আবারো পিছনের দরজার দিকে পা বাড়ালো ওরা। দরজার কাছে পৌঁছেই দরজার তালা পাশে থাকা ক্ষতচিহ্নগুলো দেখালো স্যাম।

ওহ, খোদা, চমকে উঠে বললেন মিসেস হারবার্ট-মিলার।

এগিয়ে গিয়ে স্যাম দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে বলল, বেরুনোর আগে তো নিশ্চয় দরজা লক করে গিয়েছিলেন?

মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিলেন মহিলা, তবে কিছু বললেন না।

আমি নিশ্চিত তারা এতক্ষণে চলে গেছে, বলল স্যাম। তবে, আমার ঝুঁকি নেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই।

কিন্তু এখানে পুলিশ আসতে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। জায়গাটা তো শহর থেকে অনেক বেশি ভিতরে।

আপনি রেমির ফোন থেকে পুলিশকে জানান। ততক্ষণে আমি একটু চেক করে দেখছি।

বলে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুললো স্যাম। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। ভিতরে ঢুকতে যাবে ঠিক তখনই পিছনে থাকা রেমিকে বলতে শুনলো, দুঃশ্চিন্তা করবেন না। এসবে স্যামের ভালো দক্ষতা আছে।

কেউ কেন তালা ভেঙে ঢুকতে যাবে এখানে? বললেন মিসেস গ্রেস হারবার্ট-মিলার।

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে পিছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে পা রাখলো স্যাম। মাটির বারান্দা দিয়ে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আন্তেধীরে। সে নিশ্চিত যে অনধিকার প্রবেশকারীরা একটা জিনিসের জন্যই এসেছিলো, এবং এই বাড়িতে শুধু ঐ একটা জিনিসই নেই। তারপরও বাড়ির পুরোটাই চেক করে দেখলো স্যাম। চেক করা শেষে বাইরে অন্য দুইজনের সাথে একত্রিত হয়ে জানালো, তারা চলে গেছে।

রেমি বলল, পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে ওরা।

আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে গ্রেসের । কোনো কিছু কি মিসিং আছে?

হ্যাঁ, খুব সম্ভবত, অন্য দুজনের সাথে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে সামনের দরজার পাশে থাকা দেয়ালের দিকে নির্দেশ করে বলল স্যাম ।

স্যামের নির্দেশ করা জায়গাটায় তাকাতেই পারিবারিক ক্রেস্টের নিচে এবং দুই পেইন্টিংর মাঝখানে থাকা শূন্যস্থানটা চোখে পড়লো গ্রেসের । ঢাল? দুনিয়ায় এতো কিছু থাকতে এই ঢাল চুরি করবে কেন কেউ?

আমাদের ধারণা, স্যাম বলল, ঢালের উত্তল কেন্দ্রে থাকা চিহ্নটা আসলে একটা পুরোনো সংকেত । একটা মানচিত্রের অর্থ বের করার সূত্র ওটা ।

ঢালের উত্তল অংশ? ওটা কী জিনিস আবার?

এটা ঢালের কেন্দ্রে থাকা তামার গোলাকার একটা অংশ । এটাকে শিল্ড বসও বলা হয় । ঢালের হাতলের সাথে লাগানো থাকে এটা ।

আরো কিছুক্ষণ দেয়ালের শূন্যস্থানটার দিকে তাকিয়ে থেকে গ্রেস হারবার্ট মিলার বললেন, আপনি নিশ্চিত ওটায় সংকেত লুকিয়ে আছে? ওটা তো শুধু একটা কেল্টিক নকশা মাত্র!

ঐ কেল্টিক নকশাটা আসলে সংকেত না । সংকেতটা রয়েছে নকশার বৃত্তের সীমানায় ।

ওটা... বলেই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলেন মহিলা। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমার বসা দরকার একটু।

চলুন, ভিতরে নিয়ে যাই আপনাকে, বলে মহিলার হাতে ধরে তাকে বৈঠকখানার দিকে পা বাড়ালো রেমি। মহিলাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, ড্রিংকের জন্য কিছু দিব আপনাকে?

না, না, আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ।

স্যামও একটা চেয়ারে বসে বলল, আপনি বলেছিলেন, আমাদের আগেও দুইজন লোক আর্টিফ্যাক্টগুলোর ব্যাপারে জানতে এসেছিলো আপনার কাছে।

শুনে শুধু মাথা ঝাঁকালেন গ্রেস হারবার্ট-মিলার।

তাদের কি বর্ণনা দিতে পারবেন একটু?

মনে হ... আপনার কি ধারণা তারাই...?

যদি আপনার বর্ণনার সাথে আমাদের পিছনে লাগা লোকগুলোর মিল থাকে, তাহলে হ্যাঁ তারাই এসেছিল।

কিন্তু কেন?

সাংকেতিক চিহ্ন ও মানচিত্রের ব্যাপারে তো আগেই বলেছি। আমরা নিশ্চিত না, তবে ধারণা করছি যে কোনো গুপ্তধনের মানচিত্র ওটা।

শুনে ঞ্চ কুঁচকে গেলো গ্রেসের। ঐ পুরোনো কিংবদন্তিটা তাহলে সত্য?

আপনি আগেও শুনেছেন এটা?

হা। তবে ওটা তো শুধু বাচ্চাদের ঘুমপাড়ানি একটা গল্প মাত্র। কেউই এটাকে সত্য মনে করে না।

কিংবদন্তিটা, পুলিশ আসার আগে মহিলার কাছ থেকে যতোটা সম্ভব তথ্য বের করতে চাচ্ছে স্যাম। আমাদেরকে কি গল্পটা বলতে পারবেন?

অনেকদিন আগে শুনেছিলাম... চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে দেয়ালের শূন্যস্থানটার দিকে তাকালেন গ্রেস। তখন বোধহয় আমার বয়স ছিলো দশ বা এগারোর মতো। আমার কাজিন ভাইয়েরা আমাকে এই বলে ক্ষেপাতো যে, মেয়ে বলে আমি কখনো ওটার অংশ হতে পারবো না।

কিসের অংশ?

প্রটেক্টরশিপের। আমার এক কাজিনের কথাটা মনে আছে, আমাকে প্রায়ই বলতো, তুই কিছুই জানিস না? মেয়েরা রক্ষক হতে পারবে না। রক্ষক হওয়ার জন্য তোকে ছেলে হওয়া লাগবে।

কিসের রক্ষক?

অবশ্যই, কিং জনের সম্পদের।

মিসেস হারবার্টের বখাটা

৩৬.

মিসেস হারবার্টের কথাটা রেমি ঠিক বুঝেও বুঝতে পারছে না যেন। কিং জুন? মানে কিং রিচার্ডের ভাই কিং জন?

হ্যাঁ, গ্রেস হারবার্ট বললেন।

আমার জানামতে তো সেই সম্পদের পরিমাণ প্রচুর, রেমি বলছে। প্রায়। সত্তর মিলিয়ন পাউন্ডের মতো।

কিন্তু গল্পগুলো তো সত্য না, তাই না? এই গল্প কেউ বিশ্বাসই বা করবে কেন?

বলা কঠিন, স্যাম বলল। আপনি কি গল্পটা একটু বলতে পারবেন? আপনার যতটুকু মনে আছে ততটুকুই বলেন।

হুমম..., বলে স্যামের দিকে তাকালেন মহিলা। এগুলো আসলে অনেকটা ফেয়ারিটেলসের মতো। ইংল্যান্ডকে বাঁচানোর জন্য উইলিয়াম দ্য মার্শালকে রাজ্যের সম্পদ লুকিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিং জন। কথিত আছে এই সম্পদটা নাকি এক জলার ধারে হারিয়ে গিয়েছিলো। আর সত্যটা হলো তরুণ রাজকুমারকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লুকিয়ে ফেলা হয়েছিলো এই সম্পদগুলো, বা এরকমই কোনো এক কারণ ছিলো।

আমি আসলে কখনোই গল্পগুলোর প্রতি অতোটা মনোযোগ দেইনি। শৈশবে আমার কাজিনদেরকে এটুকুই বলতে শুনেছিলাম।

আপনার কাজিনদের এখন কী অবস্থা? রেমি জানতে চাইলো।

কাজিনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জন দশবছর আগে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আর ছোটোজন মারা গেছে গতবছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।

এছাড়া আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই? স্যাম জিজ্ঞেস করলো। অন্য আর এমন কেউ কি আছে যে এই গল্পটা শুনেছে?

না। আমার ভাইদের কারোরই নিজের সন্তান ছিলো না। আর আত্মীয় বলতে আমি শুধু নটিংহ্যামের ঐ কাজিনের কথাই জানি... বাক্যটা শেষ করার আগেই থেমে গেলেন মহিলা। ঙ্গ কুঁচকে কিছু একটা ভাবছেন। তারপর বলে উঠলেন, সত্যি বলতে, আরেকজন আছে। মেজ ক্রাওলি, আমার কাজিনের প্রাক্তন-স্ত্রী। তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ডিভোর্সের পর থেকে আসলে অনেক বছর ধরেই তার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই আমার। নরফোকের দিকে থাকে খুব সম্ভবত। আপনাদের দরকার লাগলে তার ঠিকানাটা খুঁজে দেখতে পারি।

ঠিকানাটা দিলে খুবই উপকার হবে আমাদের, স্যাম বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যের মেজ ক্রাওলির ঠিকানাটা খুঁজে পেলেন মিসেস গ্রেস হারবার্ট-মিলার। কিংস লিনে থাকেন মহিলা। ঠিকানা নিতেই নিতেই পুলিশ অফিসারও এসে হাজির হলো

খামারে। স্যাম অফিসারকে তার স্টেটমেন্ট দিলো, সাথে সাথে কেস নিয়ে তদন্ত করা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দার কথাও জানালো অফিসারকে।

সব শুনে অফিসার তার নোটবুক থেকে চোখ তুলে তাকালো স্যামের দিকে। আপনি নিশ্চিত আপনাদের ঘটনাটার সাথে চুরির কোনো সম্পৃক্ততা আছে? আপনি তো বললেনই যে, মিউজিয়ামেই ফিঙ্ক তার জিনিসটা পেয়ে গেছে। পেয়ে যাওয়ার পরও এখানে আসবে কেন?

আমরা যেন জিনিসটা খুঁজে না পাই সেটা নিশ্চিত করা জন্য।

শুনে দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে দেয়ালের শূন্যস্থানটার দিকে তাকালো অফিসার। তারপর গ্রেস হারবার্টকে জিজ্ঞেস করলো, মূল্যমান কেমন ঐ ঢালটার?

জবাবটা দিলো রেমি। পুরোনো আর্টিফ্যাক্ট। অন্য কারো কাছে এটার মূল্য না থাকলেও, মিউজিয়ামের কাছে এটা অমূল্য সম্পদ।

ইতিহাস। জানি না ইদানিং সবাই এই ইতিহাস নিয়ে এতো মেতে আছে। কেন, বলতে বলতে সবগুলো তথ্য নোটবুকে লিখে নিলো অফিসার। লেখা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু জানতে পারলে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবো আমি।

ধন্যবাদ, বলে অফিসারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসলেন গ্রেস হারবার্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন বৈঠকখানায়।

মহিলায় ফিরে আসতেই রেমি বলল, আশা করছি আমাদের ক্ষমা করবেন আপনি। শুরু থেকেই আপনার সাথে পুরোপুরি সৎ থাকতে পারিনি আমরা। অবশ্য সত্যি বলতে, আমরা নিজেরাও শুরু থেকে অতোটা জানতাম না।

আমি যদি জানতাম এমন কিছু হতে পারে, তাহলে অন্য জিনিসগুলোর সাথে ঢালটাও মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিতাম, বলে মচকি হাসলেন মিসেস গ্রেস হারবার্ট-মিলার। আমার মনে হয় আপনাদেরও আর কিছু জানার নেই এখানে? যে ধকল গেলো, এখন আমার সাধারণ জীবনযাপনে ফিরে যেতে পারলেই খুশি হতাম।

কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো স্যাম ও রেমি। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো ওরা।

মিসেস গ্রেস হারবার্টও এগিয়ে আসছেন তাদের সাথে সাথে। যদি আপনারা কিছু খুঁজে পান, তাহলে অবশ্যই মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দি য়েন ওগুলো। আমাকে কিছু দিতে হবে না। আমার যা আছে তা দিয়ে খুব সুখে শান্তিতেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো।

মিসেস হারবার্ট-মিলারকে আরো একবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়ালো ওরা। গাড়িতে উঠেই মেজ ক্রাওলির ঠিকানাটা রেমির দিকে বাড়িয়ে দিলো স্যাম। কিংস লিন। প্রায় সাড়ে তিন-চার ঘন্টার যাত্রা। অনেক সময়।

হোক, আমার সমস্যা নেই তাতে। তোমার ব্যাপারে জানি না, তবে আমার আজ সারাদিনে অন্য কোনো কাজ নেই।

আমারও নেই, বলে ঘড়িতে সময় দেখে গাড়ি চালু করলো স্যাম। সেলমা হয়তো এতোক্ষণে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তাকে কল দাও। আশা করছি আমাদের তোলা ঐ ছবিগুলো ও কাজে লাগাতে পারবে।

শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে জিপিএস ডিরেকশনটা সেট করে নিলো রেমি। তারপর স্পিকার অন করে সেলমাকে কল করে বলল, বেশ কিছু কাজ করতে হবে তোমাকে। প্রথমত, আমরা কিংস লিনের দিকে যাচ্ছি। তো, থাকার জন্য জায়গা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ওকে, লেগে যাচ্ছি কাজে। স্যাভ্যর সুইট কি ছেড়ে দিবো তাহলে?

না, ওটা ওভাবেই থাকুক। কিংস লিনে তো আর বেশিদিন থাকবো না, বলে এরপর থ্রেসের থাকা জানা পারিবারিক ইতিহাস এবং কিং জনের সম্পদের ব্যাপারে পাওয়া সবগুলো তথ্যই সেলমাকে জানিয়ে দিলো রেমি।

যত যাই হোক, স্যাম বলল, এখন ঐ চামড়ার ঢালের ওপরই বেশি আগ্রহ আমার। বিশেষ করে ঢালের কেন্দ্রে থাকা ঐ বৃত্তটার ওপর। আমাদের পাঠানো ঢালের ঐ ছবিগুলো দিয়ে কি কোনো কাজ করা যাবে?

দাঁড়ান, একটু দেখে নিই।

সেলমার সাথে সাথে রেমিও তাদের তোলা ছবিগুলো আরেকবার দেখে নিচ্ছে। তাদের তোলা ছবিগুলোর কিছু হয় ফ্ল্যাশের কারণে ঝলসে গেছে, নয়তো আলোর অভাবে বেশি কালো হয়ে আছে। প্রথমদিনের মতো এবারও তার নজর পড়লো ঢালের কেন্দ্রে থাকা

কেল্টিক নকশাটার ওপর। বৃত্তের সীমানায় থাকা ছোটো রুনের মতো চিহ্নগুলোকে প্রথম দেখায় কেল্টিক নকশার বর্ধিত অংশ বলেই মনে হয়েছিলো। হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই নকশাটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সাইফার কোডটা কারো নজরে না পড়ে। চোখের সামনেই লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা। হাজার হোক, একটা পুরোনো চামড়ার ঢালে চোখ বুলাতে যাবে কে?

ছবিগুলো দেখলাম, সেলমা বলল।

পরীক্ষা করে দেখো ওগুলো, স্যাম বলল। খুব সম্ভবত ওটাই আমাদের সাইফার হইল।

কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিলো না সেলমা। তারপর বলল, এটা নিশ্চিতভাবেই অনেক কিছু বদলে দিচ্ছে।

কপাল খারাপ যে এটা এখন হারিয়ে গেছে, স্যাম জানালো। এজন্যেই তোমাকে কল করেছি। তুমি কি ছবিটা জুম করে বৃত্তের সীমানায় থাকা চিহ্নগুলো পড়তে পারবে?

আচ্ছা, পিট আর ওয়েন্ডির যোগাযোগ করছি। ছবি জুম করায় তাদের দক্ষতা ভালো।

ওকে, তাই করো। দ্রুত ফলাফল জানিয়ো আমাদেরকে, বলল স্যাম।

কিংস লিনের সাউথ গেটে গিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় বিকেল চারটার মতো লেগে গেলো তাদের। কিংস লিন একসময় ব্রিটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দরের একটা

ছিলো। শতবর্ষী পুরোনো দালান এবং খোয়া বিছানো রাস্তাটা যেন সেই সময়েরই ছাপ প্রকাশ করছে।

শহরের অন্যান্য আরো কয়েকটি দালানের মতো মেজ ক্রাওলির বাড়িটাও তৈরি করা হয়েছিলো সেই পুরোনো সময়কালেই। বাড়ির সামনের ইটের গেটে নেমপ্লেট অনুযায়ী ১১০০ সালের দিকে নির্মাণ করা হয়েছিলো এই বাড়িটা। মুগ্ধ হয়ে বাড়িটার দিকে তাকালো রেমি। বাড়ির ছাদের চিমনির ছিদ্র দিয়ে ধোয়ার পাক বেরুতে দেখে আশা করলো যে মহিলা হয়তো এখন বাড়ির ভিতরেই আছেন।

গাড়ি থেকে নেমে খোয়াবিছানো চত্বরটা পেরিয়ে দরজায় টোকা দিলো স্যাম। টোকা দেওয়ার কিছুক্ষণ পর বাদামি-চুলো এক স্থূলকায় মহিলা দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। মহিলার বয়স প্রায় থ্রেসের বয়সের কাছাকাছিই হবে। চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মহিলা।

স্যাম আলতো হেসে মহিলাকে বলল, আমরা মেজ ক্রাওলির কাছে এসেছিলাম।

আমিই মেজ ক্রাওলি।

থ্রেস হারবার্ট-মিলার আপনার ঠিকানাটা দিয়েছেন আমাদের। তিনি বলেছেন আপনি হয়তো একটা পুরোনো পারিবারিক কিংবদন্তির ব্যাপারে কিছু জানেন। কিং জনের সম্পদ রক্ষার কিংবদন্তিটা নিয়ে।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। মহিলাকে একদম চুপ করে যেতে দেখে রেমি ভাবছে মহিলা হয়তো এখনই তাদেরকে ধাপ্পাবাজ ভেবে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু তার বদলে হাত নেড়ে তাদেরকে ভিতরে ঢোকান ইশারা করে বললেন, জানতাম যে কেউ না কেউ একদিন অবশ্যই এটা নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে আসবে।

৩৭.

আমি কি জানতে পারি আপনারা কেন তাদের ব্যাপারে খোঁজ করছেন? মানে গ্রেস আর...? বলে মুচকি হাসলেন মহিলা। আশা করছেন যে স্যাম ও রেমিরা শূন্যস্থানটা ভরাট করে নিতে পারবে।

জবাবটা দিলো স্যাম, মিসেস হারবার্ট বলেছেন আপনি পারিবারিক কিংবদন্তি টার সম্পর্কে জানেন! মানে কিং জনের গুপ্তধনের কিংবদন্তিটার সম্পর্কে।

হা, জানি। তবে বড় প্রশ্ন হলো আপনারা কেন খোঁজ করছেন ওটার?

কেউ একজন মিসেস হারবার্টের বাড়ি থেকে সদ্যই উত্তরাধিকারে পাওয়া একটা আর্টিফ্যাক্ট চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের ধারণা ওটার সাথে কিংবদন্তিটার সম্পৃক্ততা আছে।

মানে গুপ্তধনের সাথে সম্পৃক্ততা আছে?

হ্যাঁ, বলল স্যাম।

কিছু না বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস ক্রাওলি। তারপর বললেন, আপনারা যদি আপনাদের আগ্রহের কারণটা ভেঙে বলতেন, তাহলে হয়তো আমি সাহায্য করতে পারতাম।

আমরা গুপ্তধন শিকারি, স্যাম বলল।

গুপ্তধন শিকারি? অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন মিস ক্রাওলি।

নিজেদের লাভের জন্য করি না কাজটা, রেমি বলল। আমরা প্রাপ্ত সম্পদগুলো হয় কোন দাঁতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে দিই, অথবা সঠিক মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিই। ইন্টারনেটে ঢুকলেই আমাদের সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে পারবেন।

ওসব তথ্য যে সত্য তাই বা আমি বুঝবো কী করে? এখনকার যুগে ওয়েব পেজ বানানো খুব কঠিন কিছু না, মিসেস ফার্গো।

বুঝবেন, কারণ- বলতে গিয়েও থেমে গেলো রেমি। আসলেই বলার মতো কিছু নেই তার। দুঃখিত, আমাদের মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস ক্রাওলি। তারপর বললেন, আমি নিজেকে মানুষ চেনায় দক্ষ বলে ভাবতে পছন্দ করি। আশা করছি আপনারা আমাকে ভুল প্রমাণ করবেন না। কী কী জানতে চান আপনারা?

জবাবে স্যাম বলল, হারবার্ট পরিবারের সাথে গুপ্তধন সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানার প্রতিই আমাদের আগ্রহ বেশি।

তথ্যগুলো একসাথে জড়ো করে রেখেছিলাম আমি। একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে আসছি, বলে সিঁড়ি ধরে ওপরতলায় চলে গেলেন মিস ক্রাওলি। কয়েকমিনিট পর একটা ম্যানিলা খাম নিয়ে ফিরে এলেন আবার।

পাঠ্যক্রম? মহিলার হাত থেকে খামটা নিয়ে খুলে ভিতরের কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল স্যাম।

হ্যাঁ, এই বিষয়ের ওপর একটা বই লিখার পরিকল্পনা করেছি আমি। ওটারই একটা খসড়া এটা। আমি একজন লাইব্রেরিয়ান। আমি যে লাইব্রেরিতে কাজ করি সেখানে প্রতিমাসেই ইতিহাসে আগ্রহীদের একটা গ্রুপ মিটিং হয়। কয়েকবছর আগে গ্রুপের এক মিটিংএ আমি কিং জনের ব্যাপারটার ওপর একটা গবেষণাপত্র উত্থাপন করেছিলাম। ভেবেছিলাম গবেষণাটা হয়তো সবাই উষ্ণভাবে নিবে। তবে, নাইজেল রিজওয়েল নামের গ্রুপ মেম্বারদের একজন এতে অহোটা মুগ্ধ হতে পারেনি। নাইজেল রিজওয়েল এক স্থানীয় কলেজের সাবেক ভাষাবিদ ও ইতিহাস অধ্যাপক। তার মতে আমার গবেষণাটা

নাকি ইতিহাস পরিবর্তন বা সংশোধনের অপচেষ্টা। ভদ্রলোক বেশ অভিমানও করেছিলো এতে।

দুঃখজনক, রেমি বলল। আপনি ভালো করে ভাবলেই দেখবেন যে কিং জনের গুপ্তধনের কিংবদন্তির চেয়ে বড়ো ইতিহাসের পরিবর্তন তো আর কোনোটাই হতে পারে না।

একদম ঠিক বলেছেন। আমারও একই মত, বললেন মিস ক্রাওলি। অবশ্য আমি বেশি চমকেছি আরো পরে, যখন নাইজেলকে আমার গবেষণা ও কাজের ওপর ভিত্তি করে নিজের নামে বই প্রকাশ করতে দেখে। শুধু তাই নয়, তার এক ক্লাসের কোর্সের জন্য আমার পাঠ্যক্রমও চুরি করে নিয়েছিলো। তবে এতে বেশি সুবিধা করতে পারেনি। সত্যটা জানাজানি হয়ে যেতেই কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয় তাকে। তার জন্য বেশ খারাপ লাগে আমার, তবে তাকে তো আর আমার কাজ চুরি করতে দিতে পারি না আমি।

খুবই স্বাভাবিক এটা, বলল স্যাম।

শিক্ষকতার চাকরি হারানোর পর এখন ট্যুর গাইডের কাজ বেছে নিয়েছে ও। আমাদের গ্রুপের আরেক সদস্যের থেকে জানতে পেরেছি, ভ্রমণকারীদের কাছে সে এখনো আমার তথ্যগুলোকে গুপ্তধনের কিংবদন্তির অনেকগুলো গল্পের একটি হিসেবে বর্ণনা করে।

সাধারণ জনগণ সত্যিই কিংবদন্তির গল্প পছন্দ করে, বলল রেমি।

হ্যাঁ, আসলেই। একবার ভেবেছিলাম আমি তাকে থামতে বলবো, পরে ভাবলাম একটা মানুষকে তার বিপদের সময় আর কতোটাই বা বিপদে ফেলা যায়?

কাগজগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে স্যাম বলল, আপনি কি পুরোটা একটু সংক্ষেপে বলতে পারবেন?

সহজে বললে, হারবার্টরা পেমকের প্রথম আর্ল উইলিয়াম দ্য মার্শালের বংশধর। রাজকুমারকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কিং জুন তার রাজসম্পদ লুকানোর দায়িত্ব দিয়েছিলো উইলিয়ামকে। জলের ধারে সম্পদের হারিয়ে যাওয়ার গল্পটা আসলে রটানো হয়েছিলো আসল ঘটনাটা লুকানোর জন্য।

রেমির হাতে কাগজগুলো তুলে দিয়ে স্যাম জিজ্ঞেস করলো, আর আপনার ধারণা আপনি জানেন আসলে কী ঘটেছিলো?

কাগজেই পুরোটা বর্ণনা করা আছে। উইলিয়াম পেমব্রুক সম্পদগুলো কোনো গুপ্তজায়গায় লুকিয়ে ফেলেছিলো। আর এই গুপ্ত তথ্যটা রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিলো তার বাছাইকৃত বংশধরদের ওপর। পেমব্রুকের ছেলেরা মারা যাওয়া পর গুপ্ত তথ্যটা রক্ষার দায়িত্ব পড়ে তার মেয়ে মাওদ ডি ব্রুজের ওপর, সেখান থেকে এটা রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় ব্রুজের ছেলে এডমুন্ড মর্টিমারের ওপর। এডমুন্ড মর্টিমার এই তথ্যের কপি তৈরি করে একটা দেয় তার বৈধ সন্তান রজার ডি মর্টিমারকে এবং আরেকটা দেয় তার অবৈধ ছেলে স্যার এডমুন্ড হারবার্টের কাছে। যেটা সত্যি বলতে বেশ বুদ্ধিমানের একটা কাজ ছিলো বলেই ধরা হয়। মর্টিমারের বৈধ ছেলে রানি ইসাবেলার সাথে প্রেমের সম্পর্কে

জড়িয়ে পড়ে এবং ফলাফলস্বরূপ একসময় প্রাণ হারায়, বলতে বলতে মৃদু হেসে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন মিস ক্রাওলি। খুব সম্ভবত মর্টিমার তার ছেলের ব্যাপারে জানতে এবং বুঝতে পেরেছিলো যে তার অবৈধ ছেলেই বেশি সৎ। তবে এটা শুধু গুপ্ততথ্যটা কার হাত থেকে কার কার গেছে তারই ইতিহাস মাত্র; সম্পদগুলো কোথায় লুকানো আছে তা কিন্তু জানা যায়নি কোথাও থেকে।

মহিলার কথা শেষ হতেই রেমি খামটা দেখিয়ে বলল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কি আমরা এটা ধার নিতে পারি? কপি করেই আবার আপনাকে ফিরত দিয়ে দিবো।

ওটার দরকার নেই। আমি যতোই এই গল্প নিয়ে মেতে থাকি না কেন, এটা আমার বলার গল্প না। গল্পটা বলার দায়িত্ব আমার প্রাক্তন স্বামী হেনরি ম্যাকগ্রেগর এবং তার কাজিন গ্রেসের। যদিও তাদের কারোরই এটার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। বছরের পর বছর ধরেই আমার কাছে পড়ে আছে এটা। এখন এটা আপনাদের। নিশ্চিতভাবেই গ্রেস আপনাদেরকে বিশ্বাস করে, নাহলে সে কখনোই আপনাদেরকে আমার কাছে পাঠাতো না। কী খুঁজে পেলেন আমাকে শুধু সেটা জানালেই চলবে।

অবশ্যই জানাবো। সাহায্যের জন্য আরো একবার ধন্যবাদ আপনাকে।

বলে মিস ক্রাওলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। গাড়িতে উঠেই খাম থেকে আবারো কাগজগুলো বের করে আনলো রেমি। অনেক অনেক তথ্য রয়েছে এখানে।

তবে কাজে লাগার মতো তেমন তথ্য কিন্তু পাওয়া যায়নি, বলল স্যাম।

এখানে সাইফার হুইলের একটা অরিজিনাল কপি থাকলে বেশি ভালো হতো, কাগজের পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে বলল রেমি? সেলমাকে এটা দেখানো উচিত আমাদের। কয়েকজন মিলে দেখলে হয়তো কিছু না কিছু জানা যাবে এখান থেকে।

হোটেলে পৌঁছেই কাগজগুলো স্ক্যান করে সেলমাকে ইমেইল করে দিলো রেমি! হোটেল রুমটাও সেলমাই বুক করে দিয়েছে তাদের জন্য। অবশ্য ইমেইল পাঠিয়ে তারা নিজেরাও অবসরে বসে নেই। তারাও কাগজের গাদাগুলোর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে একবার একবার করে।

কাগজগুলো পড়তে পড়তে রেমি বলল, এডমন্ড মর্টিমার যদি গুপ্ত তথ্যটা তার দুই ছেলের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু সাইফার হুইলগুলোর একটার হারিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা পাওয়া যায়।

কথাটা শুনেই স্যাম তার ভাগে থাকা কাগজগুলোর ওপর থেকে চোখ তুলে তাকালো রেমির দিকে। মিউজিয়ামে মর্টিমারের অবৈধ ছেলের ডিসপ্লেতে থাকা লেখাটার কথা কি মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ, মনে আছে।

আর রাজার একসময়ের প্রেমিক যে পরবর্তীতে জলদস্যুতার পথ বেছে নিয়েছিলো তার কথা?

হ্যাঁ, হিউ ডেসপেন্সর। এবং তার অবৈধ ছেলে ব্রিজম্যানের কথাও মনে আছে।

এভেরির পূর্বপুরুষকে কি আর এতো সহজে ভুলা যায়? বলে আবারো কাগজের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো স্যাম। মর্টিমারদের ওপর রাজা কোনো কারণে ক্ষেপে ছিলো, তাই না? খুব সম্ভবত ডেসপেন্সর মর্টিমারদের থেকে কিছু একটা চুরি করে নেওয়ার কারণেই তাদের ওপর রাজা ক্ষীণ হয়েছিলো।

হ্যাঁ, এটাই, বলল রেমি। ডেসপেন্সর মর্টিমারদের থেকে সাইফার হুইলের একটা কপি চুরি করেছিলো। সেটাই কয়েকশো বছর পর সমুদ্রের তলায় হারিয়ে গেছে।

এভেরির এটা ফিরে পাওয়ার মোহের কারণটা কিন্তু এখন ভালোভাবেই বুঝা যাচ্ছে।

এটা আসলে তার মোহের একটা অংশ মাত্র। আমি নিশ্চিত যে সে নিজেই এই গুপ্তসম্পদটা খুঁজে বের করতে চাচ্ছে।

ভালো বলেছো, বলে কাগজগুলো আবার একত্র করে খামে ঢুকিয়ে রাখলো স্যাম। তারপর বলল, আশা করছি এভেরি খুঁজে পাওয়ার আগেই আমার খুঁজে পাবো গুপ্তধনটা।

পরদিন খুব সকালে অফিস ডেস্ক থেকে সেলমা স্কাইপেতে ফোন করলো তাদেরকে। ওয়েন্ডি আর পিট ছবিগুলো কিছুটা জুম করতে পেরেছে, আর লায়লো এখন ম্যাপের অর্থ বের করার কাজ করে। বলে এডিট করা ছবিটা পর্দার সামনে তুলে ধরলো সেলমা।

ছবির একটা অংশ আলোর অভাবে এখনো অনেকটা কালো হয়ে আছে। আলোটা খুব ভালো ছিলো না। এডিট করার পরও খুব একটা পরিষ্কার হয়নি। যাই হোক, তারপরও কয়েকটা চিহ্ন মোটামুটি স্পষ্টভাবেই পড়া যাচ্ছে এখন। যদিও এগুলোর অর্থ কী তার ব্যাপারে নিশ্চিত না আমরা।

মোদা কথা হলো...? রেমি জানতে চাইলো।

এটার ওপর এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। লায়লো অর্থ বের মোটামুটি কিছুটা চেষ্টা করেছে, তবে অনুবাদের ফলে মূল অর্থ বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

ঠিক তখনই পর্দায় লায়লো ভেসে উঠতে দেখা গেলো। সেলমা ঠিকই বলেছে। তবে আশা করছি অর্থ খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। উত্তর আমেরিকার বদলে আপনাদের দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠানোর মতো অতোটা বদলায়নি অর্থ।

কথাটা শুনেই একজন আরেকজনের দিকে তাকালো স্যাম ও রেমি। তারপর আবার পর্দার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে স্যাম বলল, আমাদের কি এখন দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে হবে?

আরে না, বলল লায়লো। আমি শুধু অনুবাদের ভুলের প্রভাব কী হতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম মাত্র। মানে অতোটা বড়ো ভুল হবে না আর কী।

তো আমরা কোথায় যাচ্ছি এবার? রেমি জানতে চাইলো।

ভালো প্রশ্ন। যদি মিস ক্রাওলির তথ্যগুলো নিখুঁত হয়ে থাকে... যদিও মহিলা এগুলো গবেষণা করেই সংগ্রহ করেছেন, তারপরও ভিত্তিটা কিন্তু সেই শৈশবের গল্পই, তাই কখনোই পুরোপুরি নিশ্চিত...

ওটা জানি আমরা, লাযলোকে থামিয়ে দিয়ে বলল স্যাম।

যাই হোক, মহিলার তথ্যগুলো সঠিক হয়ে থাকলে, এখন আপনাদেরকে নাইজেল রিজওয়েলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

রিজওয়েল? স্যাম বলল। তুমি নিশ্চিত?

মোটামুটি। পুরোনো ইংরেজির ওপর ভালো দক্ষতা আছে লোকটার। প্রাক্তন অধ্যাপক। ম্যাপ থেকে আমি যা যা ডিসাইফার করেছি, তার অর্থ বের করতে ভদ্রলোকের সাহায্য লাগবে আপনাদের। অবশ্য, আপনারা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলে আলাদা কথা।

ইন্টারেস্টিং বলল স্যাম। সত্যি বলতে, এই নাইজেল রিজওয়েলই মেজ ক্রাওলির গবেষণা চুরি করেছিলো।

.

৩৮.

হোটেলের লবিতে আলেক্সান্দ্রা এভেরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রচণ্ড চমকে গেছে কলিন ফিস্ক। মহিলাকে দেখে কোনোরকমে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, মিসেস এভেরি? আমি জানতামই না যে আপনি লন্ডনে আছেন।

আসলেই জানতে না তুমি, মুখভঙ্গি স্বাভাবিক রেখে বলল আলেক্সান্দ্রা। আমি চমক পছন্দ করি খুব। তুমি করো না?

এখানে কী করছেন আপনি?

আমার মনে হয় তুমি যে কারণে এসেছো, আমিও একই কারণে এসেছি। আমার স্বামীর মতো আমিও রহস্যময় ঐ গুপ্তধনটা খুঁজছি। তো, কতোটা এগুলো?

এই তো কিছুটা এগিয়েছি মাত্র।

হুমম। আর ফার্গোদের ব্যাপারটা বলো? তারা নিশ্চয় তোমার পথে খুব বেশি বাগড়া দিচ্ছে না?

আপাতত কয়েকদিন আর বাগড়া দিবে না। আলেক্সান্দ্রা ফার্গোদের ব্যাপারে জানে দেখে প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করছে ফিস্ক। যদিও সে ভালো করেই জানে যে তার এখন একেবারেই চমকানো সম্ভব না। চার্লস এভেরির অধীনে কাজ করার সময় থেকেই ফিস্ক জানে, মহিলা খুব একটা সামাজিক প্রকৃতির মানুষ না। অন্ততপক্ষে চার্লস এভেরি যতোটা বলে দাবি করে ততোটা না। মি, এভেরি কি আপনার ব্যাপারে জানেন?

শুনে হেসে উঠলো আলেক্সান্দ্রা। একদমই না। আমি চাই সে যেন সবসময়ই আমার থেকে এক কদম পিছনে থাকে। যাই হোক, আমি আসলে এখানে এসেছি তোমার সাথে কথা বলতে। আমাকেও তোমার এডভেঞ্চারের অংশ করে নাও। নাহলে মিশন পরিচালনার জন্য চার্লস তোমাকে যে ফান্ড থেকে টাকা দিচ্ছে সেটা কিন্তু ছুট করেই বন্ধ হয়ে যাবে। বলে মিষ্টিভাবে হাসলো আলেক্সান্দ্রা। আমার মনে হয় সে তোমাকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আটকে দেওয়ার কথাটা বলেছে?

হ্যাঁ, বলেছে।

সে হয়তো এটা বলেনি যে তোমাকে সে কোথা থেকে টাকা দিচ্ছে। আমার ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্ট অবশ্য উৎসটা খুঁজে বের করে ফেলেছে। টাকাটা যাচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে। তো হিসাব অনুযায়ী তোমার এই মিশনের অর্থায়ন কিন্তু আমি করছি। তবে আপাতত এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি কাউকে কিছু বলবো না। অবশ্য আমি এটা একটা শর্তেই করবো যদি তুমি আমার এখানে আসার ব্যাপারটা গোপন রাখো, বলে আবারো মিষ্টি হাসি হাসলো আলেক্সান্দ্রা।

সাথে সাথেই ফিস্ক হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেহিতে হলেও মিশনে স্বাগতম আপনাকে।

আলেক্সান্দ্রাও ফিস্কের সাথে হাত মিলিয়ে বলল, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো দেখে ভালো লাগলো। যাই হোক... তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

চলুন ড্রিংক করতে করতে এটা নিয়ে আলোচনা করি? বলল ফিস্ক। আলেক্সান্দ্রা এভেরির মতো মহিলার সাথে কাজ করার কোনো ইচ্ছাই নেই তার। তাই ড্রিংক করার

ফাঁকে ফাঁকে মহিলার খপ্পর থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যাবে সেটা নিয়েই ভেবে দেখতে চাচ্ছে ও।

আচ্ছা ঠিক আছে। চলো।

আপনি আসলে লন্ডনে কোথায় উঠেছেন? বারের টেবিলে গিয়ে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো ফিস্ক।

অবশ্যই, এখানে, তোমার হোটেলে। তবে মাত্র এক রাতই থাকবো এখানে। কাল কিংস লিনের দিকে যাবো।

কথাটা শুনেই চমকে উঠলো ফিস্ক।

তুমিও তো ওখানেও যাচ্ছে, তাই না?

আপনি কিভাবে জানেন এটা?।

আবারো হাসলো আলেক্সান্দ্রা। তবে এবারের হাসিটা আর আগের মতো নিষ্পাপ বা মিষ্টি না। তথ্য জানার জন্য ভালো পরিমাণ টাকা খরচ করি আমি, মি. ফিস্ক। চার্লসের থেকেই শিখেছি এটা। বলে হাত বাড়িয়ে ফিস্কের হাতে মৃদু চাপড় দিলো সে। যাই হোক, আমি কিভাবে তথ্যটা জেনেছি সেটা নিয়ে আর কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আমার মনে হয় এখন আমাদের পরিকল্পনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত। হয়তো এতে করে আমরা আমাদের নিজেদের উপকারিতাটা বুঝতে পারবো।

ভালো আইডিয়া, ভালো ফিস্ক। হয়তো মহিলার উপস্থিতিটা কাজে লাগিয়ে কিছু সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। এমনিতেও ইভান আর জ্যাক খুব বুদ্ধিমান না। এখন তাদের সাথে বুদ্ধিমান কেউ যুক্ত হলে হয়তো অবশেষে ফার্গোদের থেকে কয়েক পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে পারবে ওরা।

যত ভাবছে, আইডিয়াটা ততোই ভালো লাগছে তার। চার্লস এভেরি মহিলাকে যতোই বোকা বলুক না কেন, মহিলা কিন্তু যথেষ্ট চালাক। স্পষ্টতই, কোনো কায়দায় স্বামীর ফোন-কম্পিউটারের নজর রাখছে মহিলা, কিংবা কে জানে হয়তো চার্লসের অফিসে কোনো বাগ রেখে দিয়েছে। তা নাহলে তাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে তো আলেক্সান্দ্রার কিছুই জানার কথা না। ব্যাপারটা তাদের জন্য দুঃশ্চিন্তার হলেও, মহিলাকে ঠাণ্ডা রাখার কায়দাও জানা আছে তার। আর এমন না যে চার্লসকে সে আলেক্সান্দ্রার ব্যাপারে কখনোই বলবে না। অবশ্যই একটা সময় সব খুলে বলবে, তবে এখন না...

...আগে মিশনটা ভালোভাবে সফল হোক, তারপর।

.

৩৯.

পরদিন বিকালে পারফ্লিট জেটির টাউন সেন্টারে নাইজেল রিজওয়েলের সাথে দেখা করতে গেলে স্যাম ও রেমি। কার পার্কে গাড়ি রেখে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। এখানে কাস্টম হাউজের ইনফরমেশন সেন্টারে কাজ করে নাইজেল।

কাস্টম হাউজের সামনে বেশ কয়েকজন টুরিস্টের একটা দল জমায়েত হয়ে আছে। কয়েকজন আবার দাঁড়িয়ে নদীর ছবি তুলছে। আর এই দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে বাদামি চুলের এক হ্যাংলাপাতলা লোক। লোকটার বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায়। তাদেরকে এগিয়ে যেতে দেখেই লোকটা তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে ঘুরতে এসেছেন নিশ্চয়? ভিতর থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন আপনারা।

জবাবে স্যাম বলল, আমরা আসলে এখানে নাইজেল রিজওয়েলের সাথে দেখা করতে এসেছি।

আমিই নাইজেল। তারপর দলটার উদ্দেশ্যে কিছু বলে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনারাই নিশ্চয় ফার্গো দম্পতি?

টুরিস্ট সেন্টারের সামনে জমে থাকা ভিডের দিকে একবার তাকিয়ে স্যাম বলল, আমরা হয়তো ভুল সময়ে চলে এসেছি। আমি যতদূর জানতাম আপনিই আমাদেরকে এখানে দেখা করতে আসতে বলেছিলেন।

দুঃখিত। আমার আসলে বিকালের দিকে ফ্রি থাকারই কথা ছিলো, কিন্তু আমাদের গাইডদের একজন আজকে আসতে পারেনি। তাই আমাকেই তার কাজটা করে দিতে হচ্ছে। আপনাদের সাথে সন্ধ্যায় কথা বললে চলবে না?

হ্যাঁ, সন্ধ্যায় হলেও অসুবিধা নেই, বলল স্যাম। কয়টার দিকে?

ছয়টার দিকে? তাহলে শেষ টুরের পর কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে আপনাদের সাথে বসতে পারবো আমি। অবশ্য আপনারা চাইলে আমার সাথে টুরেও আসতে পারেন। অথবা পাঁচ পাউন্ড বাঁচাতে চাইলে ভিতর থেকে একটা ম্যাপ সংগ্রহ করে নিজেরাই নিজেদের টুর তৈরি করে নিতে পারেন।

ধন্যবাদ, বলল স্যাম। আমরা নিজেরাই ঘুরে দেখতে পারবো।

এরপর আর কিছু না বলে আবার ট্যুরিস্ট দলটার কাছে ফিরে গেলো নাইজেল। চলুন তাহলে যাত্রা শুরু করা যাক। বলতে বলতে দলটাকে নিয়ে একটা কোনার দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো নাইজেল। কিংস লিন, মধ্যযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দরগুলোর একটি এটি। এককালে এটা বিশপস লিন নামে পরিচিত ছিলো...

লোকটাকে যথেষ্ট ভালোই মনে হচ্ছে, বলল রেমি।

হ্যাঁ, চুরির ব্যাপারটা বাদ দিয়ে ভাবলে লোকটা খারাপ না, ভাবলো স্যাম। মেজ ক্রাওলির গবেষণা চুরির ব্যাপারটা বেশ বিরক্ত করছে তাকে।

এসব ভাবতে ভাবতেই কিংস লিনের বিভিন্ন টুরের ব্যাপারে লিখে রাখা ক্ষুদ্র পুস্তিকাটা হাতে তুলে নিলো স্যাম। মেরিটাইম হিস্টোরির ভ্রমণের কাগজটা নিয়ে দেখছে, ঐ সময়ই রেমি বলে উঠলো, এটা তো বেশ আগ্রহ জাগানিয়া। লিনের অন্ধকার অংশগুলো। খুন, বিশ্বাসঘাতকতা ও ডাকিনিবিদ্যার গল্পসমূহ। তবে এরপরই কাগজটা আবার তাকে রেখে দিয়ে বলল, যাই হোক, বাদ দাও। গ্রীষ্মকাল ছাড়া এই টুরের অনুমতি দেয় না তারা।

তাহলে দেখছি মেরিটাইম হিস্টোরির ট্যুরই জিতে গেলো, হাতের কাগজটা রেমির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল স্যাম।

এরপর আর কিছু না বলে ট্যুরে বেরিয়ে পড়লো ওরা। গাইডের নির্দেশনা পুরোপুরি অনুসরণ না করে নিজেদের মতো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরার ফাঁকে ফাঁকে কিংস লিনের ঐতিহাসিক স্থানগুলোর ছবিও তুলে নিচ্ছে। এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে নেলসন স্ট্রিটের মাঝপথে থাকা ধনু আকৃতির একটা প্রবেশমুখ চোখে পড়লো রেমির। প্রবেশমুখের পাশের প্রেক্ষার্ডের লেখাটা দেখে রেমি বলল, ডেভিলস অ্যালি। হুমম, শয়তানের গলি। এর পিছনের গল্পটা ইচ্ছা হচ্ছে আমার।

স্যাম তার হাতের পুস্তিকাটা একবার ঘেটে দেখে বলল, এখানে এই ব্যাপারে কিছু লেখা নেই।

হয়তো ট্যুরের অঙ্ককার অংশে লেখা আছে এটা। ডাইনি আর খুনীদের অংশে হয়তো।

ঠিক তখনই এক বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলো ধনু আকৃতির গলির অপর পাশ থেকে। মহিলার হাতে থাকা লাঠিটা ঠকঠক করে কাঁপছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো শরীরেই কালো পোশাক পরে রেখেছে মহিলা। বয়সের ভারে মহিলার কাঁধও কিছুটা ঝুলে গেছে। গলি থেকে বেরিয়ে স্যামদের দেখেই মহিলা সাইনবোর্ডের দিকে নির্দেশ করে বলে উঠলো, সে ওখানে আছে।

কে? ডেভিল? জিজ্ঞেস করলো রেমি।

হ্যাঁ। একদিন জাহাজে করে এসেছিলো এখানে। তখন এক বিশপের প্রতিনিধি পবিত্র জল ও প্রার্থনার মাধ্যমে থামিয়ে দেয় ওকে। ডেভিল হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো ঐ গলিতে। এখনো তার পায়ের ছাপ আছে ওখানে। এমনটাই কথিত আছে শুনেছি।

পুরোনো কিংবদন্তি শুনতে বেশ পছন্দ করে রেমি। তাই স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, গিয়ে একবার দেখে আসি।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্যামও রেমিকে অনুসরণ করতে যাবে ঠিক তখনই বৃদ্ধা আবারো বলে উঠলো, কালো দানোর থেকে সাবধানে থাকবেন।

কালো কী?

দানো। নরকের লাল-চোখা নেকড়ে ওগুলো। অন্ধকার হলেই বেরিয়ে আসে ওগুলো। শুনেছি ওগুলো এখনো ডেভিলের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে, বলে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে উলটো দিকে পা বাড়ালো মহিলা। লাঠিতে ভর করে যেতে যেতে আরো কী কী যেন বলতে বলতে যাচ্ছে।

বৃদ্ধা চলে যেতেই রেমির দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। রেমি এখন খোয়া পাথরে বিছানো রাস্তাটায় ডেভিলের পায়ের ছাপ খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে আছে। সূর্যও ঐদিকে ডুবতে বসেছে। প্রকৃতিও ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যেতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় ডেভিলের পায়ের ছাপ খোঁজাটা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

পেলে কিছু? কিছুক্ষণ খোঁজার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

না। কিছু না পেলেও গলির কয়েকটা ছবি ঠিকই তুলে নিলো রেমি।

এরপর আবারো পা বাড়ালো সামনের দিকে। দুটো খালি পার্কিং লটের ভিতরের রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ জেটি বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। পানির ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে ম্যারিয়ট ওয়্যারহাউজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাতে সময় থাকায় সেখানে মহানদী উজের ধারে বসে কিছুক্ষণ ড্রিংক করারও সিদ্ধান্ত নিলো। সবসময়ের মতো এবারও গিনিস পান করছে স্যাম। ধীরে ধীরে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতেই কুয়াশা জমতে শুরু করেছে নদীর ওপর। নাইজেলের সাথেও তাদের দেখা করার সময় ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। তাই আর বেশিক্ষণ বসে না থেকে আবারো কাস্টম হাউজে ফিরে এলো ওরা।

অবশ্য নাইজেল এখনো তার টুর থেকে ফিরে আসেনি। তাই কাস্টম হাউজের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে স্যাম ও রেমি। সন্ধ্যা বাড়ার সাথে সাথে কুয়াশার ঘনত্বও বাড়তে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘড়িতে সময় দেখলো স্যাম। দেখা করার নির্ধারিত সময়ের প্রায় বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। তাই সেলমার থেকে নাইজেলের ফোন নম্বর নিয়ে ভয়েস মেইল দিলো যে তারা কাস্টম হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। এভাবেই আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করার যখন ভাবলো যে আজকের মতো ফিরে যাবে, তখনই দেখলো যে কুয়াশার ভিতর থেকে এক ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে তাদেরকে। তবে ছায়ামূর্তিটা নাইজেলের না, অন্য কারো।

আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি? তাদের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

নাইজেল রিজওয়েলের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।

আচ্ছা! শেষ টুর থেকে ফিরতে কিছুটা দেরি হচ্ছে। যাই হোক, সে বলেছিলো যে কারো সাথে তার এখানে দেখা করার কথা। অপেক্ষা করুন। তবে।

ধন্যবাদ।

এরপর আর কিছু না বলে দরজার তালা খুলে বিল্ডিংর ভিতরে চলে গেলো লোকটা।

লোকটা চলে যেতেই রেমি তার শরীরের কোটটা ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আশা করছি লোকটা জলদিই চলে আসবে। ঠাণ্ডা বাড়ছে প্রচুর।

কিছুক্ষণ পরই আবার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা। দরজার তালা লাগিয়ে বিদায় নিতে যাবে, ঠিক তখনই স্যাম লোকটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এক্সকিউজ মি, আপনি কি জানেন মি. রিজওয়েল লাস্ট কোন টুয়ার নিয়ে বেড়িয়েছিলেন?

খুব সম্ভবত মেরটাইমের টুরে। এমনটাই জানতাম। দক্ষিণ জেটির ম্যারিয়ট ওয়ারহাউজে গিয়ে শেষ হওয়ার কথা টুরটার। ওখানে গিয়ে দেখতে পারেন আপনারা। টুরিস্টদের অনেকেই ডিনারের জন্য যায় ওখানে।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিতেই রেমি বলে উঠলো, কিন্তু আমরা তো কিছুক্ষণ আগেই ওখানে ছিলাম।

চলো আবার ফিরে গিয়ে একবার খুঁজে দেখি, রেমিকে বলল স্যাম। যদি লোকটা ওখানে গিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো কেউ না কেউ দেখে থাকবে তাকে।

আর যদি গিয়ে না থাকে?

তাহলে অন্যান্য জায়গায় খোঁজা শুরু করতে হবে।

কুয়াশার পরিমাণ আরো বাড়তে শুরু করেছে এখন। তাদের ওয়্যারহাউজের ক্যাফেতে গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে কুয়াশার কারণে এক হাত সামনেরও কিছু দেখা যাচ্ছে না আর। পানিতে ঢেউ তোলার শব্দ না থাকলে তারা বুঝতেই পারতো না যে তীরের দিকে একটা নৌকা এগিয়ে আসছে। এতই কুয়াশা যে স্ট্রিটল্যাম্পের আলোগুলোকেই একদম ম্রিয়মান দেখাচ্ছে।

ক্যাফেতে ঢুকেই চারপাশে তাকালো ওরা। নাইজেলকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। তবে তাদেরকে দেখে ক্যাফের পরিচারিকা এগিয়ে এসে বলল, কিছু ফেলে গিয়েছেন এখানে? একটু আগে এই মহিলাই সার্ভ করেছিলো তাদেরকে।

আসলে একজনকে খুঁজছি, বলল স্যাম। নাইজেল রিজওয়েল নামের টুর গাইডের সাথে পরিচয় আছে আপনার?

হ্যাঁ আছে, তবে আজ রাতে তার সাথে দেখা হয়নি আমার। যদিও তার একটা টুর ছিলো। তবে তার মেহমানদের কয়েকজন আছে এখানে। বলে জানালার পাশের টেবিলে বসে ওয়াইন খেতে থাকা দুই দম্পতির দিকে ইশারা করে দেখালো মহিলা। স্যাম মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রেমির দিকে ফিরে বলল, আমি আবারো কল করছি লোকটাকে।

ওকে, আর আমি দম্পতিদের কাছে খোঁজ করে দেখি, বলে জানালার ধারে থাকা টেবিলটার দিকে পা বাড়ালো রেমি।

অন্যদিকে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে আবারো নাইজেল রিজওয়েলকে কল করলো স্যাম। বেশ কয়েকবার রিং বাজার পর অবশেষে অপর পাশ থেকে উত্তরে ভেসে এলো, হ্যালো?

মি. রিজওয়েল?

কে-আপনি কে বলছেন?

স্যাম ফার্গো। আমাদের সাথে দেখা করার কথা ছিলো আপনার। আপনি কোথায় এখন।

জবাবে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতাই ভেসে অপর পাশ থেকে, তারপর বলল, সাইলোতে... আ...আমার মনে হয় কেউ ছিনতাই করেছে আমাকে।

নাইজেলের কণ্ঠস্বরটা বেশ টাল-মাতাল লাগছে স্যামের কাছে। সাইলোট কোথায় জিজ্ঞেস করতে যাবে তখনই বীপ বীপ শব্দ ভেসে এলো ফোনের স্পিকার থেকে। লাইন কেটে গেছে। ফোন পকেটে রেখে আবারো ক্যাফের ভিতরে ঢুকলো স্যাম। রেমি এখনোও নাইজেলের টুযরে থাকা অতিথিদের সাথে কথা বলছে। সেও ঐদিকে এগিয়ে যেতে যাবে, তখনই পরিচারিকাকে কাউন্টারে কাছে ফিরে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এখানে সাইলো খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়?

সাইলো? ওগুলো তো আর নেই এখন।

নেই মানে?

কয়েক বছর আগে ভেঙে ফেলা হয়েছে ওগুলো। কেন?

যদি কেউ বলে যে সে সাইলোতে আছে, তাহলে জায়গাটা কোথায় হতে পারে?

ঐদিকের রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই পাবেন, বলে দক্ষিণের রাস্তা টার দিকে দেখালো মহিলা। ওদিকে গেলেই চোখে পড়বে। ওখানের লটগুলো এখনো খালিই হয়ে আছে।

স্যাম বুঝতে পারলো যে মহিলা আসলে ডেভিলস অ্যালির পাশে থাকা শূন্য লটগুলোর কথা বুঝাচ্ছে। রেমি ফিরে আসতেই মহিলাকে বিদায় জানিয়ে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলো স্যাম। মহিলার নির্দেশ করা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে রেমিকে বলল,

নাইজেলের কিছু একটা হয়েছে। লোকটা বলছে। তার থেকে নাকি ছিনতাই করেছে কেউ।

পুলিশকে জানিয়েছে?

জানি না আমি। তুমি কিছু জানতে পারলে?

তেমন কিছু না। ক্যাফেতে একবার এসেছিলো ঠিকই, তবে বেশ তাড়াহুড়োয় ছিলো নাকি।

আর কিছু না বলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো স্যাম। ঘন কুয়াশার কারণে আরেকটু হলেই ধনু আকৃতির প্রবেশমুখটা চোখ এড়িয়ে যেতে নিয়েছিলো তার। জায়গাটায় পৌঁছেই শব্দ শোনার চেষ্টা করলো, কিন্তু পানির ঢেউ তোলার শব্দটা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

এখানে কেন এসেছি আমরা? স্যামকে থেমে যেতে দেখে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো রেমি।

নাইজেল বলেছে সে সাইলোতে আছে।

এখানে তো কোনো সাইলো নেই।

একসময় ছিলো, বলে রেমির হাত খাবলে পথটা ধরে পা বাড়ালো স্যাম। তবে কুয়াশার কারণে সামনের কিছু দেখতে না পারায় কয়েকগজ এগুনোর পরই থেমে গেলো আবার।

তখনই রেমি বলে উঠলো, কিছু একটা শুনতে পাচ্ছি আমি।

স্যামও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। শব্দটা তাদের বামে থাকা লট থেকে আসছে। শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে নাইজেল বলে ডাক দিলো স্যাম। কিন্তু কোনো জবাব ভেসে এলো না। বরং পায়ের শব্দ ভেসে আসছে এখন। তুমি এখানেই দাঁড়াও, রেমিকে উদ্দেশ্য করে বলে পদচারীদের পথ আটকে রাখা ক্যাবল ব্যারিয়ারটার ওপরে চড়ে বসলো স্যাম। পকেট থেকে ফোন বের করে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে পাথুরে মাটিতে জন্মানো লম্বা ঘাসের ওপর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ও। ঘাসগুলো এখনো সমানই আছে, কারো হেঁটে যাওয়ার কোনো ছাপ নেই। তবে আরেকটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলো যে ঘাসগুলো একটু এলোমেলো হয়ে আছে। কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এইদিক দিয়ে। দাগটা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেই একটা ঘন ঝোঁপ দেখতে পেলো স্যাম। নড়াচড়ার শব্দ ভেসে আসছে ঝোঁপের ভিতর থেকে।

উঁবু হয়ে ঝোঁপের দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলতেই নাইজেলকে দেখতে পেলো স্যাম। নাইজেলকে খুঁজে পেয়েছি আমি, রেমির উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে বলল ও।

আলো পড়ায় চোখ পিটপিট করছে নাইজেল। উঠে বসতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে লোকটার। বেশ দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

আপনি ঠিক আছেন? জিজ্ঞেস করলো স্যাম। এতোক্ষণে রেমিও এসে পৌঁছে গেছে তাদের কাছে।

মনে হয় । একটু আগে আপনার সাথেই কথা হয়েছিলো আমার?

হ্যাঁ । আমিই ফোন করেছিলাম ।

আচ্ছা ।

হাত বাড়িয়ে নাইজেলকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো স্যাম । হাঁটতে পারবেন তো ।

হ্যাঁ, বলে সামনের দিকে পা ফেলল নাইজেল । তবে বেশিক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না । টলতে টলতে পড়ে যাওয়ার অবস্থা প্রায় ।

হাত বাড়িয়ে নাইজেলকে পড়া থেকে আটকে ধরে রেমি বলল, আমাদের মনে হয় অ্যাম্বুলেন্স ডাকা উচিত ।

না । আমি ঠিক আছি । একটু সময় দিন শুধু ।

রেমি ঠিকই বলেছে, স্যাম বলল । আপনার এখন ডাক্তার দেখানো দরকার ।

ঠিক আছে বুঝানোর জন্য জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললো নাইজেল । আরে নাই । আমার আসলে এখন একটা কড়া ড্রিংক দরকার ।

লোকটাকে ধরে ধরে পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্যাম । রেমি আছে । নাইজেলের অন্যপাশে । নাইজেলকে অতোটা গুরুতর আহত মনে হচ্ছে না । স্যামের কাছে । কোনো রক্তের ছাপ নেই লোকটার শরীরে, শুধু ধুলো আর কিছু পাতা লেগে আছে লোকটার

ধূসর স্যুটে। তবে যেটাই ঘটে থাকুক না কেন, ঘটনাটায় খুব চমকে গেছে লোকটা।
এখনো ঐ চমকের মধ্যেই আছে। এভাবেই কোনোরকমে ক্যাবল ব্যারিয়ারটা পার
হওয়ার পর রেমি আবারো জিজ্ঞেস করলো, আপনি নিশ্চিত যে আপনি ঠিক আছেন?

হ্যাঁ, তবে হালকা একটু মাথাব্যথা করছে শুধু, জবাবে বলল নাইজেল।

কী হয়েছিলো তা কি বলতে পারবেন? জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

নিশ্চিত না। ট্যুর শেষ করে ওয়ারহাউজ থেকে আপনাদের সাথে দেখা করার জন্যই
ফিরে আসছিলাম। তখনই কেউ একজন এগিয়ে এসে বলল দক্ষিণ জেটির দিকে কী
যেন নড়াচড়া করছে, তাই আর ওদিকে না গিয়ে অ্যালির শর্টকাট ধরেই পা বাড়ালাম।
হালকা কিছুটা এগিয়েছি, তখনই কে যেন পিছন থেকে মাথায় আঘাত করলো আমাকে।

হুম, ছিনতাইয়ের ঘটনার মতোই শোনাচ্ছে, বলল স্যাম।

পকেটে একবার হাত দিয়ে হেসে উঠলো নাইজেল। আমার ওয়ালেটটা নিয়ে গেছে।
তবে লাভ নেই, ওয়ালেটে বোধহয় পাঁচ পাউন্ডের মতো ছিলো। হতাশ হতে হবে
তাদেরকে।

স্যাম নাইজেলকে পুলিশের কাছে ফোন করার কথা বলতে যাবে তখনই জেটির দিক
থেকে মৃদু গর্জন ভেসে আসতে শুনতে পেলো ও। অন্য দুজনও শুনেছে শব্দটা। শব্দ
শুনে ঘুরতে যাবে তখনই কুয়াশার ভিতর থেকে কালো রঙের বিশাল বড়ো একটা কুকুর

বেরিয়ে এলো তাদের সামনে। তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে গরগর করছে কুকুরটা।

তাড়াতাড়ি করে রেমিকে তার পিছনে টেনে নিলো স্যাম।

কুকুরটা দেখেই ধীর পায়ে একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে তিনজন। পিছিয়ে যেতে যেতে স্যাম নজর রাখছে কুকুরটার দিকে। শুধু কুকুরটাই নয়, এর পিছনে উদয় হওয়া চওড়া-কাঁধের মানুষের ছায়ামূর্তিটার দিকেও নজর রাখছে ও।

.

৪০.

রেমি? ফিসফিসিয়ে ডাকলো স্যাম। তোমার কাছে কী...?

প্রশ্নটা শেষ করার আগেই পেপার স্প্রের ছোটো কন্টেইনারটা বের করে স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলো রেমি।

দৌড়াও এখন, বলল স্যাম।

সাথে সাথেই ঘুরে উলটো দিকে দৌড় লাগালো রেমি ও নাইজেল। আর স্যাম কন্টেইনারটার তাক করে ধরে স্প্রে করতে যাবে, তখনই বিপদ বুঝতে পেরে সামনে থেকে সরে গেলো কুকুরটা। তাই কুকুরের বদলে স্প্রেটা ছায়ামূর্তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরে অন্যদের দিকে দৌড় লাগালো স্যাম। স্প্রেটা লোকটার মুখে লেগেছে সেটা জানার

প্রতিও কোনো আগ্রহ নেই তার। পিছন থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পেলো স্যাম। সেই সাথে অন্য কারো পায়ের শব্দও ভেসে আসছে। এরমানে হয় স্যামের ছুঁড়ে দেওয়া স্প্রেটা লোকটার মুখে লাগেনি, নয়তো লোকটার সাথে কোনো সঙ্গী আছে।

রেমি ও নাইজেল এতক্ষণে অনেকটা এগিয়েছে। ডেভিলস অ্যালির ধনু আকৃতির প্রবেশমুখের নিচ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে।

একদম সঠিক নামকরণ, ভাবতে ভাবতে দৌড়ে অন্য দুজনের কাছে পৌঁছালো স্যাম। পিছনে ফিরে তাকালো একবার, কিন্তু কুয়াশার জালের কারণে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। | এই পথে আসুন, ডান দিকে মোড় নিতে নিতে বলল নাইজেল। পুলিশ স্টেশনটা খুব একটা দূরে না।

পাঁচ মিনিটের ভিতরেই পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে আক্রমণের ব্যাপারে রিপোর্ট করলো ওরা। ডিউটিতে থাকা অফিসার ইন্টারভিউ রুমে নাইজেলের সাথে কথা বলছে। আর ঐ ফাঁকে লবিতে অপেক্ষা করছে স্যাম ও রেমি।

লবির চেয়ারে বসতে বসতে রেমি বলল, কপাল ভালো যে ঘটনাটা ঘটার সময় আমরা ওখানেই ছিলাম।

স্যাম ওদিকে রুমের ভিতর পায়চারি করতে করতে বলল, আমরা যে লোকটার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তার ওপরই আক্রমণ হলো। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?

হ্যাঁ, খুব বেশি কাকতালীয় ব্যাপার।

এতোদিন ধরে আমাদের সাথে যা কিছু ঘটছে, তারপর নিশ্চিতভাবেই এটা খুব বড়ো ধরনের কাকতালীয় ঘটনা। তারপর হুট করে পায়চারি থামিয়ে রেমির দিকে তাকিয়ে বলল, ডেভিলস অ্যালির কালো দানোর গল্পটা...।

তোমার কি মনে হয় আক্রমণের ঘটনাটা ঘটানোর জন্য ফিস্ক বা এভেরি ঐ মহিলাকে গল্পটা বলার জন্য আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলো? বৃদ্ধার ব্যাপারটা কিন্তু কাকতালীয়ও হতে পারে। তবে আক্রমণের ব্যাপারটা...

নাইজেলকে আক্রমণ করেই বা কার কী লাভ?

হয়তো আমাদের সাথে কথা বলে থেকে বিরত রাখার জন্যই আক্রমণটা করেছিলো। বলে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললো রেমি। কে জানতো যে আমাদের সাথে কথা বলাটা কারো জন্য এতো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে?

ইন্টারভিউ রুম থেকে বেরিয়ে স্যাম ও রেমির স্টেটমেন্ট নিয়ে নিলো অফিসার। স্যামের কাছে থেকে কুকুরওয়ালা লোকটার কথা বলতেই অফিসার মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠলো, ডেভিল আর কালো দানোই তো, তাই না? জেটির ওদিক থেকে এই ব্যাপারে যে এখন পর্যন্ত কতো অভিযোগ পেয়েছি তার কোনো হিসাব নেই। ওদিকে কেউ কুকুর নিয়ে ঘুরতে বেরুলেই অভিযোগ আসে। গত বছর রুপার্ট মিডলফিল্ডও তার মেস্টিফ কুকুর নিয়ে হাটতে বেরিয়েছিলো। কপাল ভালো যে তাকে গুলি করিনি আমরা। বলে শূন্য হাসি হাসলো অফিসার। যাইহোক, এছাড়া কি আর কিছু বলার আছে আপনাদের?

এরপর আর কিছু না বলে অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। বাইরে বেরিয়েই নাইজেলকে কড়া ড্রিংকের জন্য অফার করলো স্যাম। লোকটা সায় দিতেই কাছাকাছি থাকা একটা পানশালায় গিয়ে ঢুকলো ওরা। জায়গাটা বেশ নীরব ও শান্ত। কথা বলার জন্য বেশ ভালো একটা জায়গা। গুণ্ডা

টেবিলে ড্রিংক না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো স্যাম। ড্রিংক চলে আসতেই তাদের এখানে আসল উদ্দেশ্য নিয়ে কথা তুললো স্যাম। অনুবাদের ব্যাপারে বলুন। আপনি কি ওটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, দেখেছি ওটা, স্কচের বোতলটা টেবিলে রেখে কোটের পকেটে হাত দিতে বলল নাইজেল। সাথে সাথেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার। উঠে দাঁড়িয়ে কোটের অন্য পকেট এবং প্যান্টের পকেটগুলোও চেক করে দেখলো নাইজেল। হয়তো তারা শুধু আমার ওয়ালেটটাই নিয়ে যায়নি।

কথাটা শুনেই একজন আরেকজনের দিকে তাকালো স্যাম ও রেমি। নাইজেলকে কে আক্রমণ করেছিলো তা নিয়ে আর এখন কোনো সন্দেহ নেই স্যামের। আমরা ছাড়াও কি অন্য কেউ পুরোনো ইংরেজি প্রবাদ অনুবাদের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলো আপনার সাথে?

আপনি কিভাবে জানলেন এটা?

আন্দাজ করছি শুধু, বলল স্যাম। মনে হয় নোটবুকটা নেওয়ার জন্যই আপনাকে আক্রমণ করেছিলো ওরা।

কিন্তু এটা তো আরেকবার অনুবাদ করতে বেশি সময় লাগবে না আমার। অরিজিনাল লেখাটা তো লাযলো আমাকে ইমেইলে দিয়েছিলো। তো এটা চুরি করেই বা লাভ কী?

ওটা আমাদের হাতে পড়তে দিতে চায়নি আর কী।

যাই হোক, অনুবাদটা কী নিয়ে সেটা কি মনে আছে আপনার? জিঙ্গেস করলো রেমি।

কিছুটা। দুর্গ, পাথর, গর্ত নিয়ে কী যেন ছিলো। পুরোপুরি মনে নেই আমার। অনেক কিছুরই কোনো মানে বুঝতে পারিনি আমি। তবে ওটাতে অতোটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিলো না, বলে শ্রাগ করলো নাইজেল। নিশ্চিতভাবেই, ছিনতাই করার মতো এমন কিছু ছিলো না ওটাতে। তো, এখন আসল ঘটনা বলুন তো। আমাকে আক্রমণ করলো কেন?

আপনি কিং জনের সম্পদের ব্যাপারে মেজ ক্রাওলির পরিবর্তিত ইতিহাসটা সম্পর্কে কিছু জানেন?

কিছু না বলে টেবিল থেকে স্কচ নিয়ে একটা চুমুক দিলো নাইজেল। তারপর স্যামের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, তার গবেষণা চুরি করে আসলে খুব একটা ভালো কাজ করিনি আমি। আপনারাই ভাবুন, আমি তখন তরুণ ছিলাম, অতোটা বুদ্ধি ছিলো না, প্রচণ্ড জেদি ছিলাম... যাই হোক, আপনাদের প্রশ্নের উত্তরটা হলো, হ্যাঁ, ইতিহাসটা জানি আমি। এটার সাথে আমার ওপর আক্রমণ হওয়ার কী সম্পর্ক আছে?

আমাদের পরিচিত একজন এই পরিবর্তিত ইতিহাসটা বিশ্বাস করে। এতোটাই বিশ্বাস করে যে তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা কারো কাছে আছে শুনলেই লোকটা তাদের পিছনে লেগে যায়।

দুঃখিত। আপনি বলছেন আপনার বন্ধুর করতে দেওয়া ঐ অনুবাদটাই... না, অসম্ভব। ব্যাপারটা হাস্যকর। মেজের তত্ত্বটা ভালো হলেও, এটা একদমই ভুল। সম্পদগুলো সব পানিতে হারিয়ে গিয়েছিলো। সবাইই জানে এটা।

সবার জানাটা যদি ভুল হয়ে থাকে? জিজ্ঞেস করলো রেমি। সম্পদগুলো যদি এখনো থেকে থাকে কোথাও? হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো ওগুলোকে?

এটা... আপনারা নিশ্চয় সিরিয়াস না এই ব্যাপারে? জিজ্ঞেস করে আশা করছিলো রেমি হয়তো মাথা নাড়বে, কিন্তু রেমিকে কিছু বলতে না দেখে স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, কিং জনের সম্পদ?

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। সত্যি বলতে, সম্পদটা এখনো কোথাও আছে কিনা সেই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই আমাদের। তবে এই পরিবর্তিত ইতিহাস নিয়ে ভাবানোর মতো এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর আপনি যদি ম্যাপ থেকে পাওয়া পুরোনো ইংরেজি প্রবাদগুলোর অনুবাদটা আমাদের করে দেন, তাহলে সেটা আমাদের অনুসন্ধানের ভালো সহায়তা করতে পারে।

ওয়েট্রেসকে ডেকে টেবিলের জন্য আরেক রাউন্ড ড্রিংক করে স্যাম আবারো বলল, আপনি এসবের মধ্যে নিজেকে জড়াতে না চাইলেও কোনো সমস্যা নেই। নিশ্চিতভাবেই

খুব ভয়ংকর কিছু মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই আমরা। তবে, তারপরও এমন সুযোগ তো আর সবসময় পাওয়া যায় না।

সত্যিই, এমন সুযোগ জীবনে বারবার পাওয়া যায় না, বলল নাইজেল। আমি আছি আপনাদের সাথে। এখন বলুন, আমার থেকে সত্যিকার অর্থে কী চাচ্ছেন আপনারা?

লায়লো পাঠানো ঐ ইমেইলটার অনুবাদ দিয়েই শুরু করা যাক, স্যাম জানালো।

আমার মোবাইলে লায়লোর পাঠানো ইমেইলটা এখনো আছে। আপনাদের কাছে এক টুকরো কাগজ থাকলে ভালো হতো। লেখাগুলোর বেশ কয়েকটা শব্দের অর্থ আমি আসলে এখনো বের করতে পারিনি, তবে অন্যগুলোর অর্থ সাথে সাথেই ধরে ফেলতে পেরেছি। বলে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে মেসেজগুলো স্ক্রল করা শুরু করলো নাইজেল। আর ওদিকে রেমিও তার পার্সে কোনো কাগজের টুকরো আছে কিনা খুঁজে দেখছে। তারপর হঠাৎই নাইজেল মাথা উঁচিয়ে বলে উঠলো, একটা প্রশ্ন আছে আমার। পুরোনো ইংরেজিতে আমিই একমাত্র বিশেষজ্ঞ না, আরো অনেক দক্ষ বিশেষজ্ঞও আছে। নিশ্চিতভাবেই আমি বিখ্যাত দক্ষদের কেউও না। আর তাছাড়া আপনারা মেজের সাথে আমার ঘটনাটার ব্যাপারেও জানেন। তারপরও আমাকে বেছে নিলেন কেন?

জবাবটা দিলো রেমি, এটাকে আসলে ভাগ্যই বলা যায়। আমাদেরও জলদি দরকার ছিলো এটা, আর আপনিই ছিলেন সবচেয়ে কাছাকাছি। বলে এরপর পার্স থেকে কাগজ-কলম বের করে আনলো।

জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে আবারো মেসেজ ঘাটা শুরু করলো নাইজেল। মেসেজটা পেতে বেশি দেরি হলো না। আপনাদেরকে আগেই একটা কথা বলে দিচ্ছি, কাগজটা হাতে নিয়ে লিখতে লিখতে বলছে নাইজেল, অনুবাদে কিন্তু প্রচুর ভুল থাকার সম্ভাবনাও আছে। পুরোনো ও মধ্যযুগীয় দুটো ইংরেজি নিয়েই কাজ করেছি আমি। সময়ের ব্যবধানে শব্দগুলোর বানান বদলেছে অনেক, সেই সাথে অনেক শব্দের অর্থ এবং লেখার ধারাও বদলেছে প্রচুর। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে, আপনারা যদি এই লেখাটা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞকে দেখান, সে হয়তো পারলে পুরোপুরি ভিন্ন অনুবাদও করতে পারে! বলে কাগজটা স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলো নাইজেল। লাযলো আমাকে এই শব্দগুলোই পাঠিয়েছে। প্রথম তিনটা শব্দ একদম সহজ। ইন্টারনেটে ঢুকলে যে কেউই এই শব্দগুলোর অর্থ বের করে ফেলতে পারবে।

কাগজটা হাতে নিয়ে শব্দের তালিকাটা দেখলো স্যাম। প্রথম তিনটা শব্দের অর্থগুলো হচ্ছে, গর্ত অথবা কূপ, দুর্গ, পাথর অথবা পাহাড়। কোনো ধারণাই নেই বাকিগুলোর ব্যাপারে? জিজ্ঞেস করলো স্যাম। সে নিজেও কোনো অর্থ বের করতে পারছে না এগুলোর। শব্দগুলো হলো, wul hol আর wul eshea od...

এই অংশটাই বেশি কঠিন লাগছে আমার। দুঃখিত, কোনো ধারণাই নেই এগুলোর ব্যাপারে।

রেমিও স্যামের হাত থেকে তালিকাটা নিয়ে দেখলো একবার। তো, প্রথম কয়েকটা শব্দই শুধু জানতে পেরেছি আমরা। এরপর কী?

বাক্যের প্রসঙ্গটাই সব কিছু, বলল নাইজেল। এটা থেকেই আসলে বাক্যের উৎপত্তি এবং কোথায় লেখা হয়েছিলো সেটা জানা যায়। বিশেষ করে কোনো শব্দের দ্বৈত অর্থ আছে কিনা তা বুঝা যায়। এই যেমন শেষ শব্দটাই দেখুন। এর অর্থ কিন্তু পাথর বা পাহাড় দুটোই হয়। বাক্যের প্রসঙ্গ জানা থাকলে সঠিক অর্থটা ধরা যেতত।

কাগজটা আবারো রেমির হাত থেকে নিয়ে স্যাম বলল, একটা পুরোনো ম্যাপে লেখাগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা। খুব সম্ভবত ১৬৯৬ সালের ম্যাপ ওটা। তবে শব্দগুলো খুব সম্ভবত লেখা হয়েছিল কিং জনের মৃত্যুর সময়কালের দিকে।

শুনে ব্রু কুঁচকে গেলো নাইজেলের। আপনি বলছেন এই শব্দগুলো কিং জনের হারানো সম্পদগুলো কোথায় আছে তা নির্দেশ করছে? মানে সম্পদগুলো এই কিংস লিনে আছে?

এই ব্যাপারে আসলে কিছু জানি না। এই শব্দগুলো আমরা পেয়েছি এক সাংকেতিক গুপ্তবর্তা থেকে। ওটার অর্থও এখনো পুরোপুরি উদ্ধার করা যায়নি।

শব্দগুলো কি আবার দেখতে পারি আমি? বলে কাগজটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো নাইজেল।

স্যামের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে আরো কিছুক্ষণ ভেবে নিলো নাইজেল। তারপর বলল, ধরে নিচ্ছি যে সাংকেতিক বর্তা থেকে বের করা এই অর্থটাই সঠিক। তো যদি এটাই সূত্র হয়ে থাকে, তাহলে খুব সম্ভবত রাজসম্পদগুলো এই শব্দগুলো লুকানোর জায়গার অবস্থানটা নির্দেশ করছে। তবে জায়গাটা নির্ণয় করাটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

এখানের কোনো কিছুর সাথে কি শব্দগুলো ম্যাচ করছে? জিজ্ঞেস করলো রেমি।

হ্যাঁ, করছে। কিন্তু এখানের সব জায়গাতেই তো কোটি কোটিবার খুঁজে দেখা হয়েছে। সম্পদগুলো তো কখনোই পাওয়া যায়নি।

হয়তো খুঁজেছে, বলল স্যাম। তবে তারা তো আমাদের মতো গবেষণা করে দেখেনি। তো, কোন জায়গায় আছে বলে ধারণা আপনার?

এখানের গর্ত বা কুপটা সম্ভবত কিং জনের সমাধিকে নির্দেশ করছে। এখান থেকে লং সাটনে যাওয়ার মাঝামাঝি অবস্থানে পড়ে ওটা। আর এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে কাদামাটির ত্রিশ ফুট নিচে রয়েছে সম্পদগুলো। তবে

তবে কী? নাইজেলকে থেমে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

তবে এর সাথে থাকা অন্যান্য শব্দগুলোর কোনো মানে বুঝতে পারছি না আমি। দুর্গ আর পাহাড়ের? কোনো মানেই বুঝতে পারছি না। অথবা, দুর্গের ভিতরে থাকা কূপ বা পাহাড়ের ওপর থাকা দুর্গের কথাই ভাবুন একবার। এখানে তো এরকম অনেক দুর্গই আছে।

কিং জনের সময়কালে ছিলো এরকম কোনো দুর্গও কি আছে?

হ্যাঁ, ক্যাসল রাইজিং।

তাহলে মনে হচ্ছে আগামিকাল সকালে এক্সপ্লোরিং-এ নামতে হচ্ছে আমাদের।

সাথে রেমিও তার গ্লাস উঁচিয়ে ধরে টোস্ট করে বলল, সফল গুপ্তধন শিকারের প্রতি!

ক্যাসল রাইজিংর দিকে যাত্রা

৪১.

পরদিন সকালে ক্যাসল রাইজিংর দিকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলো স্যাম ও রেমি। এখন পর্যন্ত তিনটা সাইট খুঁজে পেয়েছে ওরা। এর মধ্যে ক্যাসল একরও আছে। তবে এটার সাথে কিং জন বা গুপ্তসম্পদের কোনো সম্পর্কে নেই বলে এটাতে যাওয়ারও কোনো ইচ্ছা নেই তাদের। তাছাড়া নাইজেলও ক্যাসল রাইজিং যাওয়ারই পরামর্শ দিয়েছে তাদেরকে। এর সাথে রানি ইসাবেলারও সম্পৃক্ততা আছে। সেখানেই থাকতে রানি ইসাবেলা, বা বলা যায় সেখানেই নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিলো তাকে। সিংহাসন দখলের পর ইসাবেলার ছেলে তৃতীয় এডওয়ার্ড তাকে এবং তাঁর প্রেমিক রজার মর্টিমারকে সেখানেই নির্বাসিত করেছিলো। গুজব আছে ইসাবেলা নাকি সবার অলক্ষ্যে দুর্গ থেকে আসা যাওয়া করার জন্য একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ ব্যবহার করতেন। এজন্যেই ক্যাসল রাইজিং-এ যাওয়ার প্রতিই তাদের আগ্রহ বেশি।

ফোনে লাযলো ও সেলমাকে জানানোর পর লাযলো অবশ্য তাদের সিদ্ধান্ত টা পছন্দ করতে পারেনি। গুপ্ত সংকেতের অর্থ পুরোপুরি বের না করা পর্যন্ত কোথাও খুঁজতে যাওয়াটা খুবই তড়িৎ সিদ্ধান্ত বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। নিম্ন মানের ছবি আর সাইফার হুইলের ঝাপসা চিহ্ন থেকে অর্থ বের করার কাজটা খুব একটা সহজ না।

যাই হোক, আমরা তো সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারবো না, বলল স্যাম।

আর, তাছাড়া, রেমি যোগ করলো সাথে, চার্লস এভেরির থেকেও এগিয়ে থাকতে হবে আমাদেরকে।

ওদেরকে ভুলে যান, বলল লাযলো। আপনারা কি জানেন গ্রেট ব্রিটেনে কতগুলো দুর্গের ধ্বংসস্তূপ আছে? খোঁজা শেষ করতে করতে বুড়ো হয়ে যাবেন আপনারা।

রেমি ঠিকই বলেছে, স্যাম বলল। এভেরি আর ফিস্ক নাইজেলের অনুবাদ করা নোটবইটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এরমানে তারাও আমাদের মতো একই পথে আছে।

গুপ্তধনগুলোও সর্বশেষ এই এরিয়াতেই দেখা গিয়েছিলো, বলল রেমি। আর তাছাড়া ম্যাপের সংকেতেও দুর্গের কথা বলা আছে। তো সম্ভাবনাকে বাদ দিবো কেন? কে জানে হয়তো সঠিক পথে এগুনোর মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেয়ে যেতে পারি।

তা ঠিক। হালকা ঘুরে দেখলে হয়তো তেমন সমস্যা হওয়ার কথা না, বলল লাযলো। তো, ঘুরে দেখুন একবার। আমি এদিকের কাজ সামলাচ্ছি। কিছু বের করতে পারলে আপনাদের জানানো।

বলে ফোনটা সেলমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে কাজে ফিরে গেলো লাযলো। ওদিকে স্যামও স্পিকার অফ করে ফোনটা তুলে দিলো রেমির হাতে। ব্রির ব্যাপারে সেলমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রাখার পর অবশ্য বেশ খুশিই দেখাচ্ছে তাকে।

ভালো সংবাদ? স্যাম জানতে চাইলো।

মনে হয়। ব্রি এখন মোটামুটি ভালোই আছে শুনলাম। আগের মতো ঝামেলা নেই। সেলমা ভাবছে মিশন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্রিকে আমাদের ওখানেই রেখে দিবে।

ভালো একটা আইডিয়া। আমিও চাই না আবারো এভেরির খপ্পরে পড়ুক ও।

তখনই তাদের দরজায় টোকা দিলো কেউ। নাইজেল এসে গেছে। গতরাতের ঘটনার পর নাইজেলকে আর কোনো বিপদে ফেলার ইচ্ছা ছিল না। তাদের। সেজন্যেই লোকটাকে তাদের সাথে আসতে মানা করেছিলো। তারপরও নাইজেল নিজে থেকেই জোর করে এসে তাদের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বলেছে যে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ভালোভাবেই ধারণা আছে তার।

নাইজেলের দিক নির্দেশনায় গাড়ি চালাচ্ছে স্যাম। আর রেমি বসে আছে গাড়ির পিছনের সিটে। গতরাতের ঘন কুয়াশা এখন কিছুটা পাতলা হয়েছে, তারপরও চারপাশ ঠিকই ঝাপসা হয়ে আছে। তাই ওয়াইপারগুলো চালু করে নিলো স্যাম।

জায়গাটায় পৌঁছে দেখলো কার পার্কে ডজনখানেকের মতো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। এখনো খুব বেশি ট্যুরিস্ট এসে জমায়েত হয়নি এখানে। গাড়ি পার্ক করে ট্রান্স থেকে ব্যাকপ্যাক বের করে নিলো স্যাম।

চমৎকার, দুর্গের দিকে হেঁটে এগিয়ে যেতে যেতে বলে উঠলো রেমি। কুয়াশা জমে থাকায় দুর্গের রক্ষ প্রান্তগুলোকে সূর্যের আলোতে রূপালি দেখাচ্ছে। ফোন বের করে

দুর্গার কয়েকটা ছবি তুলে নিলো রেমি। আহ, সাথে যদি এখন একটা সত্যিকারের ক্যামেরা থাকতো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্যটা একবার দেখে নিলো ওরা। পাথরের কাঠামোটোর প্রশংসা না করে পারছে না। তারপর আবার পা বাড়ালো দুর্গের দিকে। গ্রন্থ অনুসারে, দুর্গটা নির্মাণ করা হয়েছিলো দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে। বারো একর জায়গার ওপর বিস্তৃত পাথরের বিশাল কাঠামোটাকে দেখে মধ্যযুগীয় দুর্গ মনে হলেও, এটা সত্যিকার অর্থে নির্মাণ করা হয়েছিলো হান্টিং লজ হিসেবে।

তবে দুঃখের বিষয় হলো তাদের আকাজক্ষিত কিছুই নেই এখানে। প্রায় একঘণ্টা ধরে দুর্গের প্রতিটি কোনায় কোনায় খুঁজেও কিছু না পাওয়ার স্যাম ধরেই নিলো যে লাযলো ঠিকই বলেছিলো। অন্তত এই দুর্গটা ক্ষেত্রে লাযলোর কথাই ঠিক। তারা আসলেই তাদের সময় নষ্ট করছে এখানে। অন্য কোথাও কি খোঁজ করা দরকার আমাদের? খোঁজাখুঁজি শেষে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দুর্গের মাটিতে নামতে নামতে নাইজেলকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

মাথায় এখন একটা জায়গার নামই ঘুরছে শুধু। কিং জনের সমাধি। আর ওটা খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজ কাজ না।

কেন না? জানতে চাইলে স্যাম। আমাদের হাতে তো সময় আছে।

শত শত বছর ধরে জমা কাদামাটি সরানোর সময় আছে? আর তাছাড়া সমাধিটা কোথায় সেটাও সঠিকভাবে জানে না কেউ। একটা সাধারণ ধারণা আছে শুধু। বিশ্বাস করুন, অনেকেই খুঁজে দেখেছে, কিন্তু কেউই খুঁজে পায়নি জায়গাটা।

সত্যি বলতে নাইজেল এখনই ক্যাসল রাইজিং-এর ওপর থেকে আশা সরাতে চাচ্ছে না। রানি ইসাবেলের ব্যবহার করা কথিত গুপ্তসুড়ঙ্গটা এখনো খুঁজে পায়নি ওরা। পাশ দিয়ে তার পরিচিত টুর গাইডকে এগিয়ে যেতে দেখেই স্যামদেরকে বলল, লোকটা আমাদের হিস্টোরিক্যাল সোসাইটিতে ছিলো... তার হয়তো কিছু জানা থাকতে পারে। এখনই ফিরে আসছি আমি।

কারপার্ক য়াওয়ার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নাইজেলের জন্য অপেক্ষা করছে স্যাম ও রেমি। যদিও নাইজেল কোনো অজানা নতুন তথ্য বের করে আনতে পারবে বলেও আশা করছে না ওরা। স্যামের যতটা ধারণা এই ধ্বংসস্তূপের আড়ালে তেমন কোনো গুপ্ত ইতিহাস লুকিয়ে নেই।

অযথাই সময় নষ্ট ভেবে, কারপার্কের দিকে তাকাতেই চমকে গেলো স্যাম। কারপার্কটা এখন প্রচুর গাড়ি ও স্কুলবাসে ভরে গেছে। এর ভিতর দিয়েই এগিয়ে আসতে থাকা একটা নীল বিএমডব্লিউ চোখে পড়লো তার। সত্যি বলতে নজরটা পড়েছে গাড়ির পিছনের সিটে থাকা কালো রঙের বিশালাকৃতির কুকুরটার ওপর। গাড়িটা পরের সারির দিকে এগিয়ে যেতেই ড্রাইভারকেও চোখে পড়লো তার। ড্রাইভারকে সে ভালোভাবেই

চিনে। ড্রাইভারের কপালে থাকা ব্যান্ডেজটাও তাদের পরিচিতির প্রমাণ। কয়েকরাত আগে মিউজিয়ামে ইভানের কপালের এই জায়গাতেই আঘাত করেছিলো ও। ওটা ইভান। বিএমডব্লিউর ড্রাইভিং সিটে।

তুমি নিশ্চিত?

হ্যাঁ, বলে রেমিকে নিয়ে পিছনে সরে গেলো স্যাম। আশা করছে ইভানরা হয়তো তাদেরকে এখনো দেখতে পায়নি। সাথে জ্যাকও আছে। আর গাড়ির পিছনের সিটে একটা বিশাল কালো কুকুরও আছে। আমি নিশ্চিত যে ওটাই গতরাতে আমাদের ওপর আক্রমণ কুকুরটা।

আহ, কালো দানোর গল্পটা তাহলে আর সত্য হলো না, বলল রেমি। গতরাতে কুকুরের পিছনে থাকা ছায়ামূর্তিটাকে চিনতেও দেরি হলো না তাদের। জ্যাকই ছিলো সেই ডেভিল।

ফিস্ককে যদিও তাদের সাথে দেখা যাচ্ছে না, স্যাম বলার সাথে সাথেই অপর পাশ থেকে একটা কালো মার্সিডিজ এসে উপস্থিত হলো দৃশ্যপটে। ইভানের গাড়ির পিছনে এসে থেমেছে গাড়িটা। ফিস্কই ড্রাইভ করছে। গাড়ি থামতেই প্যাসেঞ্জার সিট থেকে সাদা পার্কা পরা এক সোনালিচুলো মহিলাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলো স্যাম। মহিলা গাড়ি থেকে নেমে যেতেই গাড়িটা নিয়ে সামনে চলে গেলো ফিস্ক। আর মহিলা এগিয়ে গেলো ইভানের গাড়ির দিকে।

ইন্টারেস্টিং, ফিস্করাও তাহলে একই জায়গায় চলে এসেছে, বলল স্যাম। আমরা তো আরেকটু হলেই এই দুর্গটাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছিলাম।

হয়তো রানি ইসাবেলার সুড়ঙ্গ ব্যবহারের ঘটনাটা আসলেই সত্য।

তাড়াতাড়ি নাইজেলকে খুঁজে বের করা দরকার আমাদের।

বলে সামনের দিকে পা বাড়ালো স্যাম। তবে রেমি তাকে অনুসরণ না করে ইভান, জ্যাক ও তাদের সাথে থাকা মহিলার ছবি তুলে নিলো প্রথমে। হয়তো সেলমা এই মহিলার পরিচয় বের করতে পারবে। বলে তাড়াতাড়ি করে স্যামের পিছন পিছন যেতে সেলমাকে ছবিগুলো পাঠানোর চেষ্টা করছে। রেমি। ধুর, সিগন্যাল নেই।

নাইজেল কোথায়? টুর গাইডদের পোস্টে নাইজেলকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

রেমি তার ফোন থেকে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, সে তো এখানে দাঁড়িয়েই তার এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলো।

কিন্তু এখন এখানে নাইজেল বা তার বন্ধুর কেউই নেই।

ব্যাকপ্যাক থেকে বাইনোকুলারটা বের করে সামনের চত্বরের দিকে তাকালো স্যাম। তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, বাইনোকুলারটা দুর্গের দেয়ালের সিঁড়ির দিকে তুলে আনতে আনতে বলল স্যাম। প্রচুর মানুষ জমা হয়ে গেছে এখন। ভীড়ের যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে ওরা।

চলো ওপরে উঠে দেখা যাক । ভালো ভিউ পাওয়া যাবে ওখান থেকে ।

চেপ্টা করে দেখা যায়, বলে স্কুল বাচ্চাদের এড়িয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরতলায় উঠে এলো ওরা । ওপরতলায় পৌঁছে বাইনোকুলার ধরে নিচে তাকাতেই ইভানকে দেখলো এক গাইডের সাথে কথা বলছে । তবে নাইজেল বা তার বন্ধুদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না । ইশশ আমি যদি লিপরিড করতে পারতাম । ইভান কী নিয়ে কথা বলছে সেটা শুনতে পারলে শান্তি লাগতো ।

রেমিও এসে দাঁড়ালো স্যামের পাশে । তারাও হয়তো কোনো ভালো কারণেই এসেছে এখানে । আমরা হয়তো কিছু একটা মিস করেছি । কী মিস করলাম?

খুব সম্ভবত তারাও আমাদের মতোই এটাকেও সম্ভাব্য স্থানগুলোর একটা হিসেবে ভাবছে ।

আরো কিছুক্ষণ ইভানদের দিকেই তাকিয়ে রইলো স্যাম । তারা যেটা নিয়েই আলাপ করে থাকুক না ইভানকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব তাড়ার ভিতরে আছে । গাইডের সাথে কথা বলেই ঘুরে উলটো দিকে পা বাড়ালো ইভান । ইভান সম্ভবত কিছু একটা জানতে পেরেছে ।

তখনই রেমি নিচের দিকে নির্দেশ করে বলে উঠলো, ঐ তো নাইজেল!

বাইনোকুলার নিয়ে সেদিকে তাকালো স্যাম । তবে জ্যাক এবং তার সাথে থাকা মহিলাকে নাইজেলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে খুব একটা বেশি খুশি হতে পারলো না ও ।

৪২.

এই লোক এখানে আসলো কিভাবে? কয়েকগজ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা টুর গাইডকে দেখে বলে উঠলো আলেক্সান্দ্রা এভেরি। গতরাতে তারা এই টুর গাইডের ওপরই আক্রমণ করেছিলো। অবশ্য, লোকটা এখনো তাদেরকে দেখতে পায়নি।

কুকুরের দড়িটা আলেক্সান্দ্রার হাতে দিয়ে জ্যাক তার পিস্তলটা বের করে বলল, আমি দেখছি ওকে।

হাত বাড়িয়ে জ্যাককে আটকালো আলেক্সান্দ্রা। ওটা সরাও তো। মানুষে গিজগিজ করছে জায়গাটা, অন্ততপক্ষে এখানে হুটহাট পিস্তল বের করে বসো না। ভুলে যেও না যে আমরা গ্রেট ব্রিটেনে আছি। এখানে তারা পিস্তল বের করাটা পছন্দ করে না।

আপনি নিশ্চয়ই ঐ লোকটাকে চিনেন? জিজ্ঞেস করলো জ্যাক।

অবশ্যই চিনি আমি। তবে এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো লোকটা এখানে কেন! বলে এগিয়ে আসতে থাকা ইভানের দিকে তাকালো আলেক্সান্দ্রা। ইভানের হাত তার পকেটের পিস্তলে থাকলেও, জ্যাকের মতো হুটহাট অস্ত্র বের করে আনার প্রবণতা নেই তার মধ্যে। আলেক্সান্দ্রা বেশ সন্তুষ্ট ইভানকে শান্ত থাকতে দেখে। কিছু জানতে পেরেছো?

এখানে কোনো সুড়ঙ্গ নেই, জবাবে বলল ইভান।

ইভানের জবাব শুনে আবারো টুযর গাইডের দিকে ফিরে তাকালো আলেক্সান্দ্রা। নাইজেল না কী রিজওয়েল যেন নাম লোকটার! হ্যাঁ, এটাই, ভেবে লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলো, মি. রিজওয়েল, আপনি এখানে? কী অদ্ভুত!

ডাক শুনে চকিতেই থমকে দাঁড়ালো নাইজেল। একদমই খুশি দেখাচ্ছে না তাকে। গতকাল আমার শেষ ট্যুরে ছিলেন আপনি।

হ্যাঁ, ট্যুরটা খুবই ভালো ছিলো। আপনি কি এখানেও গাইডের কাজ করেন?

জিনিসটা কোথায়?

কোন জিনিস?

আমার নোটবুক।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি।

হয় আপনি চুরি করেছেন ওটা, নয়তো আপনার এই সঙ্গীদের কেউ একজন করেছে, জ্যাক আর ইভানের দিকে ইশারা করে বলল নাইজেল।

আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যে এটার সাথে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

আপনিই ট্যুরের সময় আমাকে পুরোনো ইংরেজি অনুবাদ করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আর এখন এখানেও হাজির হয়ে গেছেন। কেন জানতে পারি?

ঘুরে দেখতে এসেছি, লোকটার কথা বলার ধরনটা ভালো লাগছে না তার। আশেপাশের লোকদের বেশ কয়েকজন তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। আপনার মতো লোকদের তো এটা অন্তত বুঝা উচিত।

আপনারা কি আমাকে অনুসরণ করছেন?

আর সহ্য করতে পারলো না ইভান। এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নাইজেলের পেটে ঠেকিয়ে বলল, যথেষ্ট প্রশ্ন করেছো তুমি।

চমৎকার, আমি আরো এটাকে ঠাণ্ডা মাথার লোক ভেবেছিলাম, মনে মনে ভাবলো আলেক্সান্দ্রা।

সাথে এটা ভেবেও অবাক হলো যে ফিস্কের কি আসলেই নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা। না থাকলে তো ব্যাপারটা খুব হাস্যকর শোনাবে। যাই হোক, এখন থেকে অবশ্যই তাকে তার নিজের দিকটা ভালোভাবে খেয়াল করে চলতে হবে।

অবশ্য এই মুহূর্তে এটা নিয়ে ভেবে খুব একটা লাভ হবে না। এখন নাইজেলকে পুলিশ ডাকা হতে বিরত রাখাটাই মূল কাজ। সাথে এই দুই পিস্তলধারী থাকায় পুলিশ ডাকলে বড়োসররা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে। তাই ইভানের হাত চেপে বলল, দয়া করে

পিস্তলটা লুকিয়ে রাখো এখন। এখানে প্রচুর প্রত্যক্ষদর্শী দাঁড়িয়ে আছে। জনশূন্য জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত ওটা ব্যবহারের কথা ভেবো না।

মাথা ঝাঁকিয়ে পিস্তলটা আবার পকেটে ডুকিয়ে রাখলো ইভান। তারপর নাইজেলের আরো কাছে ঘেঁষে বলল, আমার উপদেশ শুনবে? স্বাভাবিকভাবে হেঁটে কারপার্ক চলে যাও। কথা দিচ্ছি, তুমি ঠিকঠাক ভাবে কথা মেনে চললে ট্রিগার চাপবো না আমি।

কিছু না বলে চুপচাপ হাঁটা শুরু করলো নাইজেল। অন্য তিনজন আসছে তার পিছে পিছে। তবে ভিড়ের মধ্যে ঠিকঠাক মতো হেঁটে যাওয়া বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে তাদের জন্য। পর্যটকদের বিশাল একটা দলের ভিতরে পড়ে গেছে ওরা। আরেকটু হলেই এক্সিমো পোশাক পরা এক মহিলা হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে নিয়েছিলো নাইজেলের গায়ে। সতর্ক না থাকলে ভিড়ের ভিতরে নাইজেলকে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাও কম না। আর এখন এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নাইজেলকে হারানোর মতো ঝুঁকি নেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আলেক্সান্দ্রার। তাই কুকুরের দড়িটা আবারো জ্যাকের হাতে তুলে দিয়ে নাইজেলের পাশে এগিয়ে গেলো ও। নাইজেলের হাতে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমার সাথে দুজনের কিন্তু মাথার কোনো ঠিক নেই। ভালোয় ভালোয় আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলো, নাহলে কিন্তু আমি তোমার নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবো না।

কথাটা শুনেই ঢোক গিললো নাইজেল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। মহিলার সম্বোধন পরিবর্তন করাটাও তার নজর এড়ায়নি। হঠাৎ করেই বিপদের মাত্রাটা ভালো করে বুঝতে পারছে এখন। আমি কাউকে কিছু বলবো না। আমাকে ছেড়ে দিন, প্লিজ।

সত্যি বলতে, তোমাকে এখানে পেয়ে সুবিধাই হয়েছে আমাদের। এখন তোমার সাথেই দেখা করতে যাবো বলে ভাবছিলাম। যাই হোক, সময় বাঁচালে, বলে মুচকি হাসলো আলেক্সান্দ্রা। গাড়িতে উঠার আগ পর্যন্ত নাইজেলকে আর ভয় দেখানোর ইচ্ছা নেই তার। আমাদেরকে আরো কিছু অনুবাদ করে দেওয়া লাগবে তোমার। কথা দিচ্ছি, কাজটা ঠিকঠাক মতো করে দিতে পারলে কেউই তোমাকে কোনো আঘাত করবে না।

৪৩.

নতুন করে পরিকল্পনা করার মতো তেমন কোনো সময় নেই এখন। সোনালিচুলো মহিলাকে নাইজেলের সাথে কথা বলতে দেখেই চুলগুলো তার জ্যাকেটের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে এবং চোখে একটা মোটা সানগ্লাস লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড় লাগালো রেমি। সাথে করে একটা সিগ পি৯৩৮ হ্যান্ডগানও নিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইভানদের দলটা কারপার্কের ওয়াকওয়েতে গিয়ে দাঁড়ালো রেমি।

কড়া পাহারা দিয়ে নাইজেলকে নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে দলটা। নাইজেলের একপাশে রয়েছে ইভান আর অন্যপাশে রয়েছে সোনালিচুলো মহিলা। আর কুকুর নিয়ে তাদের পিছু পিছু আসছে জ্যাক। তারা কেউ তাকে চিনতে না পারলেও কুকুরটা ঠিকই তার দিকে তাকিয়ে গজরাতে শুরু করেছে। আতঙ্কিত হয়ে রেমি পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে আনতে যাবে, ঠিক তখনই সোনালিচুলো মহিলাকে বলতে শুনলো, কুকুরটাকে

শান্ত রাখো তো। অপদার্থ প্রাণী একটা। এখন ওটার ইচ্ছাপূরণ করার মতো সময় নেই আমাদের হাতে।

কিছু না বলে দড়ি টেনে ধরে কুকুরটাকে আবারো শান্ত করে নিলো জ্যাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেমিকে পাশ কাটিয়ে গেলো দলটা। তবে রেমি এখনো তার জায়গা থেকে নড়েনি। টুর বাসের পিছনে দাঁড়িয়ে দলটার ওপর নজর রাখছে।

নীল বিএমডব্লিউয়ের সামনে গিয়ে থেমে গেলো দলটা। ইভান তাকিয়ে চারপাশটা দেখে নিচ্ছে একবার। কেউ তাদের দিকে নজর রাখছে না নিশ্চিত হয়ে নাইজেলকে গাড়ির ট্রাংকে ঢুকিয়ে দিলো এরপর। তারপর নিজে ড্রাইভিং সিটে চড়ে বসে গাড়ি নিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিলো সেই পথ দিয়েই ফিরে গেলো আবার।

তারা চলে যেতেই তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এলো রেমি। স্যামের গাড়ি নিয়ে আসার অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পরই গাড়ি নিয়ে এসে স্যাম জিজ্ঞেস করলো, কোন দিকে গেছে ওরা?

জবাবে গাড়িতে উঠে বসতে বসতে রেমি বলল, বামে মোড় নিয়েছে। ওরা। নাইজেলকে ট্রাংকে ভরে নিয়ে গেছে।

আর আমাদের পরিকল্পনাটা?

পুরোপুরি সফল ওটা।

স্যামও বাম দিকে মোড় নিয়ে বলল, দেখো তো সেল সিগন্যাল পাওয়া যায় কিনা!

সিগন্যাল এখনো দুর্বল, ফোন বের করে মাই আইফোন অ্যাপ্লিকেশনটা চালু করতে করতে বলল রেমি। স্যামের ফোনটাকে এখনো অফলাইন দেখাচ্ছে। রেমির আশঙ্কা হচ্ছে ইভানরা হয়তো নাইজেলের পকেটে থাকা ফোনটার খোঁজ পেয়ে গেছে। তাই ফোনটা অফ করে দিয়েছে। তবে দুর্গ থেকে মাইলখানেক দূরে যেতেই সিগন্যালের দেখা মিললো আবার। পেয়েছি সিগন্যাল।

ওকে। তবে তোমার পকেটমারার ভয়ানক দক্ষতার প্রশংসা না করে পারছি না, রেমি। তুমি নিশ্চিত যে আগের জীবনে তুমি সন্ত্রাসচক্রের মূলহোতাদের কেউ ছিলে না?

শুনে হেসে উঠলো রেমি। আরেহ, কারো পকেট থেকে কিছু চুরি করার থেকে পকেটে মোবাইল ঢুকিয়ে দেওয়াটা অনেক সহজ কাজ।

মিউজিয়ামে মহিলার কী-কার্ডের ব্যাপারটা তাহলে কী ছিলো?

ওটা তো মহিলার কাঁধে ঝুলছিলো, আমি শুধু টান দিয়ে নিয়েছি। তেমন কঠিন কাজ না এটা, বলে আবার ফোনের দিকে তাকালো রেমি। যাই হোক, উত্তর-পূর্ব দিকে যাচ্ছে ওরা।

তাহলে আমরাও ওদিকে যাচ্ছি। দেখি নাইজেলকে কোথায় নিয়ে যায় ওরা। আর তুমি রাস্তার দিকে খেয়াল রাখো। ফিস্ক আবারো দেখা দিতে পারে যে কোনো সময়।

উত্তরের রাস্তা ধরে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো ড্রাইভ করার পর অর্ধ-কাঠের তৈরি সাদা বর্ণের এক সরাইখানার সামনে এসে গাড়ি থামালো স্যাম। সরাইখানার সাইনবোর্ডে লেখা পিগ অ্যান্ড ল্যান্টার্ন।

জায়গাটায় বেশ জনশূন্য। তবে তাদের অনুসরণ করা নীল গাড়িটাও দাঁড়িয়ে আছে সরাইখানার সামনে। সত্যি বলতে তাদের থেকে মাত্র কয়েক মিনিট আগেই এসে এখানে থেমেছে গাড়িটা। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে ট্রাংক থেকে নাইজেলকে বের করে আনলো ইভান। লোকটাকে প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত দেখাচ্ছে এখন।

আমাদের মনে হয় পুলিশকে ফোন করা উচিত, বলল রেমি।

আমেরিকায় থাকলে ঠিকই ডাকতাম। পারলে হয়তো সোয়াট টিমকেও আনার ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু এখানে? পুলিশের আসতে কত সময় লাগবে তাই তো জানি না। আর তাছাড়া, বিএমডব্লিউয়ে থাকা অস্ত্রধারী লোকদুটোর দিকে ইশারা করে স্যাম বলল, তোমার কি মনে হয় ঐ দুই পাগলাটে খুনী নিরস্ত্র পুলিশকে খুন করতে কোনো দ্বিধা করবে? সুস্থ মস্তিষ্কে এমনটা হতে দিতে পারবো না আমি।

কিন্তু আমরা তো নাইজেলকেও তাদের হাতে এভাবে ছেড়ে দিতে পারবো না।

হা, পারবো না। তবে আপাতত নাইজেলের কোনো ক্ষতি করবে না ওরা। নাইজেলকে জীবিত দরকার তাদের। সে মরে গেলে অনুবাদ সম্ভব হবে না।

ইশশ, লোকটাকে তখন যেতে না দিলেই ভালো হতো।

তবে ওটা নিয়ে এখন আর ভেবে কোনো লাভ হবে না। নাইজেলকে অসহায়ভাবে সরাইখানার ভিতরে ঢুকতে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাদের।

অন্যরা সরাইখানার ভিতরে ঢুকে গেলেও কুকুর নিয়ে জ্যাক চলে গেছে অন্যদিকে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে সেও ঢুকে গেলো সরাইখানার ভিতরে। তবে এবার আর সাথে কুকুরটা নেই।

স্যাম?

ভাবছি, সরাইখানার সামনে এসে থামা অন্য একটা গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল স্যাম। গাড়িটার পিছনের কাঁচে সদ্য বিবাহিত লেখা রয়েছে। গাড়িটা থামতেই তরুণ এক যুগল বেরিয়ে এসেছে ট্রাংক থেকে বিশাল বিশাল দুটো ব্যাগ বের করে পা বাড়ালো সরাইখানার প্রধান দরজার দিকে।

দৃশ্যটা দেখেই একটা আইডিয়া মাথায় খেললো ওর...

কনসোল থেকে রেমির ফোনটা হাতে নিয়ে সিগন্যালটা দেখে খুশি হয়ে বলল, তো একদিন গ্রাম্য সরাইখানায় ছুটি কাটানোর ব্যাপারে কী মত তোমার?

এই ছুটির সাথে অপরাধী দমনও অন্তর্ভুক্ত আছে?

আমি নিশ্চিত না ছুটির মেনুতে এটা আছে কিনা, বলতে বলতে সরাইখানার সাইনবোর্ডের দিকে তাকালো স্যাম। তবে কপাল ভালো হলে বিশেষ কিছু করার সুযোগ পেলেও পাওয়া যাতে পারে। বলে সাইনবোর্ডে থাকা নম্বরটাতে ফোন দিলো স্যাম।

একবার রিং বাজতেই অন্য পাশ থেকে এক মহিলা জবাব দিলো, পিগ অ্যান্ড ল্যান্টার্ন থেকে বলছি।

আজ রাতে থাকার মতো কি কোনো রুম আছে আপনাদের ওখানে?

একটু অপেক্ষা করুন..., ফোনে কম্পিউটার কীবোর্ড চাপার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। জ্বি, আছে। নাম?

রেমির দিকে এক পলক তাকিয়ে স্যাম বলল, লংস্ট্রিট। মি. অ্যান্ড মিসেস লংস্ট্রিট।

লংস্ট্রিট... আবারো কীবোর্ডের খুটখুটে শব্দ ভেসে আসছে অন্য পাশ থেকে। কয় রাতের জন্য?

শুধু এক রাতের জন্য। আমরা অবশ্য দেরিতেই আসবো। সন্ধ্যার পর পর।

ওকে। আপনারা পেমেন্ট কোন ক্রেডিট কার্ড দিয়ে করছেন?

আমেরিকান এক্সপ্রেস, বলে রেমির দিকে ইশারা করলো স্যাম। রেমি এখনো তার কুমারি নামের ক্রেডিট কার্ডটা ব্যবহার করে। কার্ডটা বের করে তার হাতে দিতেই কার্ডের নম্বরটা মহিলাকে জানালো স্যাম।

ধন্যবাদ, মি. লংস্ট্রিট। একরাতের জন্য আপনাদের নামে রুম বুক করে রেখেছি আমরা।
চেক আউট আগামিকাল।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কলটা কেটে দিলো স্যাম। এখন অপেক্ষার পালা।

ঠিক তখনই একটা মেসেজ এলো রেমির ফোনে। সেলমার মেসেজ... মেসেজটা ওপেন
করে বলল রেমি। এটা কখনো ভুলেও কল্পনা করিনি আমি। ইভানদের সাথে থাকা ঐ
মহিলার নাম আলেক্সান্দ্রা এভেরি। চার্লস এভেরির স্ত্রী।

আসলেই? ঐ মহিলা না সোশ্যাল প্রোগ্রামের সাথে জড়িত? পার্টি, ফান্ড রেইজার এসব
নিয়েই তো ব্যস্ত থাকে সবসময়।

শুনে নাক দিয়ে বিদ্রূপাত্মক শব্দ করলো রেমি। পুরুষেরা খুব সহজেই নারীদেরকে
হুমকির তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

এই কথাটা একমাত্র সত্য হবে তখনই, যখন তোমাকে কেউ হুমকির তালিকা থেকে বাদ
দিয়ে দিবে।

হ্যাঁ। এই মহিলার ক্ষেত্রেও খাটে এটা। মহিলার সামনে পড়লে কথাটা মাথায় রেখো।

মহিলার সামনে পড়ার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। এজন্যেই তো অন্ধকার নামার অপেক্ষা
করছি।

ঘন্টাখানেক পর সরাইখানার আলোটা মৃদু হয়ে যেতে দেখে বেশ খুশি হলো স্যাম। এখন খুব সহজেই কারো নজরে না পড়ে হোটেলের ঢোকা যাবে। এখানেই অপেক্ষা করো, রেমির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একটু চেক করে দেখে আসছি।

বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো স্যাম। প্রধান দরজাটা ছাড়াও সরাইখানায় ঢোকান জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরো দুটো প্রবেশদ্বার আছে। জ্যাক ও ইভানরাও এই দক্ষিণ দরজা ব্যবহার করেই ভিতরে ঢুকেছে।

দক্ষিণের দরজা ধরে ভিতরে ঢুকলো স্যাম। দুটো রুম ছাড়া নিচতলার বাকি সবগুলো রুমই অন্ধকার হয়ে আছে এখন। ইভানরা এই দুই রুমের কোনো একটাতে আছে বলেই ধারণা ওর।

তবে ঝুঁকি না নিয়ে এখন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া দরকার স্যামের। তাই বাইরে বেরিয়ে এলো আবার। তারপর বাইরের দক্ষিণ কোনা পেরিয়ে আলো জ্বলতে থাকা প্রথম জানালাটার দিকে এগিয়ে গেলো স্যাম। জানালাটায় যদিও পর্দা দেওয়া, তবে পর্দার হালকা ফাঁক দিয়ে ভিতরের দৃশ্যটা দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তার। রুমটায় এখন কেউ নেই। তবে চেয়ারের মাথায় আলেক্সান্দ্রার পার্কাটা দেখে রুমটা কার সেটা বুঝতে কোনো সমস্যাই হলো না তার।

পরের রুমটার দিকে পা বাড়ালো এরপর। এই রুমের পর্দাও হালকা ফাঁকা হয়ে আছে। তবে সে গিয়ে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই পর্দাটা টেনে পুরোপুরি আটকে দিলো ভিতরের

কেউ। তবে এর আগেই যা দেখার দেখে নিয়েছে স্যাম। রুমের ভিতরে এক চেয়ারে হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে নাইজেলকে।

নাইজেলের বিপদের মাত্রাটা নিয়ে ভাবতে যাবে, তখনই তৃতীয় আরেকটা জানালায় আলো জ্বলে উঠতে দেখলো স্যাম। আলোটা আসছে ইভান ও জ্যাকদের রুমের অন্য পাশে থাকা রুমটা থেকে। নবদম্পতিদের রুম ওটা।

আর দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে ফিরে এলো স্যাম। রেমিকে বলল, রেডি তুমি?

হ্যাঁ। তো, কী মহা পরিকল্পনা করলে তুমি?

এই মুহূর্তের জন্য তেমন কোনো বড় কোনো মহা পরিকল্পনা নেই। শুধু ছোটো একটা পরিকল্পনা আছে। আর এই পরিকল্পনাটা সফল করতে হবে আমাদেরকান দিয়ে।

.

88.

রাতে মনে হয় কাজের চাপ কম? চেক ইন করার সময় ডেস্কে থাকা ক্লার্ক মহিলাকে বলল স্যাম। পিঠে একটা ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে রেখেছে। রেমির ভাষ্যমতে এটা স্যামের ইমার্জেন্সি ব্যাগ। ছোটোখাটো কিছু যন্ত্রপাতি ও কয়েকটা ছুরি-চাকু রয়েছে ব্যাগটাতে। সাথে খুবই হালকা ওজনের শক্ত একগোছা রশিও আছে। এই ব্যাকপ্যাকটা ছাড়া এখন

আর কোনো ব্যাগ বা লাগেজ নেই তাদের সাথে। পার্কিং লটে তো মাত্র দুটো গাড়িই দেখলাম।

আমাদের জন্য এটাই অনেক ব্যস্ততা।

বেশ শান্তশিষ্ট এলাকা তাহলে। আমাদের এমনটাই পছন্দ। তারপর কাউন্টারের দিকে নিচুস্বরে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের হোটেলে কোনো পোষা প্রাণী নেই তো? আমার স্ত্রীর আবার একটু অ্যালার্জির সমস্যা আছে।

মেহমানদের কারো সাথে পোষা কোনো প্রাণী নেই। অবশ্য মালিকের একটা কুকুর আছে।

ওটা নিশ্চয় ঐ বড়ো কালো কুকুরটা না?

হ্যাঁ। টেডিকে তাহলে দেখেছেন আপনারা? খুবই ভালো একটা কুকুর। অবশ্য গত দুইদিন অন্য একজনের কাছে ছিলো টেডি! তারাও এই হোটেলেই আছে। তবে চিন্তা করবেন না। আপনারা চাইলে আপনাদেরকে ওপরতলার রুমও দেওয়া যাবে।

তার দরকার নেই, বলে মুচকি হেসে মহিলার হাতে একটা বিশ পাউন্ডের নোট বাড়িয়ে দিলো স্যাম। নিচ তলার রুমই পছন্দ আমাদের। পূর্ব দিকে হলে ভালো হয়। সূর্যোদয় দেখার ইচ্ছা আছে আমাদের।

নোটটা হাতে নিয়ে মহিলা তার কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে বলল, নিচ তলার পূর্বদিকে একটা রুমই খালি আছে আমাদের। নববিবাহিত এক দম্পতির পাশের রুম। বলে রুমের চাবিটা স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলো মহিলা। ১০১ নম্বর রুম। কোনা ঘুরে পাম গাছের টবটা পেরুলেই পাবেন রুমটা।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাবিটা নিয়ে পামের টবটার দিকে পা বাড়ালো স্যাম ও রেমি। কোনা ঘুরে হল ধরে এগুতে যাবেই তখনই পরিকল্পনার বড়ো একটা ত্রুটি পড়লো স্যামের কাছে। তার পরিকল্পনা ছিলো কারো নজরে না পড়ে রুমে চলে যাওয়া, কিন্তু এই মুহূর্তে ইভান বা জ্যাকের কেউ ছুট করে হলে বেরিয়ে এলে তো আর সেটা সম্ভব হবে না।

যাই হোক অন্ততপক্ষে কুকুরটা তো আর তাদের সাথে নেই, ভেবে ইভান ও জ্যাকদের রুমটা পেরিয়ে গেলো ওরা। তাদের রুমটা রয়েছে হলের একদম শেষ মাথায়। চাবি দিয়ে তালা খুলে রুমে ঢুকলো রেমি। রুমটা খুব বেশি বড়ো না। তবে একটা ডাবল বেড, নাইটস্ট্যান্ড, ছোটোখাটো ড্রেসার, টেলিভিশনসহ রুমটাকে খুব একটা খারাপও বলা যাচ্ছে না। এগুলোর সাথে নাইটস্ট্যান্ডের ওপর একটা আইসবাকেট ও দুটো গ্লাসও রয়েছে। রুমে ঢুকেই প্রথমে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা টেনে দিলো স্যাম। তারপর বলল, ইভানদের রুমে কান পেতে শোনার মতো একটা উপায় থাকলে ভালো হতো। আমার ফোনকে লিসেনিং ডিভাইসে রূপান্তরিত করার মতো কোনো অ্যাপ কি আছে আমাদের কাছে?

হ্যাঁ, আছে। এটার নাম ফোন কল। আর এখন তোমার ফোন কল করলে চমকে দেওয়ার সমস্ত উপকরণই ভেসে যাবে, বলে একটা গ্লাস দেয়ালে ঠেকিয়ে কান পাতলে রেমি। অবশ্য, একটা পুরোনো কায়দা কিন্তু আছে।

এটা কাজও করবে। কিন্তু ভুলে যেও না যে, তাদের ও আমাদের রুমের মাঝখানে আরো একটা রুমও আছে।

নববিবাহিতদের সাথে রুম অদল-বদল করে নিতে পারি আমরা।

আমিও এটার কথা ভাবছি। তবে, সত্যি বলতে তারা এই মুহূর্তে হোটেলে না থাকলেই বেশি খুশি হতাম আমি। কখন কী অঘটন ঘটে যায় তার তো কোনো ঠিক নেই, তাই না?

কিছু না বলে বিছানার পাশে নাইটস্ট্যান্ডে থাকা ঘড়ির দিকে তাকালো রেমি। প্রায় ছয়টার মতো বাজে। এখান থেকে লন্ডনের দূরত্ব কতটুকু?

গাড়িতে করে গেলে প্রায় তিন ঘন্টার মতো।

স্যাভয়ে আমাদের ভাড়া করা রুমটা কিন্তু এখন খালিই পড়ে আছে।

ভালো বলেছে, রেমি। এটার কথা ভাবিনি।

শুনে মৃদু হাসলো রেমি। আশা করছি তারা এটা মেনে নিবে।

জানার একটা উপায়ই আছে। চলো, পরীক্ষা করে দেখি।

বলে রুম থেকে বেরিয়ে নববিবাহিত দম্পতিদের দরজায় গিয়ে টোকা দিলো স্যাম। এক তরুণ যুবক এসে দরজা খুলে সাড়া দিলো তাদেরকে।

আমরা পাশের রুমে উঠেছি, স্যাম বলল। অভিনন্দন জানাতে এলাম।

তরুণের স্ত্রীও এসে দাঁড়ালো তার পিছনে। মেয়েটার মুখে কৌতূহল ও উত্তেজনার ছাপ মিশে আছে। কে এসেছে?

আমাদের পাশের রুমের দম্পতি।

এগিয়ে এসে দরজাটা পুরোপুরি খুলে তাদেরকে স্বাগত জানালো মেয়েটা। হাই।

সুযোগ পেয়ে দেরি না করে দ্রুত রুমে ঢুকে গেলো স্যাম ও রেমি। তারপর দরজাটা চাপিয়ে দিয়ে রেমি বলল, অভিনন্দন। শুনেছি সদ্যই বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

হ্যাঁ, কয়েকদিন হয়েছে মাত্র।

হানিমুনে এসেছেন, তাহলে? জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

এইতো কয়েকদিনের জন্য একটু ঘুরতে এসেছি, শ্রাগ করে বলল তরুণ লোকটা।

স্যাভয়ে থেকেছেন কখনো?

বিদ্রূপের স্বরে হেসে উঠলো লোকটা। আপনার কি মনে হয় ওখানে থাকার মতো ক্ষমতা থাকলে আর এখানে উঠতাম?

তাহলে আমার কথা শুনুন, স্যাম বলল, আপনাদের যদি ড্রাইভ করে যেতে কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে স্যাভয়ে চলে যান। ওখানে একটা ফ্রি রুম অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য।

স্যামের কথা শুনে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছে নববিবাহিতা মেয়েটার।

অবশ্য তার স্বামী এতটা চমকে যায়নি। চমকে যাওয়ার বদলে লোকটার মুখে সন্দেহের ছাপ ফুটে উঠেছে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে স্যামের দিকে এক কদম এগিয়ে কঠোর গলায় বলল, আমার মনে হয় আপনাদের এখন যাওয়া উচিত।

আগে আমার কথাটা ভালো করে শুনে দেখুন, পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করতে করতে বলল স্যাম। একটা বিশেষ কারণে এই রুমটা দরকার আমাদের। আর ঐদিকে স্যাভয়ে আমাদের ভাড়া করা সুইটটা এখন খালিই পড়ে আছে। বলে ওয়ালেট থেকে সুইটের কী-কার্ড এবং কয়েকশো পাউন্ডের নোট বের করে বিছানায় রাখলো ও। এই টাকায় হয়তো আপনাদের কয়েকবেলা খাবার, গ্যাস এবং এই রুমের দাম মিটে যাবে। আর আপনারা স্যাভয়ে না থাকতে চাইলেও, এই টাকায় অন্য যে কোনো হোটেলেও থাকতে পারবেন।

কী ধরনের ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছেন আপনারা?

রেমি তার সেল ফোনে সেলমার পাঠানো হোটেল রিজার্ভেশনের লিঙ্কটা ওপেন করে বলল, কোনো ফাঁদেই ফেলছি না। আপনাদেরকে রিজার্ভেশনে যুক্ত করে দিচ্ছি আমি। এখন আপনারা চাইলে এখানেও থাকতে পারেন, বা টাকাটা নিয়ে স্যাভয়েও চলে যেতে পারেন। রিজার্ভেশনের ইন্টারনেট পেজটা লোড হতেই মোবাইলটা তাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনার নাম আর ইমেইলটা টাইপ করে দিন। সাথে সাথেই কনফার্মেশন মেইল পেয়ে যাবেন।

তারপরও দ্বিধা করছে লোকটা। কিন্তু তার স্ত্রী কোনো দ্বিধা না করেই মোবাইলটা খাবলে নিলো রেমির হাত থেকে। পেজটা একবার দেখে বলল, দেখে তো সত্যিই মনে হচ্ছে।

আসলেই সত্য এটা, বলল রেমি।

সাথে সাথেই পেজটাতে তথ্যাদি টাইপ করতে শুরু করলো মেয়েটা।

তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? বলে মেয়েটার হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো লোকটা।

সাথে সাথেই মোবাইল হাতে নিয়ে একটু দূরে সরে গেলো মেয়েটা। শুধু নাম আর ইমেইলই তো দিচ্ছি, ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশন তো আর না! আর, আমার স্যাভয়েই হানিমুন কাটানোর ইচ্ছা, বলে সেভ বাটনে চেপে মোবাইলটা আবার রেমির হাতে ফিরিয়ে দিলো মেয়েটা। তারপর তার স্বামীকে বলল, ইমেইল চেক করো তোমার।

কিন্তু হোটেল কর্তৃপক্ষ তো আমাদের জন্য শ্যাম্পেইনের বোতল নিয়ে আসছে। ..

তো? খেঁকিয়ে উঠলো মেয়েটা। ওটা তো রুমের সাথে ফ্রি ছিলো। ষাট পাউন্ডের মধ্যে হোটেল রুমসহ ফ্রি শ্যাম্পেইন আর কততটাই বা ভালো হবে? এখন, জলদি তোমার ইমেইল চেক করো।

কিছু না বলে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আনলো লোকটা। ইমেইলটা দেখে প্রচণ্ড চমকে গেছে সে। এটা কি সত্য?

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো রেমি।

কিন্তু কেন?

ওটা আসলে অতোটা গুরুত্বপূর্ণ না, স্যাম বলল। শুধু এটা জেনে রাখুন যে এতে করে আমাদের অনেক বড়ো উপকার করেছেন আপনারা।

এক মুহূর্তের জন্য পুরোপুরি বাকশূন্য হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো লোকটা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। তারপর বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। বলে বের করা জিনিসগুলো আবারো স্যুটকেসে ভরে নিলো ওরা।

আবারো অভিনন্দন ও ধন্যবাদ আপনাদের, বলে দরজা পর্যন্ত দম্পতিকে এগিয়ে দিলো রেমি।

ওহ আরেকটা কথা, সাথে যোগ করলো স্যাম। একটু নিরবে যাবেন। পাশের রুমের লোকগুলো ঘুমাচ্ছে। বলে ইভান ও জ্যাকদের রুমটা দেখালো ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবারো তাদের সাথে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলো লোকটা ও তার স্ত্রী।

তারা চলে যেতেই রুমের দরজাটা আটকে দিলো রেমি। দরজা লাগানোর মিনিটখানেক পরেই পাশের রুমে মৃদু টোকার আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। টোকার সাথে সাথে ফিস্কের গলার শব্দও ভেসে আসছে। তাকে রুমের ভিতরে ঢুকতে দিতে বলছে।

ব্যাপারটা অদ্ভুত। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ ছাড়া ফিস্ককে সাধারণত নোংরা কোনো কাজে হাত দেখেনি ওরা। তাহলে নাইজেল তাদের কাছে আসলেই এতো গুরুত্বপূর্ণ? তার কাছ থেকে কী জানতে চায় ওরা?

আর বেশি না ভেবে আইসবাকেটের পাশ থেকে গ্লাসদুটো তুলে নিলো রেমি। তারপর স্যামকে একটা গ্লাস দিতে দিতে ফিসফিসিয়ে বলল, পাশের রুমে আড়িপাতার সময় হয়েছে এখন।

.

৪৫.

দরজা খুলতেই রুমে এসে ঢুকলো ফিস্ক। আলেক্সান্দ্রা নাইজেলের পাশের চেয়ারে বসে আছে, আর জ্যাক ও ইভান বসে আছে বিছানার ওপর। মি. রিজওয়েল, সাময়িক

সমস্যার জন্য দুঃখিত। আশা করছি আপনার গাড়ি যাত্রাটা খুব বেশি অস্বস্তিকর ছিলো না। শুনেছি অনেক চাপাচাপি করে আনতে হয়েছে আপনাকে।

চোখ রাঙিয়ে ফিস্কের দিকে তাকালো নাইজেল। আমার থেকে কী চান আপনারা?

আপনার অনুবাদের দক্ষতা। শুনেছি পুরো ইংরেজির ওপর বিশেষ দক্ষতা আছে আপনার। কাজের বিনিময়ে আপনাকে অর্থ প্রদান করতেও রাজি আছি আমরা।

এজন্যেই কি গতরাতে আমাকে আক্রমণ করে নোটবুক চুরি করেছিলো আপনার লোকেরা? আমাকে কিডন্যাপও এই কারণেই করা হয়েছে?

কিছু মনে করবেন না এতে। হালকা একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেছে।

খঁকিয়ে উঠলো নাইজেল, হ্যাঁ, গাড়ির ট্রাংকে ভরে নিয়ে আসা আর চেয়ারের সাথে হাত বেঁধে রাখা হতো সামান্য ভুল বুঝাবুঝিই মাত্র।

ইভানকে হাতের বাঁধনটা কেটে দেওয়ার ইশারা করে ফিস্ক আলেক্সান্দ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, নোটবুকটা?

ইভানের কাছে আছে ওটা।

চাকু দিয়ে নাইজেলের বাধন কেটে দিয়ে নোটবুকটা ফিস্কের দিকে বাড়িয়ে দিলো ইভান। নোটবুকটা হাতে নিয়ে ফিস্ক বলল, আমার সহযোগীদের রক্ষা আচরণটা ক্ষমা করবেন

বলেই আশা করছি। যদি ক্ষমা নাও করতে পারেন, তাহলে কি আমরা কোনো চুক্তিতে যেতে পারি?

কিসের ব্যাপারে চুক্তি করবো?

আগেই বলেছি, অনুবাদ করে দিতে হবে আপনাকে। আপনার নোটবুকের কয়েকটা শব্দ আপনি এখনো অনুবাদ করেননি। আমাদের এক সঙ্গী বিকালে অন্য আরেক বিশেষজ্ঞকেও দেখিয়েছিলো এটা, তিনিও অনুবাদ করতে পারেননি। মজার ব্যাপার হলো, সেই লোকও আপনার সাথেই যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে।

ক্যাসল রাইজিং-এ উইলিয়ামের সাথে কি আপনারা এটা নিয়েই কথা বলছিলেন?

আপনি চেনেন তাকে? বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের দুনিয়া দেখছি অনেক ছোটো তাহলে, বলে নোটবুকের শেষ পাতাটা বের করে দিলো ফিস্ক।

সামনে ঝুঁকে কাগজের লেখাটা দেখে নাইজেল বলল, আমি এটার অর্থ বলতে পারবো না।

কেন না?

খুব সম্ভবত এটাতে কিছু অক্ষর মিসিং আছে। অথবা হয়তো পুরো বানানটাই ভুল আছে। তাই এই শব্দগুলো অর্থ বের করতে পারবো না আমি। শুধু প্রথমটার অর্থ জানি, গর্ত।

নাইজেল বলার পরই ফিস্ক বুঝতে পারলো আসলেই নোটবুকের লেখাটাতে কিছু অক্ষর কম আছে। সে ভেবেছিলো যে নাইজেল আর তার তালিকায় একই শব্দগুলো রয়েছে। সরাসরি ম্যাপ থেকে ডিসাইফার করে তৈরি করা হয়েছে তার তালিকাটা। অবশ্য, নাইজেলের তালিকাটা সে আগে অতোটা ভালো করে দেখেওনি। ধরেই নিয়েছিলো সাইফার হুইলের কপি থেকে ফার্গোরাও তার মতো একই শব্দগুলোই উদ্ধার করতে পেরেছে। তা নাহলে তো ফার্গোদের এতদূর এগিয়ে আসা সম্ভব হতো না। ব্যাপারটা বেশ অবাক করার মতো। ফার্গোরা একটা বিকৃত কপি নিয়ে কাজ করেই এতদূর এগিয়ে এসেছে। নিশ্চিতভাবেই সে যতোটা ভেবেছিলো, ফার্গোরা তার থেকেও অনেক বেশি কার্যকরী।

যাই হোক, ওটা নিয়ে আর বেশি না ভেবে ফোন বের করে চার্লস এভেরির বিশেষজ্ঞের পাঠানো মেসেজটা ওপেন করলো ফিস্ক। আসলেই একটা অক্ষর কম আছে নাইজেলের তালিকায় থাকা শব্দগুলোতে। তাই ফোনটা নাইজেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটায় দেখুন তো কাজ চলবে কিনা?

আপনি নিশ্চয় জানেন যে এই দেশে আমি ছাড়াও পুরোনো ইংরেজির আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছে?

হ্যাঁ, জানি। তবে এই মুহূর্তে একমাত্র আপনিই এভেইলেবল আছেন, এবং আপনিই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তো, আপনার ব্যাপারে এই ধারণাটা বদলাতে না চাইলে তাড়াতাড়ি এই শব্দগুলোতে চোখ বুলান।

আর কিছু না বলে মোবাইলে থাকা শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো নাইজেল। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের বিশেষজ্ঞ লোকটা এসকে এফ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এখানের এই শব্দটা wulshol হবে না, হবে wulfhhol. মানে উলফস হোল। অর্থাৎ নেকডের গর্ত বা ডেরা।

আর এটা? বলে নিচে থাকা wulseshasod শব্দটার দিকে নির্দেশ। করলো ফিস্ক।

এটা হবে wulfesheafod, মানে উলফস হেড।

এগুলোর কি মানে হতে পারে বলে ধারণা আপনার?

যতদূর মনে হয় নেকডের ডেরা ও পালের গোদা বুঝানো হয়েছে। শব্দগুলো দিয়ে।

আপনি নিশ্চিত?

অবশ্যই আমি নিশ্চিত না। শব্দগুলো যে লিখেছে একমাত্র সে ই এটার সঠিক অর্থ বলতে পারবে।

যে লিখেছে সে এখন মৃত। আপনিও সেটাতেই পরিণত হবেন যদি

ফিস্ক কথা শেষ করার আগেই উঠে দাঁড়ালো আলেক্সান্দ্রা। তুমি যেটা চাও সেটা পেয়ে গেছে। আর এমনিতেও আমরা সকালের নাস্তার পর আর কিছু খাইনি।

আমি কিভাবে ভাবলাম যে এই মহিলাকে সাথে রাখলে আমার উপকার হবে, মনে মনে ভাবলো ফিস্ক। তবে মুখে বলল, ইভান, আবারো বেধে ফেলো একে। তাকে পালিয়ে যেতে দিতে চাই না আমি।

দাঁড়ান, বলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো নাইজেল। সাথে সাথেই ইভান ও জ্যাক বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলো। নাইজেলকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে আবারো হাত বেঁধে দিলো তার। তবে নাইজেল হাল ছাড়লো না এরপরও। আপনারা আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারবেন না।

যতক্ষণ আমাদের সহযোগিতা করতে পারবেন, ততক্ষণ বেচে থাকবেন আপনি। এরমানে এখনো আপনাকে দরকার আছে আমাদের। বলে ইভানের দিকে তাকালো ফিস্ক। ওকে সবসময় পাহারা দিয়ে রাখবে। রুম খালি রেখে যাবে না কোথাও। রাস্তার ওপারেই একটা ভালো পাব আছে। খাবার দরকার লাগলে ওখান থেকেই নিয়ে আসবে।

আর তুমি কোথায় যাচ্ছে? আলেক্সান্দ্রা জিজ্ঞেস করলো ফিস্ককে।

সাহায্যের জন্য আরো কয়েকজন লোক লাগবে আমার। ফার্গোরা এখন অনেক বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতোটা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক বেশি বিপজ্জনক ওরা। ওদের একটা অবস্থা করে হোটেলে ফিরে যাবো এরপর। আপনার স্বামী ওখানেই অনুবাদের অগ্রগতি জানার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মনে হয়, অনুবাদটা পেয়ে গেলেই আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলটা পেয়ে যাবো। সেখানে এই টুর গাইডকেও

প্রয়োজন লাগতে পারে। আর, হ্যাঁ, আপনার কিন্তু অবশ্যই মি. এভেরিকে কল করা উচিত এখন।

সে আমার এখানে আসার ব্যাপারে না জানলেই বেশি খুশি হবো আমি, শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো আলেক্সান্দ্রা।

এটাই ভেবেছিলাম আমি, বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো ফিস্ক। তারপর থেমে নাইজেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে ইভানকে বলল, সে কোনো শব্দ করলেই মেরে ফেলবে তাকে। আমি নিশ্চিত সে না থাকলেও অন্য অনুবাদক ঠিকই খুঁজে পাবো আমরা।

আমরা এখানে কাউকেই মারবো না, আলেক্সান্দ্রা বলল। তুমি তো জানোই যে আমাদের পাশের রুমেও অতিথি আছে।

তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলবেন। যেভাবেই হোক, ধরা পড়া বা কোনো সাক্ষী রাখা যাবে না।

ফিস্ককে অনুসরণ

৪৬.

ফিস্ককে অনুসরণ করে আলেক্সান্দ্রাও বেরিয়ে এলো রুম থেকে। তোমার সাথে কথা আছে আমার।

ফিস্ক ওদিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতেই পিছু ফিরে জবাব দিলো, এখন না। তাড়ার মধ্যে আছি আমি। পরে কথা বলবো আপনার সাথে।

বলে হলের কোনা ঘুরতে যাবে ঠিক তখনই অন্যদিক থেকে এগিয়ে আসতে থাকা এক হোটেল পরিচারিকার গায়ে ধাক্কা খেয়ে বসলো ফিস্ক। আইস বাকেট আর শ্যাম্পেইনের বোতলের দিকে নজর থাকায় পরিচারিকাও ফিস্ককে দেখতে পায়নি। ধাক্কা খেয়ে তার হাত থেকে বোতল আর আইস বাকেটটা পড়ে গেছে মাটিতে। ওদিকে ফিস্কের কোটটাও হাত থেকে ছুটে টলে থাকা পাম গাছের পাশে পড়ে গেছে। আরেকটু হলেও টবটাও উলটে পড়ে যেতো।

পড়ে যেতেই গালি দিয়ে উঠলো ফিস্ক। ফিস্কের গালি শুনে ওদিক ভয়ে কুঁকড়ে পরিচারিকা মেয়েটা। কোনো রকমে মিনমিনে গলায় বলল, স্যরি, স্যার। আপনাকে দেখিনি আমি।

হ্যাঁ, দেখবে কিভাবে, চোখ তো চোখের জায়গায় রাখো না, বলে উবু হয়ে কোটটা উঠিয়ে আবারো সামনের দিকে পা বাড়ালো ফিস্ক।

আলেক্সান্দ্রাও লবি পর্যন্ত অনুসরণ করে গেলো তাকে। তবে দরজা দিয়ে বেরুনোর আগে ফিস্ক তাকে থামিয়ে নিচু গলায় বলল, আমার কথাটা কি বুঝেননি আপনি? বললামই তো এখন কথা বলার সময় নেই আমার।

তুমি কাউকে মারতে পারবে না, ফিসফিসিয়ে বলল আলেক্সান্দ্রা। অন্তত এখানে না। এই রুমটা আমার নামে ভাড়া করা।

আপনিই তো এটার অংশ হতে চেয়েছিলেন। তারমানে এখন আপনাকেও আমার নিয়ম মেনে চলতে হবে। সেজন্যেই কাউকে পথ থেকে দূর করার সময় হলে, তখন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আমার। আপনার বা জ্যাক ইভানের না, শুধু আমার। বুঝেছেন আমার কথা?

ফিস্কের কথা বলার ধরনে ক্ষেপে গেলেও চুপচাপ মাথা ঝাঁকিয়ে আবারো লবিতে ফিরে এলো আলেক্সান্দ্রা। মোড় ঘুরে হলওয়েতে পা ফেলতেই দেখলো পরিচারিকা মেয়েটা এখনো মেঝে থেকে বরফের টুকরোগুলো তুলে বাকেটে রাখছে।

সে একটু কাছে এগিয়ে যেতেই মেয়েটা চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। চোখে পানি টলটল করছে মেয়েটার। আরো একবার মাফ চেয়ে বলল, আমি সত্যিই দেখিনি উনাকে।

এতে তোমার দোষ নেই, বলল আলেক্সান্দ্রা। মেয়েটার জন্য কিছুটা খারাপ লাগছে তার। মেয়েটাকে সাহায্য করার জন্য পাম গাছের গোড়ায় পড়ে থাকা শ্যাম্পেইনের বোতলটা

তোলার জন্য উবু হতেই একটা জিনিস চোখে পড়লো তার। সাইফার হুইলটা। ফিস্কের কোট পড়ার সময় হয়তো পকেট থেকে পড়ে গেছে হুইলটা।

তাই বোতলটা ওভাবে রেখে দিয়েই আলেক্সান্দ্রা বলল, দাঁড়াও, আমিও সাহায্য করছি। বলে পাম গাছের কাছে পড়ে থাকা বরফের টুকরোগুলো তুলতে শুরু করলো সে। এটা সত্যিই আমাদের দোষ ছিলো। তর্ক করতে করতে এগুনোর কারণে আমরাই দেখিনি তোমাকে।

না, না। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, ম্যাম। আমিই পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

কিছু না বলে পাম গাছটার আরো কাছে এগিয়ে গেলো আলেক্সান্দ্রা। শ্যাম্পেইনের বোতল তোলার ভান করে উবু হয়ে সাইফার হুইলটা টবের মাটিতে ঢুকিয়ে বালি দিয়ে আড়াল করে দিলো। তারপর বোতলটা তুলে বাড়িয়ে দিলো মেয়েটার দিকে।

ধন্যবাদ, আলেক্সান্দ্রার হাত থেকে বোতলটা নিতে নিতে বলল মেয়েটা। ঠিক তখনই ফিস্ক এসে উদয় হলো আবার। আলেক্সান্দ্রা ও মেয়েটাকে এখনো হলওয়াতে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুটা চমকে গেছে ও।

আবার ফিরে এলে যে? ফিস্ককে দেখে জিজ্ঞেস করলো আলেক্সান্দ্রা।

একটা জিনিস ফেলে গিয়েছি, তাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল ফিস্ক। তবে তার নজর আটকে আছে মেঝের দিকে। বিশেষ করে পাম গাছের টবটার দিকে। পাম

গাছের পাতাগুলো কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে আলেক্সান্দ্রাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখানে কিছু পাননি তো?

ফিস্ককে পাম গাছে হাত দিতে দেখেই ভড়কে গেছে আলেক্সান্দ্রা। কোনোরকমে নিজেকে শান্ত রেখে জবাবে বলল, না। কী খুঁজছেন তুমি?

তাহলে মনে হয় রুমে ফেলে এসেছি, বলে রুমে চলে গেলো ফিস্ক।

ফিস্ক চলে যেতেই পরিচারিকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো আলেক্সান্দ্রা। তবে মেয়েটার নিরাপত্তা নিয়ে এখনো দুঃশ্চিন্তায় আছে। এই ভুল মুহূর্তে এখানে থাকলে মেয়েটার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যে এই বোতলটা খুলবে সে নিশ্চিতভাবেই চমকে যাবে। ঝাঁকি খাওয়া শ্যাম্পেইনের বোতল খুললে কী অবস্থা হয়, তা জানো না?

এটা মাথায়ই ছিলো না আমার। এখনই বদলে আনছি, আবারো উল্টোদিকে চলে গেলো মেয়েটা।

মেয়েটা চলে যেতেই রুমে এসে ঢুকলো আলেক্সান্দ্রা। ঢুকেই ফিস্ককে বিছানার নিচে খুঁজতে দেখে বলল, তুমি কী খুঁজছেন সেটা বললে ভালো হতো। তাহলে আমরাও সাহায্য করতে পারতাম।

কিছু না বলে বিছানার ম্যাট্রেসটা রেখে দিয়ে তার দিকে তাকালো ফিস্ক। সত্যি বলতে তার পাতলা জ্যাকেটের পকেটগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ফিস্ক। কপাল ভালো যে জিনিসটা সে টবের ওখানেই রেখে এসেছিলো।

এভাবেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অবশেষে ফিস্ক বলল, হয়তো গাড়িতেই ফেলে এসেছি।

কী জিনিস ওটা? আর ওটা খুঁজে না পেলে কী হবে?

তেমন কিছুই হবে না, বলে শেষবারের মতো আরেকবার রুমটায় চোখ বুলিয়ে দেখলো ফিস্ক। এমনিতেও ছবি ভোলা আছে আমার কাছে।

চোখ ঘুরিয়ে নাইজেলের দিকে তাকালো আলেক্সান্দ্রা। বেচারী লোকটা তার হাতের বাধন খোলার আশ্রয় চেষ্টা করছে। লোকটাকে থামতে বলার ইচ্ছা করছে আলেক্সান্দ্রার। তাকে দড়ি ছুটানোর প্রচেষ্টা করছে দেখলে এখনই তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিবে ফিস্ক। কথাটা মাথায় আসতেই ফিস্কের সাথে বলতে চাওয়া কথাটাও মনে পড়ে গেলো তার। তাই আবারো ফিস্ককে অনুসরণ করে আবারো রুম থেকে হলওয়েতে বেরিয়ে এলো।

আগেই বলেছি, এখন না, আলেক্সান্দ্রাকে পিছু পিছু আসতে দেখেই বলে উঠলো ফিস্ক।

হ্যাঁ, ওটা তখনই বুঝেছি আমি, বলল আলেক্সান্দ্রা। আমি ফ্রন্ট ডেস্কে যাচ্ছি রাস্তার ওপাশে থাকা পাবের মেনু দেখতে। অনিমন্ত্রিত অতিথির সুবাদে তো এখন আমাদেরকে খাবার রুমে আনিয়েই খেতে হবে।

কোনা ঘুরে আবারো পাম গাছের টবের কাছে আসতেই হাঁটার গতি কমিয়ে দিলো ফিস্ক। সন্দেহাতীতভাবেই হারিয়ে যাওয়া যাওয়া হুইলটা খুঁজছে। তাকে আবারো পাম গাছের পাতাগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেই ভয়ে জমে গেলো আলেক্সান্দ্রা। টবের এলোমেলো মাটির দিকেই চোখ আটকে আছে তার।

তবে ফিস্কের নজর পড়েনি ওদিকে। পামের পাতাগুলো একবার উল্টেপাল্টে দেখেই নিচুস্বরে গালি দিয়ে আবারো লবির দিকে পা বাড়ালো ফিস্ক।

আলেক্সান্দ্রাও ফ্রন্ট ডেস্ক পর্যন্ত এগিয়ে গেলো তার সাথে। ফ্রন্ট থেকে পামের মেনুটা দেখতে দেখতে ফিরে চলে যাওয়ার অপেক্ষা করছে। ফিস্ক চলে যেতেই মেনুটা রেখে আবারো ফিরে এলো হলওয়েতে। এরপর টবের মাটি থেকে হুইলটা বের করেই ছুট লাগালো তার নিজের রুমের দিকে। লুকিয়ে রাখলো তার স্যুটকেসের লাইনিংয়ের আড়ালে।

এটা দিয়ে সে কী করবে সেই ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। সে শুধু এটাই জানে যে এই জিনিসটা ফিস্কের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। তাই জিনিসটা যেভাবেই হোক সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়।

পর্দার ফাঁক দিয়ে কালো মার্সিডিজটাকে চলে যেতে দেখলো স্যাম। ফিস্ক চলে গেছে। যাক, শসংখ্যা একজন কমলো, ভেবে পর্দা টেনে দিয়ে রেমির কাছে ফিরে আসলো আবার। রেমি এখনো দেয়ালের পাশে বসে কানে গ্লাস ঠেকিয়ে রেখেছে।

ঠিক তখনই দরজায় টোকা দিলো কেউ। টোকার শব্দ শুনে দুইজনেই চমকে গেছে। স্যাম এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে দেখলো হোটেল চারিকাদের একজন নববিবাহিত দম্পতির অর্ডার করা শ্যাম্পেইনের বোতলটা নিয়ে এসেছে। বখশিস দিয়ে বোতলটা হাতে নিয়ে আবারো দরজা লাগিয়ে দিলো স্যাম। কপাল ভালো যে মেয়েটা রুমের অধিবাসীদের পরিবর্তনটা বুঝতে পারেনি।

ড্রেসারের ওপর বোতলটা রাখতে রাখতে স্যাম ফিসফিসিয়ে বলল, কিছু শুনতে পারলে?

জবাবে শুধু আঙুল উঁচিয়ে ধরলো রেমি। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, শুনে মনে হচ্ছে রাস্তার ওপার থেকে খাবার কে আনবে সেটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা... আলেক্সান্দ্রা আর জ্যাক যাচ্ছে খাবার আনতে। ইভান রুমে থাকবে।

এতে আমাদের সুবিধাই হবে।

হ্যাঁ, তবে সমস্যা হলো... বলতে বলতে আবারো দেয়ালে কান ঠেকালো রেমি, খাবার আনতে শুধু হোটেলের লবি পর্যন্ত যাবে ওরা। রেস্টুরেন্ট থেকে লবিতে খাবার দিয়ে যাবে।

এরমানে যতোটা আশা করেছিলো তার থেকেও কম সময় পাচ্ছে ওরা। অন্ততপক্ষে তার পরিকল্পনার নকশা অনুযায়ী সময়টা বেশ কম হয়ে গেছে। যাই হোক, তাদেরকে এখন দ্রুত সময়ে কাজ সারতে হবে আর কী।

আলেক্সান্দ্রা আর জ্যাক চলে যেতেই রেমিকে তার পরিকল্পনার ব্যাপারে জানানো স্যাম। পরিকল্পনার অনেক কিছুই নির্ভর করছে ভাগ্যের ওপর। যদিও তার এবং রেমির কাছে দুটো পিস্তল রয়েছে, তবে প্রতিপক্ষের কাছে কী পরিমাণ অস্ত্র তা কিন্তু তারা কেউই জানে না। সত্যি বলতে, জিম্মি উদ্ধার করার মতো কোনো কিছু আগে থেকে পরিকল্পনা করেনি ওরা।

যাই হোক, ওসব নিয়ে এখন দুঃশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। দুটো পিস্তল থাকলেও ব্যাকপ্যাক থেকে চাকু বের করে রেমির হাতে তুলে দিলো একটা! তাদের এখন মূল লক্ষ্য কোনোরূপ গোলাগুলি ছাড়াই রুমে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসা। সংক্ষেপে বললে, স্যামের কাজ হলো ইভানকে ঘায়েল করা আর রেমির কাজ নাইজেলকে মুক্ত করে আনা।

পরিকল্পনা সাজানো হয়ে যেতেই স্যামের নির্দেশে ফোন তুলে ফ্রন্ট ডেস্কে কল করলো রেমি। রুম ১০৩, প্লিজ, বলতেই ১০৩ নম্বর রুমে কলটা ট্রান্সফার করে দিলো ফ্রন্ট ডেস্ক। ১০৩ নম্বর রুমের বাসিন্দা কল রিসিভ করতেই রেমি তার ব্রিটিশসুরে বলে উঠলো, ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে বলছি। খুব শীঘ্রই রুম সার্ভিস আপনাদের রুমে শ্যাম্পেইন নিয়ে উপস্থিত হবে,.. না, স্যার। আপনাদের রুমে থাকা ম্যাম খাবার আনতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এই শ্যাম্পেইনের অর্ডার করে গিয়েছে। বলেছে ডিনারের আগেই

বোতলটা রুমে পাঠিয়ে দিতে... এটা হোটেলের সৌজন্যতা, স্যার। আপনি পান না করলেও অসুবিধা নেই।

বলে ফোন রেখে শ্রাগ করলো রেমি। ফিসফিসিয়ে বলল, সে মানতেই চাইছিলো না। কোনোভাবে রাজি করিয়েছি।

এটুকই যথেষ্ট। চলো, কাজে নেমে পড়া যাক।

সাথে সাথেই চুলোগুলো ঝুঁটি করে বেঁধে নিলো রেমি। পরিচারিকারা সাধারণত এভাবেই চুল বাধে। তারপর স্যাম তার ব্যাকপ্যাকটা হাতে তুলে নিয়ে দরজা খুলে বলল, প্ল্যানটা আরেকবার শুনে নাও। নাইজেলকে মুক্ত করার সাথে সাথেই জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবে তোমরা। বেরিয়ে চলে যাবে গাড়িতে, তারপর হোটেলের সামনে এসে দেখা করবে আমার সাথে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে শ্যাম্পেইনের বোতলসমেত আইস বাকেটটা হাতে নিয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এলো রেমি। গিয়ে দাঁড়ালো ইভানদের রুমের দরজার সামনে। স্যাম দরজার পাশে পজিশন নিয়ে দাঁড়াতেই দরজায় টোকা দিলো ও। সাথে সাথে ইভান যেন তার চেহারা দেখতে না পায়, সেজন্য নিজের মাথা নিচু করে রেখেছে।

দরজা খুলে মাথা বের করে ইভান জবাবে বলল, কে?

শ্যাম্পেইন, স্যার। বলে আইসবাকেটটা উঁচিয়ে ধরলো রেমি।

আমি তো বলেছিই... বলতে বলতে দরজাটা আরেকটু ফাঁক করলো ইভান।

সাথে সাথেই ব্যাকপ্যাক কাঁধে নিয়ে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিলো স্যাম। ধাক্কা খেয়ে কিছুটা চমকে গেলেও দরজাটা শক্তভাবে ঠেলে ভিতর থেকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে ইভান। আর স্যামও বাইরে থেকে ঠেলা দিয়ে রেখেছে দরজাটা। এরই ফাঁকে স্যামকে পাশ কাটিয়ে রুমের ভিতরে ঢুকে গেলো রেমি।

দরজায় প্রায় ঝুঁকে পড়ে স্যামকে বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে ইভান। স্যামও ওদিকে দরজার ফাঁকে পা ঢুকিয়ে দরজাটা প্রশস্তভাবে ভোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারী ওজনের ইভানের শক্তির সাথে ঠিকমতো কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তাকে বাইরে ঠেলে দিয়ে ইভান দরজাটা আটকাতে যাবে, ঠিক তখনই দরজায় লাথি দিয়ে ইভানকে কোনায় ঠেলে দিলো স্যাম।

দৌড়ে রুমের ভিতরে এসে ঢুকলো স্যাম। ইভানকে তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতে দেখেই ব্যাকপ্যাক দিয়ে আঘাত হানলো তার হাতে। সাথে সাথেই বন্দুকটা খসে পড়ে গেলো ইভানের হাত থেকে। পিস্তলটা পড়ে যেতেই ঘুরে স্যামের পেটে ঘুষি হানলো ইভান। তবে স্যাম তৈরিই ছিলো। ইভানকে ঘুষি দিতে দেখে ইচ্ছা করেই পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ও। দেয়ালের প্লাস্টারে গিয়ে লাগলো ঘুষিটা। হাতের গিট ফেটে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে ইভানের। ব্যথায় গালি দিয়ে উঠে আবারো ঘুরে স্যামের দিকে তাকালো ইভান। স্যামকে পাশের দিকে সরে যেতে দেখেই ঝপ লাগালো ওর দিকে।

আবারো ঝুঁকে পাশে সরে গিয়ে আঘাতটা প্রতিহত করলো স্যাম। তবে এতে করে দরজার কোনা ও ইভানের ফাঁকে আটকে গেছে ও। ব্যর্থ আঘাতের রেশটা কাটিয়ে উঠে আবারো তার দিকে পাগলা ষাঁড়ের মতো তেড়ে আসতে শুরু করেছে ইভান।

স্যাম আবারো সরে যেতে যাবে, ঠিক তখনই শ্যাম্পেইন ভর্তি বোতলটা দিয়ে ইভানের মাথার পিছন দিকে আঘাত করলো রেমি। আঘাতের তীব্রতায় এক মুহূর্তের জন্য জমে গেলো ইভান। চমকটা কাটিয়ে উঠে রেমির দিকে ঘুরতে যাবে ঠিক তখনই স্যাম ঘুষি হানলো তার মুখে। আঘাতের তীব্রতা আর সামলাতে না পেরে ঝট করে মেঝেতে খুবড়ে পড়লো ইভান।

শ্যাম্পেইনের বোতলটা হাতে নিয়ে স্যামের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো রেমি। মনে হচ্ছিলো তোমার সাহায্য দরকার।

নাইজেল কোথায়? রেমির কথার জবাবে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

ভালো প্রশ্ন।

ইভান আর তারা ছাড়া রুমে আর কেউ নেই এখন। রুমের মাঝে থাকা চেয়ারের ওপর থেকে স্যামের সেলফোনটা উঁচিয়ে ধরে রেমি বলল, এই যে, এটাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। তারা আমাদের ব্যাপারে জানতো।

তারমানে এখন অবশ্যই রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের, বলে ইভানের পিস্তল আর ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে জানালার দিকে দৌড় লাগালো স্যাম। রেমিকে জানালা

দিয়ে বেরুতে সাহায্য করে নিজে বেরিয়ে এলো এরপর। তারপর দৌড় লাগালে উত্তর কোনা বরবার।

ড্রাইভওয়ে থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটার উদ্দেশ্যে কোনা পেরিয়ে সামনে আসতেই ইভানকে একটা গাড়িতে চড়ে বসতে দেখলো ওরা। ইভান ওঠার সাথে সাথেই চলতে শুরু করেছে গাড়িটা। জ্যাক রয়েছে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ির ভিতরে চারজন মানুষকে দেখতে পেলো স্যাম। তাদের মধ্যে নাইজেলও একজন।

দেরি না করে নিজেদের গাড়ির দিকে দৌড়ে গেলো স্যাম ও রেমি। তবে তারা গাড়িটা বের করে আনতে আনতে বিএমডব্লিউটা ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে।

যত যাই হোক, উদ্ধার অভিযানটা কিন্তু ভালোই ছিলো। আমাদের প্ল্যান কাজে লেগেছে, রেমি বলল।

হ্যাঁ, তবে কপাল খারাপ যে নাইজেল ছিলো না ওখানে।

আমাদেরই এই লোকটাকে বিপদে টেনে আনাই উচিৎ হয়নি। দুর্গে... এভোগলো মানুষের ভিতরে... আসলে আমি কখনো ভাবিওনি যে ভরদুপুরে কেউ কিডন্যাপ করবে তাকে।

যা হওয়ার তো হয়েই গেছে।

যাই হোক, মিশনটা একেবারে ব্যর্থও হয়নি।

বুঝলাম না? বলল স্যাম।

এরপর রেমি স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, অনুবাদের ব্যাপারে কিছুটা জানা গেছে। ফিস্ক আসার পর এটা নিয়ে আলাপ করছিলো ওরা। মূল লেখাটায় নাকি কিছু অক্ষর কম আছে।

তারা ঠিক কী নিয়ে কথা বলছিলো তা মনে আছে তোমার?

মাথা ঝাঁকালো রেমি। অন্ততপক্ষে তারা কোথায় যাচ্ছে সেটা জানি আমরা। অর্থটা বুঝতে পারলে ওখানেই যাবে ওরা।

কোথায়?

নটিংহ্যাম।

শুনে রেমির দিকে চোখ কুঁচকে তাকালো স্যাম। এই উপসংহারে আসলে কিভাবে?

নাইজেলকে অনুবাদের জিজ্ঞেস করা শব্দগুলো থেকে, বলল রেমি। উলফস ডেন আর উলফস হেড। মানে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এক দুর্ধর্ষ সঙ্ঘের পালের গোদা।

এখানে নটিংহ্যাম পেলে কোথায়?

কারণ পালের গোদা বা উলফস হেড শব্দটা আসলে বিখ্যাত রবিন হুডের আরেক নাম। আর এটার ওপর ভিত্তি করলে উলফস ডেন শব্দটার অর্থ দাঁড়ায়। রবিন হুডের বাড়ি।

তাহলে আমাদের পরের গন্তব্য এখন নটিংহ্যাম, অর্থটা বুঝার পর বলল স্যাম।

.

৪৮.

মিসেস ফার্গোর ধারণা একদম সঠিক, পরদিন সকালে স্কাইপ কলে তাদেরকে বলল লায়লা। গতরাতে সরাইখানা থেকে পালিয়ে সরাসরি নটিংহ্যামে চলে এসেছে ওরা। ভিন্ন এক নামে হোটেল সুইট ভাড়া করে কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সকালে উঠেই লায়লোকে কল করেছে। বাইরে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে এখন। জানালায় বৃষ্টির ঝাঁপটার কারণে লায়লোর কথাও ঠিকমতো বুঝা যাচ্ছে না। তাই ট্যাবলেটের ভলিউমটা বাড়িয়ে দিলো রেমি। এককালে রবিন হুড উলফস হেড নামে পরিচিত ছিলো। অন্তত একেবারে প্রথমদিকে কিংবদন্তি গল্পগুলোতে। মিস যাওয়া এফ অক্ষরটাও খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। শুরু থেকেই এটা জানা থাকলে আপনাদের সমস্যা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারতাম।

তা তো অবশ্যই, বলে সরাসরি লায়লোর দিকে তাকালো স্যাম। এখন ম্যাপের সাইফারের ব্যাপারে বললো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। উলফস ডেন আর নটিংহ্যাম। খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। ভাবতেই পারছি না যে এটা আমি আগে ধরতে পারিনি।

গলা থাকরে সেলমাও নিজের উপস্থিতির জানান দিলো ওদেরকে। লায়লোর কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা বের করে বলল, কিছু কিছু ব্যাপার জানতে পেরেছি আমরা। স্যার এডমুন্ড হারবার্ট এবং নটিংহ্যামের মধ্যে একটা সংযোগ ছিলো। সংযোগটা আসলে ছিলো তার সৎভাই রজার মর্টিমার এবং রানি ইসাবেলার জড়িত ঘটনাগুলোর কারণে। তৃতীয় এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসার পর মর্টিমারকে আটক করে রেখেছিল নটিংহ্যাম ক্যাসলে, রানি ইসাবেলাকে নির্বাসিত করেছিলো ক্যাসল রাইজিং-এ।

সেলমার কথা শুনে টেবিলে ছড়ানো ম্যাপটার দিকে তাকালো রেমি। আর স্যাম জিঙ্কোস করলো, তো এটার সাথে রবিন হুড আর কিং জনের সম্পদের কী সম্পর্ক আছে।

রবিন হুডকে নিয়ে যে পরিমাণ গল্পের অস্তিত্ব আছে, সেই হিসেবে বিবেচনা করলে এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন, জবাবে বলল লায়লো। নিশ্চিতভাবেই এসব গল্পের কিছু ছিলো কিং জনের সময়কালেও। যদিও রাজার সাথে রবিন হুডকে ঠিক মিলানো যাচ্ছে না। তবে যাই হোক, আমাদের গবেষণার ফলগুলো এখন একত্র হতে শুরু করেছে। আমাদের ম্যাপের চাবিটাও ওখানেই আছে।

কোথায়? একসাথে জিঙ্কোস করলো স্যাম ও রেমি।

নটিংহ্যামে, অথবা ভালো করে বললে, নটিংহ্যামের ভিতরেই কোথাও, লায়লো জানালো। এখানে চার চেষ্টার আর নিচে মৃত্যু নিয়ে কিছু লেখা আছে। এখনো এই অংশটা নিয়ে কাজ করছি। এবং ধরে নিচ্ছি যে আমার অনুবাদের কোনো ভুলও হচ্ছে না। যেহেতু

ছবিতে হুইলের একটা অংশ আলোতে ঝলসে গেছে, তাই এখন শুধু আন্দাজই করতে পারবো আমি।

ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠলো স্যামের। পর্দার দিকে একবার তাকিয়ে কল রিসিভ করে স্পিকার চালু করে নিলো ও। তার মুখে চমকে যাওয়া একটা ছাপ লেগে আছে। নাইজেল?

হাতে বেশি সময় নেই আমার। তারা যেকোনো সময় ফিরে আসতে পারে, আর আমার ব্যাটারিতেও খুব বেশি চার্জ নেই।

আপনি কোথায় এখন?

কোনো ধারণাই নেই এই ব্যাপারে। শুধু এটুকু জানি যে নটিংহামের কাছাকাছি কোথাও আছি। কোনোরকমে একহাতের বাঁধন চুটিয়ে আমাকে পাহারা দেওয়া লোকটার পকেট থেকে আমার ফোনটা বের করেছি। তারা চার চেম্বার নিয়ে কী যেন বলাবলি করছিলো। আমি বলেছি যে তারা হয়তো চার গুহাকে বুঝাচ্ছে। যদি তারা জায়গাটা খুঁজে পায়, তাহলে ওখানেই যাব আমরা।

চার গুহা? স্যাম বলল।

তাদের আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ফিসফিসিয়ে বলল নাইজেল। প্রফেসর অলড্রিজের কাছে চলে যান আপনারা। বলে কল কেটে দিলো নাইজেল।

কিছুক্ষণ ওভাবেই শূন্যদৃষ্টিতে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইলো স্যাম। তারপর ট্যাবলেটের পর্দায় ভেসে থাকা সেলমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, শুনেছো কথাগুলো?

প্রতিটা শব্দই শুনেছি, বলল সেলমা। তার কণ্ঠের সাথে কম্পিউটার কীবোর্ডের খুটখুট শব্দও ভেসে আসছে। নটিংহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর অলড্রিজ নামের একজন আছেন।

শুনে লাযলোর দিকে তাকালো স্যাম। নাইজেলের বলা চার গুহাই কি তোমার বলা চার চেস্বার?

হতে পারে। নেকডের ডেরা বলতে শেরউড ফরেস্টে রবিন হুডের লুকিয়ে থাকা গুহাগুলোকেও নির্দেশ করা হতে পারে, বলল লাযলো।

সাথে সেলমা যোগ করলো, প্রফেসর অলড্রিজের একটা কন্টাক্ট নাম্বার পেয়েছি আমি। দেখি তার সাথে আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

পারফেক্ট, বলল রেমি। এখনই কল করো তাকে।

ইতিহাস বিভাগের অফিসেই প্রফেসর সের্ভিক অলড্রিজের সাথে দেখা করলো ওরা। লোকটার বয়স ষাটের কোঠার শেষ দিকে প্রায়, চুলগুলোও পেকে সাদা হয়ে গেছে।

প্রফেসরের সাথে সৌজন্যতা বিনিময় চেয়ারে বসেই কাজের কথায় নেমে পড়লো স্যাম। আশা করছি আমার প্রশ্নটা উদ্ভট শোনাবে না, তবে কেউ কি আপনার কাছে কিং জন এবং তার সম্পদের ব্যাপারে জানার জন্য কখনো যোগাযোগ করেছিলো?

না, উদ্ভট শোনাচ্ছে না, বললেন প্রফেসর অলড্রিজ। অনেক বছর আগে একবার একজন আমাকে এটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলো। আমার এক সাবেক ছাত্র, নাইজেল রিজওয়েল। কিংস লিনে থাকে। আমার কাছে জানতে চাইছিলো, কিং জনের সম্পদগুলো জলাশয়ে ডুবে যাওয়ার গল্পটার কি গুজব হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। শত্রুদের হাত থেকে সম্পদ বাঁচানো এবং এমন কিছুর কোনো ঘটনা আছে কিনা। জানি না সে কেন জানতে চেয়েছিলো। খুব সম্ভবই বই-টাই লেখার জন্য হবে হয়তো। তবে এরপর আর কখনো ওর সাথে কথা হয়নি আমার।

প্রফেসর খুব সম্ভবত নাইজেল মজ ক্রাওলির গবেষণা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে কিছু জানে না। যাই হোক, এটা নিয়ে এখন কথা তুলেও কোনো লাভ হবে না। তাই রেমি বলল, আপনার উত্তর কী ছিলো?

আমি জানি আমি সংখ্যালঘুদের দলে আছি, বললেন প্রফেসর। তবে থাকবই না বা কেন? আমিই তো প্রথমে স্বীকার করেছি যে ইতিহাসের ব্যাপারের সব কিছুই জানি না আমরা। একেক ইতিহাসবিদের ভাষায় ইতিহাস একেকরকম। তাদের থেকে টুকরো টুকরো অংশ সংগ্রহ করেই আমাদের জানা ইতিহাসের গল্পগুলো তৈরি হয়েছে। মাঝেমধ্যে ভাগ্য ভালো হলে, প্রকৃত ইতিহাস জানার সৌভাগ্য হয় আমাদের। তবে এমন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই কিং জনের ব্যাপারটাই ধরুন। আমরা

শুধু রাজার মৃত্যুর ব্যাপারটাই নিশ্চিতভাবে জানি। কিন্তু তিনি আসলেই আমাশয়ে মরেছিলেন, নাকি অন্য কোনো কারণে-তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে কিন্তু না। আমরা এটুকু জানি যে অসুস্থতার কারণে ভ্রমণকারীদের দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপরের ঘটনাগুলো আসলে চলে আসা গল্পগুলোর ওপর ভিত্তি করে ধরে নেওয়া হয়েছে। হয়তো সম্পদগুলো চুরি গিয়েছিলো রাজার থেকে এবং এরপর কারো সন্দেহ না জাগানোর জন্যই জলাশয়ে হারিয়ে যাওয়ার গল্পটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কি এটাকে অযৌক্তিক বলতে পারবে? বলে এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন প্রফেসর সাক্ষীর পরিমাণ কম থাকলে, চাহিদামতো যে কোনো গল্পই ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

তাহলে ধরে নিচ্ছি গুজব গুলো সত্য, বলল স্যাম। অর্থাৎ রাজার সম্পদটা কখনোই জলাশয়ে হারায়নি... অর্ধেক বলেই থেমে গেলো ও। কথাটায় প্রফেসর প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাচ্ছে।

আপনি নাইজেলের থিউরিকে ইঙ্গিত করছেন?

হ্যাঁ।

এমনটা হলে তো এটা হবে শতাব্দীর সবচেয়ে সেরা ঐতিহাসিক আবিষ্কার, বলে হালকা ত্যাগ করলেন প্রফেসর। প্রত্নতত্ত্ববিদদের স্বপ্ন এটা।

প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো রেমি। আপনার স্বপ্ন না?

আমার? প্রফেসরও হেসে বলছেন। আমি কখনো এটা নিয়ে অতোটা ভাবিনি। আমার আগ্রহ শুধু আমার ক্লাসে থাকা শিক্ষার্থীদের ঘিরেই। ইতিহাস শুনে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখা, তাদের থেকে ইতিহাসের বিষয়ে থিউরি শোনাটা বেশি ভালো লাগে আমার। তবে আমার মনে হয় আপনারা আমাকে কথা বলতে আসেননি। যদি ভুল না শুনে থাকি, আপনারা বর্তমানে উলফস হেডের সূত্রপাত বা আমরা যাকে রবিন হুড নামে জানি, তার সম্পর্কে তথ্য জানতে এসেছেন। কিছু কিছু ইতিহাসবিদের মতে কিং জন আর রবিন হুড একই সময়ের অধিবাসি ছিলো। আবার অনেকের মতে, রবিন হুড আর কিং জনের সময়কালের মধ্যে কয়েকশো বছর আগে-পরের ব্যবধান ছিলো। আমার সহকর্মী প্রফেসর ওয়েন্ড অবসরে যাওয়ার পর রবিন হুডের ইতিহাসটা আমার সিলেবাসে যুক্ত করে নিয়েছি। এটা আমার জনপ্রিয় ক্লাসগুলোর একটা। আর শিক্ষার্থীরাও মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে বেশ আগ্রহী, তারা প্রায়ই রবিন হুডকে বিভিন্ন দৃশ্যপট কল্পনা করে ইতিহাসের সুধা পান করে।

রেমি সবসময়ই শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে প্রাধান্য দেওয়া প্রফেসরদের বেশ পছন্দ করে। নিশ্চিতভাবেই আমি এ ধরনের ক্লাস করতে পছন্দ করবো। রবিন হুড কি বাস্তবে মুভিতে দেখানো মানুষটার মতোই বীরোচিত ছিলো?

ভালো একটা প্রশ্ন। ধনীদের থেকে ডাকাতি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াটা খুবই জনপ্রিয়। তবে এই জনপ্রিয়তাটা জোর করে বানানো হয়েছে। পার্সির মতে, তাকে বীর না বলে ডাকাত বলাই শ্রেয়। এজন্যই তো উলফস হেড শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে।

হতাশাজনক, রেমি বলল।

হ্যাঁ। সত্যটা হলো তাদের মতো মানুষেরা আসলে স্থলের ডাকাত ছাড়া কিছুই না।

মানে ভূমিদস্যু? জিজ্ঞেস করলো স্যাম। তাহলে কি তার বা তার মতোই অন্য কারোর কিং জনের সম্পদ ডাকাতি করার কোন সম্ভাবনা আছে?

ভালো বলেছেন। এই ধরনের কিছু গোপন রাখা অবশ্য খুব কঠিন কাজ। সাধারণ গল্পমতে সবাইই জানে যে কিং জনের সম্পদটা জলাশয়ে তলিয়ে গিয়েছিলো, সম্পদের সাথে কিং জনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাও ডুবে গিয়েছিলো পানিতে। এই সেনার ওপরই সম্পদকে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। তবে এর সম্পদগুলোর কী হয়েছিলো সেটা নিয়ে কল্পনার শেষসীমা নেই। কেন পাওয়া যায়নি সম্পদগুলো? সত্যি বলতে কয়েকশো বছর একটা এটার ব্যাপারে আরেকটা গুজব ছড়িয়েছিলো যে রবার্ট টিপটফট অর্থাৎ তৃতীয় ব্যারন টিবেটট নাকি সম্পদটা খুঁজে পেয়েছিলো।

টিবেটট? জিজ্ঞেস করলো রেমি। কী গুজব ওটা?

গুজব আছে ব্যারন নাকি হুট করেই অব্যাখ্যায় এক সৌভাগ্যের সংস্পর্শ পেয়েছিলো। ধারণা করা হয় তার সৌভাগ্যের কারণ নাকি তার ভূমিতে কিং জনের সম্পদ খুঁজে পাওয়া। যদিও বেশির ভাগ ইতিহাসবিদই এই গল্পটা এড়িয়ে গেছে।

রবিন হুডে ফিরে আসি আবার, স্যাম বলল। এটার কি কোনো সম্ভাবনা আছে ইতিহাসবিদরা রবিন হুডের কিছু ইতিহাস এড়িয়ে গেছে বা রবিন হুডের ইতিহাসের কিছু অংশ অতোটা ছড়াতে পারেনি? ধরুন, সে যদি সম্পদটা চুরি করে থাকে, তাহলে সে

ওটা কোথায় লুকাতে পারে? আর সেই জায়গাটা নির্দেশ করার মতো কি কোনো বিশেষজ্ঞ আছে?

রবিন হুডের ওপর বিস্তারিত জ্ঞান থাকা দুজন বিশেষজ্ঞকে চিনি আমি। প্রথমজনের কথা আগেই বলেছি আপনাদের। পার্সি ওয়েন্ডার্ক, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। কয়েক বছর আগে হলে আমি কোনো দ্বিধা না করেই তার কাছে পাঠিয়ে দিতাম আপনাদের। তবে এখন...

এখন কী? প্রফেসরকে অলড্রিজকে হঠাৎই চুপ করে যেতে দেখে রেমি জানতে চাইলো।

এখন... বলতে গিয়ে মাথা নাড়ছেন প্রফেসর। আমার বন্ধুকে নটিংহ্যামশায়ারের সাথে জড়িত যেকোনো বিষয়ের চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায়। মানে এক সময় এটাই ছিলো ও। রবিন হুড, দুর্গ, কিং জনসহ মধ্যযুগের সব কিছুর ওপরই অপরিসীম জ্ঞান ছিলো তার। তবে ইদানিং পার্সি একটু... ভুললামনা হয়ে গেছে। এই জন্যই অবসরে যেতে হয়েছে তাকে।

প্রফেসরের কথার প্রসঙ্গে রেমি কোনো মন্তব্য করার আগেই স্যাম জিঙ্গেস করলো, আর অন্য বিশেষজ্ঞ?

ম্যালকম সুইফট। নিশ্চিতভাবেই, খুব জ্ঞানী ব্যক্তি। তবে পার্সির মতো অস্পষ্ট ব্যাপারগুলোতে তার জ্ঞান কিছুটা কম আছে। তারপরও আপনাদেরকে তার কাছে পাঠাতে কোনো সমস্যা ছিলো না আমার। তবে পার্সি আমার বন্ধু হওয়ায় আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য তাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি। যদিও তাকে আনার

জন্য কাউকে পাঠানো উচিত ছিলো আমার। তার স্মৃতি শক্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে এখন।

বলে ঘড়িতে সময় দেখে সেল ফোনটা বের করে আনলেন প্রফেসর। তার স্ত্রীকে কল দিয়ে দেখি। আমার এখানে আসার আগে আগাথার কাছে যাওয়ার কথা ছিলো ওর। বলে পার্সি ওয়েন্ডফের স্ত্রীকে কল করলেন প্রফেসর। আগাথা? সেড্রিক বলছি। পার্সি এখনো তোমার ওখানে...? ওহ, আচ্ছা.... কী ধরনের সমস্যা...? ওপাশের জবাব শুনে ড্র কুঁচকে গেছে তার। না। আমরা গিয়ে দেখে আসছি... কোনো সমস্যাই হবে... হ্যাঁ, ওখানে পৌঁছে তোমাকে জানানো আমি।

বলে ফোন কেটে দিলেন প্রফেসর। তার চেহারায় দুঃশ্চিন্তার ছাপ লেগে আছে। সে আসলে আগাথার ওখানেও যায়নি। বলেছে পরে আরেকসময় ওর সাথে দেখা করবে। কী যেনো সমস্যা হয়েছে।

কী সমস্যা? স্যাম জিজ্ঞেস করলো।

আগাথা এটুকুই জানে শুধু। কী সমস্যা তা পার্সি খুলে বলেনি। আর এরপর থেকে পার্সির সাথেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে। সে ফোন-মেসেজ কোনো কিছুই জবাব দিচ্ছে না।

আমাদের সাথে গাড়ি আছে, স্যাম বলল। আপনাকে লিফট দিতে কোনো সমস্যা হবে না আমাদের।

তাহলে তো ভালোই হয়। ধন্যবাদ।

ইউনিভার্সিটি থেকে পার্সি ওয়েন্ডফের বাসার দূরত্ব মাত্র দশ মিনিটের মতো। গাড়ির পিছনের সিটে বসে প্রফেসর অলড্রিজ বললেন, বাসাটা সামনেই। সামনের মোড়টা পেরুলেই পৌঁছে যাবো।

তবে মোড়ের কাছে পৌঁছুতেই এক অফিসার গাড়ি আটকে দিলো তাদের। দুঃখিত, রাস্তাটা আপাতত কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

অফিসারের কথা শুনে জানালার ফাঁকা দিয়ে সামনের দিকে তাকালো স্যাম। কিন্তু রাস্তার বাকের কারণে সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এক বাড়ির ওপরে জমা পাক খাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা দেখা যাচ্ছে শুধু। কী হয়েছে?

আগুন লেগেছে এক বাসায়।

আমাদের এক বন্ধু থাকে ওদিকে। ওর কাছেই যাচ্ছি আমরা। রাস্তা খুলতে কতক্ষণ লাগবে আর।

বলতে পারছি না। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেই রাস্তা খুলে দিবে ওরা।

বলার আর কিছু না পেয়ে প্রফেসরের দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। স্যরি, এর থেকে বেশি কিছু করতে পারছি না আমি।

সমস্যা নেই। পার্কের ভিতর দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে। ওটা ধরে আরেকটু কাছে যেতে পারবো আমরা। মনে হয় না ওরা ঐ পথটা আটকে রেখেছে। আর যদি আটকেও রাখে, তাহলেও ওখান থেকে কী ঘটছে তা দেখতে পারবো আমরা। বলে পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে পাশের রাস্তাটার দিকে নির্দেশ করলেন প্রফেসর। দুটো কটেজের ফাঁকা দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে এলাকাটার ভিতরে। পার্সির বাসাটা রাস্তার ঠিক উল্টো দিকেই। আগুনটাও ঐ বাড়িতেই লেগেছে। এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই রাস্তায় জড়ো হয়ে দমকলকর্মীদের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজটা দেখছে। হেঁটে তারা তিনজনও গিয়ে জড়ো হলো ওদের সাথে। ইটের গাঁথুনিতে তৈরি দোতলা দালানটাকে বাইরে থেকে দেখতে একদম অশ্রুতই মনে হচ্ছে। তাছাড়া ধোয়ার কুণ্ডলিও ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে। দমকলকর্মীরা খুব সম্ভবত আগুনটা দমিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

রাস্তা থেকে একটু দূরে একা দাঁড়িয়ে লম্বা টেকো মাথার এক লোকও চোখে ওয়্যার-রিমড চশমা লাগিয়ে দমকলকর্মীদের কাজ করা দেখছে। প্রফেসর অলড্রিজ লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওটাই পার্সি।

.

৪৯.

রাস্তা পেরুনোর আগে ফিস্ক এবং তার লোকদের খোঁজে একবার আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো স্যাম। কাউকে দেখা যাচ্ছে না দেখা সম্ভব হওয়ার পরই অন্যদের রাস্তা পেরুতে

দিলো। দমকলকর্মীরা এখন ক্লান্ত পায়ে ভারী হোসপাইপগুলো আবার ফায়ারট্রাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পার্সি ওয়েন্ড হতভম্ব হয়ে তাদের কাজ করা দেখছেন। আমার প্যানজিগুলো...

প্রফেসর অলড্রিজ এগিয়ে হাত রাখলেন পার্সির কাঁধে। ফুল সব আবার বেড়ে উঠবে। অন্তত তোমার বাড়িটা তো এখনও টিকে আছে।

তাই মনে হচ্ছে, বলে তাদের দিকে ফিরে তাকালেন পার্সি ওয়েন্ডার্ক। স্যাম ও রেমিকে দেখছেন।

প্রফেসর অলড্রিজ তাদের সাথে প্রফেসরের পরিচয় করিয়ে দিতেই স্যাম তাঁর সাথে হাত মিলিয়ে বলল, আরেকটু ভালো পরিস্থিতি দেখা হতে পারত আমাদের।

সহমত, বলে ক্লান্ত ভঙ্গীতে শ্বাস ফেললেন পার্সি। অবশ্য তারা আমাকে বলছে আগুনটা শুধু রান্নাঘর এবং সামনের বৈঠকখানাতেই লেগেছিলো।

হোসপাইপ গুটিয়ে নিতে থাকা দমকলকর্মীদের দিকে একবার তাকালো স্যাম। আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল, সেই ব্যাপারে কিছু বলেছে ওরা?

বলেছে ফুলকি ছিটকে যাওয়ায় আগুন লেগে গেছে। কপাল ভালো যে আমি তখন কাছাকাছি কোথাও ছিলাম না।

কয়েকমিনিট পর দমকলকর্মীদের একজন এগিয়ে এলো তাদের দিকে। মি. ওয়েন্ড?

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণের ভিতরেই কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের। তবে বাড়ির ভিতরটা পানি-কাদায় প্রচুর নোংরা হয়ে আছে। আপনার কি বাড়ির ইনস্যুরেন্স করানো আছে?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

তাদেরকে ব্যাপারটা জানান। কাকে দিয়ে পরিষ্কার করালে ভালো হয় সেটা তারাই ভালো বলতে পারবে।

আচ্ছা, বলে আবারো বাড়িটার দিকে তাকালেন প্রফেসর ওয়েন্ড। স্পষ্টতই চমকটা এখনও সামলে উঠতে পারছেন না তিনি।

স্যাম বুঝতে পারছে পার্সি এখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো মানসিক অবস্থায় নেই। তাই দমকলকর্মীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তবে আগুনটা কিভাবে লেগেছিল সেই ব্যাপারে কোনো ধারণা করতে পারছেন?

আমরা এখানে আসার পর উনি যা বলেছেন, তাতে এটাকে চিমনির আগুন বলেই মনে হচ্ছে। তেল জাতীয় কিছুর বিস্ফোরণ হতে পারে।

আপনি নিশ্চিত?

হেলমেট খুলে ঘামে ভেজা চুলগুলোতে হাত বুলাতে বুলাতে লোকটা বলল, মোটামুটি।

বাড়ির পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বাদ দিলে, অবশ্যই এটা ভালো একটা খবর। তবে এরপরও নিজের চোখে প্রমাণ না দেখা পর্যন্ত, অগ্নিকান্দ্রে সাথে এভেরি বা তার লোকদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারছে না স্যাম।

আরো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অবশেষে বাড়ির ভেতরে ঢোকান অনুমতি মিললো তাদের। বৈঠকখানায় পা দিয়েই বাকশূন্য হয়ে গেছেন পার্সি ওয়েন্ডারফ। শূন্য দৃষ্টিতে বৈঠকখানার অবশিষ্টাংশ দেখছেন শুধু। ধোঁয়ায় বাতাস। ভারী হয়ে আছে বলে এগিয়ে গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিলেন প্রফেসর অলড্রিজ। আর স্যাম এগিয়ে গেলো ফায়ারপ্লেসের মেঝেটা দেখতে। পানির কারণে পায়ের জুতো ভারী হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে গেলে থপথপ শব্দ করছে এখন। উনুনের বাইরে থাকা প্রাথমিকভাবে পোড়া দাগটা চোখে পড়লো তার। পাথরগুলোও কালোকয়লার মতো হয়ে গেছে। মেঝের কাঠের কিছু অংশও কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। এমনকি উনুনের কেন্দ্র থেকে কয়েক ফুট দূরে থাকা মেঝের ওরিয়েন্টাল কার্পেটটাও এখন পুড়ে কালো ও ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে।

দমকলকর্মীর ধারণাই ঠিক, ভাবলো স্যাম। আগুনের সূচনা হয়েছিল এই ফায়ারপ্লেস থেকেই, তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছে পুরো রুমে। পুরোপুরিই দুর্ঘটনা। যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়েও সেটাকে দুর্ঘটনার মাত্রা দেওয়া সম্ভব, তারপরও তার মনে হচ্ছে না যে এভেরির লোকেরা এতো যত্নসহকারে এই কাজটা করেছে।

স্যাম? ডাইনিং রুমে যাওয়ার দরজার সামনে থেকে বলল রেমি। টেবিলের ওপর দেখো, একটা টু-ডু কাজের লিস্ট আছে। তালিকার প্রথম কাজটাই হচ্ছে চিমনি পরিষ্কারককে ডাকা।

এটাই তো পরিষ্কার করে দিচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। এটা আসলেই দুর্ঘটনা ছিলো।

হ্যাঁ, সবকিছুই তাহলে স্বাভাবিক আছে এখন।

শুধুমাত্র নাইজেলের এখনও নিখোঁজ হয়ে থাকার ব্যাপারটা ছাড়া।

পার্সির দিকে তাকালো রেমি। লোকটা এখনো আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষয়ক্ষতির দিকে তাকিয়ে আছেন। এমনকি প্রফেসর অলড্রিজও তাকে ঘর থেকে বের করে আনতে পারছেন না। প্রফেসরের থেকে সাহায্য পেতে চাইলে, তাকে কোনোভাবেই এখানে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, রেমি বলল।

না, জবাবে বলল স্যাম। আমরা তাকে এবং তার স্ত্রীকে আমাদের হোটেলে রাখতে পারি। অন্তত এই জায়গাটা পরিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত।

অবশ্য প্রস্তাবটা সাথে সাথেই প্রত্যাখ্যান করে দিলেন প্রফেসর অলড্রিজ। এটা অবশ্যই আপনাদের উদারতার নিদর্শন, তারপরও আমি নিশ্চিত না এটা

তার জন্য ভালো কিছু হবে কিনা। ব্যাপারটা তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই, ষাটোখর এক মহিলা এসে হাজির হলেন বাড়ির ভিতরে। ভিতরে ঢুকে

চারপাশের দৃশ্য দেখে মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে উঠলেন, ওহ, খোদা। পার্সি, তুমি নিশ্চয় কোনো আগুন জ্বালাওনি? খুব সম্ভবত তিনিই পার্সির স্ত্রী, আগাথা।

অবশ্যই আমি জ্বালিয়েছি। কেন জ্বালাবো না?

চিমনি পরিষ্কারককে ডাকার জন্য আমি একটা নোট রেখে গিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম... বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহিলা। বাদ দাও। বলতেই রেমি, স্যাম ও প্রফেসর অলড্রিজের ওপর চোখ পড়লো তার। বাসায় দেখছি মেহমানও এসেছে তোমার জন্য। বলে এগিয়ে গিয়ে পার্সির বাহুতে হাত রাখলেন আগাথা। স্যাম নিশ্চিত যে মহিলার চোখ অশ্রুতে টলটল করছে। চলো তাহলে, রান্নাঘরে যাই। ওখানে সবকিছু পরিষ্কার আছে।

হ্যাঁ, পার্সি বললেন। ভালো বলেছো।

তারপর অলড্রিজের দিকে একবার তাকিয়ে পার্সিকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি। তাদের দৃষ্টিবিনিময়টাই স্যামকে বলে দিলো যে, আজকের আগুন লাগার ব্যাপারটা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ছিলো না। আগাথা চলে যেতেই প্রফেসর অলড্রিজ ভেজা মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি গিয়ে দেখি কোনো ঝাড়ু আর মোছনি পাই কিনা। পানি মুছে ফেলতে হবে।

এরপর তাকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে গিয়ে পা রাখলো স্যাম ও রেমি। পার্সি টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে। আগাথা তাদেরকে ঢুকতে দেখেই মুচকি হেসে

বললেন, ওহ, ক্ষমা করবেন। আপনাদেরকে ওভাবেই ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে চলে এসেছি বলে। আপনারা মেহমান। আর আমি? সাধারণত আমি এমনটা কখনো করি না।

বাদ দাও তো, আগাথা, অলড্রিজ বললেন। তারপর স্যাম এবং রেমির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, ও হচ্ছে পার্সির স্ত্রী, আগাথা। আর আগাথা, ইনারা হলেন স্যাম ও রেমি ফার্গো। তাদের হাত মেলানো শেষে আবার বললেন, ইনারা এখানে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আর্টিফ্যাক্টের ব্যাপারে তথ্য জানতে এসেছেন। আর পার্সিরও আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সে যেতে পারেনি।

বুঝেছি, স্বামীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন তিনি। সাধারণত তালিকার কাজে পার্সির অতটা ভুল হয় না। সম্ভবত আমারই লেখা উচিৎ ছিলো আগুন জ্বালিও না; চিমনি পরিষ্কারককেও আমার নিজেরই ডেকে আনা উচিৎ ছিলো।

আমি স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম, পার্সি বললেন।

তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসি হাসলেন আগাথা। আমি জানি।

যা হওয়ার হয়ে গেছে, শান্ত কণ্ঠে বললেন অলড্রিজ। এখন তোমার থাকার ব্যবস্থাটা নিয়ে কথা বলা উচিৎ?

চোখ ছলছল করে উঠলো আগাথার। অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে সিংকে জমা বাসন ধোয়ায় ব্যস্ত করলেন নিজেকে। তারপর টেবিলে এসে বসে আবারো ক্লান্তভাবে হেসে বললেন,

ক্যাম্পফায়ারের মতো পরিবেশে বসে থাকাটাই পছন্দ করব আমি। ধোয়াটে গন্ধটা তো এটারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আগাথার দিকে চোখ তুলে তাকালেন পার্সি। চিমনি পরিষ্কারককে ডাকতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

বুঝেছি আমি, বলে মৃদু হেসে স্বামীর হাতে আলতো চাপড় দিলেন আগাথা। তা কী ধরনের আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে কথা বলছিলে তুমি, পার্সি?

আর্টিফ্যাক্ট? বলে স্যাম এবং রেমির দিকে চোখ তুলে তাকালেন পার্সি। আ... অলড্রিজ? এরাই কি ওরা?

হ্যাঁ। আমি এদের কথাই বলেছিলাম তোমাকে।

আচ্ছা... আমাদের তো দেখা করার কথা ছিলো। ভুলেই গিয়েছিলাম একদম। কারো বাড়ি পুড়ে গেলে এমনটাই হয়।

আসলেই, অলড্রিজ জবাব দিলেন। তবে এখন তো তারাই এখানে চলে এসেছে।

হ্যাঁ, স্যাম এবং রেমির দিকে তাকিয়ে বললেন পার্সি। আশা করছি তোমরা নিজেদের চোখে গিয়েই দেখতে চাইবে।

পায়ে রেমির টোকা টের পেলো স্যাম। অবশ্যই বলল ও। তবে আমার মনে হয় আমাদের রিশিডিউল করা উচিত।

পার্সির দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির হাসি দিলো রেমি। খুব সম্ভবত, এই মুহূর্তে আপনার নিজের ঘাড়েই যথেষ্ট ঝামেলা জমে আছে।

আসলে, আগাথা বললেন, এই পরিবেশ থেকে দূরে রাখলেই খুব সম্ভবত ভালো হবে তার জন্য। আপনাদের কাজের বিরতির ফাঁকে ফাঁকে আমাকে অনেকগুলো কল করতে হবে আর কী।

খুব ভালো, অলড্রিজ বললেন। তাহলে তো হয়েই গেলো সব।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্ক করে রাখা গাড়ির দিকে যেতে যেতে স্যাম রেমিকে ফিসফিসিয়ে বলল, তোমরা এগুও, আমি আসছি। বলে প্রফেসর অলড্রিজের সাথে কথা বলার জন্য পিছনে রয়ে গেলো স্যাম। রেমি ও পার্সিরা যথেষ্ট পরিমাণ দূরে সরে যেতেই স্যাম প্রফেসর অলড্রিজকে বলল, উনার যেহেতু স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা আছে, তাহলে এখন হয়তো আমাদের ঐ অন্য বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলা উচিত।

স্বাভাবিকভাবেই হা বলা উচিত আমার, অলড্রিজ বললেন। পার্সির ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না। তবে সে বেশি এলেমেলো হয়ে যায় নিজের ধারা থেকে ছিটকে গেলে। এমন কিছু ঘটলেই অস্বাভাবিক আচরণ করে বসে। যেমন আজকের আগুনের কথাটাই ধরুন।

কিন্তু যদি ঐ অন্য বিশেষজ্ঞ লোকটা সাহায্য করতে রাজি...

আমাদের হয়তো পার্সিকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া উচিত। এসব নিয়েই জীবন-যাপন ওর। আর আমি আগাথার সাথেও এটা নিয়ে কথা বলেছি। সেও রাজি আছে। বলতে গেলে সে ই জোর করেছে। সে তার ধারায় ফিরে এলেই আবার খুশি হয়ে উঠবে। নটিংহ্যামের নিচের সুড়ঙ্গগুলোই তার ধারার আসল উপকরণ।

উনাকে শুধু গুহার প্রবেশমুখটা দেখিয়ে দিলেই হবে। এটা কি উনি করতে পারবেন?

পারবে বলেই ধারণা আমার। যদিও সে নিজে ওসবের ভিতর দিয়ে ঘুরতে পছন্দ করে। তবে, আমি নিশ্চিত এতে কোনো সমস্যা হবে না। সত্যি বলতে, এই সুড়ঙ্গগুলোর অনেকগুলোই সে ম্যাপ করে রেখেছে। ওটা হয়তো কাজে আসতে পারে।

ভালো ভাবেই কাজে আসবে ওটা, বলে পার্সির দিকে তাকালো স্যাম। লোকটা এখন বেড়ার প্রান্তে বসে থাকা পাখিগুলোকে দেখে হাসতে হাসতে রেমিকে কিছু একটা বলছে। স্যাম আশা করছে সে হয়তো কোনো ভুল করছে না। চলুন তাহলে, ম্যাপটা খুঁজে বের করি।

.

৫০.

স্যাম আশা করছিলো পার্সি ও অলড্রিজ হয়তো এখন আবার পার্সির বাড়িতে ফিরতে চাইবেন। কিন্তু এর বদলে পার্সি তাদেরকে শহরের কেনাকাটার দোকানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

জায়গাটায় পৌঁছেই স্যামকে পার্ক করার জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন পার্সি। প্রবেশমুখটা এখান থেকে পাঁচমিনিটের দূরত্বে আছে, বলে বেশ কয়েকটা দোকানের সামনে থাকা খোয়াবিছানো পথটা দেখালেন পার্সি। তারপর গিয়ে থামলেন এক দর্জির দোকানের সামনে। ম্যাপটা এখানে আছে।

দোকানের নামটার দিকে চোখ তুলে তাকালো রেমি। আপনি মজা করছেন?

দোকানের দরজাটা খুলতেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেলো পার্সির। অনেকটা অবিশ্বাস্য, তাই না?

আমি আসলে... ভিন্ন কিছু আশা করেছিলাম।

এই পুরো শহরটাই গড়ে উঠেছে সুড়ঙ্গ ও গুহার ওপর। অনেক কিছুই দেখার আছে।

দর্জি দোকানের মালিক আসলে পার্সির এক আত্মীয়। তার মামাতো ভাইয়ের দোকান। পার্সির এরকম অপ্রত্যাশিত ভ্রমণের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে লোকটা। তারা দুকতেই তাদেরকে দোকানে পিছনে নিয়ে গিয়ে একটা দরজা খুলে দিলো লোকটা। একটা পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে দরজার ওপাশের অন্ধকারের দিকে। দরজাটার সামনে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়ালেন পার্সি। অন্ধকার সিঁড়িটা দেখছেন। নামার সময় ইলেক্ট্রিক টর্চগুলো নিয়ে নামতে ভুলো না কেউ।

কাছেই থাকা একটা ক্যাবিনেট খুলে তাক থেকে বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে আনলেন অলড্রিজ। প্রত্যেকের হাতেই একটা একটা করে ফ্ল্যাশলাইট তুলে দিলেন তিনি।

লাইট হাতে নিয়েই পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করলো ওরা। যতোই নিচে নামছে তাপমাত্রাও ততোই কমছে। এটা আমার প্রিয় জায়গা, পার্সি বলছেন। আমি সর্বপ্রথম এই গুহাতেই নেমেছিলাম। ঐ তখনই বুঝে গিয়েছিলাম যে আমি প্রতিটা গুহা-সুড়ঙ্গই ঘুরে দেখতে চাই।

স্যাম তার পিছনে পিছনে আসছে। হাঁটতে হাঁটতে পার্সি ওয়েন্ড ম্যাপটা কোথায় রেখেছেন সেটা নিয়েই ভাবছে শুধু। এখানে কতগুলো গুহা আছে? জিজ্ঞেস করলো ও।

পঁচাত্তরটার বেশি। তবে এগুলোর বেশির ভাগই দালানকোঠা বানাতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। আর অন্য গুলোও আটশো বছরের চাপ সহ্য করতে না পারে ধীরে ধীরে নকিয়ে পড়ছে। দুঃখের বিষয়, জাকজমকভাবে সাজানোগুলো ছাড়া সাধারণ মানুষদের অনেকেই এগুলোর কথা জানে না।

আর এই গুহাটা? গুহার মসৃণ দেয়াল, দেয়ালে খোদাই করে কাটা তাকগুলোর দিকে আলো ফেলে বলল স্যাম। এটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হতো?

আগের মালিক এটাকে ওয়াইন সেলার হিসাবে ব্যবহার করতো, বলতে বলতে গুহা থেকে সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়ে আরেকটা গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন পার্সি। হাতে খোদাই করা হয়েছে এটা। পাথুরে বালি দিয়ে। এখানে মানুষ এসে বাস করারও আরো

কয়েকশো বছর আগে তৈরি হয়েছে এটা। সত্যি বলতে শহরের সব গুহাই ঐসময়ের তৈরি। মাটির ওপরে প্রবেশমুখগুলো তৈরি করা হয়েছে নদীর পানিতে গুহাগুলোর ভেসে যাওয়া থেকে বাধা দেওয়ার জন্য। খুবই চমৎকার জায়গা এটা।

একটা প্রশ্ন, গুহাগুলোতে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছে বুঝতে পেরে বলল স্যাম। এটার সাথে রবিন হুড আর আপনার ম্যাপের কী সম্পর্ক আছে?

রবিন হুড বলে দ্বিধাস্থিত দৃষ্টিতে অলড্রিজের দিকে তাকালেন পার্সি। আমি তো ভেবেছিলাম তারা এই গুহাটা দেখতে এসেছে। আমি কি তাদেরকে বলেছি যে আমি সর্বপ্রথম এই গুহাটাতেই নেমেছিলাম?

হ্যাঁ, বলেছো তুমি, অলড্রিজ বললেন।

রেমির দিকে তাকালো স্যাম। তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো রেমি। স্যাম বুঝতে পারছে তাদেরকে অবশ্যই দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করা উচিত ছিলো, অন্তত আগুনের ঘটনার পর সেটাই স্বাভাবিক ছিলো। আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে, স্যাম বলল, তবে আমরা আসলে রবিন হুড, কিং জন, উইলিয়াম দ্য মার্শাল এবং চার চেম্বারের সাথে জড়িতগুলোর ব্যাপারেই জানতে চাচ্ছি।

তোমরা চার গুহার কথা বলছো? পার্সি জিজ্ঞেস করলেন।

ওরকমই কিছু মনে হয়, বলল স্যাম। পার্সির নাম শুধরে দেওয়াটা বুঝাচ্ছে যে লোকটা এখন আবার স্বাভাবিকত্বে ফিরে এসেছে। আপনি কি জানেন ওটা কোথায় আছে?

অনেকদিন আগে গিয়েছিলাম ওটাতে। মনে হয় আবারো খুঁজে বের করতে পারবো। তবে ওখানে কাউকে যেতে মানাই করবো আমি। খুবই ভয়ানক জায়গা। অনেক প্যাঁচ-মোচড় আছে ওটাতে। ঘুরে দেখার জন্য ওটার থেকেও আরো অনেক অনেক ভালো জায়গা আছে কিন্তু।

আমাদের খোঁজাখুঁজি করতে ভালো লাগে, প্রফেসর, রেমি বলল। হয়তো আপনি আমাদেরকে সেখানে যাওয়ার পথটা বলে দিতে পারবেন?

প্রায় দুপুর হয়ে যাচ্ছে তো। আমি তো এখনো লাঞ্চ করিনি। বলে ঘুরে বাইরের গুহা এবং দোকানে উঠার সিঁড়িটার দিকে পা বাড়ালেন পার্সি। আমার মনে হচ্ছে আমি কিছু একটা ভুলে যাচ্ছি। তবে আমার জীবনই তো এমন। ভুললামনা মানুষ। ওখানে কেন যেতে চাও তোমরা? অলড্রিজকে জিজ্ঞেস করলেন।

তারা আসলে ঐতিহাসিক আর্টিফ্যাক্টের খোঁজ করছে।

ওহ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে আমার। কিছুই পাওয়া যাবে না ওখানে। অনেক সুড়ঙ্গ আছে, ওগুলোতে ঢুকলে পথ হারানোরও সম্ভাবনা আছে। আর দেয়ালে কিছু কেল্টিক খোদাইকৃত নকশাও আছে। এগুলোই তো। আর্টিফ্যাক্টগুলো তো অনেক আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে স্যাম অলড্রিজকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি নিশ্চিত কাজটা ঠিক হবে?

ভুলে যেয়েন না, পার্সি কিন্তু আজ স্বাভাবিক নেই। আগুনটা নিশ্চিতভাবেই তাকে অনেকটা নাড়িয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, এখন আপনি চাইলে অন্য বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে পারেন। আপনি চাইলে আমি তাকে কল করে জানাবো।

যেহেতু প্রফেসর অবস্থা ভালো নয়, তাই আমাদের মনে হয় সেটাই করা উচিত, যেহেতু এসবের ওপর নাইজেলের জীবন-মরণ নির্ভর করছে, তাই সে আর এখন এই ভুললামনা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসরের ওপরে ভরসা করতে পারছে না। প্রফেসর অলড্রিজকে কল করার কথো বলে সে রেমির কাছে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা জানালো।

তোমার সাথে আমি একমত, তবে...

তবে কী?

প্রফেসর কিন্তু ঠিকই চার গুহা আর কেল্টিক নকশাগুলোর কথা বলেছে। এর সাথে কিন্তু লায়লোর বলা চার চেম্বার আর সাইফার হুইলের কেল্টিক খোদাইটারও মিল আছে। এরমানে হচ্ছে তিনি ভুল কিছু বলছেন না।

উনি মনে করতে পারলে আর ভুল করেন না। কিন্তু মনে হওয়ারই তো কোনো ভরসা নেই।

আমার মনে হচ্ছে শর্ট-টার্ম মেমরি লস ছাড়াও আরো কিছু সমস্যা আছে প্রফেসরের। যেহেতু সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি এই গুহাগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন...

এখন কিন্তু ওসবের সময় নেই, রেমি। আমরা এখানে এসেছি ম্যাপের খোঁজে, আর তিনি আমাদেরকে ওয়াইন সেলার ঘুরিয়ে দেখালেন। উনার সাথে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটলে হয়তো তিনি পারলে আমাদেরকে অন্য আরেক বিপদেও ফেলতে পারেন। এটার সম্ভাবনাও কিন্তু কম না। এমনিতেই নাইজেলকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে বিপদে ফেলে দিয়েছি আমরা। তাই এখন আমাদের মূল কাজ হলো-নাইজেলকে বাঁচানো। আর পার্সির কিন্তু বিপদ নিয়ে কোনো ধারণাও নেই। এটা নিয়েই বেশি দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।

আমি অবশ্য ওভাবে ভাবিনি। আশা করো যেন প্রফেসর অলড্রিজ অন্য বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

কল করার জন্য দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন অলড্রিজ। ফিরে এলেন আবার কিছুক্ষণের ভিতরেই। স্যরি, তবে সুইফটের স্ত্রী বলেছে তাকে নাকি বিকালের আগে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। একটা বিজনেস ট্রিপে গেছে। সে আসলেই মহিলা কল করবে আমাকে। তবে আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা চাইলে পার্সির ওপর ভরসা করে দেখতে পারেন। সে এটা করতে চায়। বিশেষ করে যেহেতু এটার সাথে ঐতিহাসিক গুরুত্বের আবিষ্কারের বিষয়টা জড়িয়ে আছে, তাই সে খুব করেই চায় এটার অংশ হতে।

তারা যদি সাধারণ কোনো মিশনে আসতো, তাহলে পার্সির সাথে কাজ করতে কোনো সমস্যা হতো না। ঘড়ি দেখলো স্যাম। দুপুর গড়াচ্ছে মাত্র। যেভাবে সময় চলে যাচ্ছে, তাতে এখন এটা ছাড়া উপায়ও নেই তাদের হাতে। নাইজেল এখন বন্দী হয়ে আছে শত্রুদের হাতে। পার্সিই এখন তাদের একমাত্র অপশন। ম্যাপটা খুঁজে না পেলেও হয়তো অবস্থানটা মনে করে জায়গাটা চিহ্নিত করে দিতে পারবেন তিনি। তাই সবকিছুই

অলড্রিজকে খুলে বলল স্যাম। এমনকি তারা কেন এটার সাথে পুলিশকে জড়াচ্ছে না সেই কারণটাও বলল।

এতে আসলেই অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে, অলড্রিজ বললেন। গিয়ে দেখি আমি তাকে শান্ত করে ম্যাপের অবস্থানটা বের করতে পারি কিনা। আমি নিশ্চিত সে এটা এই দোকানেই রেখেছে। এইজন্যই তো আমাদেরকে প্রথমেই

এখানে নিয়ে এসেছে। গুহা নিয়ে প্রায়ই এলোমেলো লেগে যায় তার।

ধন্যবাদ, স্যাম বলল।

স্যাম ও রেমি বাইরে অপেক্ষা করছে, আর ওদিকে অলড্রিজ কথা বলছেন পার্সির সাথে।

জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে তারা নিজেরাও বিকল্প উপায় নিয়ে আলোচনা করছে। হয়তো, রেমি বলছে, তিনি চার গুহার সাধারণ অবস্থানটা মনে করতে পারবেন। খুব সম্ভবত প্রফেসর অলড্রিজের সাথে ড্রাইভ করে গেলেই মনে করতে পারবেন। তখন আমরা শুধু অনুসরণ করবে তাদেরকে। তার গাড়ি থেকে বের হওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না। শুধু জায়গাটা চিনিয়ে দিলেই হবে। এরপর তিনি চাইলে প্রফেসর অলড্রিজের সাথে করে বাড়িতেও ফিরে যেতে পারেন।

এটাই হয়তো আমাদের একমাত্র অপশন, বলল স্যাম। তখনই অলড্রিজ ভিতরে ডেকে পাঠালেন তাদেরকে।

সুসংবাদ আছে, অলড্রিজ বললেন। পার্সির সাথে ঐ গুহাগুলো নিয়ে। হালকা আলোচনা করেছি আমি।

পার্সি এখন একটা কার্ডবোর্ড টিউব ধরে রেখেছেন। আমার বন্ধু বলেছে যে তোমরা নটিংহ্যামের গুহাগুলো নিয়ে আগ্রহী। আমারও বেশ প্রিয় ওগুলো। সেই ছোটোকাল থেকেই ওগুলোকে ভালো লাগে আমার।

অলড্রিজ পার্সির কাঁধে হালকা একটা টোকা দিয়ে বললেন, তাদেরকে ম্যাপটা দেখাও, পার্সি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে একটা টেবিলের কাছে গিয়ে কার্ডবোর্ডের টিউবটার মুখ খুলে নিলেন পার্সি। আলতো একটা টোকা দিতেই নটিংহ্যামের একটা বিশাল ম্যাপ বেরিয়ে এলো টিউব থেকে। ম্যাপটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখলেন প্রফেসর পার্সি ওয়েন্ড। পুরো ম্যাপটাই লাল মোটা পেন্সিলের দাগে ভরে আছে, বিভিন্ন জায়গা সম্পর্ক টুকিটাকি তথ্যও লেখা আছে। তারপর তারা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটা ম্যাপে টোকা দিয়ে দেখালেন পার্সি।

ম্যাপটার দিকে তাকালো স্যাম। নটিংহ্যাম ক্যাসল ও চার গুহার ওপরে থাকা লেখাটার দিকে ইশারা করে বলল, এই জায়গাটার সম্পর্কে ভেঙে বলুন আমাদের।

চার গুহা

৫১.

এটাই চার গুহা, বললেন পার্সি। খুবই বিপজ্জনক জায়গা। অনেক মোড় ও বাক আছে। কয়েকটা চেম্বার আবার অনেক গভীর। ওগুলো দিয়ে পড়ে যাওয়া খুবই সোজা। তবে এগুলো, বলে দর্জির দোকানটা দেখালেন আবার, এগুলোতে যাওয়া খুবই সোজা। জায়গাটাও ভালো। আমার নামা প্রথম গুহা এটা। আগে এটা ওয়াইন সেলার ছিলো।

পার্সির কাঁধে হাত রাখলো রেমি। আমারও খুব প্রিয় ওগুলো। তবে এগুলো, ম্যাপে চার গুহার দিকে নির্দেশ করে দেখিয়ে বলল, এগুলো কোথায় খুঁজে পাব আমরা?

আইভিলতার পিছনে আছে। ওখানের অনেকগুলো গুহাই এখন দালানের পিছনে আড়াল হয়ে গেছে। ওখানে পার্কে একটা প্রাচীন পাথর আছে। আইভিলতাটা ওটার ওপর দিয়েই জন্মেছে। এখানে ক্রস টু চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছে?

স্যাম কাছে ঝুঁকতেই দেখলো যে আসলেই প্রবেশমুখটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এটার একটা ছবি তুললে কি কোনো সমস্যা হবে?

কোনো সমস্যাই হবে না, পার্সি বললেন।

ফোন বের করে ম্যাপের বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিলো স্যাম। আর এই ফাঁকে রেমি জিজ্ঞেস করলো, আপনি সর্বশেষ কবে গিয়েছিলেন ওখানে?

অনেক বছর আগে। ছাত্রদের নিয়ে টুরে যেতাম প্রায়ই। এখনো ওখানেই আছে ওটা, বলে অলড্রিজের দিকে তাকালেন পার্সি। আমার সাথে তুমিও একবার গিয়েছিলে। মনে আছে?

স্পষ্ট মনে আছে। একসাথে অনেকগুলো গুহাতেই গিয়েছিলাম আমরা।

মাথা ঝাঁকালেন পার্সি। আমি এই গুহাটা পছন্দ করি, কারণ এটা এখানে আছে, আমার খুব কাছে। কিন্তু কেউই জানে না এটার কথা। আর ওটা আইভিলতায় ছেয়ে থাকলেও অনেকেই ওটার সম্পর্কে জানতে চায়। আইভিলতায় হারিয়ে যাওয়ার ভয় থেকেও কেউ পিছপা হয় না। আর এটা, বলে আবার দোকানের পিছন থেকে পাথরের সিঁড়ির দিকে নির্দেশ করলেন তিনি, কিন্তু একদম হাতের নাগালেই আছে। আমার নামা প্রথম গুহা এটা। আগে ওয়াইন সেলার ছিলো।

নটিংহ্যাম পার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো স্যাম ও রেমি। এই জায়গাটা একসময় নটিংহ্যাম ক্যাসলের হরিণের চারণভূমি হিসেবে পরিচিত ছিলো।

তারা যে এলাকাটা খুঁজছে-মানে পার্সি তাদেরকে যে এলাকাটার কথা বলেছে-সেটাতে অনেকগুলো বড়ো বড়ো দালানের ফাঁকে একটা সবুজ চারণভূমি আছে। তবে কপাল খারাপ যে তাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে স্যাম দেখলো বর্ণনাটার সাথে অনেক এলাকারই মিল আছে।

সেলমা ফোন করে ধাঁধার টুকরোটা মিলিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত অন্ধকারেই পড়েছিলো ওরা। আবার বলতে পারবে? বলে গাড়িটা থামিয়ে ফোনের স্পিকার অন করলো স্যাম। তোমার কথাটা ঠিকঠাক মতো শুনেছি কিনা তা নিশ্চিত হতে চাচ্ছি।

থ্রেস হারবার্ট-মিলারের কাজিন, সেলমা বলল। উত্তরাধিকারে নটিংহ্যামের এস্টেটের মালিকানা পাওয়া লোকটা।

কী যেন ম্যাকথ্রেগর নাম লোকটা? স্যাম বলল।

হেনরি ম্যাকথ্রেগর। আমি বেশ কয়েকবার চেক করে দেখেছি। তার মালিকানা পাওয়া এস্টেটটাও এই এলাকাতেই রয়েছে, বলে ঠিকানাটা জানালো সেলমা। সম্পদটা তিনি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছেন, আর এই মুহূর্তে ওখানে কেউ থাকছেও না। তবে আমরা কল করেছিলাম মি. ম্যাকথ্রেগরকে। আপনারা চাইলে তার এস্টেটের যেকোনো জায়গায় গিয়ে ঘুরে দেখতে পারবেন। ভদ্রলোক এতে কিছু মনে করবেন না।

ফোনের জিপিএসটা চালু করে নিলো রেমি। জায়গার লোকেশনের চিত্রটা আসতেই পার্সির দেওয়া ম্যাপটার সাথে মিলিয়ে দেখলো। ক্রস চিহ্নটা দিয়ে এই স্থানকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

গুহায় হানা দেওয়ার জন্য ব্যাকপ্যাক থেকে দরকারি জিনিসগুলো বের করে নিচ্ছে স্যাম। কপাল ভালো হলে গুহাগুলো খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না। স্যাম ও রেমি দুইজনেই একটা একটা করে সিংগার ফ্ল্যাশলাইট, চার ইঞ্চি গলার বাক নাইফ আর ম্যাগনেটিক কম্পাস নিয়ে নিচ্ছে। স্যাম তার পিস্তলটা ফিশিং ভেস্টের গোপন হোলস্টারে করে এবং চাকুটা বেণ্টের খোপে করে নিয়ে যাচ্ছে। আর রেমি তার পি-৯৩৮ নয় মিলিমিটারের পিস্তলটা নিয়ে যাচ্ছে প্যানকেক হোলস্টারে করে। কারো চোখে পড়ার জন্য পিঠের আড়ালে লুকিয়ে নিয়েছে হোলস্টারটা।

গাড়ি দিয়ে ম্যাকথ্রেগরের প্রোপার্টিতে গিয়ে পৌঁছুলো ওরা। বাড়ির সামনে এস্টেট বিক্রির সাইনবোর্ডটা ছাড়া জায়গাটাকে চিহ্নিত করার মতো আর কোনো নিদর্শন নেই। সম্পদের সীমারেখা কয়েকশো বছরে বেশ কয়েকবার বদলেছে হয়তো। আমার মনে হয় না হারবার্ট বা ম্যাকথ্রেগরের পূর্বপুরুষেরা ওই সময়ে কোনো সীমারেখা দিয়ে গিয়েছিলো কিনা। খুব সম্ভবত এটাতে ঢোকার প্রবেশমুখটাও হয়তো অন্য কারো সম্পদের ওপর রয়েছে। এখানে কোনো আইভিলতাও নেই। পার্সি ওয়েন্ডফ কিন্তু অনেকবারই আইভির কথাটা তুলেছে।

রেমি কথা শুনে গ্যাস প্যাডাল থেকে পা সরিয়ে জায়গাটার দিকে ভালো করে তাকালো স্যাম। রেমি ঠিকই বলেছে।

এখন কী? জিজ্ঞেস করলো রেমি।

ঘুরে অন্য পাশে যাবো, দেখি ওদিকে আইভিলতা পাওয়া যায় কিনা, বলে রিয়ারভিউ মিররে তাকাতেই তাদের পিছনে রাস্তায় একটা গাড়ি থামতে দেখলো স্যাম।

ঐ দেখো! ম্যাকগ্রেগরের প্রোপার্টির ডান দিকে নির্দেশ করে বলল রেমি। পার্কটাতে কিন্তু প্রচুর আইভিলতা আছে।

ওটা আসলে ঠিক পার্ক না। দুই দালানের মধ্যে থাকা একটা সবুজ চারণভূমি মাত্র। যদিও স্যাম এখন তাদের পিছনে থাকা গাড়িটা নিয়েই বেশি দুঃশ্চিন্তায় আছে। তবে গাড়ির ফ্রন্ট সিটে এক মহিলা ও তরুণ ছেলেকে দেখে ভয় কেটে গেলো তার। এদের সাথে তাদের কোনো দ্বন্দ্ব বা শত্রুতা নেই।

গাড়ি নিয়ে সবুজ চারণভূমিটার দিকে এগিয়ে যেতে যাবে, ঠিক তখনই প্রফেসর অলড্রিজের কল আসলো স্যামের ফোনে। ফোন রিসিভ করে স্পিকার অন করতেই শোনা গেলো, হালকা একটু সমস্যা হয়েছে। আমার মাত্রই সুইফটের স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। লোকটা কিছুক্ষণ আগেই কারো সাথে গুহার ব্যাপারে আলোচনা করে ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় আপনাদের পিছনে লাগা ঐ লোকগুলোই সুইফটকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো।

সুইফট যে আসলেই ফিস্কদের সাথে মিটিং করে এসেছে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই স্যামের। এরমানে ফিস্ক আর তার দলবলও এই গুহাগুলো। দেখতে আসছে। জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

বলে আবারো গাড়ি নিয়ে সামনের দিকে চলতে শুরু করলো স্যাম।

রেমিও তার সিট থেকে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আমি এই এলাকায় আর কোনো আইভি দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো এটাই ঐ প্রবেশমুখটা।

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। তবে আমার এখন আসল চিন্তা গাড়িটা মানুষের নজরের আড়ালে পার্ক করা নিয়েই।

তোমার কি মনে হয় ওটা ওখানে আছে?

কী? গুপ্তধন? স্যাম বলল। থাকলে কি তোমার মনে হয় না এতোদিনে প্রফেসর ওয়েন্ডার্স ওটা বের করে ফেলতেন? অথবা গত আটশো বছরে তো যে কেউই বের করে ফেলতে পারতো।

আমি সূত্র আছে কিনা তা নিয়ে ভাবছিলাম, বলে দুর্বলভাবে হাসলো রেমি। আর কে জানে, আছে কিনা! আমাদের ভাগ্য তো ভালোও হয়ে থাকতে পারে, তাই না?

দুনিয়া এখনো প্রচুর গুপ্তধন লুকিয়ে আছে। আমরা এটা খুঁজে না পেলেও তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে না, বলতে বলতে গাড়ি নিয়ে আরেকটু সামনে এগিয়ে গিয়ে ইউ-টার্ন নিলো স্যাম। আবারো বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

রেমি তখন তার ফোনটা বের করে বলল, গতি কমাও। যেতে যেতে কয়েকটা ছবি তুলে নিই আমি।

রেমিকে আইভিলতার ছবি তোলার সুযোগ দেওয়ার জন্য গ্যাস প্যাড়াল থেকে পা সরিয়ে নিলো স্যাম। সাথে সাথে সে নিজেও পাথুরে দেয়ালে ছেয়ে থাকা আইভিলতার দিকে তাকিয়ে। ভালো করে দেখার পরই বুঝতে পারলো যে নিচু পাহাড়ের পাশে থাকা এই ভঙ্গুর, আইভি-ছাওয়া দেয়ালটাকে আসলে দৃশ্যপটের সাথে ঠিক মানাচ্ছে না। খুব সম্ভবত অন্য কোনো স্থাপনার দেয়ালের অংশাবশেষ এটা।

এটাই হবে হয়তো, ভেবে সামনের দিকে তাকাতেই একটা নীল বিএমডব্লিউকে এগিয়ে আসতে দেখলো স্যাম। সাথে সাথেই গিয়ার পরিবর্তন করে গাড়িটা পার্ক থেকে পিছিয়ে নিতে শুরু করলো।

কী হয়েছে? জিজ্ঞেস করলো রেমি।

সঙ্গীরা হাজির হয়ে গেছে।

.

৫২.

উইন্ডশিল্ডে বৃষ্টির ঝাঁপটা পড়ায় সামনের দৃশ্যটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কিন্তু তারপরও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে ওয়াইপার চালু করার সাহস পাচ্ছে না স্যাম। অন্ততপক্ষে পার্কে বিএমডব্লিউটাকে থামতে দেখে তো আরো সাহস পাচ্ছে না।

ইভান ও আলেক্সান্দ্রা বসে আছে বিএমডব্লিউয়ের সামনের সিটে। জ্যাক ও নাইজেল রয়েছে পিছনের সিটে। গাড়ি থামানোর পর ড্রাইভার সিট থেকে বের হয়ে পিছনের সিট থেকে নাইজেলকে টেনে বের করে আনলো ইভান। জ্যাক ও আলেক্সান্দ্রাও বেরিয়ে এসেছে। চারজনই হেঁটে এগিয়ে আসছে পার্কের ওপর দিয়ে।

কিছুক্ষণ পর ফিস্কের কালো মার্সিডিজটাও এসে থামলো বিএমডব্লিউয়ের পিছনে। ফিস্কের সাথে সাথে আরো দুইজনই লোককেও নামতে দেখা গেলো। দুইজনই তাদের বাদামি কোটের নিচে নিজেদের হ্যান্ডগানগুলো লুকিয়ে রেখেছে। দৃশ্যটা দেখে স্যাম বলল, ফিস্ক দেখি আরো সাহায্য নিয়ে এসেছে।

দেয়ালের কাছে এসেই আইভিলতায় ছাওয়া দেয়ালটা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলো জ্যাক ও ইভান। নাইজেল আপাতত আলেক্সান্দ্রার পাহারায় রয়েছে। লাঠি নিয়ে দেয়ালের আইভিলতার প্রলেপটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখছে জ্যাক ও ইভান। গুহার প্রবেশমুখটা খুঁজছে খুব সম্ভবত। কিছুক্ষণ খোঁজার পর নাইজেলের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বললো ইভান। শুনে নাইজেলও আইভিলতার দিকে ইশারা করে এমনভাবে মাথা নাড়লো যেন এই জায়গার সম্পর্কে তার প্রচুর জানাশোনা রয়েছে।

আমাদের কিছু একটা করা উচিত, স্যাম। নাইজেলকে আমরা তাদের সাথে ওখানে ঢুকতে দিতে পারি না।

আমি এত লোকের আশা করিনি। এখন তাড়াহুড়ো করলে আমাদেরকেও সরাসরি ভাইপারের কবলে গিয়ে পড়তে হবে।

অন্ততপক্ষে তারা তো আর সোনালি লেন্সহেড ভাইপার না।

ওদিকে ফিস্কও তার দুই সাজ-পাজ নিয়ে দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেছে। নাইজেলকে পাহারা দিতে আলেক্সান্দ্রাকে কী যেন বলছে ফিস্ক।

পরিস্থিতিটা কাউকে উদ্ধার করার জন্য খুব ভালো না এখন। তারা গাড়ি থেকে বেরুনোর সাথে সাথেই ফিস্কের লোকদের নজরে পড়ে যাবে। এই মুহূর্তে নজরে পড়ে গেলে ফলটা তাদের জন্য খুব একটা ভালোও হবে না।

তো প্ল্যান কি এখন? রেমি জিজ্ঞেস করলো।

তুমি মিরাকলের কথা বলছো? এমনিতেই জায়গাটায় কভার নেওয়ার মতো কোনো অবস্থা নেই। আর প্রতিপক্ষে রয়েছে পাঁচজন সশস্ত্র পুরুষ। খুব সম্ভবত মহিলার কাছেও অস্ত্র আছে। এই অবস্থায় এদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাউকে উদ্ধার করে আনাটা খুবই খুবই কঠিন একটা কাজ।

আমাদের জন্য কিন্তু ব্রির অপশনটা ভোলাই আছে, বলল রেমি।

শুনে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো স্যাম। তাকে দিয়ে কী হবে?

সে আগেও তার কাজিনের কাছে তথ্য পাচার করেছে। তাহলে এখন করলেই বা সমস্যা কি? তার মাধ্যমে আমরা তো ফিস্ককে জানিয়ে দিতে পারি যে তারা ভুল জায়গায়

এসেছে। আর পরে তাদেরকে অনুসরণ করে সুযোগ মতো নাইজেলকে উদ্ধার করে আনবো।

ঝুঁকিটা ভেবে দেখছে স্যাম। এমনিতেই ব্রিকে তার কাজিনের কাছে তাদের ব্যাপারে তথ্য পাচার বন্ধের জন্য লাযলো ও সেলমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এমনিভান করতে হয়েছে তারা কেউই স্যাম ও রেমির অবস্থানের ব্যাপারে কিছুই জানে না। ফিস্করা একটা ভালো চক্রই গড়ে তুলেছিলো। ব্রি কথার ছলে ল্যারেইনকে তথ্য জানাতো, ল্যারেইন তা জানাতে জ্যাক বা ইভানকে। সেখান থেকে ফিস্ক। রেমির আইডিয়াটা ভালো। আইডিয়াটা কাজে লাগলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এভেরির লোকেরা অন্য জায়গার সুড়ঙ্গ খোঁজার জন্য ছুটে যেতে পারে।

আর যদি এটা কাজ না করে এবং এই লোকগুলোও সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখটা পেয়ে যায়, তাহলে নাইজেলকেও তাদের সাথে করে ভিতরে নিয়ে যাবে। একবার ভিতরে ঢুকলে লোকটার আর বেঁচে বাইরের ফেরার খুব একটা সম্ভাবনা নেই বলেই ধারণা স্যামের। এখন তো ব্রি ছাড়া আর কোনো অপশনও নেই আমাদের হাতে।

ফোন বের করে সেলমাকে কল করে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল রেমি। কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফোনটা স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলো ও। সেলমা বলছে, লাযলো নাকি অনুবাদটা শেষ করে ফেলেছে।

লায়লোর অনুবাদের ব্যাপারে পরেও জানা যাবে। এখন তাদের মূল কাজ নাইজেলকে মুক্ত করা। তাই ফোন ধরে ভণিতায় না গিয়ে স্যাম সরাসরি বলল, আমাদের কী লাগবে তা তো রেমিই বলে দিয়েছে। তো, ওটা কি ব্যবস্থা করা যাবে?

অবশ্যই যাবে, বলল সেলমা। স্নেক আইল্যান্ডের ঘটনার পর থেকে আমরা বি আর তার কাজিনের সবগুলো কলই মনিটরিং করে দেখেছি। ল্যারেইনের জানামতে, আপনাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা কেউই কিছু জানিনা।

তাহলে তো সব ঠিকঠাকই আছে দেখছি। এখন ব্রিকে বলো ল্যারেইনকে কথায় কথায় আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য বাধ্য করতে। সরাসরি তথ্য দিতে গেলে ল্যারেইনের সন্দেহও জাগতে পারে।

বুঝেছি। আর ল্যারেইন জিজ্ঞেস করলে আমরা তাকে কী ভুল তথ্য জানানো?

এমনকিছু বলবে যাতে তারা গুহার প্রবেশমুখ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। তারা গুহার সাধারণ অবস্থানটা জানে, তবে এখনো প্রবেশমুখটা খুঁজে পায়নি। ফিস্কের লোকদেরকে গুহা থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছি আমরা, নাহলে নাইজেলকে কখনোই মুক্ত করা যাবে না।

রবিনহুডকে সমাধিস্ত করা মঠটার কথা বলতে পারি আমরা।

আমার মনে হয় কিং জনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিছু একটার কথা বললেই তা বিশ্বাসযোগ্য হবে।

তাহলে নটিংহ্যাম ক্যাসলের কথা বলা যায়, সেলমা বলল। ক্যাসলের বিবরণে অনেকগুলো সুড়ঙ্গ ও গুহার উল্লেখ আছে। এমনকি ম্যাপের নামগুলোর সাথেও এগুলোর পুরোপুরি মিল আছে।

তাহলে ক্যাসলের কথাই বলো। তাদেরকে এই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলে নাইজেলকে মুক্ত করার একটা ভালো সুযোগ পেতে পারি আমরা।

আপনারা ভিতরে খুঁজবেন না?

খোঁজার মতো কোনো কারণও তো নেই। এমনকি আমরা গুহায় ঢুকতে পারলেও, আমরা ঠিক কোথায় খুঁজবো তাই তো জানি না ভালো করে।

আপনাকে এতক্ষণ ধরে এটাই বলার চেষ্টা করছিলাম। লায়লোর অনুবাদের কাজ শেষ করেছে। এটা একটা ধাঁধা। ওপরে মৃত্যু, নিচে মৃত্যু, সাথে আমার শেষ আহার।

মানে কি এর?

লায়লোর ধারণা, ধাঁধার সাথে সাইফার হুইলের কেন্দ্রে থাকা কেল্টিক নটের নকশাটার যোগসূত্র আছে। নকশার ঐ প্যাটার্নটাকে ইন্টারলেসিং বলে। অনেকটা ঝুড়ি বুননের মতো। কেল্টরা প্যাটার্নের আড়ালে জিনিস লুকানোয় বিখ্যাত ছিলো। ওপরের ইন্টারলেসিংয়ের স্তরটা সরিয়ে ফেললেই প্যাটার্নের আড়ালে থাকা জিনিসটা পাওয়া যায়। হয়তো এই প্যাটার্নটা দিয়ে গুপ্তধনের কাছে যাওয়ার সুড়ঙ্গকেই নির্দেশ করছে। ধাঁধার

উত্তরটা এখনো পুরোপুরি ভেবে বের করতে পারিনি আমরা; এখনো কাজ করছি ওটা নিয়ে।

ধাঁধা নিয়ে পরেও ভাবা যাবে। তাই স্যাম বলল, ব্রি কে তার কাজিনকে ফোন করাও।
জলদি।

.

৫৩.

কয়েক মিনিট পরই সেলমা ফোন করে জানালো যে তাদের প্রত্যাশা মতো সংবাদটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, তথ্যটা তারা বিশ্বাস করেছে। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবেন আপনারা।

সত্যিই দেখা গেলো তা। জ্যাক দেয়ালে থাকা আইভিলতার প্রলেপটা পরীক্ষা করে দেখছিলো। প্রবেশমুখটা খুঁজে পেয়ে ভিতরে মাথা ঢুকাতে যাবে তখনই পিছিয়ে এলো হঠাৎ করে। তারপর পকেট থেকে সেল ফোনটা বের করে কিছুক্ষণ কথা বলে এগিয়ে গেলো ফিস্কের দিকে।

নাইজেলকে দেখো একবার, রেমি বলল। আমার মনে হয় তারা তাকে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে।

আলেক্সান্দ্রার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নাইজেল। আর আলেক্সান্দ্রা তাকিয়ে আছে পিছনে থাকা ফিস্ক ও জ্যাকের দিকে। ফিস্কের ইশারা পেয়েই আলেক্সান্দ্রার থেকে সরে আইভিলতার দিকে এগিয়ে গেলো নাইজেল, লতিকাগুলো সরিয়ে ভিতরের দিকে ঢুকছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাইজেলকে আইভিলতার আড়ালে গায়েব হয়ে যেতে দেখলো ওরা।

এরপর ঢুকলো জ্যাক ও ইভান। যদিও গুহাতে ঢোকার ব্যাপারে খুব একটা সায় ছিলো না তাদের। কিন্তু ফিস্ক পিস্তল তাক করে ধরায় না ঢুকেও উপায় নেই তাদের হাতে। তাদেরকে অনুসরণ করলো আলেক্সান্দ্রা। এই মহিলাও গুহায় ঢোকার ব্যাপারে এভোটা ইচ্ছুক ছিলো না। এরপর এগিয়ে গেলো ফিস্ক। তবে আইভিলতা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েও কী মনে করে। যেন পিছিয়ে এলো আবার। খুব সম্ভবত নটিংহ্যাম ক্যাসলের ব্যাপারে আসা ফোন কলটা নিয়ে ভাবছে। ঘুরে নতুন লোকদুটোর দিকে কী যেন ছুঁড়ে দিলো এরপর। খুব সম্ভবত গাড়ির চাবি, যেহেতু দুইজনই মার্সিডিজটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। এরপর অন্যদের অনুসরণ করে ফিস্কও ঢুকে গেলো গুহার ভিতরে।

মনে হয় আমাদের পরিকল্পনাটা কাজে লেগেছে, মার্সিডিজটাকে চলে যেতে দেখে বলল স্যাম।

ঠিক যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে লাগেনি।

অন্তত দুইজনকে তো সরানো গেছে। আপাতত এটাই শুরু। সেলমাকে মেসেজ করে জানাও যে নাইজেলকে মুক্ত করার জন্য গুহায় ঢুকছি আমরা।

তারমানে সাহায্য কোথায় পাঠানো লাগবে তা সেলমা জানে?

এটা ব্যাকআপ প্ল্যান।

গাড়ি থেকে নামার আগে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো ওরা। আইভিলতার আড়াল থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে না দেখে নিশ্চিত হয়েই গাড়ি থেকে নেমে পার্কের দিকে পা বাড়ালো।

আইভিলতা পেরিয়ে প্রথমে ভিতরে ঢুকলো স্যাম। তাকে অনুসরণ করে প্যাসেজওয়ায়ে পা রাখলো রেমি। ভিতরে ঢুকেই পিস্তল হাতে বের এনেছে। ওরা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারটা চোখে সয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে। ওদিকে তাদের পিছনে তুমুলবর্ষণে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে এখন। বৃষ্টির শব্দের কারণে আপাতত তাদের পায়ের শব্দ কেউ শুনতে পাবে না ভেবে সামনের দিকে পা বাড়লো স্যাম। তার পিছনে পিছনে আসছে রেমি। সুড়ঙ্গ পথটা এতো চাপা যে একজনের পিছনে পিছনে করেই যেতে হবে আরেকজনকে। তাছাড়া সুড়ঙ্গের মেঝেতে বালি থাকায় হেঁটে এগিয়ে যাওয়াটাও খুব সহজ হচ্ছে না।

হেঁটে যেতে যেতে চাপা সুড়ঙ্গটা প্রশস্ত একটা চেম্বারে পরিণত হলো একসময়। পার্সির সাথে আগেও এমনই একটা চেম্বারে গিয়েছিল ওরা। চেম্বারটায় পৌঁছেই ছুট করে থেমে গেলো স্যাম। তারপর আবার পিছিয়ে ফিরে এলো। সরু সুড়ঙ্গের ওপাশ থেকে কিছু পায়ের শব্দ ভেসে আসছে, এর কিছুক্ষণ পরই কেউ বলে উঠলো, এই পথে।

সাথে সাথেই থমকে গেলো রেমিও। পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সুড়ঙ্গের লুকিয়ে রইলো ওরা। শব্দটা মিলিয়ে যেতেই আবার বেরিয়ে এলো চেম্বারে।

হাতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে বেলেপাথরের দেয়ালের ওপর আলো ফেললো স্যাম। মেইন চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়া রুম্‌ক পাথরের বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গ দেখতে পাচ্ছে ও। হঠাৎ সুড়ঙ্গের ওপরে থাকা কিছু একটা দেখতে পেয়ে সেদিকে নির্দেশ করলো রেমি। আলো ফেলতেই বেলেপাথরের ওপরে খোদাই করা সেল্টিক নটের চিহ্নটা দেখতে পেলো ওরা। পার্সি ওদেরকে এমন সেল্টিক নটের কথাই বলেছিলো। এক এক করে গুহা থেকে বেরিয়ে যাওয়া অন্য সুড়ঙ্গগুলোর দিকেও তাকালো রেমি। পাঁচটি সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে এখান থেকে। এরমধ্যে চারটার ওপরেই সেল্টিক নট খোদাই করা আছে। তবে পঞ্চম সুড়ঙ্গের ওপরে কোন চিহ্ন নেই, এই সুড়ঙ্গটাই ওপরের পার্কের দিকে চলে গেছে।

স্যামও তাকালো চিহ্নগুলোর দিকে। এই সুড়ঙ্গগুলোই নিশ্চয় লায়লোর বলা চার চেম্বারের দিকে চলে গেছে। এক এক করে প্রতিটি সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখেই আলো ফেললো স্যাম। একমাত্র তৃতীয় সুড়ঙ্গমুখের মেঝেতেই পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। অন্যগুলোর সামনে কোনো ছাপ নেই।

তৃতীয় সুড়ঙ্গমুখটার দিকেই পা বাড়ালো ওরা। এই সুড়ঙ্গটা দুইজন মানুষের পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার মতো যথেষ্ট চওড়া। তবে সামনে আগানোর সাথে সাথে সুড়ঙ্গটাও বাঁকতে শুরু করেছে। এমনকি এই সুড়ঙ্গটার পার্শ্ব দেয়াল থেকেও আরো বেশ কয়েকটা

প্যাসেজওয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে তারা সুড়ঙ্গের মূল প্যাসেজওয়েটা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে।

যত এগুচ্ছে ততোই সরু হয়ে ঢালের মতো নিচে নামতে শুরু করেছে মূল প্যাসেজওয়েটা। তারপর ছুট করেই ডানে মোড় নিয়ে চলে গেছে বিশ গজ সামনের এক পানির গর্তের দিকে। গর্তে পা পড়তেই পানিতে শব্দের সৃষ্টি হলো। বন্ধ জায়গায় খুবই জোরালো শোনালো শব্দটাকে। সাথে সাথেই ফ্ল্যাশলাইটটা বন্ধ করে ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লো স্যাম।

কিসের শব্দ ওটা? বলে উঠলো জ্যাক। মনে হচ্ছে মেইন চেম্বার থেকে কেউ এগিয়ে আসছে এদিকে।

ভিক্টর আর রোজেন আসছে, ফিস্ক বলল। আশা করছি ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছে ওরা। তোমরা গাধারা তো সেল ফোন ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসোনি।

ভিক্টর আর রোজেন ফিরে আসছে মানে তাদের প্ল্যানটা কাজে লাগেনি!.. আর এটা পুরোপুরি নিশ্চিত করে দিলো ইভানের পরের কথাটা। ল্যারেইনের ফোন কলটার ব্যাপারে কী করবেন? ঐ ক্যাসলটাতে কেউ যাচ্ছে না কেন?

কারণ সাইফারে চার গুহার কথা বলা আছে।

মানে চার চেম্বারের কথা বলছো তুমি? তাকে শুধরে দিয়ে বলল আলেক্সান্দ্রা। ওটা তো যে কোনো জায়গায়ই হতে পারে।

আপনি গুপধনটা চান তো? বিরক্ত শোনালো ফিস্ককে। তারপর ইভান ও জ্যাককে নির্দেশ করে বলল, তাড়াতাড়ি ঐ টুর গাইডকে খুঁজে বের করো। সে বলেছিলো গুপধন এখানেই পাবো। যদি না পাই, তাহলে হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে মারবো ওটাকে।

তারপর আবারো সুড়ঙ্গের গভীরে মিলিয়ে গেলো তাদের পদশব্দ।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্যাম আর রেমি আবারো অনুসরণ করতে যাচ্ছিলো তাদেরকে, ঠিক তখনই পিছনের মেইন চেম্বার থেকে ভারি বুটের এগিয়ে আসার শব্দ ভেসে আসতে শুনলো ওরা।

ভিক্টর আর রোজেন ফিরে এসেছে।

ফাঁদে পড়ে গেছে স্যাম ও রেমি।

.

৫৪.

রেমিকে টান দিয়ে নিয়ে আবারো ওপরের চেম্বারে ফিরে যাওয়ার সুড়ঙ্গ ধরে পা বাড়ালো স্যাম। যাওয়ার সময় অন্ধকার সুড়ঙ্গের দেয়ালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে সুড়ঙ্গের পার্শ্ব দেয়ালে থাকা প্যাসেজওয়েটা খুঁজে পেয়েই ঢুকে পড়লো ওটাকে। ভিতরে ঢুকে প্যাসেজওয়ের মুখে দাঁড়ালো স্যাম। আর রেমি দাঁড়ালো তার পিছনে।

কিছুক্ষণ পরই পাথুরে দেয়াল ও মেঝের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো উঠলো। আলো জ্বলে উঠতেই বালিতে পড়ে থাকা তাদের পায়ের ছাপগুলো চোখে পড়লো স্যামের। ছাপটা দেখলে যে কেউই তাদের অবস্থান ধরে ফেলতে পারবে।

আলো নিভে যেতেই রেমিকে নিয়ে আবারো সুড়ঙ্গমুখের দিকে দৌড় লাগালো স্যাম। বাইরে মাত্র একজনই দাঁড়িয়ে আছে। তাই যাওয়ার সময় বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল ঠেকিয়ে এগুচ্ছে স্যাম।

সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে ঠিক তখনই একটা মৃদু শব্দ শুনে থেমে গেল স্যাম। ভিষ্টর বা রোজেনদের যে ই হোক, সে এখন সুড়ঙ্গ মুখের। ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস নড়ার শব্দ শুনেই স্যাম বুঝতে পারলো, লোকটা এখন তার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরই লোকটা তার হাতের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে ডেকে উঠলো, ভিক-

দৌড়ে গিয়ে লোকটার কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে গুহার দেয়ালে ছুঁড়ে মারলো স্যাম! মাথায় আঘাত পেতেই রোজেনের হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা ছিটকে দূরে পড়ে গেছে। আঘাতের প্রভাবটা কাটিয়ে উঠার আগেই আবারো হাতের পিস্তলটা দিয়ে রোজেনের মুখে ঘুষি মারলো স্যাম। সাথে সাথেই টলে নিচে পড়ে গেলো রোজেন। তবে মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বাম হাত দিয়ে স্যামের শার্ট খাবলে ধরলো রোজেন। ডান হাতের বন্দুকটা স্যামের দিকে তাক করে ট্রিগার চাপা চেপ্টা করছে। স্যাম তার হাতের পিস্তলটা ফেলে দিয়ে দুই হাত দিয়ে খাবলে ধরলো রোজেনের বন্দুক ধরা হাতটা। রোজেনকে ট্রিগার চাপা থেকে বাধা দিতে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে হাতটা মোচড়াতে শুরু করেছে

স্যাম। কিছুক্ষণ এভাবেই লড়াইয়ের পর হাড় ভাঙ্গার শব্দ দিয়ে শেষ হলো লড়াইটা। হাত ভেঙ্গে যেতেই পিস্তলটা পড়ে গেছে রোজেনের হাত থেকে। সাথে সাথেই পিস্তলটা খাবলে নিয়ে আবারো রোজেনের মাথায় আঘাত করলো স্যাম। এরপর হাত দিয়ে রোজেনের ঘাড় ধরে চোকহোল্ডে আটকে ফেললো তাকে। আর বাধা দিতে পারলো না রোজেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর বুলে পড়লো ওর।

একটা শেষ, আর পাঁচটা বাকি...

এগিয়ে এসে পিস্তলদুটো মেঝে থেকে তুলে নিলো রেমি। তারপর স্যামকে পিস্তলটা ফিরিয়ে দিতে দিতে ফিসফিসিয়ে বলল, সে যদি ভিষ্টরকে ডেকে থাকে, তাহলে ভিষ্টর কোথায়?

ভালো প্রশ্ন। রোজেনের ডাক শুনেও ভিষ্টরের এখানে না আসার একটা কারণই থাকতে পারে বলে ভাবছে স্যাম। কেউ একজনকে তো মূল গুহাটা পাহারা দিতে হবে। ভিষ্টর পাহারা দিচ্ছে ওটা।

মূল গুহার দিকে নির্দেশ করে ইশারা করলো স্যাম রেমিও সাই দিলো তাতে। সাথে সাথেই ওদিকে পা বাড়ালো ওরা। গুহা থেকে বেরুনোর আগে ফ্ল্যাশলাইটটা বন্ধ করে নিলো স্যাম। সুড়ঙ্গের ঠিক বাইরে থেকে একটা আলোর প্রতিফলন আসছে। রেমিকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো স্যাম।

বাইরে ভিষ্টর শুধু গুহাই পাহারা দিচ্ছে না, নাইজেলকেও পাহারা দিচ্ছে। স্যাম বাইরে বেরিয়ে আসতেই এক হাতে ফ্ল্যাশলাইটটা তার দিকে তাক করে ধরলো ভিষ্টর। আর অন্য হাতে থাকা পিস্তলটা ঠেকিয়ে রেখেছে নাইজেলের মাথায়।

আমার ভাইকে ফাঁকি দিয়ে আসলে কিভাবে?

ওহ, সে তোমার ভাই ছিলো? স্যামও তার বন্দুকটা ভিষ্টরের দিকে তাক করে ধরে গুহার পরিধি ধরে এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো সামনের দিকে। ভিষ্টরও তার দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো তাক করে রেখে ঘুরছে।

রোজেনের কী করেছে?

কোনো জবাব দিলো না স্যাম। সে শুধু তার মতো করে গুহার ঘেড় ধরে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটটা রেমির অবস্থান থেকে সরার আগ পর্যন্ত থামার কোনো ইচ্ছা নেই তার।

কোথায় সে?

কথা বলতে বলতে পিস্তলটাও নাইজেলের দিকে সরিয়ে আস্তে আস্তে স্যামের দিকে তাক করতে শুরু করেছে ভিষ্টর। ঠিক তখনই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে গভীর একটা শ্বাস নিয়ে রেমি তার চাকুটা ছুঁড়ে দিলে ভিষ্টর দিকে।

ভিক্টরের পিঠে এসে গেঁথেছে চাকুটা। চাকুটা লাগতে ব্যথায় ঝাঁকিয়ে উঠলো ভিক্টর। ফ্ল্যাশলাইট আর পিস্তলটাও পড়ে গেছে তার হাত থেকে। তারপর ধূপ করেই হুমড়ি খেয়ে নাইজেলকে সাথে নিয়ে আছড়ে পড়লো মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই হাঁচড়েপাঁচড়ে ভিক্টরের কবল থেকে সরে এলো নাইজেল। তারপর তাকিয়ে রইলো ভিক্টরের পড়ে থাকা শরীরটার দিকে।

চমৎকার, মিসেস ফার্গো। আমার সাহায্য লাগতে পারে বলে ভেবেছিলেন?

হা, মনে হলো লাগতে পারে।

পুরোটাই তো আমার নিয়ন্ত্রণে ছিলো, বলল স্যাম। ওদিকে নাইজেলও সরে গিয়ে রেমির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা কি মরে গেছে? জিজ্ঞেস করলো নাইজেল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে লোকটার।

হয় মরে গেছে, নয়তো শরীর অবশ হয়ে গেছে, বলে ভিক্টরের দেহটার। দিকে এগিয়ে গেলো স্যাম। রেমির ছুড়িটা পুরোপুরি গেঁথে গেছে ভিক্টরের মেরুদণ্ডে। এই লোকের আর এখন কোথাও যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ওদিকে লাশ দেখে নাইজেলের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। লোকটার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার অবস্থা প্রায়। আপনাকে কিভাবে ধরলো ও? লোকটার মন থেকে লাশের ভাবনাটা সরানোর জন্য বলল স্যাম।

আমি ঐ পাশ্বসুড়ঙ্গগুলোর একটাতে লুকিয়েছিলাম। মনে হয় পায়ের ছাপ দেখে ফেলেছিলো ওরা।

আরেকবার রেমির চাকুর দিকে তাকালো স্যাম। মনে হয় না ঐ চাকুটা তুমি আবার ফেরত পেতে চাইবে।

না। ওটা ফেরত পাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। তবে তার পিস্তলটা নিব আমি, বলে মেঝে থেকে ভিক্টরের পিস্তলটা তুলে নিয়ে কোমড়ে গুঁজে রাখলো রেমি।

এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারে সায় আছে তোমার?

পুরোপুরি সায় আছে, ফার্গো।

তবে ভাগ্য তাদের পক্ষে নেই। তারা বেরুনোর জন্য পা বাড়াতে যাবে, ঠিক তখনই গুহাকক্ষে এসে হাজির হলো ফিস্ক ও তার সঙ্গীসাথীরা।

.

৫৫.

গুলি করতে শুরু করলো স্যাম। আচমকা গুলি ছোঁড়ার ফলে আবারো সুড়ঙ্গে ফিরে যেতে বাধ্য হলো ফিস্ক, ইভান ও জ্যাক। নতুন প্ল্যান, বলে রেমির দিকে তাকিয়ে প্রথম সুড়ঙ্গটার দিকে ইশারা করলো স্যাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিলো রেমি। তারপর ফ্ল্যাশলাইট বন্ধ করে নাইজেলকে নিয়ে সরে গেলো জায়গাটা থেকে।

এখন গুহায় একমাত্র তৃতীয় সুড়ঙ্গমুখ থেকেই একমাত্র আলো আসছে। ফিস্ক ও তার সঙ্গীসাথিরা ওখানেই লুকিয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সাথে সাথেই লাইটটা বন্ধ করে দিলো ফিস্ক। আবারো পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে গুহাটা।

তাদের দিকে গুলি তাক করে ধরে আস্তে আস্তে চতুর্থ প্যাসেজটার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে স্যাম। কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র ঠিক তখনই সুড়ঙ্গ থেকে কাউকে হোঁচট খেয়ে বেরিয়ে আসতে শুনতে পেলো। শব্দটার সাথে সেলফোনের হালকা মৃদু আলোও জ্বলে উঠেছে। সাথে সাথেই আলোটার দিকে বন্দুক তাক করে ধরলো স্যাম। আলেক্সান্দ্রা দাঁড়িয়েছে ওখানে। মহিলার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। স্যামের বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না যে ফিস্ক মহিলাকে স্যামের জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে।

ঠিক তখনই সুড়ঙ্গমুখ থেকে ফিস্ক বলে উঠলো, একদম নড়বে না তোমরা! যদি এক পাও নড়ো, তাহলে তোমাদের দুইজনকেই মেরে ফেলবো আমি।

সাথে সাথেই জমে গেলো আলেক্সান্দ্রা। স্যামের হাতের পিস্তলটার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত ওপরের দিকে ধরে রেখেছে মহিলা।

কী চাও তুমি, ফিস্ক? জোরালো স্বরে বলল স্যাম।

আমার সাইফার হুইলটা। তুমি ঐ সরাইখানায় ছিলে... ভিক্টর! লাশটা চোখে পড়তেই বলে উঠলো ফিস্ক। কী হয়েছে ওর?

চাকুর ভুল প্রান্তের দিকে দৌড়ে গিয়েছিলো, জবাব দিলো স্যাম।

তোমার পিস্তল মাটিতে ফেলো। এখনই!

ধীরে ধীরে পিস্তল মাটিতে নামিয়ে রাখলো স্যাম।

এখন লাথি দিয়ে তোমার থেকে দূরে ঠেলে দাও।

তাই করলো স্যাম। আলতো একটা লাথি দিয়ে সরিয়ে দিলো পিস্তলটা।

এখন ভিষ্টর আর রোজেনের পিস্তলগুলোও ফেলে দাও।

সাথে সাথেই কোমড়ের গুঁজে থাকা বন্দুকটা বের করে ছুঁড়ে দিলো স্যাম।

অন্যটাও ফেলো।

আমার কাছে এই একটাই ছিলো, অন্যটা আছে রেমির কাছে, তবে এটার কথা সে উল্লেখ করতে চাচ্ছে না।

তার মানে তোমার স্ত্রীর কাছে আছে ওটা। সে কোথায়?

ভালো প্রশ্ন! কোথায় সে?

এখনই তাকে বেরিয়ে আসতে বলো, নাহলে তোমাকে মরতে হবে।

কিছু না বলে চুপ করে রইলো স্যাম ।

এখনই বেরিয়ে আসতে বলল, নাহলে তোমাকে মেরে ফেলবো আমি ।

আমি এখানে, বলে প্রথম সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো রেমি । ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে হাত ওপরের দিকে তুলে গুহায় দাঁড়ানো স্যামের দিকে এগিয়ে আসছে ও । তবে নাইজেল তার সাথে নেই । যাক, অন্তত নাইজেল তো নিরাপদ অবস্থানে আছে ।

তোমার হাতের অস্ত্রটা ফেলে দাও ।

সাথে সাথেই সিগ সয়্যার পিস্তলটা নিচে নামিয়ে আনলো রেমি ।

আমি ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলেছি ।

তাই করলো রেমি । স্যামের কিছুটা সামনে ছুঁড়ে ফেললো পিস্তলটা ।

তখনই ফিস্ক তার লাইটটা চালু করে বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গ থেকে । হাতের পিস্তলটা স্যাম ও রেমির দিকে তাক করে ধরে রেখেছে লোকটা । জ্যাক আর ইভান রয়েছে তার দুই পাশে । তোমার ফ্ল্যাশলাইট, রেমির দিকে তাকিয়ে বলল ফিস্ক, বন্ধ করে ফেলল ওটা ।

আস্তে আস্তে আলোটা নিচে নামিয়ে স্যামের পায়ের কাছে এক সেকেন্ডের মতো তাক করে ধরে রেখে বন্ধ করে দিলো রেমি । পায়ের কাছে পড়ে থাকা সিগ সয়্যারটা দেখার জন্য এই এক সেকেন্ডই যথেষ্ট ছিলো স্যামের জন্য । তবে ফিস্ক তা লক্ষ্য করেনি ।

এখন তোমার সেল ফোনের লাইটটা বন্ধ করে দাও, আলেক্সান্দ্রার দিকে পিস্তল তাক করে ধরে বলল ফিস্ক। সাথে সাথেই লাইট বন্ধ করে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো আলেক্সান্দ্রা।

এখন একমাত্র আলো শুধু স্যাম ও রেমির দিকে করে ধরে রাখা ফিস্কের ফ্ল্যাশলাইটটা থেকেই আসছে। হাত ওপরে তুলে রাখো তোমরা, বলল ও।

ঠিক তখনই হঠাৎ করে ফিস্কের দিকে খেঁকিয়ে উঠলো আলেক্সান্দ্রা। তোমার কি সাইফার হুইলের দিকে কোনো মনোযোগই নেই? ফার্গোরা তো কখনোই তোমার থেকে ওটা নেয়নি।

শুনেই তার দিকে আলো ফেলে ধরলো ফিস্ক। কী বলতে চাচ্ছে তুমি?

আলেক্সান্দ্রা তার পকেট থেকে হুইলটা বের করে বলল, টুর গাইড বলেছে এটাই গুপ্তধনের ম্যাপ। আসো, নিয়ে যাও এটা। বলে ফিসবির মতো করে বামের সবচেয়ে দূরের সুড়ঙ্গটার দিকে জিনিসটা ছুঁড়ে মারলো আলেক্সান্দ্রা।

সাথে সাথেই হুইলটার দিকে মনোযোগ ঘুরে গেলো ফিরে। আলেক্সান্দ্রার ছেঁড়া জায়গাটার দিকে আলো ধরে ইভানকে ইশারা করে বলল, যাও, নিয়ে আসো ওটা।

ফিস্কের নির্দেশ পেয়েই সুড়ঙ্গের দিকে দৌড় লাগালো ইভান।

সাথে সাথেই সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো পিস্তল খাবলে নিলো স্যাম। রেমির ফ্ল্যাশলাইটটা থেকে এখনো মৃদু আলো আসছে। ঐ আলোতেই ইভানের দিকে তাক করে দুবার গুলি করলো স্যাম।

ফ্ল্যাশলাইটটা বন্ধ করে ফেললো ফিস্ক। আবারো অন্ধকার হয়ে গেছে গুহাটা। অন্ধকারেই একবার গুলি ছুড়লো ফিস্ক। পিস্তলের মাজল ফ্ল্যাশে তার মুখ জ্বলে উঠতে দেখা গেলো শুধু।

আলোর দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়েই গড়িয়ে ভিক্টরের লাশের দিকে সরে গেলো স্যাম। লাশটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ও।

ঠিক তখনই ডান দিক থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লো কেউ। গুলির শব্দে গুমগুম করছে গুহাটা। ডান দিকে তাকাতেই মাজল ফ্ল্যাশের জ্যাকের চেহারা দেখতে পেলো স্যাম। গুলি করতে যাবে ঠিক তখনই ওপরের সুড়ঙ্গ থেকে রেমি গুলি ছুড়লো জ্যাকের দিকে। নিশানা ব্যর্থ হয়নি রেমির। জ্যাক এখন লাশে পরিণত হয়ে গেছে।

ফিরতি গুলি ছুড়লো ফিস্ক।

ভিক্টরের লাশের ওপর দিয়ে সেদিকে গুলি ছুড়লো স্যাম! রেমির পিস্তলটা খালি হয়ে গেছে এখন। ওটা ফেলে দিয়ে নিজের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বের করে আনলো এবার।

সামনের সুড়ঙ্গ থেকেই ফিস্কের শব্দ ভেসে আসতে শুনতে পাচ্ছে ও। তবে কোনো আলো আসছে না। আলোর নিশ্চয়তা ছাড়া আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে বুলেট নষ্ট করার

কোনো ইচ্ছা নেই স্যামের। তার মাথার ভাবনাটা পড়তেই পেরেই হয়তো রেমি তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা ঠেলে দিলো স্যামের দিকে। ভিষ্টরের লাশের থেকে হালকা একটু সরে হাত বাড়িয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা নিজের দিকে নিয়ে নিলো স্যাম। লাশটা হয়তো খুব ভালো কোনো ঢাল না, কিন্তু এই লাশ না থাকলে অনেক আগেই বুলেটের আঘাতে মরে যেতে হতো তাকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে নিয়ে লাশের শরীরের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো স্যাম। আঙুলটা ধরে রেখেছে বাটনের ওপর। সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছে। সাথে সাথে ভিষ্টরের লাশের ওপর দিয়ে পিস্তলটা তাক ধরে রেখেছে ফিস্কের শব্দ ভেসে আসা সুড়ঙ্গটার দিকে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার লাইট জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিলো স্যাম। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু তাদের রসদের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। তাই বাটনে চাপ দিয়ে আলোটা জ্বালিয়েই সাথে সাথে নিভিয়ে ফেললো স্যাম।

সাথে সাথেই ইভান গুলি করলো তাকে।

মাজল ফ্ল্যাশের দিকে তাক ফিরতি গুলি ছুড়লো স্যাম। দুবার। তবে এবার আর কোনো ফিরতি গুলি ছুটে এলো না তার দিকে। একটা ধূপ শব্দ ভেসে এলো শুধু। যদিও স্যাম ফিস্ককে খতম করতে চেয়েছিলো, যাই হোক ইভানও কম বিপজ্জনক না। সবশেষ, এখন শুধু একজন বাকি।

কিন্তু ফিস্ক কোথায়?

কিভাবে বের করে আনা যাবে তাকে? ভাবতেই রেমির শূন্য হয়ে যাওয়া সিগ সয়্যারটার কথা মনে পড়ে গেলো স্যামের। হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে রেমিকে ডেকে উচ্চস্বরে বলল, রেমি! আমার বুলেট শেষ হয়ে গেছে। সাহায্য করো আমাকে। তারপর শব্দ সৃষ্টির জন্য পিস্তলটা ছুঁড়ে দিলো মেঝের শক্ত অংশের দিকে।

একটা লম্বা বিরতি নিয়ে রেমি জবাব দিলো, আমারও একই অবস্থা। বাইরে থেকে সাহায্য আনতে যাচ্ছি আমি।

সাথে সাথেই সুড়ঙ্গ ধরে কাউকে দৌড়ে যেতে শোনা গেলো। শব্দটা শুনেই নিচের সুড়ঙ্গের দিকে পিস্তলটা তাক করে ধরলো স্যাম। ফিস্কের বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষার পর যখন স্যামের মনে হলো ফিস্ক হয়তো আর বেরিয়ে আসবে না, ঠিক তখনই গুহার ডান দিকে মৃদু একটা আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেলো। আলেক্সান্দ্রা তার সেল ফোনটা জ্বালিয়ে একটু একটু করে সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বেরিয়ে আয়, হারামজাদা, চেষ্টা করে বলল মহিলা। এখন একমাত্র আমিই আছি। সাহস থাকলে আমার সাথে লড়াই কর এখন।

বলে ধীরে ধীরে ফিস্কের গায়েব হয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আলেক্সান্দ্রা। স্যাম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুড়ঙ্গমুখের দিকে। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চোখ সরিয়ে আনতে যাবে, ঠিক তখনই তাকে চমকে দিয়ে হুট করেই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো ফিস্ক। তারপর পিস্তলটা আলেক্সান্দ্রার দিকে তাক

করে ধরে চৌঁচিয়ে বলল, তুমি ভেবেছিলে তুমি আমার সাইফার হুইল চুরি করে পালিয়ে যেতে পারবে?

সাথে সাথেই ভিক্টরের লাশের আড়াল থেকে বেরিয়ে গুলি করলো স্যাম।

গুলি খেয়েই ঝট করে পিছিয়ে গেলো ফিস্ক। চমকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে। তু...তুমি? তোমার না বুলেট শেষ? বলতে বলতে পাশের ঝুঁকে পড়লো ফিস্ক। পিস্তলটাও তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে।

মিথ্যা বলেছিলাম আমি।

.

৫৬.

আশা করছি ঐ গুহাগুলোতে পাঠিয়ে আপনাদেরকে খুব একটা অসুবিধায় ফেলে দেইনি, স্যাম ও রেমি ফোন করার পর জিজ্ঞেস করলো লাযলো। আমরা হয়তো আপনাদের অহেতুক পরিশ্রম করিয়েছি।

কোনো সমস্যাই হয়নি, গুহায় পায়চারি করতে থাকা পুলিশদের দিকে তাকিয়ে বলল স্যাম। পুলিশদের বেশির ভাগই এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র দল থেকে। ব্রিটেনে একমাত্র এই অফিসারদেরই পিস্তল নিয়ে চলাফেরা করার অনুমতি আছে। কেন?

আমাদের আসলে হালকা ভুল হয়েছিলো। ম্যাপে নিশ্চিতভাবেই চতুর্থ চেম্বারের কথা লেখা আছে, গুহার না। সত্যি বলতে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে নটিংহ্যাম পার্কে গুপ্তধন থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি জানি না নাইজেল কেন ওখানে পাঠিয়েছিলো আপনাদের। কোনোভাবেই মিলছে না এটা।

কথাটা শুনেই একে-অন্যের দিকে তাকালো স্যাম ও রেমি। তারপর কল। কেটে দিয়ে নাইজেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে রেমি জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমাদের এখানে আনলেন কেন?

প্রশ্নটা শুনেই আলেক্সান্দ্রার দিকে তাকালো নাইজেল। আলেক্সান্দ্রা এখন ইনভেস্টিগেটরদের একজনের কাছে তার স্টেটমেন্ট দিচ্ছে। নিজেকে বাঁচানোর জন্যই এই কাজটা করতে হয়েছে আমাকে। ইউনিভার্সিটির ক্লাসের সময় কয়েক বছর আগে আমি চার গুহায় এসেছিলাম একবার। বলে শ্রাগ করে দুর্বলভাবে হাসলো নাইজেল। ভেবেছিলাম আপনাদের এখানে তাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারবো যে গুপ্তধনটা এখানেই আছে। এছাড়া তাদের হাত থেকে আমার বাঁচার আর কোনো উপায় ছিলো না।

উপায়টা কাজে লেগেছে দেখছি, বলল স্যাম। সত্যিই কাজে লেগেছে উপায়টা। ফিস্ক এখন কাস্টডিতে আছে, ইভান আর জ্যাক মৃত। তাছাড়া আলেক্সান্দ্রারও তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। কপালটা শুধু হালকা কেটে গেছে মাত্র।

তাদের দিকে তাকিয়ে ক্লান্তভাবে হাসলো রেমি। যাই হোক, ভালো একটা মিশন ছিলো। কিং জন ও তাঁর গুপ্তধনের রহস্যটা প্রায় সমাধানই করে ফেলেছিলাম।

হ্যাঁ, মিশনটা ভালো ছিলো। তবে আমাদের শিডিউল কিন্তু এখন আবার ফাঁকা হয়ে গেছে। তো, প্রতিশ্রুত ঐ ছুটি কাটানোর জন্য কোথায় যেতে চাও তুমি?

আমি তো ভেবেছিলাম তুমি সব কিছুই প্ল্যান করে রেখেছো?

হ্যাঁ, কিছুটা করে রেখেছিলাম। তো, কোথা থেকে যাত্রা করেছিলাম আমরা?

কারমেল থেকে।

ঠিক তখনই সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে ইনভেস্টিগেটরদের একজনকে ভিতরের দিকে উঁকি দিতে দেখলো ওরা। সহজে আসা-যাওয়া করার জন্য সুড়ঙ্গমুখের আইভিলতাগুলো একটা দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। ইনভেস্টিগেটর ভিতরে ঢুকে অন্য দুই অফিসারের সাথে কী নিয়ে যেন কথা বলছে।

স্যামের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে অফিসারদের সাথে ইনভেস্টিগেটরকে আলাপ করতে দেখছে রেমি। যাই হোক, ভালোই গুলাগুলি করেছো তুমি।

তুমিও।

তখনই অফিসারদের একজন নোটবুক বের করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, আপনাদের পিস্তলগুলোর ব্যাপারে একটু বলবেন?

ভিজিটর পারমিশন নেওয়া আছে ওগুলোর, বলল স্যাম। গ্রেট ব্রিটেনে হ্যান্ডগান নিয়ে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ। কারো সাথে হ্যান্ডগান দেখলে সাথে সাথেই কর্তৃপক্ষ জব্দ করে

ফেলে ওগুলোকে। কিন্তু স্যাম তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তলটাকে অনেক বেশি পছন্দ করে। তাই মিথ্যাই বলল, অনুমতিপত্রটা লন্ডনে আছে।

ধন্যবাদ, স্যার। আমরা খতিয়ে দেখবো ওটা, বলে আবারো ইনভেস্টিগেটর লোকটার কাছে ফিরে গেলো অফিসার।

লোকটা চলে যেতেই স্যাম রেমিকে ফিসফিস করে বলল, এখান থেকে বেরুনোর পর রুবকে একবার কল করার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তো আমাকে। লন্ডনে তাদের পিস্তলের কোনো অনুমতিপত্রই নেই। এখন সেখানে এই অনুমতিপত্র হাজির করতে হলে একমাত্র জাদুমন্ত্রের দ্বারাই করতে হবে। আর সেই জাদুমন্ত্র কেউ করতে পারলে সেটা একমাত্র রুব হেওয়ার্ডই করতে পারবে।

ঠিক তখনই স্টেটমেন্ট দেওয়া শেষ করে স্যামের পাশে এসে বসলো আলেক্সান্দ্রা।

মহিলা তার পাশে বসতেই স্যাম কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি তো ফিস্কের দলে ছিলেন। ছুট করে তার বিরুদ্ধে গেলেন কেন?

প্রশ্নটা শুনেই বিদ্রূপের হাসি হাসলো আলেক্সান্দ্রা। তারপর তার কপালে লাগানো ছোটো ব্যান্ডেজটা দেখিয়ে বলল, আমি কখনোই কাউকে আহত করতে চাইনি। কখনোই না। আমি শুধু গুপ্তধনগুলো খুঁজে বের করে চার্লসকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। আর এরপর... বলে রেমির দিকে তাকালো মহিলা। আমি জানতাম যে ফিস্ক একবার তার জিনিসটা পেয়ে গেলে অন্যদের মতো আমাকেও মেরে ফেলে যাবে। বলতে বলতে গলার স্বর ভারি হয়ে উঠছে। মহিলার। আবারো কপালে লাগানো ব্যান্ডেজটার ওপর হাত

বুলাতে বুলাতে বলল, আপনাদের সাথেও একই কাজ করতো ও। সে জন্যেই আমার মনে হলো রুখে দাঁড়ানো উচিত। আমি শুধু আমার দুটো সন্তানকে দেখাতে চাইছিলাম যে আমি অবশেষে সঠিক কিছু করেছি। বলে ত্রুদ্বন্দ্বাস ছাড়লো আলেক্সান্দ্রা। যাই হোক, এখন আর এসবের কোনো মূল্য নেই। চার্লস হয়তো তার গুপ্তধন খুঁজে পায়নি, কিন্তু সে ঠিকই আমাদেরকে মারতে চাওয়ার চেষ্টা করার পরও পার পেয়ে যাবে। সবসময়ই তো পার পেয়ে যায়।

খুব সম্ভবত এটার ব্যাপারে এবার কিছু একটা করতে পারবো আমরা, স্যাম বলল।

কিভাবে?

চার্লস এভেরির ব্যাপারে আর্চারের পাঠানোর সিকিউরিটি রিপোর্টের কথাটা ভেবে স্যাম বলল, এই মুহূর্তে আমার পুরো একটা টিম চার্লস এভেরির কীর্তিকলাপের প্রমাণ একত্র করছে। তো, ওটা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করবেন না।

আচ্ছা। তবে একটা উপকার করতে পারবেন? গুপ্তধন যদি খুঁজে পান, তাহলে কি কষ্ট করে সেটার একটা ছবি পাঠাতে পারবেন আমাকে? চার্লসকে সেই ছবিটা দেখানোর ইচ্ছা আছে আমার।

এটা মনে হয় না সম্ভব হবে, স্যাম বলল। আমাদের একমাত্র আশা ছিলো ঐ ম্যাপটা। আর ঐ ম্যাপের পুরো অর্থও বের করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কিছুই পাইনি। পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না।

এরপর আর কিছু বলতে পারলো না ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসাররা এসে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেলো তাদেরকে। সেখানে আরো একবার স্টেটমেন্ট দিয়ে ছাড়া পেতে পেতে প্রায় কয়েক ঘন্টার মতো লেগে গেলো ওদের। সারাদিনের পরিশ্রমে এতোই ক্লান্ত হয়ে আছে যে হোটেল ফিরেই সরাসরি বিছানা ঢলে পড়লো ওরা। এমনকি ডিনার করার মতো এনার্জিও নেই তাদের শরীরে।

করে ফেলেছি ওটা!

ট্যাবলেটে স্কাইপ কলে লাযলোর কণ্ঠে থাকা উত্তেজনার তীব্রতা শুনে ঘুম পুরোপুরি উড়ে গেছে স্যামের।

কী করে ফেলেছো? রেমি জিজ্ঞেস করলো।

সাইকারের অর্থ, বলল লাযলো। পাথুরে দুর্গে। পালের গোদার ডেরা থেকে অনেক দূরে। চতুর্থ চেম্বারঃ ওপরে মৃত্যু, নিচে মৃত্যু, সাথে আমার শেষ আহার।

শুনে একে অন্যের দিকে তাকালো স্যাম ও রেমি। তারপর ট্যাবেলেটের পর্দায় লাযলোর উল্লসিত চেহারার দিকে তাকিয়ে স্যাম বলল, চমৎকার। কিন্তু এটা দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

গুপ্তধনের অবস্থান, বলল লাযলো। তবে প্রথম অংশটা বাদে।

প্রথম অংশ?

আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে এখানে রবিন হুডের ডেরার কথা বলা হয়নি।

এটা গতকাল জানাতে পারলে আমাদের অনেক উপকার হতো, স্যাম বলল।

তো, বলল রেমি, রবিন হুডের সাথে সম্পৃক্ততা বাদ দিলে, ধাঁধা কোন জায়গাকে নির্দেশ করছে?

যদিও ধাঁধার সঠিক অর্থটা খুবই অস্পষ্ট, সেলমা দিচ্ছে জবাবটা, আমাদের ধারণা এটা নিউইয়াক ক্যাসলকে বুঝাচ্ছে।

নিউইয়াক ক্যাসল? বলল রেমি। ওখানে কেন?

এখানের মৃত্যু, চেম্বার, শেষ আহার শব্দগুলো কিং জন কোথায় মৃত্যুবরণ করেছিলো সেটাকেই নির্দেশ করছে।

স্যরি, রেমি, রেমির দিকে তাকিয়ে বলল স্যাম। মনে হচ্ছে আমাদের ছুটিটা আরো কয়েকদিন পর থেকে শুরু করতে হবে।

.

৫৭.

পরদিন সকালে নিউইয়াক ক্যাসলের দিকে যাত্রা করলো স্যাম, রেমি ও নাইজেল। আকাশের অবস্থা খুব একটা ভালো না, বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাসলের কাছে পৌঁছে ট্রেন্ট নদীর পাশে থাকা লটে গাড়ি পার্ক করলো ওরা। গাড়ি থেকে নেমে ব্রিজের ওপর দিয়ে এককালের ভয়ংকর দুর্গের দিকে হেঁটে যাচ্ছে এখন। এই পাশ থেকে দেখে দুর্গটা এখনো অক্ষত বলে মনে হচ্ছে, তবে অপর পাশে পৌঁছেই দেখলো নদীর তীরে গড়ে উঠা এই বিশাল দুর্গের আর অল্প কিছুটা অংশই অক্ষত আছে মাত্র। গেইটহাউজ, উত্তর-পশ্চিম কোণায় থাকা একটা বিশাল ছয়কোণা টাওয়ার আর দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে থাকা নিচু টাওয়ারটা ছাড়া আর বাকি সবকিছুই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। কথিত আছে কিং জন দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের টাওয়ারটাতেই মৃত্যুবরণ করেছিল।

তেমন কিছু তো আর বাকি নেই দেখছি, পার্কের মতো মাঠটার দিকে তাকিয়ে বলল স্যাম। একসময় এখানেই ক্যাসল কিপ দাঁড়িয়েছিলো।

ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জোরালো বাতাসে চুল উড়ছে রেমি। এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে নিতে নিতে রেমি দক্ষিণপূর্বের নিচু টাওয়ারটার দিকে ইশারা বলল, আমার মনে হচ্ছে গুপ্তধনটা ওখানেই আছে। কিং জন মারা গিয়েছিলেন ওখানে। আর ধাঁধাতেও পরিষ্কারভাবে মৃত্যুর কথা লেখা আছে।

এটা খুব বেশি স্বাভাবিক হয়ে যায় না? জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

কেন? চোখের সামনেই লুকিয়ে রাখা। সাইফার হুইলটাও তো এভাবেই লুকানো ছিল।

কিছু না বলে কয়েকটা লিফলেট তুলে নিলো স্যাম। এখানে ওরা ঘুরতে আসা অন্যান্য টুরিস্টদের ছদ্মবেশে এসেছে। কাউকে বুঝতে দিতে চাচ্ছে না যে তারা দুর্গের নিষিদ্ধ অংশে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছে। তাই লিফলেট তুলে নেওয়ার ভান করে স্যাম বলল, কিং জনের মৃত্যুর পর থেকে বেশ কয়েকবার এই দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তো একদম চোখের সামনে যে লুকাবে না তা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তাহলে লুকিয়েছে কোথায়?

সেটা জানার জন্যই তো এখানে এসেছি আমরা, তাই না? রেমি জিঞ্জেস করলো।

ফোন বের করে সেলমার পাঠানো ধাঁধাময় সাইফার মেসেজটা ওপেন করলো স্যাম।

চতুর্থ চেম্বার : ওপরে চ মৃত্যু, সাথে শেষ আহার।

রেমি পর্দায় টোকা দিয়ে বলল, চেম্বারের আরেকটা অর্থ কিন্তু রুম বা কক্ষ। তারমানে এটার অর্থ রাজা যে জায়গায় মারা গিয়েছিলো সেটাও হতে পারে।

শেষ খাবার শব্দটা দিয়ে ডাইনিং হলকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু ডাইনিং হল তো আর এখন নেই।

টুর শুরু হচ্ছে, দক্ষিণ টাওয়ারের সামনে জমায়েত হওয়া ছোটো জটলাটার দিকে নির্দেশ করে বলল নাইজেল।

অন্যদের অনুসরণ করে টাওয়ারে প্রবেশ করলো ওরা। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। আর চলতে চলতে গাইড লোকটা বলে যাচ্ছে, ১৬৪৬ সালে সামরিক যুদ্ধের পর পার্লামেন্ট দুর্গটাকে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়। নিউইয়াক শহরে সেই প্লেগ ছড়িয়ে না পড়লে হয়তো বর্তমানে এই দুর্গের ধ্বংসস্তুপও অবশিষ্ট থাকতো না।

হল পেরিয়ে রুমগুলোর একটাতে ঢুকতেই হঠাৎ শো করে বাতাস বয়ে গেলো যেন দুর্গের ধ্বংসস্তুপের ভিতর দিয়ে। বাতাস কেটে যাওয়ার শব্দটা অনেকটা মানুষের গোঙানোর শব্দের মতো করে শোনাচ্ছে। শব্দটা শুনেই ভীড়ের ভিতর থেকে কেউ বলে উঠলো, ভূত! সাথে সাথেই হাসির রোল ছড়িয়ে পড়লো সমবেত জনতার ভিতরে।

সত্যি বলতে, গাইড বলছে তাদেরকে, দুর্গটাকে ভুতুড়েও বলা হয়ে থাকে। কথিত আছে কয়েক শতাব্দী আগে খুন হওয়া মানুষগুলোর আত্মা নাকি এখনো ঘুরছে এই দুর্গে। বিশেষ করে এই রুমটায়। এখানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কিং জুন। অনেক ইতিহাসবিদরা বলে থাকেন, শত্রুরা তাকে বিষাক্রান্ত করে মেরেছিলো। আর অনেক নিচে থাকা ডানজনটাতে শত শত গরীব বেচারাদের অত্যাচার করা হতো, অত্যাচারের পর ফেলে রাখা হতো খাদ্য-পানির অভাবে ভুগে মারা যাওয়ার জন্য। এমনকি মারা যাওয়ার পরও লাশ বের করে আনা হতো না, ফেলে রাখা হতো ইঁদুরের খাবারের জন্য। আর একসময় হাড়ের স্তুপে পরিণত হওয়া ছাড়া তাদের পুরো অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেতো।

তখনই রেমি ও নাইজেলকে টান দিয়ে দলটা থেকে পিছিয়ে গেলো স্যাম। নাইজেল হলে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, আর ওদিকে স্যাম ও রেমি কিং জনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা

রুমটা পরীক্ষা করে দেখছে। গুপ্ত দরজা, ফাপা মেঝে বা গুপ্ত প্যাসেজওয়ার খোঁজ করছে ওরা। কিন্তু বিশ মিনিট ধরে খোঁজাখুঁজির পর আশা পাওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া গেলো না।

কিং জন মনে হয় তাঁর গুপ্তধনের রহস্যটা সাথে নিয়েই মরেছে, বলল স্যাম।

এখনো কিন্তু দুর্গের অনেকগুলো চেম্বার চেক করা বাকি আছে আমাদের, আশা দিয়ে বলল রেমি।

তাড়াতাড়ি রুম থেকে বেরিয়ে আবারো দলটার সাথে গিয়ে যুক্ত হলো ওরা। গাইড লোকটা ইতিমধ্যেই দুর্গের রক্ষনশালা মানে রান্নাঘর নিয়ে আরেকটি গল্ল বলে ফেলেছে। রক্ষনশালা থেকে পরে তারা এগিয়ে গেলো দুর্গের বৃত্তাকার সিঁড়ির দিকে। এরপর এক এক করে দুর্গের ড্রেনেজ সিস্টেম ও রুট সেলারটাও ঘুরে দেখলো ওরা। শেষে গিয়ে থামলো মেঝেতে থাকা একটা গর্তের সামনে। গর্তের মুখে একটা মইও রয়েছে। এই মইটাই নেমে গেছে কুখ্যাত ডানজনে। এই ডানজনেই রাজনৈতিক বন্দীদের আটকে ভয়ানক অত্যাচার করা হতো।

আপনাদের মধ্যে কারো সাহস থাকলে মই ধরে নিচে নেমে দেখতে পারেন। ওখানে নামলেই দেয়ালে খোদাই করা গ্রাফিতিগুলো দেখতে পাবেন। ডানজানে বন্দী করা টেমপ্লর নাইটরা ঐ গ্রাফিতিগুলো এঁকে গিয়েছিলো।

অবশ্যই মই ধরে নিচে নেমে গেলো তারা তিনজন। নামার সময় চারপাশ থেকে আসা ভুতুড়ে গোঙানোর শব্দ শুনতে পেলো তারা। যদিও তিনজন জানে যে এটা রেকর্ড করা শব্দ। অন্য সেলগুলোর একটা থেকে আসছে শব্দটা।

নিচে নেমে দেয়ালের গ্রাফিতিগুলো পরীক্ষা করে দেখছে রেমি! আর স্যাম ও নাইজেল পরীক্ষা করে দেখছে পাথুরে দেয়ালগুলো। গুপ্ত দরজা, গুপ্ত সুড়ঙ্গের আশায় দেয়াল ঠেলেঠেলে দেখছে। কিন্তু কিছুই পেলো না।

এখানে কি কিং জনের গুপ্তধন লুকানোর ব্যাপারে কোনো গুজব আছে? ডানজন থেকে ওপরে উঠে আসার পর গাইডকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

প্রশ্নটা শুনে ক্র-কুঁচকে গেলো গাইডের। এখানে? এখানে গুপ্তধন লুকানোর গুজব থাকলে তো জলাশয়ে সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাসটা পুরোপুরি বদলে যাবে। তাই না? না এখানে কোনো গুপ্তধনের গুজব নেই। এখন চাইলে টুরের পরবর্তী অংশের জন্য অনুসরণ করতে পারেন আমাকে।

একটা প্রশ্ন, রেমি বলল? প্রশ্নটা আসলে কয়েক শতাব্দী আগের একটা পুরোনো ধাঁধার ব্যাপারে। কিং জনের সাথে হয়তো কোনো সম্পর্ক আছে এটার।

প্রশ্নটা শোনার আশায় কৌতূহলী দৃষ্টিতে রেমির দিকে তাকালো গাইড।

চতুর্থ চেম্বার : ওপরে মৃত্যু। নিচে মৃত্যু। শেষ খাবারের সাথে। এটা যদি নিউইয়াক ক্যাসলের কোনো অবস্থানকে নির্দেশ করে থাকে, তাহলে কোনটাকে করছে বলে মনে হয় আপনার?

এটা তো সহজ প্রশ্ন, বাঁকা হাসি হেসে বলল গাইড। এটা রুট সেলারকে নির্দেশ করছে। নিচের ডানজনের দিক থেকে গুণলে এটা চতুর্থ স্তরে আছে। আর এর ওপরের টাওয়ারেই কিং জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলো।

আর এই স্তরটা কোথায়?

রুট সেলার? এখানে আসার পথে তো ওটা হয়েই এসেছি আমরা, বলে রুট সেলারের দিকে নির্দেশ করলো লোকটা। যেহেতু মি, রিজওয়েল আপনাদের সাথে আছেন, তাই আপনারা চাইলে সেলারটা আরেকবার ঘুরে দেখতে পারেন।

গাইডকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত পায়ে রুট সেলারে এসে উপস্থিত হলো ওরা। তবে সেলারটা দেখে হতাশই হতে হলো তাদের। অন্যান্য চেম্বারগুলোর মতো এটাতে গুপ্ত কিছু আছে বলেও মনে হচ্ছে না। আটশো বছর ধরে ধুলো, মাটি, আর্দ্রতা জমার পরেও পাথুরে দেয়ালটাকে এখনো পুরোপুরি নিরেটই দেখাচ্ছে।

হতাশ হয়ে ফিরে যেতে যাবে, ঠিক তখনই দেয়ালে একটা ধনু আকৃতির একটা খোপ দেখতে পেলো স্যাম। খোপের আকৃতিটা অনেকটা জানালার মতো নকশা করা, তবে খোপটা তৈরি করা হয়েছে শক্ত ইটের গাঁথুনি দিয়ে। সেলারের বাকি নিরস ও রক্ষ

চেহারার সাথে এই নকশার মতো খোপটা কোনোভাবেই খাপ খাচ্ছে না। বারোশো শতাব্দীতে নিশ্চয় রসুইঘরে কোনো নকশা করতো না কেউ।

রেমি, ঐ খোপের মতো অংশটা দেখো। অদ্ভুত না?

ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে নকল জানালার খোপের দিকে আলো ফেললো রেমি। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর বলল, যে-ই এই দেয়াল খুঁড়ে থাকুক না কেন, তার শৈল্পিক মন ছিলো।

কথাটার কোনো জবাব দিলো না স্যাম। কাছে এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের গোড়ালি দিয়ে খোপটায় টোকা দিলো। টোকা দিতেই ফাপা একটা শব্দ শোনা গেলো। এই ফাপা শব্দটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে হয় এই ইটগুলো খুব ভালোভাবে গাঁথা হয়নি, অথবা ভিতরের ফাঁপা অংশকে লুকিয়ে রাখার জন্য এই ইটের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে।

সাথে সাথেই দেয়ালটায় লাথি দিতে শুরু করলো স্যাম। বেশ কয়েকটা লাথি দেওয়ার পর অবশেষে আলগা হয়ে গেলো এক ইট। এরপর অবশ্য খোপের অন্যান্য ইটগুলো টেনে বের করতে খুব বেশি সমস্যা হলো না। কয়েক মিনিটের ভিতরের খোপের একটা অংশের সরিয়ে ফেললো। তারপর ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে আলো ফেললো দেয়ালের আড়ালে থাকা অন্ধকার অংশটার দিকে?

কী দেখতে পাচ্ছে? উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করলো রেমি।

শ্রাগ করলো স্যাম। বলল, মনে হয় কিং জনের গুপ্তধন খোঁজার পিছনে আমাদের আর সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।

চেম্বারটা খালি, তাই না? হতাশকণ্ঠে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলো নাইজেল।

না, মুখে প্রশস্ত হাসি ফুটিয়ে বলল স্যাম। ওখানেই আছে, হাত বাড়ালেই ওগুলোকে স্পর্শ করতে পারবেন।

.

৫৮.

হামাগুড়ি দিয়ে সরু ফাটলটার ভিতরে ঢোকান সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গতিতে হৃৎস্পন্দন হচ্ছে রেমির! নাইজেল ও স্যাম অনুসরণ করছে তাকে।

প্রথম দেখায় জিনিসগুলোকে ধুলোপড়া পাথরের টুকরোর মতো মনে হলেও, কাছ থেকে আলো ফেলতেই দেখতে পেলো এগুলো আসলে প্রাচীন আমলের ধাতব সিন্দুক। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত একটার ওপর একটা রেখে সাজানো আছে সিন্দুকগুলো। প্রায় ত্রিশটার মতো সিন্দুক আছে এখানে। সবগুলোই ধুলোমাখা।

এগুলোয় তালা লাগানো, নাইজেল বলল। এগুলোকে খুলবো কিভাবে?

কিছু না বলে মেঝে থেকে একটা ইট তুলে নিলো স্যাম। তারপর ইটটা দিয়ে আঘাত করলো জং ধরা সিন্দুকগুলোর একটায়। এক আঘাতেই ভেঙে গেছে প্রাচীণ আমলের তালাটা।

সিন্দুকের ডালাটা উঠিয়ে ভিতরের দৃশ্যটা দেখেই অভিভূত হয়ে গেলো স্যাম। প্রায় শত শত জং ধরা সিলভার কয়েনের ভরে আছে সিন্দুকটা। সবগুলো কয়েনেই রাজা প্রথম হেনরি, রাজা দ্বিতীয় হারল্ড এবং রাজা প্রথম উইলিয়ামের মাথা খোদাই করা আছে। পরের তিনটা সিন্দুকে ভরে আছে স্বর্ণ মুদ্রায়। পরের সিন্দুকগুলোয় এক এক করে মুক্তা, সিলভার প্লেট, স্বর্ণের কটোরা, মূল্যবান মনিমুক্তা খচিত তলোয়ার এবং ওগুলোর খোপ।

ইতিহাস অনুযায়ী কিং জনের রুবি, পান্না, হীরা এবং বড়ো আকৃতির যে কোনো বিরল রত্নের ওপর প্রচুর ঝোঁক ছিলো।

চমৎকার, বলে উবু হয়ে সিন্দুক থেকে একটা জিনিস তুলে আনলো স্যাম। অন্যরা কেউই এই জিনিসটা এখনো খেয়াল করেনি। এটা দেখো। বলে একটা সোনালি তীর বা সোনালি পাতার একটা তীর তুলে রেমির দিকে বাড়িয়ে দিলো স্যাম।

অভিভূত দৃষ্টিতে তীরটার তাকালো রেমি। রবিন হুড?

আমার জানামতে নটিংহ্যামের আর কারোরই সোনালি তীর ছিলো না, বলল নাইজেল। হয়তো কিংবদন্তিগুলো আসলেই সত্য ছিলো।

জ্যাকপট, আরেকটা উন্মুক্ত সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে বলল স্যাম। এটাতে দেখি রাজার মুকুট, রাজদণ্ড ও অক্ষিগোলকটা আছে। বলে রুবি ও মুক্তা খচিত সোনালি মুকুটটা উঁচিয়ে ধরলো স্যাম।

এটার সাথে মানানসই পোশাকগুলোও দেখা উচিত তোমার, বলে কিং জনের পোশাকে ভর্তি বড়ো সিন্দুকটার দিকে নির্দেশ করলো রেমি।

আমি কি ওগুলোর একটা পরে দেখতে পারি? প্রশস্ত হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

ঐ চেষ্টাও করো না, বলল রেমি। প্রায় আটশো বছর আগে এই পোশাকগুলো পরিধান করেছিলেন কিং জন। এগুলো এখন ঐতিহাসিক নিদর্শন।

রাজা তো অনেক আগেই মরে গেছে, বাঁকা হাসি হেসে বল স্যাম। আশা করছি একটা পরে দেখলে রাজা কিছু মনে করবে না।

আপনি এখন শতশত মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদকে স্পর্শ করে দেখছেন, নাইজেল বলল। কর্তৃপক্ষ যদি আপনার ইচ্ছার কথা জানতে পারে, তাহলে সারা জীবনের জন্য নটিংহ্যামের জেলখানায় পঁচতে হবে আপনাকে।

মনে হয় না এই ব্যাপারটা পছন্দ করবো আমি, কৌতুকের সুরে হেসে বলল রেমি।

যাই হোক, পরের টুর আসার আগেই জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলা উচিত আমাদের সতর্ক করে বলল নাইজেল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো স্যাম। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আর দশ মিনিটের ভিতরেই আমাদের গাইড এদিকে ফিরে আসবে।

নিজেদের কাছে রাখার জন্য কয়েকটা এঙ্গেলে বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়ে ফাঁপা অংশটা থেকে বেরিয়ে এলো রেমি। স্যাম ও নাইজেলও বেরিয়ে এলো তার সাথে। দুজনে আবারো দেয়ালের ইটগুলো জায়গামতো বসিয়ে রাখতে শুরু করেছে।

তাদের ইট বসানো শেষ হয়েছে এই সময়ই চেম্বারে এসে উপস্থিত হলো তাদের টুর গাইড। তাদেরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, পেলেন আপনাদের গুপ্তধন?

না, ভুল চেম্বার এটা, বলল স্যাম।

দুর্গটাও ভুল, সাথে যোগ করলে রেমি।

শুনে মুচকি হাসলো গাইড। আগেই বলেছিলাম আমি।

কোনো রকমে মুখ স্বাভাবিক রেখে গাইডের সাথে তাল মিলায়লো স্যাম ও রেমি। নাইজেল তাকিয়ে আছে অন্য দিকে।

অন্য সবার সাথে বাইরে বেরিয়েই লম্বা শ্বাস নিয়ে নিলো ওরা। এরপর নাইজেলের দিকে তাকিয়ে স্যাম বলল, তো, নাইজেল, স্টোরিটা নিয়ে নিন আপনি।

শুনে হতবাক দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকালো নাইজেল। কিছুই বুঝতে পারছি না।

জবাবে রেমি নাইজেলের গালে একটা চুমু খেলোর থাকুন। গেট দিয়ে জনগণের ঢল নামার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের।

৫৯.

পরদিন সকালে হোটেল থেকে চেক আউট করে আরেকবার নিউইয়াক ক্যাসলে ঘুরতে গেলো স্যাম ও রেমি। জায়গাটা মানুষে গিজগিজ করছে। সিকিউরিটি কোম্পানির গার্ডদের মানুষের ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে যেন। শতাব্দীর সেরা গুপ্তধন আবিষ্কারের দৃশ্যটা দেখতে এসেছে সবাই। কোনো রকমে গেটের যতোটা কাছে সম্ভব গাড়িটা পার্ক করে ফ্রন্ট গেইটের দিকে এগিয়ে গেলো ওরা। এই গেইটটা পাহারা দিচ্ছে নটিংহ্যামশায়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

তাদের দেখে এক গার্ড এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আপনাদের নাম?

লংস্ট্রিট, বলল স্যাম। লর্ড অ্যান্ড লেডি লংস্ট্রিট।

নাম বলার এই স্টাইলটা কিছুটা পুরোনো হয়ে গেছে বলে মনে হয় না তোমার? রেমি বলল।

গার্ড ওদিকে তার নোটবুকটা চেক করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, স্যারি, স্যার। আপনাদের নামটা তালিকায় নেই। দুঃখিত, আপনাদের ভিতরে ঢুকতে দিতে পারছি না আমি।

আপনি কি মি. রিজওয়েলের সাথে একটু যোগাযোগ করতে পারবেন? রেমি জিঙ্কস করলো। তাকে গিয়ে কি আমাদের আসার কথাটা জানাতে পারবেন?

অবশ্যই, মিলেডি। এটা জানাতে পারবো আমি, ভদ্রভাবে বলে গেটের সামনে থেকে গেলো গার্ড লোকটা।

দশ মিনিট পরেই নাইজেলকে গেইটের কাছে আসতে দেখলো ওরা। তার সাথে সাথে পার্সি ওয়েভ এবং প্রফেসর সেড্রিক অলড্রিজও এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের, গেটের কাছে এসে বলল নাইজেল। সরকারি অধিদপ্তরের লোকেরা প্রায় পাগল বানিয়ে ফেলেছে আমাদের। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামসহ অনেক মানুষের সাথে কথা বলতে হচ্ছে আমাদেরকে।

আমি আর রেমি তো বিদেশি। এই ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারবো না আমরা, স্যাম বলল।

আমি বুঝতে পারছি না আপনারা কেন নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন? বলে উঠলেন অলড্রিজ। আপনারা দুজন না থাকলে তো কখনোই এই গুপ্তধন খুঁজে পাওয়া

যেতো না। ব্রিটিশ রাজ্যকে এই সহযোগিতা করার জন্য আপনারা সম্মানসূচক নাইটহুড উপাধিও পেতে পারতেন।

স্যার স্যাম ফার্গো, মুখে প্রশস্ত হাসি ফুটিয়ে বলল রেমি। নাহ, এই নামের ব্যক্তির সাথে থাকতে পারবো না আমি।

কথাটা শুনেই কড়া দৃষ্টিতে রেমির দিকে তাকালো স্যাম। তারপর আবার অন্য তিনজনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, সবাইকে বলে দিন যে আপনারা তিনজন একদল হয়ে সাইফার লুইলের ধাঁধা সমাধান করে এই গুপ্ত ইতিহাসটা পুনরুদ্ধার করেছেন।

হ্যাঁ। সাথে মেজ ক্রাওলির থিউরির কথাটাও উল্লেখ করবেন। পেমব্রকের আর্ল উইলিয়াম দ্য মার্শালের রাজসম্পদ লুকানোর ধারণাটা কিন্তু প্রথম উনিই দিয়েছেন, সাথে যোগ করলো রেমি।

অবশ্যই, বলল নাইজেল। উইলিয়াম দ্য মার্শালের কারণেই রাজসম্পদগুলো কখনোই নিউইয়াক ক্যাসলের বাইরে যায়নি। তিনিই ঝড়ের মধ্যে জলাশয়ে রাজসম্পদ হারিয়ে যাওয়ার গল্প ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য যে এক সপ্তাহের ভিতরেই ফরাসিদের বিপক্ষে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তিনি। সেই সাথে সম্পদের গুপ্ত ইতিহাসটাও হারিয়ে গিয়েছিলো তার সাথে।

ইচ্ছা ছিলো আরো কিছুক্ষণ থাকার, তবে থাকতে পারছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই হিথ্রো বিমান বন্দর থেকে বিমান ধরতে হবে আমাদের।

আর কয়েকটা দিন থাকতে পারবেন না? জিঙেস করলেন পার্সি।

আলতোভাবে মাথা নাড়লো স্যাম। খুব দুঃখিত আমরা। বাসায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমাদের, তাই যাওয়া লাগবেই।

তবে এরপর তো অবশ্যই ফিরে আসবেন আবার? অনুনয় করে বলল নাইজেল।

হ্যাঁ, আশা করছি, বলে সবাইকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেলো রেমি। স্যামও ঐদিকে উষ্ণভাবে করমর্দন করে নিলো সবার সাথে।

এরপর বিদায় জানিয়ে আবারো গাড়িতে ফিরে এলো ওরা। স্যাম গাড়ি চালাচ্ছে, আর রেমি এখনো হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে অন্য তিনজনকে।

চোখের আড়াল হওয়ার আগ পর্যন্ত হাত নেড়েই গেলো রেমি। তারপর বলল, আমি নিশ্চিত, আমরা বিদায় নেওয়ার সময় পার্সি আর নাইজেলের চোখ দিয়ে পানি ঝড়ছিলো।

শুধু তাদের চোখ থেকেই ঝড়েনি, বলল স্যাম।

কিছু না বলে টিস্যু দিয়ে চোখ মুছলো শুধু রেমি। তারপর বলল, হ্যাঁ, জানি আমি।

গণ দুই সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো একটু স্বস্তি পাচ্ছে স্যাম। রেমির দিকে তাকিয়ে দেখলো রেমিও অনেকটা স্বস্তির মধ্যে আছে। সত্যি বলতে ফোনের পর্দায় কিছু একটা দেখে উচ্চস্বরে হাসছে এখন।

এতো মজার কী দেখলে?

দেখো তুমি, বলে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার পর তাদের তিনজনের তোলা ছবিটা স্যামকে দেখালো রেমি। বারোটা সিঁদুক খোলার পর এই ছবিটা তোলা হয়েছিল। ছবিতে সিঁদুকে থাকা স্বর্ণ, রত্নপাথর ও কিং জনের রাজকীয় মুকুটসহ আরো অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে। আমি ছবিটা আলেক্সান্দ্রাকে পাঠিয়েছিলাম, আর সে পরে পাঠিয়েছিলো চার্লস এভেরিকে। এভেরি এই ছবিটা খুলে দেখতে যাবে, ঠিক তখনই পুলিশ এসে এরেস্ট করে নিয়ে যায় তাকে।

শুনে হেসে উঠলো স্যামও। নিশ্চিতভাবেই এখন দুঃখের দহনে জ্বলছে লোকটা, বলে রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে শেষবারের মতো নিউইয়াক ক্যাসলটা দেখে নিলো স্যাম। আমাদের এখানের কাজ তো শেষ। এখন তাহলে আমার কথা দেওয়া সেই ছুটির সময়টা শুরু করবো?

ওটার কথা ভুলে যাও, ফার্গো। তোমার ঐ ছুটি কখনোই এটার থেকে ভালো হতে পারবে না, বলে শক্ত করে স্যামের হাঁটু চেপে ধরলো রেমি। এটাই আমার জীবনে কাটানো সবচেয়ে সেরা ছুটি।

-সমাপ্ত-

পাইরেট । ব্লাইন্ড বগসলার